সম্পূর্ণ
শিষ্যত্বের
প্রচার

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক এবং
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

copyright © 2012, Andrew Wommack
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge.

Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333
Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

The Complete Discipleship Evangelism
48-Lesson Course © 2012
Level 1 (16 Lessons)

Copyright © 2012, Andrew Wommack
Permission is granted to duplicate or reproduce
for discipleship purposes on the condition that
it is distributed free of charge.

Andrew Wommack Ministries Inc.
P.O. Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

Andrew Wommack Ministries India
info@awmindia.net www.awmindia.net

Item Code: BN 417-1/3

Published and sold by Charis Initiatives Pvt. Ltd.

সূচিপত্র
সম্পূর্ণ শিষ্যত্বের প্রচার
স্তর ১

১. অনন্ত জীবন ০৫

২. অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ ১২

৩. অনুগ্রহ দ্বারা ধার্মিকতা ২০

৪. ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক ২৫

৫. ঈশ্বরের প্রকৃতি ৩৩

৬. মন পরিবর্তন ৪১

৭. অঙ্গীকার ৫১

৮. জল বাপ্তিস্ম ৫৮

৯. খ্রীষ্টে পরিচয়-পর্ব ১.. ৬৪

১০. খ্রীষ্টে পরিচয়-পর্ব ২ .... ৭২

১১. খ্রীষ্টিয়ানরা যখন পাপ করে তখন কী হয় ৭৯

১২. ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা ৮৬

১৩. ঈশ্বরের দোষী নন ৯৩

১৪. একটি আত্মায় পূর্ণ জীবনের শক্তি ১০১

১৫. পবিত্র আত্মা কীভাবে গ্রহণ করবেন ১০৯

১৬. বিশেষ ভাষায় কথা বলার উপকারিতা ১১৭

পাঠ ১
অনন্ত জীবন

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

বাইবেলের সবচেয়ে পরিচিত অনুচ্ছেদ হল যোহন ৩:১৬। আমরা সবাই অল্প বয়স থেকেই এই পদটি জানি, তবে আমি বিশ্বাস করি যে এটি ভুল পদ্ধতিতে বুঝেছে এবং ব্যবহৃত হয়েছে। কারণ যোহন ৩:১৬ বলছে, ‘‘কারণ ঈশ্বর এই জগতকে এতোই ভালোবাসেন যে তিনি তাঁর একমাত্র পুত্রকে দিলেন, যেন সেই পুত্রের ওপর যে কেউ বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয় বরং অনন্ত জীবন লাভ করে।’’

ঐতিহ্যগতভাবে, এই শাস্ত্রের পদ শিক্ষা দেয় যে, যীশু আমাদের পাপের জন্য এই জগতে এসেছিলেন এবং তিনি আমাদের জন্য মারা যান যেন আমরা বিনষ্ট না হই। এটি যেমন সত্য, তেমনি এই পদে বলা হয়েছে যে, এই পৃথিবীতে যীশুর আসল উদ্দেশ্য ছিল আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করা যেন আমরা অনন্ত জীবন পেতে পারি। এটি ঠিক ঘটেছিল যে আমাদের পাপগুলি আমাদের এবং এই অনন্ত জীবনের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকা বাধা ছিল।

এটি সত্য যে যীশু আমাদের পাপের জন্য মরলেন, এবং এটি সত্য যে আমরা যদি যীশুর উপর বিশ্বাস করি, তবে আমরা বিনষ্ট হব না, কিন্তু এর চেয়ে সুসমাচারের মধ্যে আরও অনেক কিছু পাওয়া যায়। সুসমাচারের প্রকৃত বার্তাটি হল যে, ঈশ্বর আপনাকে অনন্ত জীবন দিতে চান। এখন আমি সেটি ব্যাখ্যা করি।

যীশু ক্রুশবিদ্ধ হওয়ার আগের রাতে প্রার্থনা করছিলেন, এবং তিনি বলেছিলেন, ‘‘এই হল অনন্ত জীবন; তারা তোমাকে জানে যে তুমি একমাত্র সত্য ঈশ্বর ও তুমি যাঁকে পাঠিয়েছ সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানে।’’ (যোহন ১৭:৩)। এটি বলে যে অনন্ত জীবনের অর্থ হল ঈশ্বর এবং তাঁর পুত্র যীশু খ্রীষ্ট যাকে ঈশ্বর প্রেরণ করেছেনে তাঁকে জানা। এটিই অনন্ত জীবন। অনেকে মনে করে যে অনন্ত জীবনের অর্থ হল চিরকাল বেঁচে থাকা। বেশ, প্রত্যেক মানুষই চিরকাল বেঁচে থাকে। এটি একটি ভুল ধারণা যে যখন একজন ব্যক্তি মারা যায় তখন তার আর অস্তিত্ব থাকে না। আত্মা ঈশ্বরের কাছে ফিরে যায়। কবরের ভিতরের শরীর নষ্ট হয়ে

যায়। সত্য হল, পৃথিবীতে যে কেউ শারীরিকভাবে জীবিত থাকে তার মৃত্যুর পরও আত্মা বেঁচে থাকবে। অতএব অনন্ত জীবনের অর্থ চিরকাল বেঁচে থাকা, তবে এর অর্থ এই নয় যে সবাই চিরকাল বেঁচে থাকবে। এই পদটি খুব স্পষ্ট করে তোলে যে, ঈশ্বরের সাথে অনন্ত জীবন স্বাভাবিকভাবে সকলকে দেওয়া হয়নি।

কিছু লোক বলবে, ‘‘অনন্ত জীবনের অর্থ স্বর্গে বেঁচে থাকা, নাকি নরকে চিরকাল বেঁচে থাকা।’’ কিন্তু অনন্ত জীবনের অর্থ হল ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টকে জানা, যা আমরা যোহন ১৭:৩ পদে যাই। এটি একটি বুদ্ধিজীবী জ্ঞানের থেকে বেশি। আপনার সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য শাস্ত্রে ‘‘জানা’’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে।

পরিত্রাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য স্বর্গে চিরকাল বেঁচে থাকার নয়, তা সে যত বড়ই হোক না কেন। পরিত্রাণের প্রকৃত উদ্দেশ্য ঘনিষ্ঠতা, প্রভু সদাপ্রভুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এমন বহু মানুষ আছে যাতা তাদের পাপের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের কাছে কান্নাকাটি করেছে, কিন্তু তাদের লক্ষ্য হিসাবে ঈশ্বরের সাথে কখনও অন্তরঙ্গতা করেনি।

পরিত্রাণের আসল উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা না করে, আমরা সুসমাচারের অপবাদ করছি। আমরা যখন আধ্যাত্মিকরূপে পরিত্রাণ উপস্থাপন করি যা ভবিষ্যতে, অনন্তকালে, কেবল আমাদের উপকৃত করবে, আমরা মানুষকে সাহায্য করছি না। পৃথিবীতে এখন কিছু মানুষ রয়েছে যারা এমন আক্ষরিক নরকে বসবাস করছে। অনেকেই বিষণ্ণ, বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করে, বিবাদ, প্রত্যাখ্যান, আঘাত ও বিয়েতে ব্যর্থ। মানুষ কেবল দৈনন্দিন বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে। তারা কেবল জলের উপরে মাথা তুলে রাখার চেষ্টা করছে। পরিত্রাণ এমন কিছু করে যা কেবল ভবিষ্যতের সাথেই কাজ করে, কিন্তু অনেক লোকই সিদ্ধান্তটি বাতিল করে কারণ তারা খুব ব্যস্ত এবং কেবল আজ বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে।

সত্য হল যে প্রভু যীশু কেবল আমাদের শাশ্বত নিয়তিকে প্রভাবিত করতে আসেননি যেন আমরা চিরকালের জন্য আশীর্বাদে বেঁচে থাকি কিন্তু নরকের শাস্তি ও অভিশাপের বদলে আশীর্বাদে বেঁচে থাকতে পারি, কেননা যীশুও আমাদের এই বর্তমান দুষ্ট জগত থেকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন (গালাতীয় ১:৪)। আজ প্রভু যীশু আপনাকে পিতা ঈশ্বরের সাথে ঘনিষ্ঠতার এবং ব্যক্তিগত সম্পর্ক দিতে এসেছিলেন।

প্রভু যীশু আপনাকে তাঁর সাথে ঘনিষ্ঠ ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে এসেছিলেন। যীশু আপনাকে ভালোবাসেন, যীশু ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে জানতে চান। আপনি অন্য যে কোনও কিছুর মাধ্যমের দ্বারা উন্নত জীবনের গুণমান অর্জন করতে পারেন কিন্তু যীশু আপনাকে তার থেকেও বেশি দিতে চান।

যীশু যোহন১০:১০ পদে এইভাবে বলেছিলেন: “চোর কেবল চুরি, খুন ও ধ্বংস করতে আসে। আমি এসেছি, যাতে লোকেরা জীবন লাভ করে, আর যেন তা পরিপূর্ণ ভাবেই লাভ করে।” ঈশ্বর আপনাকে অনন্ত জীবন দিতে চান। ঈশ্বর আপনাকে উপচে পড়া জীবন দিতে চান, এবং আমি বিশ্বাস করি যে আজকে আপনার এই অনন্ত জীবন প্রয়োজন-যা আপনি চান। খ্রীষ্ট কেবল আপনার পাপ ক্ষমা করার জন্যই নয়, বরং আপনাকে তাঁর নিকটে আনার জন্য মরেছিলেন। আপনি যদি প্রভুকে না জানেন, তবে সেই উদ্দেশে আপনাকে তাঁকে জানা প্রয়োজন। আপনি যদি একজন নতুন জন্মগ্রহণকারি হন, তবে আপনাকে আপনার পাপ ক্ষমার অতিরিক্ত করা এবং আপনার পিতার সাথে অনন্ত জীবনে প্রবেশ করা প্রয়োজন।

অনন্ত জীবনের সত্য

ক. সুসমাচারের উদ্দেশ্য হল অনন্ত জীবন (যোহন ৩:১৬)।
খ. অনন্ত জীবন হল ঈশ্বরকে জানা (যোহন ১৭:৩)।
গ. ঈশ্বরকে জানা হল এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক (১ করিন্থীয় ৬:১৬-১৭)।
ঘ. অনন্ত জীবন এখন লভ্য (১ যোহন ৫:১২)।
ঙ. ঈশ্বর আপনার সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক চান (প্রকাশিত বাক্য ৩:২০)।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যোহন ৩:১৬ পড়ুন ঈশ্বর কেন তাঁর পুত্র যীশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?

যোহন ৩:১৬- *কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন প্রেম করিলেন যে, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন যে কেউ তাঁকে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।*

২. এক ব্যক্তির সঙ্গে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বুঝানোর জন্য বাইবেল "জানা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (আদিপুস্তক ৪:১)। যোহন ১৭:৩ পড়ুন। এই পদ অনুসারে অনন্ত জীবন কী?

আদি পুস্তক ৪:১ - *আদম তাঁর স্ত্রী হবার সঙ্গে সহবাস করলেন, এবং হবা গর্ভবতী হয়ে কয়িনের জন্ম দিলেন। হবা বললেন, "সদাপ্রভুর সাহায্যে আমার নরলাভ হয়েছে।*

যোহন ১৭:৩ *আর এই হল অনন্ত জীবন যে, তাঁরা তোমাকে, একমাত্র সত্যময় ঈশ্বরকে, এবং আমি যাঁকে পাঠিয়েছি, সেই যীশু খ্রীষ্টকে জানতে পারে।*

৩. ১ যোহন ৫:১১-১২ পড়ুন এই পদগুলি অনুসারে কখন অনন্ত জীবন শুরু হয়?

১ যোহন ৫:১১-১২ –*এই হল সেই সাক্ষ্য- ঈশ্বর আমাদের অনন্ত জীবন দান করেছেন এবং এই জীবন তাঁর পুত্রের মধ্যে আছে। (১২) পুত্রকে যে লাভ করেছে, সে জীবন পেয়েছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে লাভ করেনি, সে জীবন পায়নি।*

৪. যোহন ১০:১০ পড়ুন। যীশু আমাদের কেমন ধরনের জীবন দিতে এসেছিলেন?

যোহন ১০:১০ –*চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে, কিন্তু আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় এবং তা পূর্ণরূপেই পায়।*

৫. আপনার নিজের কথায় পরিপূর্ণ জীবনের বৈশিষ্টগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৬. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর জগতের পাপের জন্য প্রাণ দিতে তাঁর পুত্র যীশুকে জগতে পাঠিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের অনন্ত জীবন দান করেন?

৭. আপনার কাছে এখন কি এটি পরিষ্কার যে অনন্ত জীবন কেবলমাত্র একটি সময় নয় কিন্তু জীবনের গুণমান এবং পরিমাণের বিষয়?

উত্তরের নমুনা

১. যোহন ৩:১৬ পড়ুন। ঈশ্বর কেন তাঁর পুত্র যীশুকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন?
জগতকে রক্ষা করতে, যারা যীশুতে বিশ্বাস করবে তাদের পাপের শাস্তি সরিয়ে দিয়ে অনন্ত জীবন দিতে।

২. এক ব্যক্তির সঙ্গে সর্বাধিক ঘনিষ্ঠ, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বোঝানোর জন্য বাইবেলের "জানা" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে (আদি পুস্তক ৪:১)। যোহন ১৭:৩ পড়ুন। এই পদ অনুসারে অনন্ত জীবন কী?
অনন্ত জীবন হল ঈশ্বর এবং যীশু খ্রীষ্টকে জানা (শারীরিকভাবে নয় কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে)।

৩. ১ যোহন ৫:১১-১২ পড়ুন। এই পদগুলি অনুসারে, কখন অনন্ত জীবন শুরু হয়?
আমরা যখন আমাদের জীবনে পুত্রকে (যীশু খ্রীষ্ট) গ্রহণ করি।

৪. যোহন ১০:১০ পড়ুন। যীশু আমাদের কেমন ধরনের জীবন দিতে এসেছিলেন?
পরিপূর্ণ জীবন!

৫. আপনার নিজের কথায় পরিপূর্ণ জীবনরে গুণাবলীগুলি কিংবা বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা করুন।
পরিপূর্ণ জীবন হল চোর যা করার জন্য এসেছিল সে বিষয় যীশু যা বলেছিলেন তার বিপরীত।

৬. আপনি কি বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর জগতের পাপের জন্য প্রাণ দিতে তাঁর পুত্র যীশুকে জগতে পাঠিয়েছিলেন, যেন তারা তাঁকে বিশ্বাস করে তাদের অনন্ত জীবন দান করেন?
হ্যাঁ।

৭. আপনার কাছে এখন কি এটি পরিষ্কার যে অনন্ত জীবন কেবলমাত্র একটি সময় নয় কিন্তু জীবনের গুণমান এবং পরিমাণের বিষয়?

হ্যাঁ।

পাঠ- ২

অনুগ্রহ দ্বারা পরিত্রাণ

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

যীশু বহুবার দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছিলেন, যা আধ্যাত্মিক সত্যকে চিত্রিত করেছিল। লূক ১৮:৯-১৪ শুরু হয়, *"যারা নিজেদেরকে ধার্মিক মনে করত আর অন্যকে তুচ্ছ করত, তাদের উদ্দেশ্যে তিনি তাদের এই দৃষ্টান্তটি বললেন।"* যীশু এক বিশেষ শ্রেণীর শ্রোতাদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন- যারা বিশ্বাস করত যে তারা ধার্মিক এবং স্বাভাবিকভাবে অন্যদের হেয়জ্ঞান করত। তিনি সেই লোকদের উদ্দেশে বলেছিলেন যারা যা কিছু করত তাতেই বিশ্বাস করত। তারা নিজেদের আত্ম-ধার্মিক বলে, যে বিষয় যীশু বলেছিলেন যখন তিনি বললেন তারা অন্যদের হেয়জ্ঞান করে বলে, "আমি তোমার চেয়ে ভালো!"

যীশু ১০ পদে বলেন, *"দুই ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গেল; একজন ফরিশী ও অন্যজন করআদায়কারী।"* আমরা আধুনিক ভাষায় বলতে পারি তারা প্রার্থনা করতে গির্জায় গিয়েছিল, এবং একজন ছিল ফরিশী। একজন ফরিশী অত্যন্ত ধার্মিক ব্যক্তি। এই শব্দটির প্রকৃত অর্থ হল "পৃথকীকৃত", একজন এতো ধার্মিক যেন এক অর্থে তারা বলে, "আমাকে অশুচি কর না! আমার খুব কাছে এসো না। আমি অন্য লোকদের মতন নই! আমি অন্য সকলের থেকে ভালো!" যীশু অন্য লোকটির বিষয় বলেছিলেন যে সে কর আদায়কারী। কর-আদায়কারীরা খুব মন্দ, পাপী বলে পরিচিত ছিল যারা মানুষকে প্রতারিত করত এবং ঠকাত। তারা যে কোনও উপায়ে কর আদায় করত, নিজেদের পকেটে অনেক অর্থ রাখত এবং কিছু রোমীয় সরকারকে দিত, সেই কারণে তাদের স্বজাতিরা তাদের ভালো চোখো দেখত না।

গল্পটি ১১ পদেও অব্যাহত রয়েছে। *"ফরিশী দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করল, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, কারণ আমি কোন দস্যু, দূর্বৃত্ত, ব্যভিচারী, এমনকী ওই কর-আদায়কারী, বা অন্য লোকের মত নই।"* আমি আপনাকে লক্ষ্য করতে বলছি, সে কার কাছে প্রার্থনা করছিল? সে আসলে নিজের কাছে প্রার্থনা করছিল যদিও সে বলছিল "ঈশ্বর" এবং সঠিক শব্দ ব্যবহার করছিল। ঈশ্বর তার প্রার্থনা গ্রাহ্য করছিলেন না,

এবং আমরা পরে দেখব কেন তেমন হয়েছিল। লক্ষ্য করুন সে প্রার্থনা করেছিল, ‘‘ঈশ্বর আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই আমি অন্য লোকের মত নই। আমি পাপী নই। আমি অত্যাচারী নই, অন্যায্য করি না, ব্যভিচারী নই, এবং আমি এই করআদায়কারীর মতন নই যে, এখানে প্রার্থনা করতে এসেছে।’’ আপনি দেখুন, সে অন্যদের ঘৃণা এবং হেয়জ্ঞান করেছিল কেননা সে মনে করেছিল যে সে তাদের থেকে ভালো।

ফরিশী ১২ পদে বলেছিল, ‘‘*আমি সপ্তাহে দুদিন উপবাস করি এবং যা আয় করি, তার দশমাংশ দান করি।*’’ সে বলছিল, ‘‘*লক্ষ্য করো আমি কী করি?*’’ আপনি কি জানেন উপবাস করার অর্থ কী? এটি হল খাবার না খেয়ে থাকা। সে এমন মানুষ যে বলে, ‘‘আমাকে বিরক্ত করো না! আমি ভালো জীবনযাপন করি! আমি দান করে থাকি! আমি গির্জায় অর্থ দিই!’’

তারপর আমরা ১৩ পদে কর আদায়কারীর কাছে আসি: ‘‘*কিন্তু কর আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে রইল। এমনকী, সে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিও করতে পারল না। সে নিজের বুকে করাঘাত করে বলল, ও ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি কৃপা করো।*’’ তার শারীরিক ভাষা লক্ষ্য করুন: ‘‘দূরে দাঁড়িয়ে রইল।’’ সে গির্জার ভিতর পর্যন্তও যায়নি। সে তার জীবনের এবং তার কাজের জন্য এতো লজ্জিত ছিল যে স্বর্গের দিকে দৃষ্টিও করতে পারল না, কিন্তু নিজের বুকে করাঘাত করল। বাইবেলে পুরাতন নিয়মে যখন বুকে করাঘাতের বিষয় বলে, বহুবার তারা তাদের পোশাক ছিঁড়ে ফেলত যা এক প্রকার বলা যে ‘‘ঈশ্বর, আমি যা করেছি তার জন্য আমি দুঃখিত!’’ এটি ছিল অনুতাপের লক্ষণ এবং ঈশ্বর এক অনুতপ্ত হৃদয় ও ভগ্ন আত্মাকে তুচ্ছ করেন না। এই করআদায়কারী, একজন পাপী মানুষ হয়ে, ঈশ্বরের কাছে কেঁদে প্রার্থনা করেছিল, ‘‘ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করুন, আমি পাপী!’’

১৪ পদ বলে, আমি তোমাদের বলছি, ‘‘এই লোকটি ধার্মিক পরিগণিত হয়ে ঘরে ফিরে গেল, অন্যজন নয়। কারণ যে নিজেকে উন্নীত করে, সে অবনত হবে এবং যে নিজেকে অবনত করে, সে উন্নীত হবে।’’ কর-আদায়কারী ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়ে, ন্যায্যতা পেয়ে, ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক হয়ে, ঈশ্বর দ্বারা ক্ষমা লাভ করে ঘরে ফিরে গেল। কেন তাকে ক্ষমা করা হয়েছিল? কেন সে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক হয়ে ঘরে ফিরে গিয়েছিল, কিন্তু সেই ধার্মিক ফরিশী নয়? কারণ ফরিশী নিজেকে উন্নীত করেছিল এই

বলে, ‘‘আমি অন্য লোকদের থেকে ভালো! আমি পাপী নই! আমি অন্য লোকদের মতন নই,’’ যেখানে কর-আদায়কারী জানত ঈশ্বরের সামনে তার কোনও অবস্থান নেই, তাঁকে কিছুই দিতে পারবে না। সে একজন পাপী ব্যক্তি। বাইবেল বলে যীশু ধার্মিক লোকদের বাঁচাতে আসেননি কিন্তু তিনি পাপীদের বাঁচাতে এসেছিলেন, এবং আমরা সকলেই পাপ করেছি ও ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছি। এই কর-আদায়কারী নিজেকে অবনত করেছিল এবং ক্ষমা এবং মার্জনা পেয়েছিল।

আমরা অনুগ্রহের দ্বারা পরিত্রাণের কথা বলছি। অনুগ্রহ একটি সুন্দর শব্দ এবং আমি আপনাকে এর অর্থ কী বলে একটি স্বীকৃত সংজ্ঞা দিচ্ছি, কিন্তু অনুগ্রহের অর্থ আরও কিছু বেশি। গ্রীক ভাষায় নূতন নিয়ম লেখা হয়েছিল, অনুগ্রহ শব্দটি হল ‘‘চারিস’’। অনুগ্রহের একটি গৃহীত ঈশ্বরের কাছ থেকে এই কর-আদায়কারীর কিছুই প্রাপ্য ছিল না, কিন্তু সে ঈশ্বরের অনুগ্রহ পেয়েছিল কারণ সে নিজেকে অবনত করেছিল। গ্রীক ভাষায় আরেকটি শব্দ আছে, ‘‘ক্যারিশমা’’, যেটি ক্যারিস-এর সাথে শেষে মা যোগ করা হয়। ক্যারিস এর অর্থ একটি নির্দিষ্ট প্রকাশ বা ঈশ্বরের অনুগ্রহের রূপ, এবং এই কর-আদায়কারী ঈশ্বরের সামনে উপহার হিসাবে ন্যায়সঙ্গত, সঠিক অবস্থান পেয়েছিল।

রোমীয় ৫:১৭ বলে, ‘‘*যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও ধার্মিকতার অনুগ্রহদান লাভ করে, তারা আরও নিশ্চিতরূপে জীবনের উপরে কর্তৃত্ব করবে।*’’ঈশ্বর আপনাকে এবং আমাকে তাঁর কাছে উপস্থিত হতে এক ন্যায্যতার উপহার দেন, যে ধার্মিকতার উপহার যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আসে। বাইবেলে যোহন ১:১৭ বলে, ‘‘মোশির মাধ্যমে বিধান দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে অনুগ্রহ ও সত্য উপস্থিত হয়েছে।’’ এই অনুগ্রহ কেবলমাত্র এক ধরণের ব্যক্তির জন্যই দেওয়া হয়। যারা নিজেদের অবনত করে এবং জানে যে তাদের ঈশ্বরের সামনে কোনো অবস্থান নেই এবং যারা ঈশ্বরের করুণার জন্য প্রার্থনা করে। এই মানুষেরাই ঈশ্বরের করুণা এবং ক্ষমা খুঁজে পাবে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. লূক ১৮:৯ পড়ুন। দৃষ্টান্ত কী?

লূক ১৮:৯-১২- *যাদের নিজেদের ধার্মিকতার প্রতি আস্থা ছিল ও অন্যদের যারা হীন দৃষ্টিতে দেখত, যীশু এই দৃষ্টান্তটি তাদের বললেন: (১০) দুই ব্যক্তি প্রার্থনার মন্দিরে গেল; একজন ফরিশী ও অন্যজন কর-আদায়কারী। (১১) ফরিশী দাঁড়িয়ে নিজের বিষয়ে প্রার্থনা করল, ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, ওই কর-আদায়কারী, বা অন্য লোকের মতো নই। (১২) আমি সপ্তাহে দুদিন উপবাস করি এবং যা আয় করি, তার দশমাংশ দান করি।*

২. লূক ১৮:৯ পড়ুন। যীশু এই দৃষ্টান্তটি কাদের উদ্দেশ্য বলেছিলেন?

৩. লূক ১৮:৯ পড়ুন (পদেরর শেষ অংশ)। আত্ম-ধার্মিক ব্যক্তিরা সর্বদা অন্যের প্রতি এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে। লূক ১৮:৯ অনুসারে, এই মনোভাব কী?

ক. তারা অন্যদের পছন্দ করে।

খ. তারা অন্যদের ঘৃণা অথবা হেয়জ্ঞান করে।

গ. তারা অন্যদের ভালোবাসে।

৪. লূক ১৯:১০ পড়ুন। দুই ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গেল; আধুনিক ভাষায়, তারা প্রার্থনা করার জন্য কোথায় গিয়েছিল?

৫. লূক ১৮:১০ পড়ুন। এই লোকেরা কে ছিল?

৬. লূক ১৮:১১ পড়ুন। ফরিশীরা প্রার্থনা কী ছিল?

৭. লূক ১৮:১২ পড়ুন। উপবাসের অর্থ কী?

৮. লূক ১৮:১২ পড়ুন। দশমাংশ দেওয়ার অর্থ কী?

৯. লূক ১৮:১৩ পড়ুন। কর-আদায়কারী কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল? কেন?

লূক ১৮:১৩-১৪— *কিন্তু কর-আদায়কারী দূরে দাঁড়িয়ে রইল। এমনকী, সে স্বর্গের দিকে দৃষ্টি করতে পারল না। সে তার বক্ষে করাঘাত করে বলল, ও ঈশ্বর, আমার প্রতি এই পাপীর প্রতি কৃপা কর। (১৪) আমি তোমাদের বলছি, এই লোকটি ঈশ্বরের কাছে ধার্মিক পরিগণিত হয়ে ঘরে ফিরে গেল, অন্যজন নয়। কারণ যে নিজেকে উন্নীত করে, সে অবনত হবে এবং যে নিজেকে অবনত করে, সে উন্নীত হবে।*

১০. লূক ১৮:১৩ পড়ুন। কর-আদায়কারী কেন মাথা নিচু করে রেখেছিল এবং উপরদিকে তাকায়নি?

১১. লূক ১৮:১৩ পড়ুন। কর-আদায়কারীর প্রার্থনা কী ছিল?

১২. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। কর-আদায়কারীর প্রার্থনা কী ছিল?

১৩. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। কর-আদায়কারীর কেন ধার্মিক গণিত হল অথচ ফরিশী হল না?

১৪. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। ঈশ্বর কি এই কর-আদায়কারীকে ক্ষমা করেছিলেন?

১৫. রোমীয় ১০:১৩ পড়ুন। আপনি যদি এখনই হাঁটু গাড়েন এবং আপনার হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন "ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করুন; আমি একজন পাপী," তাহলে কি ঈশ্বর আপনার প্রতি একই ব্যবহার করবেন যেমন তিনি কর-আদায়কারীর প্রতি করেছিলেন?

রোমীয় ১০:১৩ *কারণ, যে কেউ প্রভুর নামে ডাকে, সে পরিত্রাণ পাবে।*

১ যোহন ১:৮-৯ *আমরা যদি নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করি, তাহলে আমরা*

আত্মপ্রতারণা করি এবং আমাদের মধ্যে সত্য বিরাজ করে না। (৯) আমরা যদি আমাদের পাপগুলি স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের স্ব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন।

উত্তরের নমুনা

১. লূক ১৮:৯ পড়ুন। দৃষ্টান্ত কী?

বাইবেলের দৃষ্টান্ত হল একটি গল্প যেটি আত্মিক সত্যকে ব্যাখ্যা করে।

২. লূক ১৮:৯ পড়ুন। যীশু এই দৃষ্টান্তটি কাদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন?

যারা বিশ্বাস করত যে তারা ধার্মিক; যা হল, তারা আত্ম ধার্মিক ছিল।

৩. লূক ১৮:৯ পড়ুন। (পদের শেষ অংশ)। আত্ম ধার্মিক ব্যক্তিরা সর্বদা অন্যের প্রতি এই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করে। লূক ১৮:৯ অনুসারে, এই মনোভাব কী?

খ. তারা অন্যদের ঘৃণা অথবা হেয়জ্ঞান করে।

৪. লূক ১৮:১০ পড়ুন। দুই ব্যক্তি প্রার্থনার জন্য মন্দিরে গেল; আধুনিক ভাষায়, তারা প্রার্থনা করার জন্য কোথায় গিয়েছিল?

গির্জায়

৫. লূক ১৮:১০ পড়ুন। এই লোকেরা কে ছিল?

একজন ফরিশী এবং একজন কর-আদায়কারী

৬. লূক ১৮:১১ পড়ুন। ফরিশীর প্রার্থনা কী ছিল?

ঈশ্বর, আমি তোমাকে ধন্যবাদ জানাই, ওই কর-আদায়কারী, বা অন্য লোকের মতো নই (আমি পাপী নই)। আমি কোন দস্যু, দুর্বৃত্ত, ব্যভিচারী, এমনকী ওই কর-আদায়কারী, বা অন্য লোকের মতো নই।

৭. লূক ১৮:১২ পড়ুন। উপবাসের অর্থ কী?

খাবার না খাওয়া

৮. লূক ১৮:১২ পড়ুন। দশমাংশ দেওয়ার অর্থ কী?

একজনের আয়ের দশমাংশ দেওয়া

৯. লূক ১৮:১৩ পড়ুন। কর-আদায়কারী কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল? কেন?

দূরে

কেন?

সে গির্জার (কিংবা সমাজগৃহের) মধ্যে যেতে লজ্জিত হয়েছিল কারণ সে এতো ভয়ানক পাপী ছিল, সেই জন্য সে বাইরে ছিল

১০. লূক ১৮:১৩ পড়ুন। কর-আদায়কারী কেন মাথা নিচু করে রেখেছিল এবং উপরদিকে তাকায়নি?

সে লজ্জিত হয়েছিল

আপনি কি কখনও এমন কিছু করেছেন এবং কোন একজন মানুষের চোখের দিকে তাকাতে পারেন না।

১১. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। কর-আদায়কারীর প্রার্থনা কী ছিল?

ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া কর-আমি একজন পাপী

১২. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। কর-আদায়কারীর প্রার্থনা কী ছিল?

কর-আদায়কারী

১৩. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। কর-আদায়কারী কেন ধার্মিক গণিত হল অথচ ফরিশী হল না?

কারণ সে নিজেকে ঈশ্বরের সামনে নত করেছিল। ফরিশী অহংকারে পূর্ণ ছিল; সে ভাবেনি যে তার একজন পরিত্রাতার প্রয়োজন।

১৪. লূক ১৮:১৪ পড়ুন। ঈশ্বর কি এই কর-আদায়কারীকে ক্ষমা করেছিলেন?
হ্যাঁ

১৫. রোমীয় ১০:১৩ পড়ুন। আপনি যদি এখনই হাঁটু গাড়েন এবং আপনার হৃদয় দিয়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন ''ঈশ্বর আমার প্রতি দয়া করুন; আমি একজন পাপী,'' তাহলে কি ঈশ্বর আপনার প্রতি একই ব্যবহার করবেন যেমন তিনি কর-আদায়কারীর প্রতি করেছিলেন?
হ্যাঁ, তিনি করবেন। তিনি আমাকে ক্ষমা করবেন এবং আমাকে সকল অধার্মিকতা থেকে ধৌত করবেন।

দ্রষ্টব্য ১ যোহন ১:৮-৯।

পাঠ-৩

অনুগ্রহ দ্বারা ধার্মিকতা

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আজ আমরা অনুগ্রহ দ্বারা ধার্মিকতার বিষয় দেখব। রোমীয় ৩:২১-২৩ বলে, *"কিন্তু এখন, বিধান ছাড়াই ঈশ্বর থেকে এক ধার্মিকতা জ্ঞাত করা গেছে, যে বিষয়ে সেই বিধান ও ভাববাদীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই ধার্মিকতা, যারা বিশ্বাস করে, সেই সকলের প্রতি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এখানে কোন পার্থক্য বিভেদ নেই, কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব-বিহীন হয়েছে।"*

এই শাস্ত্রগ্রন্থটিতে কী বলছে লক্ষ্য করুন, বলে, "কিন্তু এখন, বিধান ছাড়াই ঈশ্বর থেকে এক ধার্মিকতা জ্ঞাত করা গেছে।" আমি একবার একজন লোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "স্বর্গে যাওয়ার জন্য আপনাকে কী করতে হবে বলে মনে হয়?" তিনি উত্তর দিয়েছিলেন যে দশ আজ্ঞা পালন করতে হবে, স্ত্রীর কাছে বিশ্বাস্ত থাকতে হবে, নৈতিক জীবনযাপন করতে হবে, এর সঙ্গে আরও কিছু বিষয়। আমি বলেছিলাম, "আপনি কি জানেন স্বর্গে যাওয়ার জন্য, ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কিংবা তাঁর রাজ্যে থাকার জন্য আপনাকে কী করতে হবে? আপনার এমন ধার্মিকতা থাকতে হবে যা ঈশ্বরের ধার্মিকতার সমান।" তিনি বললেন, "আমি আপনার কাছে ক্ষমা চাইছি। এমন কেউ নেই যার ধার্মিকতা ঈশ্বরের ধার্মিকতার সমান। কেবল একজন ব্যক্তির সেই ধার্মিকতা ছিল, এবং তিনি হলেন যীশু খ্রীষ্ট!" আমি বলেছিলাম, "আপনার ব্যক্তব্য একদম সঠিক! আমরা কেউ নিজে থেকে বিধান বা আজ্ঞাগুলি নিখুঁত করে, বাহ্যিকভাবে বা হৃদয়ে পালন করতে পারিনি, কিন্তু আমাদের এক ধার্মিকতার প্রয়োজন যা ঈশ্বরের ধার্মিকতার সমান হবে যেন তার কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারি।"

ঠিক এই কথাই বলা হয়েছে ২১-২২ পদে, *"কিন্তু এখন, বিধান ছাড়াই ঈশ্বর থেকে এক ধার্মিকতা জ্ঞাত করা গেছে, যে বিষয়ে সেই বিধান ও ভাববাদীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন। এই ধার্মিকতা, যারা বিশ্বাস করে, সেই সকলের প্রতি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এখানে কোন পার্থক্য-বিভেদ নেই।"* ঈশ্বর যে ধরনের ধার্মিকতা

আপনাকে এবং আমাকে দেন তা হল ''যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে,'' এবং এটি সকলের জন্য এবং যারা বিশ্বাস করে তাদের জন্য। দুই প্রকার ধার্মিকতা আছে–মানবিক ধার্মিকতা এবং ঐশ্বরিক ধার্মিকতা। মানবিক ধার্মিকতা হল এমন ব্যক্তি যার ব্যবহার ভালো এবং ভালো কাজ, কিন্তু তার দ্বারা আপনাকে ঈশ্বরের সম্মুখে গ্রহণযোগ্য করতে পারে না। আপনার এমন ধার্মিকতা প্রয়োজন যা ঈশ্বরের সমতুল্য এবং তিনি আপনাকে সেটি দিচ্ছেন–ঈশ্বরের ধার্মিকতা হল বিধান ছাড়া।

গ্রীক ভাষায়, কোন নির্দিষ্ট নিবন্ধ নেই, যার অর্থ এই পাঠ্যটি সত্যই বলছে যে বিধান ছাড়াই ঈশ্বর তাঁর নিজের ধার্মিকতা দান করেন। বিধান অনুসারে যে ধার্মিকতা সেটি হল ঈশ্বরের কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য কর্ম, উপার্জন এবং অর্জনের ধার্মিকতা। সমস্ত বিশ্বের ধর্ম আজ মনে করে যে, ঈশ্বরের গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আপনাকে কাজ করতেস উপার্জন করতে এবং অর্জন করতে হবে। ''সুসমাচার'' শব্দটির অর্থ ''সুসংবাদ,'' এবং সুসমাচারের সুসংবাদটি হল ঈশ্বর তাঁর নিজের ধার্মিকতা দান করছেন এবং তাদের গ্রহণ করেন যারা যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে–যিনি আমাদের পাপের জন্য মরেছেন, আমাদের সেই ধার্মিকতা প্রদান করেন যা বিধানের সমতুল্য। এটি হল ঈশ্বরের ধার্মিকতা যা বিধান থেকে পৃথক, আমাদের কিছু করার, উপার্জন করার এবং অর্জন করার মাধ্যমে নয়। এটি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে।

লক্ষ্য করুন ২২ পদটি, যে যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস দ্বারাই সকলে ঈশ্বরের সামনে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়। ঈশ্বর কেন সকলকে তাঁর ধার্মিকতা দিতে চান? *''এখানে কোন পার্থক্য বিভেদ নেই, কারণ সকলেই পাপ করেছে এবং ঈশ্বরের গৌরব বিহীন হয়েছে।''* আপনি পাপ করেছেন, আমি পাপ করেছি এবং আমরা সকলেই ঈশ্বরের মান কিংবা পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পারিনি। আমাদের পাপের কারণে, মূখ্য বিষয় যা আমাদের প্রয়োজন তা হল গ্রহণযোগ্যতা, সঠিক সম্পর্ক ও ঈশ্বরের সাথে সঠিক অবস্থান ... এবং বিধান অনুসারে কাজ করার জন্য ঈশ্বর এটি দেন না, কিন্তু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে দেন। ঈশ্বরের ধার্মিকতা আপনার কাজ, আপনার উপার্জন কিংবা আপনার প্রচেষ্টা দ্বারা আসে না; এটি আসে বিশ্বাস এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর ভরসা ও নির্ভরতার মাধ্যমে।

কেমন করে অব্রাহাম (ইহুদিদের পূর্বপুরুষ) পরিত্রাণ পেয়েছিলেন? বাইবেল বলে যে

তিনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিলেন – ঈশ্বর যে প্রতিজ্ঞাগুলি তাঁকে দিয়েছিলেন সেগুলি তিনি বিশ্বাস করেছিলেন–এবং তখন ধার্মিকতা তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ব্যাপারটি ছিল যে অব্রাহাম তাঁর নিজের বিশ্বাসের জন্য কেবল একা ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক গণিত হননি। আমরা রোমীয়৩:২১-২২ পদে পড়েছি যে একজন ব্যক্তি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ধার্মিক গণিত হয়। বাইবেল বলে যে, যেহেতু খ্রীষ্ট আমাদের পাপের জন্য ক্রুশে প্রাণ দিয়ে সেই মূল্য দিয়েছিলেন, যে কোন ব্যক্তি কেবলমাত্র খ্রীষ্টে বিশ্বাস করে তাকে ধার্মিকতা (সঠিক অবস্থান) দেওয়া হয়।

রোমীয় ৫:১৭ পদ বলে, *"কারণ যদি একজন মানুষের অপরাধের দ্বারা মৃত্যু সেই ব্যক্তির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করল, তাহলে যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও* ***ধার্মিকতার অনুগ্রহদান*** *লাভ করে, তারা আরও কত না নিশ্চিতরূপে জীবনের উপর কর্তৃত্ব করবে।"* ঈশ্বর আপনাকে ধার্মিকতার দান দিচ্ছেন, তাঁর সম্মুখে সঠিক অবস্থানের দান। এই দানের মূল্য আছে কিন্তু যে ব্যক্তি এই দান গ্রহণ করে সে তা বিনামূল্যে পায়। আপনি যদি আমাকে কিছু দান করেন এবং বলেন যে তার জন্য মূল্য দিতে হবে, তাহলে এটি দান নয়, কিন্তু আপনাকে এটির জন্য কিছু মূল্য দিতে হয়েছে। আপনার এবং আমার জন্য ঈশ্বর ধার্মিকতা দান হিসাবে দিয়েছেন, এবং এই ধার্মিকতার দান, মুক্তি ও ঈশ্বরের সম্মুখে সঠিক অবস্থান যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আসে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. তীত ৩:৫ পড়ুন। দৃষ্টান্ত কী? আমাদের যে ধার্মিকতা প্রয়োজন তা কি আমরা উৎপন্ন করতে পারি?

তীত ৩:৫ – আমাদের কৃত ধর্মকর্মের জন্য নয়, কিন্তু তাঁর করুণার গুণে, তিনি নতুন জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের পরিত্রাণ সাধন করলেন।

২. ২ করিন্থীয় ৫:২১ পড়ুন। আমাদের কী ধরনের ধার্মিকতা প্রয়োজন?

২ করিন্থীয় ৫:২১ – যিনি পাপ জানতেন না, ঈশ্বর তাঁকে আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করলেন, যেন আমরা তাঁর দ্বারা ঈশ্বরের ধার্মিকতাস্বরূপ হতে পারি।

৩. রোমীয় ৩:২২ পড়ুন। কীভাবে আমরা এই ধার্মিকতা পেতে পারি?

রোমীয় ৩:২২ – এই ধার্মিকতা, যারা বিশ্বাস করে, সেই সকলের প্রতি যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে। এখানে কোনও পার্থক্য বিভেদ নেই।

৪. ফিলিপীয় ৩:৯ পড়ুন। বিধানের ধার্মিকতা কী?

ফিলিপীয় ৩:৯ – তাঁরই মধ্যে আমাকে যেন দেখতে পাওয়া যায়। বিধানলভ্য যে নিজস্ব ধার্মিকতা, তা আজ আর নেই, কিন্তু আছে খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে – যে ধার্মিকতা আসে ঈশ্বর থেকে এবং বিশ্বাসের দ্বারা।

৫. গালাতীয় ২:২১ পড়ুন। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কেমন করে অগ্রাহ্য করব?

গালাতীয় ২:২১ – আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ অগ্রাহ্য করতে পারি না, কারণ যদি বিধান দ্বারা ধার্মিকতা লাভ করা যায়, তাহলে বৃথাই খ্রীষ্ট মৃত্যুবরণ করেছেন!

৬. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। ঈশ্বরের ধার্মিকতা আমরা কী হিসাবে গ্রহণ করি?

রোমীয় ৫:১৭ – কারণ যদি একজন মানুষের অপরাধের দ্বারা মৃত্যু সেই একজন ব্যক্তির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করল, তাহলে যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও ধার্মিকতার অনুগ্রহদান লাভ করে, তারা আরও কতনা নিশ্চিতরূপে জীবনের উপরে কর্তৃত্ব করবে!

উত্তরের নমুনা

১. তীত ৩:৫ পড়ুন। দৃষ্টান্ত কী? আমাদের যে ধার্মিকতা প্রয়োজন তা কি আমরা উৎপন্ন করতে পারি?

না

২. ২ করিন্থীয় ৫:২১ পড়ুন। আমাদের কী ধরনের ধার্মিকতা প্রয়োজন?

ঈশ্বরের ধার্মিকতা (যা খ্রীষ্টের মাধ্যমে আসে)

৩. রোমীয় ৩:২২ পড়ুন। কীভাবে আমরা এই ধার্মিকতা পেতে পারি?

যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে

৪. ফিলিপীয় ৩:৯ পড়ুন। বিধানের ধার্মিকতা কী?

আমার নিজস্ব ধার্মিকতা–যে কর্মের ধার্মিকতা আমি উৎপন্ন করতে পারি

৫. গালাতীয় ২:২১ পড়ুন। আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে কেমন করে অগ্রাহ্য করব?

আমাদের পরিত্রাণের জন্য খ্রীষ্টের মৃত্যু এবং তাঁর উপর বিশ্বাস করার পরিবর্তে আমরা যখন নিজস্ব ভালো কাজের দ্বারা উদ্ধার পেতে চাই তখন আমরা ঈশ্বরের অনুগ্রহকে অগ্রাহ্য করতে পারি।

৬. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। ঈশ্বরের ধার্মিকতা আমরা কী হিসাবে গ্রহণ করি?

এক উপহারস্বরূপ

পাঠ ৪

ঈশ্বরের সাথে সম্পর্ক

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

সম্পর্কের বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল সেই ব্যক্তিকে বোঝা যার সাথে আপনি সম্পর্ক স্থাপন করতে চলেছেন এবং এটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। তাঁর সাথে এক স্বাস্থ্যকর সম্পর্ক স্থাপনের জন্য আপনাকে ঈশ্বরের মৌলিক প্রকৃতি এবং চরিত্রকে বুঝতে হবে। তাঁর প্রকৃতি এবং চরিত্র না বোঝার কারণে তাঁর সাথে বহু মানুষের এক ইতিবাচক সম্পর্ক নেই। এদন উদ্যানে ঠিক এটিই ঘটেছিল যখন আদম এবং হবা সাপ দ্বারা প্রলোভিত হয়েছিলেন। তাঁরা প্রলোভনে পড়েছিলেন, অবশেষে ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছিলেন, এবং মানব জাতিকে পাপে পতিত করেছিলেন। ঈশ্বরের প্রকৃতি না বোঝার দরুন তাঁদের আসলে প্রলোভনের একটি অংশ।

আদি পুস্তক ৩:১-৫ পদের গল্পটি বেশিরভাগ মানুষের কাছে পরিচিত: এখন সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত যে কোনো বুনো পশুর মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে নারীকে বলল, *"সত্যিই কি ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই বাগানের কোনও গাছের ফল খেয়ো না?" নারী সাপকে বলল, "আমরা বাগানের গাছগুলি থেকে ফল খেতে পারি, কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, 'বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার ফল তোমরা অবশ্যই খাবে না, আর এটি তোমরা ছোঁবেও না, এমনটি করলে তোমরা মারা যাবে।" "অবশ্যই তোমরা মরবে না," সাপ নারীকে বলল। "কারণ ঈশ্বর জানেন যে, যখন তোমরা এটি খাবে, তখন তোমাদের চোখ খুলে যাবে, ও তোমরা ভালো মন্দ জানার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মতো হয়ে যাবে।"*

শয়তান সেখানে একটি সূক্ষ্ম উক্তি করেছিল যে ঈশ্বর সত্যিই এক ভালো ঈশ্বর নন ... যে তিনি আদম এবং হবার কাছ থেকে কিছু সরিয়ে রাখার চেষ্টা করছেন ... তিনি চাননি যে তাঁরা তাঁদের পূর্ণ ক্ষমতায় পৌঁছাক ... তিনি চাননি যে তাঁরা তাঁর মতন হোক ... এবং সেই কারণে তিনি তাদের ভালোমন্দ জ্ঞানদায়ী গাছের ফল না খাওয়ার নিয়ম করলেন যেন তাঁরা বাধা পায় এবং তাঁদের ক্ষতি হয়। এক অর্থে, শয়তান ঈশ্বরের প্রকৃতি এবং চরিত্রের বিরুদ্ধে গিয়েছিল যখন সে ঈশ্বরের সমালোচনা করে বলেছিল যে তিনি তাঁদের ভালো

চাননি। আজ মানুষের ক্ষেত্রে সেই একই ব্যাপার হচ্ছে। শয়তান তাদের বলছে, ‘‘তুমি যদি ঈশ্বরকে অনুসরণ করো এবং তাঁর বাক্যের বিপরীতে যে সকল বিষয় আছে সেগুলি নিয়ে পরীক্ষা না করো, তুমি কখনও প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারবে না। জীবন হবে ক্লান্তিকর ... মৃত।’’ দুঃখজনক ঘটনা হল যে ড্রাগ, মদ, যৌনতা, বিরুদ্ধাচরণ করা, নিজের ইচ্ছাপূরণ করা, কাজে সাফল্য পাওয়া এবং আরও যেসকল বিষয় তারা চেষ্টা করেছে সেগুলি তাদের সন্তুষ্ট করতে পারেনি। যখন তারা বুঝতে পেরেছে, তক্ষণে তারা তাদের জীবন, পরিবার এবং স্বাস্থ্য ধ্বংস করে ফেলেছে।

সত্যটি হল যে ঈশ্বর হলেন একজন ভালো ঈশ্বর এবং আমাদের জন্য তাঁর ইচ্ছা কেবলই ভালো। কিন্তু শয়তান আমাদের প্রতি সেই একই প্রলোভন ব্যবহার করে যেটি সে এদন উদ্যানে আদম এবং হবার বিরুদ্ধে করেছিল, মূলত বোঝাতে যে ঈশ্বর ভালো ঈশ্বর নন। যাদের বাইবেল সম্বন্ধে স্বল্প জ্ঞান আছে তাদের এই ধারণা হতে পারে কেননা বাক্যে এমন উদাহরণ আছে যে তিনি মানুষের সাথে কঠোর, নিষ্ঠুর ব্যবহার করেছেন। গণনাপুস্তক ১৫:৩২-৩৬ পদে, একজন ব্যক্তি বিশ্রামবারে কাঠ সংগ্রহ করেছিল এবং তাকে পাথর ছুড়ে মেরে ফেলা হয়েছিল, যেহেতু সে বিশ্রামবার পালন করেনি। এটি কঠোর শোনায় কিন্তু এইরকম শাস্তির পিছনে উদ্দেশ্য ছিল, যদিও যারা ধর্মগ্রন্থ স্বাভাবিকভাবে পড়ে এমন অনেক মানুষের কাছে এটি স্পষ্ট নয়। যত্ন সহকারে অধ্যায়ন প্রকাশ করে যে পুরাতন নিয়মের বিধান দেওয়া হয়েছিল যেন আমরা যে পাপ করেছি তা অতিশয় পাপময় যেমন পৌল রোমীয় ৭:১৩ পদে বলেছেন। বলার উদ্দেশ্য ছিল যে লোকেরা বুঝতে পারল না যে তাদের পাপগুলি কতটা মারাত্মক এবং তারা ঈশ্বরের বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে। তারা নিজেদের মধ্যে তুলনা করতে এবং অন্য লোকেরা যা করছে তার দ্বারা তাদের ক্রিয়াগুলি পরিমাপ করার ভুল করেছে।

কেউ যদি কোনও পাপ করে থাকে এবং তৎক্ষণাৎ না মারা যায়, তারা মনে করত পাপ যথেষ্ট মন্দ ছিল না এবং তারা তাদের মান হ্রাস করত। কী ঠিক এবং কী ভুল সেই সত্যিকারের দৃষ্টিভঙ্গি তারা হারিয়ে ফেলেছিল। ঈশ্বর মানবজাতিকে পুনরায় সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে হয়েছিল, জীবনযাপন কেমন হওয়া উচিত সেই সঠিক মান অনুসারে, যেন তারা শয়তান ও তার প্রলোভনগুলিকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বুঝতে পারে যে নির্বাচনের শেষ পরিণতি কী হবে। অতঃপর যখন তিনি তা করলেন, তাঁকে তাঁর দেওয়া বিধান কার্যকর করতে হয়েছিল।

ঈশ্বর পুরাতন নিয়মের আজ্ঞা এই উদ্দেশে দেননি যেন বলা হয়, ‘‘তোমরা যতক্ষণ না এইমত করো, আমি তোমাদেরদ গ্রহণ করতে কিংবা ভালোবাসতে পারব না।” এটি তাঁর স্বভাব কিংবা চরিত্র ছিল না। বরং, তিনি সেগুলি তাদের দিয়েছিলেন যেন আমরা আমাদের সঠিক ও ভুল অনুভূতি আরও সূক্ষ্ম করতে পারি এবং তিনি আমাদের সত্যে ফিরিয়ে আনেন যে আমাদের এক ত্রাণকর্তার প্রয়োজন। সমস্যাটি হল লোকেরা মনে করেছিল যে ঈশ্বর তাদের ভালোবাসার আগেই নিখুঁত হওয়া দাবি করছিলেন, যার ফলে অনেকের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল যে তাদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা তাদের কাজের সঙ্গে সরাসরি সমানুপাতিক। তারা মনে করে তারা যতক্ষণ না সব কিছু সঠিক করছে, ততক্ষণ ঈশ্বর তাদের গ্রহণ করবেন না এবং এটি বাইবেলের বার্তা নয়।

ঈশ্বরের হৃদয় হল মানবজাতিকে তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত করা, তাদের বিচার করা নয় ... তাদের পাপের জন্য দোষী করা নয় ... তাদের বিরুদ্ধে তাদের পাপ ধরে রাখা নয়। এটি হল বাইবেলে উল্লিখিত মানুষের প্রতি ঈশ্বরের হৃদয় এবং আজও আপনার প্রতি সেটি একই আছে। আপনাকে তাঁর আসল হৃদয়টি বুঝতে হবে, যে ‘‘ঈশ্বর প্রেম” (১ যোহন ৪:৪)। পাপ এবং অন্যান্য বিষয়গুলি যা আপনাকে তাঁর থেকে পৃথক করে দেয় সেগুলি তিনি আপনার কাছ থেকে নিয়ে নিতে চান। তিনি ইতিমধ্যেই যীশুর মাধ্যমে এটি সম্পন্ন করেছেন এবং তিনি আজ আপনাকে সম্পর্কের প্রস্তাব দিচ্ছেন, আপনার কৃত কর্মের ভিত্তিতে নয় কিন্তু যীশুকে বিশ্বাস এবং গ্রহণের মাধ্যমে যিনি আপনার পাপ বহন করেছেন। আপনার জীবনের সব অকৃতকার্যতা সত্ত্বেও আপনি আজ ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে পারেন। তিনি কেবল চান যেন আপনি প্রভু যীশু খ্রীষ্টতে আপনার বিশ্বাস স্থাপন করেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. আদি পুস্তক ৩:১ পড়ুন। শয়তান হবাকে কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল?

আদি পুস্তক ৩:১ – *এখন সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত যে কোনো বুনো পশুর মধ্যে সাপই ছিল সবচেয়ে ধূর্ত। সে নারীকে বলল, "সত্যিই কি ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই বাগানের কোনও গাছের ফল খেয়ো না?"*

২. আদি পুস্তক ২:১৭ এবং ৩:৩ পড়ুন। ঈশ্বর আদমকে প্রকৃতপক্ষে যা বলেছিলেন তাতে হবা কোন শব্দ বা কথা যুক্ত করেছিলেন?

আদি পুস্তক ২:১৭ – কিন্তু ভালোমন্দের জ্ঞানদায়ই গাছের ফল তুমি অবশ্যই খেয়ো না। যদি সেই গাছের ফল খাও, তবে তুমি নিশ্চয় মারা যাবে।

আদি পুস্তক ৩:৩ – *কিন্তু ঈশ্বর বলেছেন, 'বাগানের মাঝখানে যে গাছটি আছে, তার ফল তোমরা অবশ্যই খাবে না, আর এটি তোমরা ছোঁবেও না, এমনটি করলে তোমরা মারা যাবে।*

৩. আদি পুস্তক ৩:৬ পড়ুন। শয়তান একবার ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে হবার মনে সন্দেহ জাগাতে সক্ষম হয়েছিল, তিনি এই পদটিতে কী করেছিলেন?

আদি পুস্তক ৩:৬ – *নারী যখন দেখনেল যে সেই গাছের ফলটি খাদ্য হিসাবে ভালো ও চোখের পক্ষে আনন্দদায়ক, এবং জ্ঞানার্জনের পক্ষেও কাম্য, তখন তিনি কয়েকটি ফল পেড়ে তা খেলেন। তিনি তাঁর সেই স্বামীকেও কয়েকটি ফল দিলেন, যিনি তাঁর সঙ্গেই ছিলেন ও তিনিও তা খেলেন।*

৪. আদি পুস্তক ৩:৯-১০ পড়ুন। আদম এবং হবা পাপ করার পরে, ঈশ্বর কি তখনও তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন?

আদি পুস্তক ৩:৯-১০ – *সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ডেকে বললেন, "তুমি কোথায়?" তিনি উত্তর দিলেন, "বাগানে আমি তোমার হাঁটার আওয়াজ শুনতে পেয়েছিলাম, আর আমি ভয় পেয়েছিলাম কারণ আমি যে উলঙ্গ; তাই আমি লুকিয়ে পড়েছি।"*

৫. আদি পুস্তক ৩:২২-২৪ পড়ুন। ঈশ্বর কেন আদম এবং হবাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?

আদি পুস্তক ৩:২২-২৪ – *আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বললেন, "মানুষ এখন ভালোমন্দের জ্ঞান পেয়ে আমাদেরদ একজনের মতো হয়ে গিয়েছে। তাকে এই সুযোগ দেওয়া যাবে না, যেন সে তার হাত বাড়িয়ে আবার জীবনদায়ী গাছের ফল খেয়ে অমর হয়ে যায়।" (২৩) তাই সদাপ্রভু ঈশ্বর তাঁকে এদন বাগান থেকে নির্বাসিত করে সেই ভূমিতে কাজ করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন, যেখান থেকে তাঁকে তুলে আনা হয়েছিল। (২৪) সেই মানুষটিকে তাড়িয়ে দেওয়ার পর, এদন বাগানের পূর্বদিকে তিনি করূবদের মোতায়েন করে দিলেন এবং জীবনদায়ী গাছের কাছে পৌঁছানোর পথ রক্ষা করার জন্য ঘূর্ণায়মান জ্বলন্ত এক তরোয়ালও বসিয়ে দিলেন।*

৬. আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি শাস্তি না দিয়ে ঈশ্বরের করুণার কাজ ছিল?

৭. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। আমরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রচুর অনুগ্রহ এবং ধার্মিকতার দান লাভ করব?

ক. এটি কিনুন

খ. আয় করুন

গ. এটি গ্রহণ করুন

রোমীয় ৫:১৭ *কারণ যদি একজন মানুষের অপরাধের দ্বারা মৃত্যু সেই একজন ব্যক্তির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করল, তাহলে যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও ধার্মিতার অনুগ্রহদান লাভ করে, তারা আরও কতনা নিশ্চিতরূপে জীবনের উপরে কর্তৃত্ব করবে!*

৮. রোমীয় ৬:২৩ পড়ুন। আমরা পাপ করলে আমাদের আসলে কি প্রাপ্য?

রোমীয় ৬:২৩ – কারণ পাপের বেতন মৃত্যু, কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহদান আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অনন্ত জীবন।

৯. অনুগ্রহে, ঈশ্বর আমাদের তার পরিবর্তে কী দেন?

১০. রোমীয় ১০:৩ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে আমাদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি, তবে আমরা কী করতে ব্যর্থ হই?

রোমীয় ১০:৩ – তারা যেহেতু ঈশ্বর থেকে আগত ধার্মিকতার কথা জানত না এবং তারা নিজেদের অধার্মিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইত, তাই তারা নিজেদের ধার্মিকতার বশীভূত হয়নি।

১১. ১ যোহন ১:৯ এবং রোমীয় ৪:৩ পড়ুন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের পাপ এবং অন্যায় কাজ করার পরেও আমরা যদি কেবল বিশ্বাস করি তাহলে তিনি কী করার প্রতিজ্ঞা করেন?

১ যোহন ১:৯ – আমরা যদি আমাদের পাপগুলি স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত অ-ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন।

রোমীয় ৪:৩ শাস্ত্রগ্রন্থ কী কথা বলে? অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে পরিগণিত হল।

১২. ঈশ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে এটি আমাদের কি বলে?

উত্তরের নমুনা

১. আদি পুস্তক ৩:১ পড়ুন। শয়তান হবাকে কী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিল?

"সত্যিই কি ঈশ্বর বলেছেন, 'তোমরা অবশ্যই বাগানের কোনও গাছের ফল খেয়ো না'?"

২. আদি পুস্তক ২:১৭ এবং ৩:৩ পড়ুন। ঈশ্বর আদমকে প্রকৃতপক্ষে যা বলেছিলেন তাতে হবা কোন শব্দ বা কথা যুক্ত করেছিলেন?

তারা যেন এটি স্পর্শ না করে

৩. আদি পুস্তক ৩:৬ পড়ুন। শয়তান একবার ঈশ্বরের বাক্য সম্পর্কে হবার মনে সন্দেহ জাগাতে সক্ষম হয়েছিল, তিনি এই পদটিতে কী করেছিলেন?

গাছটি থেকে পেড়েছিল এবং খেয়েছিল

৪. আদি পুস্তক ৩:৯-১০ পড়ুন। আদম এবং হবা পাপ করার পরে, ঈশ্বর কি তখনও তাদের সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং অনুসরণ করার চেষ্টা করেছিলেন?

হ্যাঁ

৫. আদি পুস্তক ৩:২২-২৪ পড়ুন। ঈশ্বর কেন আদম এবং হবাকে বাগান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন?

যেন তারা জীবনদায়ী গাছ থেকে ফল না খায় এবং চিরকালের জন্য পাপী অবস্থায় থাকে

৬. আপনি কি দেখতে পাচ্ছেন যে এটি শাস্তি না দিয়ে ঈশ্বরের করুণার কাজ ছিল?

হ্যাঁ

৭. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। আমরা কীভাবে ঈশ্বরের প্রচুর অনুগ্রহ এবং ধার্মিকতার দান লাভ করব?

গ. এটি গ্রহণ করুন

৮. রোমীয় ৬:২৩ পড়ুন। আমরা পাপ করলে আমাদের আসলে কি প্রাপ্য?

মৃত্যু

৯. অনুগ্রহে, ঈশ্বর আমাদের তার পরিবর্তে কী দেন?

যীশুতে অনন্ত জীবন

১০. রোমীয় ১০:৩ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের সামনে আমাদের ধার্মিকতা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করি, তবে আমরা কী করতে ব্যর্থ হই?

নিজেদের ধার্মিকতার হিসাবে যীশুর কাছে বশীভূত হতে

১১. ১ যোহন ১:৯ এবং রোমীয় ৪:৩ পড়ুন। ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের পাপ এবং অন্যায় কাজ করার পরেও আমরা যদি কেবল বিশ্বাস করি তাহলে তিনি কী করার প্রতিজ্ঞা করেন?

সরিয়ে দেন, স্মরণে রাখেন না এবং ক্ষমা করেন

১২. ঈশ্বরের চরিত্র সম্বন্ধে এটি আমাদের কি বলে?

যে তিনি করুণাময় এবং প্রেমময়

পাঠ ৫

ঈশ্বরের প্রকৃতি

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

প্রভুর সাথে ইতিবাচক সম্পর্ক রাখতে, আমাদের অবশ্যই তাঁর প্রকৃতি এবং তাঁর আসল চরিত্র জানতে হবে। তিনি কি আমাদের পাপের কারণে ক্রুদ্ধ, কিংবা তিনি কি একজন করুণাময় ঈশ্বর যিনি, আমাদের কাজ না দেখে, আমাদের তাঁর জীবন এবং আশীর্বাদ দিতে চান? শাস্ত্র আসলে আমাদের ঈশ্বরের দুইটি পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি দেয়, এমন নয় যে তিনি পরিবর্তন করেছেন বা অন্যভাবে কিছু করেছেন। একটি সময়কাল ছিল যাকে বাইবেলে ব্যবহৃত পরিভাষায় বলে ঈশ্বর ‘‘মানুষের পাপ সকল তাদের বিরুদ্ধে গণ্য করেন।’’

এটি শিশুদের লালনপালন করার সঙ্গে তুলনা করা যায়। তারা যখন খুব কম বয়সী হয়, তখন তাদের কাছে যুক্তি দেওয়া সম্ভব হয় না, তাদের বলার জন্য যে কেন তাদের সঠিক ব্যবহার করা প্রয়োজন কিংবা কেন তাদের স্বার্থপর হওয়া উচিত না এবং তাদের ভাইবোনদের কাছ থেকে খেলনা নেওয়া উচিত নয়। তাদের নিয়মগুলি জানাতে হবে এবং তারা যদি সেগুলি ভঙ্গ করে, শাস্তি দিতে হবে। ঈশ্বর এবং শয়তান সম্পর্কে অথবা তারা যখন স্বার্থপর হয় তখন শয়তানকে স্থান দেয় সে বিষয় তারা না জানলেও নিয়মগুলি প্রয়োগ করতে হবে। এই ধারণাগুলি হয়ত তারা বুঝতে পারবে না, কিন্তু তারা বুঝতে পারবে যে তারা যদি সেই একই কাজ পুনরায় করে, তারা শাস্তি পাবে।

এক অর্থে, পুরাতন নিয়মে ঈশ্বর এটিই করেছিলেন। মানুষ নতুন জন্ম পাওয়ার পূর্বে, তাদের নতুন চুক্তির আত্মিক উপলব্ধি ছিল না, যা আমাদের আছে। সেই কারণে তাঁকে তাদের প্রতি বিধান দিতে এবং শাস্তি কার্যকর করতে হয়েছিল, এমনকী কখনও কখনও মৃত্যুও, যেন তারা ভয়ে পাপ থেকে নিবৃত্ত হয়। যেহেতু শয়তান পাপের দ্বারা মানুষকে ধ্বংস করছে, সেই কারণে পাপকে সংযত রাখতে সেগুলি প্রয়োগ করতে হয়েছিল। যদিও এটি একটি ভুল ধারণা দেয় যে আমাদের পাপের কারণে ঈশ্বর আসলে আমাদের ভালোবাসেন না, যেটি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের শিক্ষা দেয় না। রোমীয় ৫:১৩ পদ বলে, ‘‘কারণ বিধান প্রদত্ত হওয়ার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল। কিন্তু বিধান না থাকায় পাপ গণ্য

করা হয়নি।” “বিধান প্রদত্ত হওয়ার পূর্বেও”– এর অর্থ হল মোশির দিন অবদি যখন ঈশ্বর দশ আজ্ঞা এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক বিধান যেগুলি ইহুদি জাতির জন্য প্রযোজ্য ছিল। সেই সময় পর্যন্ত, পাপ জগতে ছিল কিন্তু হিসাব করা হয়নি। “হিসাব” শব্দটি হিসাবরক্ষণের কথা; উদাহরণ স্বরূপ, আপনি দোকানে কিছু কিনলেন এবং বললেন, “আমার ট্যাবে দিয়ে দিন।” সেটি যখন আপনার ট্যাবে দেওয়া হল, এটি রেকর্ড করা হয় এবং আপনার অ্যাকাউন্টে সেই মূল্য দাবি করা হয়। ক্রয় করা জিনিসের হিসাব আপনাকে দেওয়া হল। যদি তারা সেই হিসাব আপনাকে দিতে না পারে, তার অর্থ হল সেটি রেকর্ড করে আপনার অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়নি।

এই পদটি বলছে যে দশ আজ্ঞা না আসা পর্যন্ত মানুষের বিরুদ্ধে পাপ গণ্য করা হয়নি। এটি এক অপূর্ব বিবৃতি। আদি পুস্তক ৩ এবং ৪ অধ্যায় দেখুন। বেশিরভাগ মানুষের একটি ধারণা আছে যে আদম এবং হবা যখন ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করলেন, যেহেতু তিনি পবিত্র এবং মানুষ এখন পাপী, তাঁর তখন মানবজাতির সঙ্গে কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারা মনে করে যে ঈশ্বর বাগান থেকে মানুষকে সরিয়ে দিয়েছিলেন যেন তারা তাঁর উপস্থিতিতে না থাকতে পারে কেননা পবিত্র ঈশ্বরের সঙ্গে অপবিত্র মানুষের কোনও সম্পর্ক থাকতে পারে না। তারা আরও মনে করে যে আপনি সঠিক কাজ দ্বারা আপনার কাজটি পরিষ্কার না করা পর্যন্ত ঈশ্বর পুনরায় আপনার সাথে কোনও সম্পর্ক রাখতে পারবে না। এটি যীশুর আনা বার্তার বিপরীত। রোমীয় ৫:৮ বলে ঈশ্বর এভাবে তাঁর ভালোবাসা আপনার প্রতি প্রদর্শন করেছেন, আপনি যখন পাপী ছিলেন, খ্রীষ্ট আপনার জন্য মৃত্যুবরণ করলেন; অতএব নতুন নিয়ম আমাদের শিক্ষা দেয় যে আপনি যখন পাপের মধ্যে বাস করছিলেন ঈশ্বর আপনার জন্য তাঁর ভালোবাসা প্রসারিত করেছিলেন, আপনি নিজের কাজ পরিষ্কার করার পরে নয়। সুসমাচারের এক মহান সত্য যা আপনার জীবনকে বদলে দেবে তা হল যে আপনি যেমন আছেন তেমন অবস্থাতেই ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন। তিনি আপনাকে এতো ভালোবাসেন যে আপনি যদি তাঁর ভালোবাসা গ্রহণ করেন, আপনি যেমন আছেন তেমন আর থাকতে চাইবেন না। আপনি পরিবর্তিত হবেন, আপনি তাঁর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য পরিবির্তিত হবেন না কিন্তু তাঁর ভালোবাসার উপজাত হয়ে আপনি পরিবর্তিত হবেন।

আদি পুস্তক ৪ অধ্যায়ে আপনি দেখতে পাবেন যে ঈশ্বর তখনও মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করছেন, আদম এবং হবা পাপ করার পরেও তিনি তাঁদের সঙ্গে তখনও কথা বলছেন। তিনি কয়িন এবং হেবলের সঙ্গে কথা বলছিলেন, এবং তারা যখন তাঁর কাছে উৎসর্গ করছিল, তিনি তাদের সঙ্গে শ্রাব্য কণ্ঠস্বরে কথা বলছিলেন। তাদের প্রতিক্রিয়া দ্বারা, আমরা দেখি যে তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে তারা অভ্যস্ত ছিল এবং এটি তাদের ভীত করেনি। কয়িন যখন তার ভাই হেবলকে হত্যা করল এবং পৃথিবীর প্রথম হত্যাকারী হল, ঈশ্বরের শ্রাব্য কণ্ঠস্বর স্বর্গ থেকে এসেছিল: ''তোমার ভাই হেবল কোথায়?'' কয়িন ঈশ্বরের কাছে মিথ্যা কথা বলেছিল, কোনো অনুশোচনা ছাড়া। এটি তখনই হয় যখন একজন ব্যক্তি ঈশ্বরের কণ্ঠস্বর শুনতে অভ্যস্ত হয় যে সে এটি স্বাভাবিক বলে মনে করে এবং সে বিষয়ে তার কোনও ভয় থাকে না। এই সব কিছুই বলে যে ঈশ্বর মানবজাতির সঙ্গে এখনো সহভাগিতা করছেন এবং তাঁর সহভাগিতায় কোনও ছেদ ঘটাননি, যেমনটি সাধারণত বিশ্বাস করা হয়। তিনি মানুষের পাপকে তাঁর কাছে দায়বদ্ধ করছিলেন না। এর অর্থ কি তিনি তাদের পাপ ক্ষমা করেছিলেন কিংবা তারা ভুল ছিল না? না, সেই কারণেই তিনি বিধান দিয়েছিলেন যেন মানুষকে এক সঠিক মানে ফিরিয়ে আনা যায়। ঈশ্বরকে মানুষকে দেখাতে হয়েছিল যে, তার একজন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন ও তাকে নম্র হতে হবে এবং উপহারস্বরূপ ক্ষমা গ্রহণ করে। দুঃখের বিষয়, ধর্ম এই সকল বিষয়কে নিপুণভাবে ব্যবহার এবং নিয়ন্ত্রণ করে বুঝানোর জন্য যে বিধান দেওয়া হয়েছিল যেন আপনি সেগুলি অনুসরণ করে ঈশ্বরের ক্ষমা এবং গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। না! পুরাতন নিয়মের বিধানের উদ্দেশ্য ছিল আপনার পাপকে এতো বেশি বিবর্ধিত করা যেন আপনি নিজেকে রক্ষার জন্য অতিশয় হতাশ হবেন এবং বলবেন, ''ঈশ্বর, এই যদি তোমার পবিত্রতার মান হয়, আমি তা করতে পারব না। আমাকে ক্ষমা করো, আমার প্রতি করুণা করো।'' সর্বদা ঈশ্বরের সামগ্রিক প্রকৃতি হল ভালোবাসা।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. রোমীয় ৫:১৩ পড়ুন। ‘‘হিসাব’’ কথাটির অর্থ কী?

রোমীয় ৫:১৩ – কারণ বিধান প্রদত্ত হওয়ার পূর্বেও জগতে পাপ ছিল। কিন্তু বিধান না থাকায় পাপ গণ্য করা হয়নি।

২. রোমীয় ৭:৭ পড়ুন। বিধানের উদ্দেশ্য কী ছিল?

রোমীয় ৭:৭ – *তাহলে, আমরা কী বলব? বিধানই কি পাপ? নিশ্চিতরূপে তা নয়! প্রকৃতপক্ষে বিধান ব্যতিরেকে পাপ কী, আমি তা জানতেই পারতাম না, কারণ বিধান যদি না বলত, ‘‘লভ কোরো না,’’ তাহলে লোভ প্রকৃতপক্ষে কী, তা আমি জানতে পারতাম না।*

৩. গালাতীয় ৩:২৪ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, বিধানের উদ্দেশ্য কী ছিল?

গালাতীয় ৩:২৪ – তাই আমাদের খ্রীষ্টের উদ্দেশে চালিত করার জন্যদ বিধানকে দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন আমরা বিশ্বাসেরর দ্বারা নির্দোষ গণিত হই।

৪. যোহন ৮:১-১১ পড়ুন। যে মহিলা ব্যভিচারে ধরা পড়েছিল তার প্রতি যীশু কেমন করে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?

যোহন ৮:১-১১ – *যীশু জলপাই পর্বতে চলে গেলেন। (২) প্রত্যুষে যীশু আবার মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত করলেন। (৩) তখন শাস্ত্রবিদ এবং ফরিশীরা ব্যভিচারে ধৃত এক নারীকে নিয়ে এলেন। সকলের সামনে তাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে (৪) তাঁরা যীশুকে বললেন, ‘‘গুরুমহাশয়, এই স্ত্রীলোকটি ব্যভিচার করার মুহূর্তে ধরা পড়েছে। (৫) মোশি তাঁর বিধানে এই ধরনের স্ত্রীলোককে পাথর মারার নির্দেশ দিয়েছেন। এখন ও বিষয়ে আপনার অভিমত কী?’’ (৬) তাঁরা এই প্রশ্নটি ফাঁদ হিসাবে প্রয়োগ করলেন, যেন যীশুকে অভিযুক্ত করার*

মতো কোনো সূত্র পেতে পারেন। কিন্তু যীশু নত হয়ে তাঁর আঙুল দিয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। (৭) তাঁরা যখন তাঁকে বারবার প্রশ্ন করছিলেন, তিনি সোজা হয়ে তাঁদের বললেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ যদি নিষ্পাপ থাকে, তাহলে প্রথমে সেই তাকে পাথর মারুক," (৮) বলে তিনি আবার নত হয়ে মাটিতে লিখতে লাগলেন। (৯) যারা একথা শুনল তারা, প্রবীণদের থেকে শুরু করে শেষ ব্যক্তিটি পর্যন্ত একে একে সরে পড়তে লাগল। সেখানে শুধু যীশু রইলেন, আর দণ্ডায়মান সেই নারী। (১০) যীশু সোজা হয়ে তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, "নারী, ওরা সব গেল কোথায়? কেউ কি তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করেনি?" (১১) সে বলল, "একজনও নয়, প্রভু।" যীশু বললেন, "তাহলে আমিও তোমাকে দোষী সাব্যস্ত করি না। এখন যাও, আর কখনও পাপ কোরো না।"

৫. যীশুর কথা এবং কাজ কি ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকৃতি ব্যক্ত করে? দ্রষ্টব্য যোহন ৩:২৪।

যোহন ৩:৩৪ – *তাই আমাদের খ্রীষ্টের উদ্দেশে চালিত করার জন্য বিধানকে দায়িত্ব দেওয়া হল, যেন আমরা বিশ্বাসের দ্বারা নির্দোষ গণিত হই।*

৬. ১ যোহন ৪:৮ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকৃতি কী?

১ যোহন ৪:৮ – *যে ভালোবাসে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বরই ভালোবাসা।*

৭. রোমীয় ৫:৬ পড়ুন। ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের প্রতি পরিচালিত হয়েছিল তখন আমরা কী ছিলাম।

রোমীয় ৫:৬ – *আমরা যখন শক্তিহীন ছিলাম, তখনই খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে ভক্তিহীনদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।*

৮. রোমীয় ৫:৮ পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসলেন তখন আমরা কী ছিলাম?

রোমীয় ৫:৮ – *কিন্তু ঈশ্বর এভাবে তাঁর ভালোবাসা আমাদের প্রতি প্রদর্শন করেছেন; আমরা যখন পাপী ছিলাম, খ্রীষ্ট আমাদের জন্য মৃত্যুবরণ করলেন।*

৯. রোমীয় ৫:১০ পড়ুন। আমরা কী ছিলাম যখন ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসলেন?

রোমীয় ৫:১০ – *কারণ যখন আমরা ঈশ্বরের শত্রু ছিলাম, তখন তাঁর পুত্রের মৃত্যুর মাধ্যমে আমরা তাঁর সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়েছিলাম, তাহলে আমরা আরও কত বেশি সুনিশ্চিত যে, তাঁর জীবনের দ্বারা আমরা রক্ষা পাব!*

১০. আপনি যদি যীশু খ্রীষ্টকে বলেন আপনাকে ক্ষমা করতে এবং আপনার পরিত্রাতা ও প্রভু হতে, এই বিশ্বাসে যে যীশু আপনার পাপের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে মূল্য দিয়েছেন, তাহলে কি ঈশ্বর আপনার কাছে তাঁর করুণা এবং অনুগ্রহের প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ করবেন?

উত্তরের নমুনা

১. রোমীয় ৫:১৩ পড়ুন। ‘‘হিসাব’’ কথাটির অর্থ কী?
একজনের অ্যাকাউন্টে সেই মূল্য দাবি করা হয়।

২. রোমীয় ৭:৭ পড়ুন। বিধানের উদ্দেশ্য কী ছিল?
পাপকে জানা

৩. গালাতীয় ৩:২৪ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, বিধানের উদ্দেশ্য কী ছিল?
মানবজাতিকে দেখানো যে তাদের পরিত্রাতা, যীশু খ্রীষ্টকে প্রয়োজন

৪. যোহন ৮:১-১১ পড়ুন। যে মহিলা ব্যভিচারে ধরা পড়েছিল তার প্রতি যীশু কেমন করে পদক্ষেপ নিয়েছিলেন?
করুণা এবং অনুগ্রহে

৫. যীশুর কথা এবং কাজ কি ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকৃতি ব্যক্ত করে? দ্রষ্টব্য যোহন ৩:২৪।
হ্যাঁ

৬. ১ যোহন ৪:৮ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, ঈশ্বরের প্রকৃত প্রকৃতি কী?
ভালোবাসা

৭. রোমীয় ৫:৬ পড়ুন। ঈশ্বরের ভালোবাসা আমাদের প্রতি পরিচালিত হয়েছিল তখন আমরা কী ছিলাম।
শক্তিহীন; অর্থাৎ অসহায় এবং দুষ্ট

৮. রোমীয় ৫:৮ পড়ুন। ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসলেন তখন আমরা কী ছিলাম?
পাপী

৯. রোমীয় ৫:১০ পড়ুন। আমরা কী ছিলাম যখন ঈশ্বর আমাদের ভালোবাসলেন?

শত্রু

১০. আপনি যদি যীশু খ্রীষ্টকে বলেন আপনাকে ক্ষমা করতে এবং আপনার পরিত্রাতা ও প্রভু হতে, এই বিশ্বাসে যে যীশু আপনার পাপের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করে মূল্য দিয়েছেন, তাহলে কি ঈশ্বর আপনার কাছে তাঁর করুণা এবং অনুগ্রহের প্রকৃত প্রকৃতি প্রকাশ করবেন?

হ্যাঁ

পাঠ ৬

মন পরিবর্তন

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

মন পরিবর্তন সম্বন্ধে কিছু মানুষের ভুল ধারণা আছে? অনুশোচনা কোনও পরিপূর্ণতা নয় কিন্তু দিক পরিবর্তন। আমরা অপব্যয়ী পুত্রের, অথবা হারানো পুত্রের দৃষ্টান্ত নিয়ে কথা বলব। যীশু এমন একটি গল্প বলছেন যা একজন ব্যক্তির অনুশোচনা করার অর্থ কী তা পুরোপুরি চিত্রিত করে। লূক ১৫:১১-১২ পদে যীশু বলেছিলেন, *"এক ব্যক্তির দুই পুত্র ছিল। কনিষ্ঠ পুত্র তার পিতাকে বলল, 'পিতা, সম্পত্তির যে অংশ আমার, তা আমাকে দিয়ে দাও।' তাই তিনি পুত্রদের মধ্যে তাঁর সম্পত্তি ভাগ করে দিলেন।"*

"ছোটো ছেলে তার পিতার মৃত্যুর আগে তার উত্তরাধিকার চেয়েছিলেন, যা বেশ অস্বাভাবিক, কিন্তু তার বাবা অনুরোধ মেনে নিয়ে তাঁর ছেলেদের উত্তরাধিকার দিলেন। ১৩ পদ বলে, *"অল্পদিন পরেই, কনিষ্ঠ পুত্র তার সবকিছু নিয়ে এক দূরবর্তী দেশের উদ্দেশে যাত্রা করল। সেখানে সে উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে, তার ধনদৌলতের অপচয় করে ফেলল।"* ছোট ছেলে তার সব সম্পত্তি নিল, তার উত্তরাধিকারের অংশ, দূর দেশে চলে গেল, সেই সব উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাপন করে নষ্ট করল। একটি অনুবাদ বলে, "বন্ধুদের সঙ্গে আনন্দ করে এবং যৌনকর্মীদের কাছে অর্থ ব্যয় করে।"

১৪-১৫ পদে লেখা আছে, *"তার সর্বস্ব ব্যয় হলে পর, সেই দেশেরর সর্বত্র ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল (ভূমি পরিত্যক্ত হল এবং মানুষ অনাহারে থাকল); সে অভাবের মধ্যে পড়ল। তাই সে, সেই দেশের এক ব্যক্তির কাছে গিয়ে তাঁর অধীনে কাজে নিযুক্ত হল। তিনি তাকে শূকর চরানোর কাজে মাঠে পাঠিয়ে দিলেন।"* সে সেই দেশে একজনের কাছে কাজ পেল এবং তাকে শূকরদের খাওয়ানোর জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিল। ১৬ পদ বলে, *"শূকরেরা যে শুঁটি খেত, তাই খেয়ে সে তার ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে চাইত, কেউ তাকে কিছুই দিত না।"* সে এতো ক্ষুধার্ত ছিল, এমন অনাহারে ছিল যে সে বলল *"আমাকে কেবল শূকরের খাবার দাও- যা-কিছু,"* কিন্তু কেউ তাকে খাবার দেয়নি। সে তার সমস্ত উত্তরাধিকার তছনছ করে দিয়েছিল। ১৭ পদ বলে চলে, কিন্তু যখন তার চেতনার উদয় হল, সে মনে

মনে বলল, *“আমার পিতার কত মজুরই তো প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাবার পাচ্ছে, আর আমি এখানে অনাহারে মৃত্যুর মুখে পড়ে আছি!”* একটি অনুবাদ বলে, “যখন তার হুঁশ এলো।” অন্য কথায়, তাঁর বাবার চাকরদের পর্যাপ্ত খাবার ছিল এবং সে ক্ষুধায় মারা যাচ্ছিল।

সে একটি সিদ্ধান্ত নিয়েছিল– সে অনুশোচনা করেছিল। অনুশোচনা হল মনের পরিবর্তন, হৃদয়ের পরিবর্তন যার দরুন একজন ব্যক্তি ঘোরে এবং এক নতুন অভিমুখে চলে। ১৮-১৯ পদে সে বলেছিল, *“আমি বাড়ি ফিরে আমার পিতার কাছে যাব; তাঁকে বলব, পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, তোমার পুত্ররূপে আখ্যাত হওয়ার যোগ্যতা আর আমার নেই; আমাকে তোমার এক মজুরের মতো করে নাও।”* “বাবা, আমাকে কেবল তোমার দাস করো। আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি, তোমার সম্পত্তি নষ্ট করেছি, এবং ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করেছি। আমাকে কেবল তোমার দাস করো।” তারপর সে উঠল এবং তার বাবার কাছে গেল। মন পরিবর্তন মনোভাব পরিবর্তনের থেকেও বেশি, মনের পরিবর্তন, হৃদয়ের পরিবর্তন; যা একজন ব্যক্তিকে তার বিশ্বাস অনুসারে চালিত করে, ঘুরে দাঁড়াতে (বা ফিরতে) এবং নতুন অভিমুখে চালিত করে। আমরা সকলে ঈশ্বরের কাছ থেকে সরে এসেছি, আমাদের পিতা থেকে, স্বর্গ থেকে এবং আমাদের গৃহ থেকে। বাইবেলে যিশাইয় ৫৩:৬ পদে বলে, *“আমরা সবাই মেষদের মতো বিপথগামী হয়েছিলাম, প্রত্যেকেই নিজের নিজের পথে চলে গিয়েছিলাম;”* কিন্তু সদাপ্রভু তাঁর করুণায় আমাদের সকলের অপরাধ নিয়ে যীশুর উপর অর্পণ করেছেন।

গল্পটি চলতে থাকে ২০-২৪ পদে। “সে উঠে তার পিতার কাছে ফিরে গেল।” এক রাত্রে আমি এই গল্পটি এক ব্যক্তিকে বলছিলাম যিনি আগে কখনও এটি শোনেননি, এবং তিনি কেবল জানতেন যে যখন সেই ছেলে ফিরে আসবে, তার বাবা তাকে বলবেন, “পুত্র, দেখ তুমি কী করেছ। তুমি আমার সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট করেছ। যা আমি সারা জীবন ধরে জড়ো করেছিলাম। আমার একজন দাস হিসাবে থাকো।” বেশিরভাগ জাগতিক পিতা হয়তো ভীষণ ক্রুদ্ধ হবে এবং এই রকম মনোভাব পোষণ করবে, কিন্তু এই পিতার মনোভাব লক্ষ্য করুন: “কিন্তু সে তখনও অনেক দূরে, তার পিতা তাকে দেখতে পেলেন। তার জন্য তাঁর অন্তর করুণায় ভরে উঠল (তাঁর পুত্রের জন্য তাঁর হৃদয় থেকে ভালোবাসা উঠে এসেছিল), তিনি দৌড়ে তাঁর পুত্রের কাছে গেলেন, তার গলা জড়িয়ে ধরে তাকে চুম্বন করলেন। পুত্র তাঁকে বলল, ‘পিতা, আমি স্বর্গের বিরুদ্ধে ও তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি।

তোমার পুত্ররূপে আখ্যাত হওয়ার কোনো যোগ্যতা আমার নেই।' কিন্তু পিতা তাঁর দাসদের বললেন, 'শীঘ্র সবচেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক এনে ওকে পরিয়ে দাও, ওর আঙুলে আংটি পরিয়ে দাও, পায়ে জুতো পরিয়ে দাও। আর হৃষ্টপুষ্ট বাছুরটি নিয়ে এসে মারো। এসো আমরা ভোজ ও আনন্দ উৎসবের আয়োজন করি, কারণ আমার এই পুত্র মারা গিয়েছিল, এখন সে আবার বেঁচে উঠেছে; সে হারিয়ে গিয়েছিল, তাকে খুঁজে পাওয়া গেছে।' তাই তারা আনন্দে মেতে উঠল।" তাদের উৎসব শুরু হল।

আমি একবার এক ব্যক্তিকে এটি বলেছিলাম যে বলেছিল, "আমি বুঝেছি যে যীশু কি বলছেন। আমি যদি স্বর্গীয় পিতার প্রতি করুণার জন্য ফিরি এবং বলি, 'পিতা, আমি তোমার বিরুদ্ধে পাপ করেছি এবং আমি আর তোমার পুত্র হওয়ার যোগ্য নই,' তিনি আমাকে গ্রহণ করবেন।" আমাদের স্বর্গীয় পিতার করুণা হবে এবং তিনি আমাকে দাস করবেন না। তিনি আপনাকে তাঁর সঙ্গে পূর্ণ পুত্রত্বে ফিরিয়ে আনবেন। ঈশ্বর অপেক্ষা করছেন। আপনি কি মুখ ফিরিয়েছেন? কেন আপনি আজ ঈশ্বরের প্রতি, আপনার পিতার প্রতি, স্বর্গের প্রতি এবং আপনার গৃহের প্রতি ফিরে আসছেন না?

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মন পরিবর্তন কী?

২. লূক ১৩:১-৫ পড়ুন। ধ্বংস না হওয়ার জন্য একজনকে কি করতে হবে?

লূক ১৩:১-৫ – *সেই সময় সেখানে উপস্থিত কয়েকজন যীশুকে সেই গালীলীয়দের সম্পর্কে সংবাদ দিল, যাদের রক্ত পীলাত তাদের বলির সঙ্গে মিশ্রিত করেছিলেন। (২) যীশু উত্তর দিলেন, "তোমরা কি মনে করো যে, এইভাবে তাড়িত হয়েছিল বলে তারা অন্যান্য গালীলীয়দের তুলনায় বেশি পাপী ছিল? (৩) আমি তোমাদের বলছি, না! কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরাও সবাই সেইরকম বিনষ্ট হবে। (৪) অথবা, সিলোয়ামের মিনার চাপা পড়ে যে আঠারো জন নিহত হয়েছিল, তোমরা কি মনে করো, অন্যান্য জেরুশালেমবাসীদের চেয়ে তারা বেশি অপরাধী ছিল? (৫) আমি তোমাদের বলছি, না! কিন্তু মন পরিবর্তন না করলে তোমরাও সেইরকম বিনষ্ট হবে।"*

৩. ২ পিতর ৩:৯ পড়ুন। সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী?

২ পিতর ৩:৯ – *প্রভু তাঁর প্রতিশ্রুতি পালনে দেরি করেন না যেমন কেউ কেউ তা মনে করে। তিনি তোমাদের প্রতি দীর্ঘসহিষ্ণু, তিনি চান না, কেউ যেন বিনষ্ট হয়, কিন্তু চান, প্রত্যেকেই যেন মন পরিবর্তন করে।*

৪. লূক ১৬:১৯-৩১ পড়ুন। লূক ১৬:২৮ পদে, কেন সেই ধনী ব্যক্তি চেয়েছিলেন যেন কেউ মৃতদের মধ্যে থেকে এসে তার ভাইদের সঙ্গে কথা বলে?

লূক ১৬:১৯-৩১ – *এক ধনী ব্যক্তি ছিল। সে বেগুনি মিহি মসিনার পোশাক পরত। প্রতিদিন সে বিলাসব্যসনে জীবনযাপন করত। (২০) তার গৃহের প্রবেশপথে লাসার নামে এক ভিখারি সর্বাঙ্গে ক্ষত নিয়ে শুয়ে থাকত। (২১) ধনী ব্যক্তির টেবিল থেকে যা কিছু উচ্ছিষ্ট পড়ত, তাই সে খেতে চাইত। এমনকী, কুকুরেরাও এসে তার ক্ষত লেহন করত।*

(২২) কালক্রমে ভিখারিটির মৃত্যু হল। স্বর্গদূতেরা তাকে নিয়ে এলো অব্রাহামের পাশে। পরে ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হলে, তাকেও স্মাধি দেওয়া হল। (২৩) সে পাতালে নিদারুণ যন্ত্রণায় দগ্ধ হচ্ছিল। সেখান থেকে সে দৃষ্টি ঊর্ধ্বে তুলে দূরে অব্রাহামের পাশে লাসারকে দেখতে পেল। (২৪) তাই সে তাকে ডাকল, 'পিতা অব্রাহাম, আমার প্রতি কৃপা করুন; লাসারকে পাঠিয়ে দিন, সে যেন আঙুলের ডগায় জল নিয়ে আমার জিহ্বা শীতল করে দেয়। কারণ এই আগুনে আমি ভীষণ যন্ত্রণা পাচ্ছি।' (২৫) ''কিন্তু অব্রাহাম উত্তর দিলেন, 'বৎস, স্মরণ করে দেখো, তোমার জীবনকালে তুমি সব উৎকৃষ্ট জিনিসগুলি পেয়েছ, লাসার পেয়েছে মন্দ জিনিসগুলি। কিন্তু এখন সে এখানে লাভ করেছে সান্ত্বনা, আর তুমি পাচ্ছ যন্ত্রণা। (২৬) তাছাড়া, এখান থেকে তোমাদের কাছে যেতে চাইলে কেউ যেন যেতে না পারে বা ওখান থেকে কেউ যেন পার হয়ে আমাদের কাছে আসতে না পারে, সে জন্য তোমাদের ও আমাদের মধ্যে রয়েছে বিরাট এক ব্যবধান।' (২৭) ''সে উত্তর দিল, 'তাহলে পিতা, আপনার কাছে অনুনয় করছি, আমার পিতার আবাসে লাসারকে পাঠিয়ে দিন, (২৮) কারণ আমার পাঁচটি ভাই আছে। সে তাদের সতর্ক করে দিক, যেন তারাও এই যন্ত্রণাময় স্থানে না আসে।' (২৯) ''অব্রাহাম উত্তর দিলেন, 'তাদের জন্য আছেন মোশি ও ভাববাদীরা। তাঁদেরই কথায় তারা কর্ণপাত করুক।' (৩০) ''সে বলল, 'না, পিতা অব্রাহাম, মৃতলোক থেকে কেউ যদি তাদের কাছে যায়, তাহলেই তারা মন পরিবর্তন করবে।' (৩১) ''তিনি তাকে বললেন, 'তারা যদি মোশি ও ভাববাদীদের বাণীতে কর্ণপাত না করে, তাহলে মৃতদের মধ্য থেকে কেউ উপস্থিত হলেও তারা বিশ্বাস করবে না।"

৫. লূক ১৬:৩০ পড়ুন। এই যন্ত্রণাদায়ক জায়গা (নরক) এড়ানোর জন্য এই ভাইদের কী করতে হবে?

৬. প্রেরিত ২৬:১৮ পড়ুন। যদিও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, এই পদটি অনুশোচনা সম্বন্ধে বলছে। যারা অনুশোচনা করবে তাদের কী হবে?

প্রেরিত ২৬:১৮ – *তুমি তাদের চোখ খুলে দেবে, অন্ধকার থেকে তাদের আলোয় ফিরিয়ে আনবে, শয়তানের পরাক্রম থেকে নিয়ে আসবে ঈশ্বরের কাছে, যেন তারা পাপসমূহের ক্ষমা লাভ করে এবং আমার উপরে বিশ্বাসের মাধ্যমে যারা পবিত্রীকৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে স্থান লাভ করতে পারে।*

৭. প্রেরিত ২৬:২০ পড়ুন। এই পদের শেষ অংশে, তিনটি কাজ ছিল যেগুলি অইহুদিদের করা উচিত। সেই তিনটি কাজ কী?

প্রেরিত ২৬:২০ – *প্রথমে দামাস্কাসবাসীদের কাছে, পরে জেরুশালেম ও সমগ্র যিহূদিয়ার অধিবাসীদের কাছে এবং অইহুদিদের কাছেও আমি প্রচার করলাম, তারা যেন মন পরিবর্তন করে ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসে ও তাদের কর্মসমূহের মাধ্যমে তাদের অনুতাপের প্রমাণ দেয়।*

৮. মথি ৭:২১-২৩ পড়ুন। এই লোকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে যা অনুশীলন করত সেই বিষয় যীশু কী বলেছিলেন?

মথি ৭:২১-২৩ – *যারা আমাকে, 'প্রভু, প্রভু' বলে, তারা সবাই স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করতে পারবে না; কিন্তু যে আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করবে, সে-ই প্রবেশ করতে পারবে। (২২) সেদিন, অনেকে আমাকে বলবে, 'প্রভু, প্রভু; আমরা কি আপনার নামে ভবিষ্যদ্বাণী করিনি? আপনার নামে কি ভূত তাড়াইনি ও বহু অলৌকিক কাজ করিনি?' (২৩) তখন আমি তাদের স্পষ্ট বলব, 'আমি তোমাদের কোনোকালেও জানতাম না। দুষ্টের দল, আমার সামনে থেকে দূর হও!'*

৯. প্রকৃত মন পরিবর্তন বনাম ঈশ্বরের প্রতি কেবল মুখের কথাতে শ্রদ্ধা দেখানোর গুরুত্ব সম্বন্ধে এটি কী প্রকাশ করে?

১০. যিশাইয় ৫৫:৭ পড়ুন। দুষ্টদের কী করতে হবে?

যিশাইয় ৫৫:৭ – *দুষ্টলোক তার পথ, মন্দ ব্যক্তি তার চিন্তাধারা পরিত্যাগ করুক। সে সদাপ্রভুর কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি তার প্রতি করুণা প্রদর্শন করবেন, সে আমাদের ঈশ্বরের কাছে ফিরে আসুক, তাহলে তিনি অবাধে ক্ষমা করবেন।*

১১. অধার্মিকদের কোন দুইটি বিষয় করতে হবে?

১২. যে ব্যক্তি উপরোক্ত উল্লিখিত বিষয়গুলি করে, তার জন্য ঈশ্বর কী করবেন?

১৩. লূক ১৫:৭ পড়ুন। একজন ব্যক্তি মন ফিরালে স্বর্গে কী প্রতিক্রিয়া হয়?

লূক ১৫:৭ – *আমি তোমাদের বলছি, একইভাবে নিরানব্বইজন ধার্মিক ব্যক্তি যাদের অনুতাপের প্রয়োজন নেই, তাদের চেয়ে একজন পাপী মন পরিবর্তন করলে স্বর্গে অনেক বেশি আনন্দ হবে।*

১৪. প্রেরিত ৩:১৯ পড়ুন। আপনি যদি মন পরিবর্তন করেন এবং পরিবর্তিত হন, আপনার পাপসমূহের কী হবে?

প্রেরিত ৩:১৯ – সুতরাং, এখন আপনারা মন পরিবর্তন করুন ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরুন, যেন আপনাদেরদ পাপসমূহ মুছে ফেলা হয় ও প্রভুর কাছ থেকে পুনরুজ্জীবনের সময় আসে।

উত্তরের নমুনা

১. মন পরিবর্তন কী?

ক. এটি একটি নতুন অঙ্গীকারের "বিপরীতে ঘোরা"

খ. এটি মন পরিবর্তন

গ. হৃদয় পরিবর্তন যার ফলে ঈশ্বরের প্রতি ফেরা, একজনের পুরাতন পথ থেকে ঈশ্বরের পথে

ঘ. অভিমুখ পরিবর্তন, পরিপূর্ণতা নয়

ঙ. এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া যেন একজনের জীবনের সম্পূর্ণ দিক পরিবর্তন হয়

চ. পুরাতন পথ থেকে ফেরা এবং সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া ও তাঁর পথে চলা

ছ. একজন ব্যক্তির প্রতি ফেরা, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের প্রতি

২. লূক ১৩:১-৫ পড়ুন। ধ্বংস না হওয়ার জন্য একজনকে কি করতে হবে?

মন পরিবর্তন

৩. ২ পিতর ৩:৯ পড়ুন। সকল মানুষের জন্য ঈশ্বরের উদ্দেশ্য কী?

যেন সকলে মন পরিবর্তন করে

৪. লূক ১৬:১৯-৩১ পড়ুন। লূক ১৬:২৮ পদে, কেন সেই ধনী ব্যক্তি চেয়েছিল যেন কেউ মৃতদেরদ মধ্যে থেকে এসে তার ভাইদের সঙ্গে কথা বলে?

যেন তাদের এই যন্ত্রণাময় স্থানে না আসতে হয়

৫. লূক ১৬:৩০ পড়ুন। এই যন্ত্রণাদায়ক জায়গা (নরক) এড়ানোর জন্য এই ভাইদের কী করতে হবে?

তাদের মন পরিবর্তন করতে হবে

৬. প্রেরিত ২৬:১৮ পড়ুন। যদিও নির্দিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, এই পদটি অনুশোচনা

সম্বন্ধে বলছে। যারা অনুশোচনা করবে তাদের কী হবে?

ক. চোখ খুলে দেওয়া হবে

খ. অন্ধকার থেকে জ্যোতিতে ফিরবে

গ. শয়তানের শক্তি থেকে ঈশ্বরের দিকে ফিরবে

ঘ. পাপের ক্ষমা গ্রহণ করবে

ঙ. উত্তরাধিকার গ্রহণ করবে

৭. প্রেরিত ২৬:২০ পড়ুন। এই পদের শেষ অংশে, তিনটি কাজ ছিল যেগুলি অইহুদিদের করা উচিত। সেই তিনটি কাজ কী?

ক. মন পরিবর্তন করতে হবে

খ. ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে হবে

গ. তাদের কাজের মাধ্যমে তাদের মন পরিবর্তন প্রমাণ করতে হবে

৮. মথি ৭:২১-২৩ পড়ুন। এই লোকেরা ঈশ্বরের ইচ্ছা ব্যতিরেকে যা অনুশীলন করত সেই বিষয় যীশু কী বলেছিলেন?

অপরাধ কিংবা অনাচার

৯. প্রকৃত মন পরিবর্তন বনাম ঈশ্বরের প্রতি কেবল মুখের কথাতে শ্রদ্ধা দেখানোর গুরুত্ব সম্বন্ধে এটি কী প্রকাশ করে?

পরিত্রাণ হৃদয় থেকে হয়, মুখের কথাতে শ্রদ্ধা দেখানোর মাধ্যমে নয়

১০. যিশাইয় ৫৫:৭ পড়ুন। দুষ্টদের কী করতে হবে?

তাদের পথ ত্যাগ করতে হবে

১১. অধার্মিকদের কোন দুইটি বিষয় করতে হবে?

তাদের মনত চিন্তা ত্যাগ করতে হবে এবং সদাপ্রভুর প্রতি ফিরতে হবে

১২. যে ব্যক্তি উপরোক্ত উল্লিখিত বিষয়গুলি করে, তার জন্য ঈশ্বর কী করবেন?

প্রচুর পরিমাণে করুণা এবং ক্ষমা দেবেন।

১৩. লূক ১৫:৭ পড়ুন। একজন ব্যক্তি মন ফিরালে স্বর্গে কী প্রতিক্রিয়া হয়?

স্বর্গে আনন্দ হবে

১৪. প্রেরিত ৩:১৯ পড়ুন। আপনি যদি মন পরিবর্তন করেন এবং পরিবর্তিত হন, আপনার পাপসমূহের কী হবে?

আমার পাপসমূহ মুছে ফেলা হবে

পাঠ ৭
অঙ্গীকার

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

লূক ১৪:২৫-২৬ – অনেক লোক যীশুর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন, কেউ যদি আমার কাছের আসে এবং তার পিতামাতা তার স্ত্রী ও সন্তান, ভাই ও বোন, এমনকী, নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না।

"অনেক লোক যীশুর সঙ্গে সঙ্গে চলছিল। তিনি তাদের দিকে ফিরে বললেন" (লুক ১৪:২৫)। এই সময় যীশুর পরিচর্যা কাজে, বহু মানুষ ছিল যারা যীশুকে অনুসরণ করত। ইংরাজি ভাষায় এটি ঠিক প্রকাশ করে না, কিন্তু গ্রীক ভাষায়, এটি হল অসম্পূর্ণ কাল। এর অর্থ হল এই সময়ে, বিরাট জনতা বার বার এবং ক্রমাগত যীশুকে অনুসরণ করতে শুরু করেছিল। সম্ভবত এটি তাঁর অলৌকিক কাজের কারণে কিংবা তিনি তাদের আহার দেওয়ার কারণে হয়েছিল, আমরা এর সঠিক কারণ জানি না, তবে বহু মানুষ তাঁর পিছনে চলছিল। এই সময় যীশু ঘুরে দাড়ালেন এবং ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি কথা বলেছিলেন যা দেখে মনে হয় অনেক মানুষ ফিরে গিয়েছিল এবং তাঁকে আর অনুসরণ করেনি।

"কেউ যদি আমার কাছে আসে (তার অর্থ আমার সঙ্গে যেতে ইচ্ছুক হয়, আমার সাথে যেতে চায়, আমাকে অনুসরণ করতে চায়, এটি প্রয়োজন) এবং তার পিতামাতা তার স্ত্রী ও সন্তান, ভাই ও বোন, এমনকী নিজের প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে, সে আমার শিষ্য হতে পারে না" (লূক ১৪:২৬)। আমি যখন পবিত্র শাস্ত্র দেখছিলাম, আমি চিন্তা করছিলাম, *প্রভু, তুমি এটি মনে করতে পারো না,* "ঘৃণা" শব্দটির অর্থ কী? এর অর্থ হয়ত হতে পারে কম ভালোবাসা অথবা সেই রকম কিছু। আমি যখন অধ্যায়ন করা শুরু করলাম, আমি আবিষ্কার করলাম যে শব্দটির আক্ষরিক অর্থ হল "ঘৃণা"।

একটি বিষয় গুরুত্ব দেওয়ার জন্য যীশু যতদূর সম্ভব কঠিন শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। যীশু বলেছিলেন যে আপনি যদি আপনার পিতা, আপনার মা, আপনার বোন, আপনার

ভাই, এমনকী আপনার নিজের জীবনকে ঘৃণা না করেন, তবে আপনি তাঁর শিষ্য হতে পারবেন না। আমি আপনাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতে চাই; এই পৃথিবীতে আপনার সাথে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক কী? এটি আপনার বাবা এবং মা কিংবা আপনার স্বামী/স্ত্রী এবং সন্তানেরা। আপনার স্ত্রী যদি আপনার বিরুদ্ধে যায় এবং বিবাহ বিচ্ছেদ করে, কিংবা আপনার মা ও বাবা মারা যান তাহলে কী হবে? আপনার সঙ্গে তখন কে লেগে থাকবে? তারা হল আপনার ভাই এবং বোনেরা। যীশু বলেছেন, আপনি যদি তাদের ঘৃণা না করেন, আপনি তাঁর শিষ্য হতে পারবেন না। তিনি কী বলেছেন?

যীশু আমাদের নিকটতম সম্পর্কের কথা বলেছেন। তিনি আপনার কাছে থেকে অঙ্গীকার চান, এক অঙ্গীকার যেখানে তিনি অগ্রগণ্য। তিনি আপনার জীবনে এক নম্বর হতে চান। তিনি আপনার সাথে তাঁর সম্পর্ককে পৃথিবীতে আপনার নিকটতম সম্পর্কের সাথে তুলনা করতে যাচ্ছেন। ‘‘ঘৃণা’’ হল একটি রূপক, তুলনা করার একটি শব্দ এবং যীশু বলছেন, ‘‘তোমার সাথে আমার সম্পর্ক এতো গুরুত্বপূর্ণ যে আমি এটি পৃথিবীর সমস্ত জিনিসের ঊর্ধ্বে থাকতে চাই।’’ আপনার স্ত্রী, আপনার মা, আপনার বাবা অথবা আপনার বোনদের এবং ভাইদের থেকেও একজন ব্যক্তিকে আপনি বেশি ভালোবাসেন। আপনি কি জানেন সে কে? সে ঈশ্বর নন ... সে আপনি। আপনি আপনার নিকটতম সম্পর্কের সকলের চেয়ে নিজেকে বেশি ভালোবাসেন।

কেন বিবাহ বিচ্ছেদ হয়? মানুষ কেন বিবাহ বিচ্ছেদ করে? কারণ তারা তাদের স্বামী/স্ত্রীর থেকে নিজেদের বেশি ভালোবাসে। ‘‘আমি যেমন চাই তুমি সেই রকম করছ না, অতএব আমি তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি।’’

যীশু বলেছেন একটিই সম্পর্ক আছে যা আমি চাই, সব কিছুর ঊর্ধ্বে এক নম্বর – সেটি তোমার নিজের স্বার্থপর জীবন। এটি হল প্রকৃত শিষ্যত্ব। তিনি বিনামূল্যের শিষ্যত্বের কথা বলছেন না। তিনি বলছেন যেন আমরা তাঁকে অনুসরণ করি। তিনি আমাদের জীবনে এক নম্বর হতে চান।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. লূক ৯:৫৭-৬২ পড়ুন। এই অংশে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন স্তরের অঙ্গীকার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

লূক ৯:৫৭-৬২ – *তাঁরা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন, একজন তাঁকে বলল, ‘‘আপনি যেখানেই যাবেন, আমি আপনাকে অনুসরণ করব।’’ (৫৮) যীশু বললেন, ‘‘শিয়ালের গর্ত আছে, আকাশের পাখিদের বাসা আছে, কিন্তু মনুষ্যপুত্রের মাথা রাখার স্থান কোথাও নেই।’’ (৫৯) তিনি অন্য একজনকে বললেন, ‘‘আমাকে অনুসরণ করো।’’ কিন্তু সে উত্তর দিল, ‘‘প্রভু, ফিরে গিয়ে প্রথমে আমাক পিতাকে সমাধি দিতে অনুমতি দিন।’’ (৬০) যীশু তাকে বললেন, ‘‘মৃতরাই তাদের মৃতদের সমাধি দিক। কিন্তু তুমি গিয়ে ঈশ্বরের রাজ্যের কথা ঘোষণা করো।’’ (৬১) আরও একজন বলল, ‘‘প্রভু, আমি আপনার অনুসারী হব। কিন্তু আমাকে ফিরে গিয়ে প্রথমে পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিতে অনুমতি দিন।’’ (৬২) যীশু উত্তর দিলেন, ‘‘লাঙ্গলে হাত দিয়ে যে পেছনে ফিরে তাকায়, সে ঈশ্বরের রাজ্যের সেবাকর্মের উপযুক্ত নয়।’’*

২. লূক ৯:৫৭-৬২ পড়ুন। কেন কিছু মানুষ খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস থেকে পদস্খলন করে কিংবা ফিরে যায়?

লূক ৮:১৩-১৪ – *পাথুরে জমির উপরে পতিত বীজ হল তারাই, যারা ঈশ্বরের বাক্য শোনামাত্র সানন্দে গ্রহণ করে, কিন্তু মূল না থাকায় তাদের বিশ্বাস হয় ক্ষণস্থায়ী, কিন্তু পরীক্ষার সময় তারা বিপথগামী হয়। (১৪) কাঁটাঝোপের মধ্যে পতিত বীজ তারা, যারা বাক্য শোনে, কিন্তু জীবনে চলার পথে বিভিন্ন দুশ্চিন্তা, ধনসম্পত্তি ও বিলাসিতায় ব্যাহত হয়ে পরিপক্ক হতে পারে না।*

৩. যিহিষ্কেল ১৬:৮ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য বিবাহের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। এই সম্পর্কে একজন কার অধিকারে পড়ে?

যিহিষ্কেল ১৬:৮ – *পরে আমি তোমার পাশ দিয়ে যাবার সময় তোমার দিকে তাকিয়ে দেখলাম যে তোমার এখন প্রেম করবার সময় হয়েছে। আমি আমার পোশাকের কোনা তোমার উপরে ছড়িয়ে দিলাম ও তোমার উলঙ্গ শরীর ঢাকলাম। আমি শপথ করে তোমার সঙ্গে নিয়ম স্থির করলাম, আর তুমি আমার হলে, এই কথা সার্বভৌম সদাপ্রভু বলেন।*

৪. ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ পড়ুন। আপনি কার?

১ করিন্থীয় ১৯-২০ – *তোমরা কি জানো না যে, তোমাদের শরীর পবিত্র আত্মার মন্দির, যিনি তোমাদের অন্তরে বাস করেন, যাঁকে তোমরা ঈশ্বরের কাছে থেকে প্রাপ্ত হয়েছ? (২০) তোমরা আর তোমাদের নও তোমাদের এক মূল্য দিয়ে ক্রয় করা হয়েছে। অতএব, তোমাদের শরীর দ্বারা তোমরা ঈশ্বরের গৌরব করো।*

৫. ১ করিন্থীয় ৬:২০ পড়ুন। আপনি শরীর এবং আপনার আত্মা কার?

৬. যাকোব ৪:৪ পড়ুন। আপনি কি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আত্মিক ব্যভিচার করতে পারেন?

যাকোব ৪:৪ – *ব্যভিচারীর দল, তোমরা কি জানো না, জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব হল ঈশ্বরের প্রতি ঘৃণার নিদর্শন? কোনো ব্যক্তি যদি জগতের সঙ্গে বন্ধুত্ব বেছে নেয়, সে ঈশ্বরের শত্রু হয়ে পড়ে।*

৭. ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আত্মিক ব্যভিচার কী? দ্রষ্টব্য রোমীয় ১:২৫।

রোমীয় ১:২৫ – *তারা ঈশ্বর বিষয়ক সত্যের পরিবর্তে এক মিথ্যাকে মনোনীত করেছিল। তারা স্রষ্টার উপাসনা না করে সৃষ্ট বস্তুর উপাসনা ও সেবা করেছে। সেই স্রষ্টাই চিরতরে প্রশংসিত হোন। আমেন।*

৮. যোহন ২:২৩-২৫ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে আপনি অঙ্গীকার এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে কী শিক্ষা লাভ করেছেন?

যোহন ২:২৩-২৫ *নিস্তারপর্বের উৎসবের সময় জেরুশালেমে থাকাকালীন তিনি যে সমস্ত চিহ্নকর্ম করছিলেন, তা দেখে তারা তাঁর নামে বিশ্বাস করল। (২৪) কিন্তু যীশু নিজে তাদের বিশ্বাস করতেন না, কারণ তিনি সব মানুষকেই জানতেন। (২৫) মানুষের সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণের প্রয়োজন তাঁর ছিল না, কারণ মানুষের অন্তরে কী আছে তা তিনি জানতেন।*

৯. লূক ১৪:২৮-৩০ পড়ুন। যীশুর অনুগামী হওয়ার মূল্য কি আপনি গণনা করেছেন? আপনি কি তাঁর অনুগামী হতে চান?

লূক ১৪:২৮-৩০ – *মনে করো, তোমাদের মধ্যে একজন একটি মিনার তৈরি করতে চাইল। সে কি প্রথমেই খরচের হিসাব দেখে নেবে না, যে তা শেষ করার মতো তার যথেষ্ট আর্থিক সংগতি আছে, কি না? (২৯) কারণ ভিত্তিমূল স্থাপন করে তা শেষ করতে না পারলে, যে দেখবে, সেই তাকে বিদ্রূপ করে বলবে, (৩০) এই লোকটি নির্মাণ করতে শুরু করেছিল, কিন্তু শেষ করতে পারেনি।*

উত্তরের নমুনা

১. লূক ৯:৫৭-৬২ পড়ুন। এই অংশে খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার ক্ষেত্রে কোন স্তরের অঙ্গীকার সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে?

পূর্ণ আত্মসমর্পণ

২. লূক ৯:৫৭-৬২ পড়ুন। কেন কিছু মানুষ খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস থেকে পদস্খলন করে কিংবা ফিরে যায়?

তারা ঈশ্বরের বাক্যের গভীরে কখনও যায়নি। তাদের জীবনের দুশ্চিন্তা, ধনসম্পত্তি ও বিলাসিতা সেগুলি হরণ করে নেয়।

৩. যিহিষ্কেল ১৬:৮ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর লোকদের সঙ্গে সম্পর্ক বর্ণনা করার জন্য বিবাহের দৃষ্টান্ত ব্যবহার করেছেন। এই সম্পর্কে একজন কার অধিকারে পড়ে?

ঈশ্বরের

৪. ১ করিন্থীয় ৬:১৯-২০ পড়ুন। আপনি কার?

ঈশ্বরের

৫. ১ করিন্থীয় ৬:২০ পড়ুন। আপনি শরীর এবং আপনার আত্মা কার?

ঈশ্বরের

৬. যাকোব ৪:৪ পড়ুন। আপনি কি ঈশ্বরে বিরুদ্ধে আত্মিক ব্যভিচার করতে পারেন?

হ্যাঁ

৭. ঈশ্বরের দৃষ্টিতে আত্মিক ব্যভিচার কী?

একটি হৃদয় যা তাঁর কাছ থেকে প্রতিমাগুলির প্রতি ফেরে (যে বিষয়গুলি আপনি ঈশ্বরের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ করেছেন)

দ্রষ্টব্য রোমীয় ১:২৫।

৮. যোহন ২:২৩-২৫ পড়ুন। এই পদগুলি থেকে আপনি অঙ্গীকার এবং বিশ্বাস সম্বন্ধে কী শিক্ষা লাভ করেছেন?

যীশু আমাদের সম্পূর্ণ হৃদয় চান (পূর্ণ অঙ্গীকার)

৯. লূক ১৪:২৮-৩০ পড়ুন। যীশুর অনুগামী হওয়ার মূল্য কি আপনি গণনা করেছেন? আপনি কি তাঁর অনুগামী হতে চান?

পাঠ-৮

জল বাপ্তিস্ম

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

প্রশ্ন: “ আমার জানা প্রয়োজন যে আপনাকে স্বর্গে যাওয়ার জন্য বাপ্তাইজিত হতে হবে কিনা। আমি ঈশ্বরকে ভালোবাসি এবং আমার বয়স যখন বারো বছর তখন আমায় বাপ্তাইজিত করা হয়েছিল। আমার বয়স এখন আঠারো বছর, আর একটি অ-সঙ্ঘবদ্ধ মণ্ডলীর একজন আমাকে বলেছিল যে এতো কম বয়সে কেউ পরিত্রাণ পেতে বাপ্তাইজিত হতে পারে না। তারা আরও বলেছিল যে স্বর্গে যেতে আপনাকে বাপ্তিস্ম নিতে হবে, কিন্তু আমার ব্যাপটিস্ট পরিবার আমাকে বলেছিল তুমি করো না। আমি কেবল স্বর্গে যেতে চাই। সব রকমভাবে আমি ঈশ্বরের জন্য জীবনযাপন করছি, কিন্তু আমি জানতে চাই যে এখন আমার সঠিক বয়সে আমাকে আরেকবার বাপ্তাইজিত হতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমাকে সাহায্য করুন। ধন্যবাদ এবং ঈশ্বর আশীর্বাদ করুন।

উত্তর: যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ এবং পাপের ক্ষমা বিনামূল্যে উপহারস্বরূপ আসে। প্রেরিত ১০:৪৩ বলে –“*ভাববাদীরা সকলে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের মাধ্যমে পাপসমূহের ক্ষমা লাভ করে।*” বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ আসে; তা হল, যীশুর উপর বিশ্বাস ও নির্ভরতা এবং ঈশ্বরের সম্মুখে আপনার সঠিক অবস্থানের জন্য তিনি তাঁর রক্তসেচন করেছিলেন। প্রেরিত ১০:৪৪-৪৮ পদে, পবিত্র আত্মা বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়েছিল (তাদের পরিত্রাণ নিশ্চিত করতে) তারা বাপ্তাইজিত হওয়ার আগে।

যদিও এটি সত্য, অন্য সময়ে মনে বাপ্তাইজিত হওয়ার সময় পাপের ক্ষমা হয়েছিল (প্রেরিত ২:৩৮)। এর কারণ হল বাপ্তিস্ম একটি অভিব্যক্তি বা কাজ, যা সেই সময় হয়েছিল যখন কোনও ব্যক্তি অনুশোচনা ও বিশ্বাসে যীশুর প্রতি ফিরেছিল (মার্ক ১৬:১৬ বলে, “*যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার দণ্ডাদেশ করা হবে*”)*।*এটি ছিল পরিষ্কার বিবেকের জন্য সদাপ্রভুকে ডাকার একটি উপায় (প্রেরিত ২২:১৬ এবং ১ পিতর ৩:২১)।

আপনি যদি সাত বছর বয়সে যীশুর প্রতি হৃদয় থেকে সত্যিই ফিরেছেন এবং বাপ্তাইজিত হয়েছেন, ঈশ্বর আপনার শিশুসুলভ বিশ্বাস গ্রহণ করেন। বাপ্তিস্মে কিছু প্রয়োজনীয়তা আছে। আমাদের প্রয়োজন মন পরিবর্তন। আপনার কি হৃদয়ের এবং মনের পরিবর্তন হয়েছিল যার দরুন আপনি পাপ থেকে যীশুর এবং তাঁর ক্ষমার প্রতি ফিরেছেন (প্রেরিত২:৩৮; ২০:২১ এবং ১৭:৩০)? আপনি কি যীশুকে আপনার প্রভু এবং ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করেছিলেন (মার্ক ১৬:১৬; যোহন ৩:১৬ এবং রোমীয় ১০:৯-১০)? যদি তা না হয়, তাহলে এখনই যীশুর প্রতি ফিরুন, আপনার পাপ থেকে অনুতপ্ত হোন, আপনাকে ক্ষমা করার জন্য তাঁর অনুগ্রহে ফিরে যান এবং জল বাপ্তিস্মের মাধ্যমে তাঁকে অনুসরণ করার সেই সিদ্ধান্তকে কার্যকরি করুন।

বাপ্তিস্ম হল একটি কাজ যা যীশুতে বিশ্বাস প্রকাশ করে। সেই বিশ্বাস ব্যতীত, এই কাজের কোনও মূল্য নেই। যে লোকেরা যীশুকে প্রভু এবং ত্রাণকর্তারূপে পরিণত করেছিল তারা এই প্রকারে প্রকাশ্যে সেই বিশ্বাসকে এবং যীশুকে স্বীকার করতে ইচ্ছুক ছিল। যে লোকেরা যীশুর আজ্ঞাকে ‘‘না’’ বলে তারা প্রকাশ করে, কিছুটা হলেও, এক মৃত বিশ্বাস। **বিশ্বাস মৃত যখন মানুষ তা প্রকাশ করতে অসম্মত হয়** (যাকোব ২:১৮-১৯)। বিশ্বাস একা বাঁচায়, কিন্তু বাঁচানোর বিশ্বাস কখনও একা হয় না। এটি সর্বদা নিজেকে প্রকাশ করতে চায়। বিশ্বাস প্রকাশ করার একটি উপায় হল বাপ্তিস্ম। **বাপ্তিস্ম বাঁচায় না; যীশু বাঁচায়। জল পাপ ধুয়ে দেয় না; যীশুর রক্ত ধোয়।** কিন্তু বিশ্বাস তাঁর রক্ত আপনার উপর লেপন করে এবং কখনও কখনও সেই বিশ্বাস প্রকাশিত হয় যখন একজন ব্যক্তি বাপ্তাইজিত হয় (প্রেরিত ২২:১৬)। প্রশ্ন হল, আপনি কি মন পরিবর্তন করেছেন? আপনি কি তাঁতে (যীশু) বিশ্বাস করেন? যদি তা হয়, আপনি কেন বিলম্ব করছেন উঠুন এবং বাপ্তাইজিত হোন!

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. এই যুবকটি কী প্রশ্ন করছে?

২. প্রেরিত ১০:৪৩ অনুসারে, পরিত্রাণ আমাদের কাছে কীভাবে আসে?

প্রেরিত ১০:৪৩ – *ভাববাদীরা সকলে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের মাধ্যমে পাপসমূহের ক্ষমা লাভ করে।*

৩. বাপ্তিস্ম হল বিশ্বাসের এক প্রকাশ যেটি সাধারণত পরিত্রাণ পাওয়ার সময় ঘটে। প্রেরিত ২:৩৮ কেমন করে এই সত্যকে প্রকাশ করে?

প্রেরিত ২:৩৮ –*পিতর উত্তর দিলেন, আপনারা প্রত্যেকে মন পরিবর্তন করুন ও যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন, যেন আপনাদের পাপ ক্ষমা হয়, তাহলে আপনারা পবিত্র আত্মার দান প্রাপ্ত হবেন।*

৪. মার্ক ১৬:১৬ কেমন করে এই সত্যকে প্রকাশ করে?

মার্ক ১৬:১৬ – *যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার দণ্ডাদেশ করা হবে।*

৫. বাপ্তিস্ম হল সদাপ্রভুকে ডাকার এক উপায়। প্রেরিত ২২:১৬ কেমন করে এই সত্যকে প্রকাশ করে?

প্রেরিত ২২:১৬ – *আর এখন আপনি কীভাবে প্রতীক্ষা করছেন? উঠুন, বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন ও তাঁর নামে আহ্বান করে আপনার সব পাপ ধুয়ে ফেলুন।*

৬. বাপ্তিস্ম হল সদাপ্রভুর কাছে স্পষ্ট বিবেক চাওয়ার এক উপায়। ১ পিতর ৩:২১ কি এই সত্যকে নিশ্চিত করে?

১ পিতর ৩:২১– *এই জলই হল বাপ্তিস্মের প্রতিক, যা এখন তোমাদেরও রক্ষা করে (শরীর থেকে ময়লা অপসারণ করার জন্য নয়, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে এক সৎ বিবেক নিবেদন করার জন্য), এ যীশু খ্রীষ্টের পুনরুত্থান দ্বারা তোমাদের পরিত্রাণ সাধন করে।*

৭. প্রেরিত ২:৩৮ অনুসারে, বাপ্তিস্মের জন্য কী প্রয়োজন?

৮. মার্ক ১৬:১৬ অনুসারে, বাপ্তিস্মের জন্য কী প্রয়োজন?

৯. একজন শিশু কি মন পরিবর্তন করতে পারে?

১০. একজন শিশু কি বিশ্বাস করতে পারে?

১১. প্রেরিত ১০:৪৩-৪৮ পড়ুন। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের পরে, একজন বিশ্বাসী পরের ধাপে কী করবে?

প্রেরিত ১০:৪৩-৪৮ –*ভাববাদীরা সকলে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে তাঁকে বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের মাধ্যমেদ পাপসমূহের ক্ষমা লাভ করে। (৪৪) পিতর যখন এসব কথা বলছিলেন, সেই সময়, যে লোক সেই বাণী শুনছিল, তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। (৪৫) সুন্নতপ্রাপ্ত যে বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা অইহুদিদের উপরে পবিত্র আত্মার বরদান বর্ষিত হতে দেখে স্তম্ভিত হলেন। (৪৬) কারণ তাঁরা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করতে শুনলেন। তখন পিতর বললেন, (৪৭) এই সমস্ত মানুষকে জলের বাপ্তিস্ম গ্রহণে কেউ কি বাধা দিতে পারে? আমাদেরই মতো এরাও পবিত্র আত্মা লাভ করেছে। (৪৮) তাই তিনি যীশু খ্রীষ্টের নামে তাদের বাপ্তাইজিত হওয়ার আদেশ দিলেন। পরে তারা পিতরকে অনুনয় করলেন, যেন তিনি আরও কিছু দিন তাদের সঙ্গে থেকে যান।*

উত্তরের নমুনা

১. এই যুবকটি কী প্রশ্ন করছে?

স্বর্গে যাওয়ার জন্য তাকে বাপ্তাইজিত হতে হবে কিনা

২. প্রেরিত ১০:৪৩ অনুসারে, পরিত্রাণ আমাদের কাছে কীভাবে আসে?

বিনামূল্যে, উপহারস্বরূপ যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে

৩. বাপ্তিস্ম হল বিশ্বাসের এক প্রকাশ যেটি সাধারণত পরিত্রাণ পাওয়ার সময় ঘটে। প্রেরিত ২:৩৮ কেমন করে এই সত্যকে প্রকাশ করে?

পিতর বলেছিলেন, "মন পরিবর্তন করুন ও বাপ্তাইজিত হোন"

৪. মার্ক ১৬:১৬ কেমন করে এই সত্যকে প্রকাশ করে?

যীশু বলেছিলেন, "যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাবে," যা ইঙ্গিত করে যে এটি একই সময় ঘটতে পারে।

৫. বাপ্তিস্ম হল সদাপ্রভুকে ডাকার এক উপায়। প্রেরিত ২২:১৬ কেমন করে এই সত্যকে প্রকাশ করে?

এই ধর্মগ্রন্থ বলে যে একজন ব্যক্তি যখন সদাপ্রভুর নামে ডাকে, তাদের পাপ ধুয়ে যায়। এটি মনে হয় যে সদাপ্রভুর নামে ডাকা হতে পারে মুখে বলে (লূক ১৮:১৩) অথবা বাপ্তিস্মের মাধ্যমে, যেমন ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে

৬. বাপ্তিস্ম হল সদাপ্রভুর কাছে স্পষ্ট বিবেক চাওয়ার এক উপায়। ১ পিতর ৩:২১ কি এই সত্যকে নিশ্চিত করে?

হ্যাঁ

৭. প্রেরিত ২:৩৮ অনুসারে, বাপ্তিস্মের জন্য কী প্রয়োজন?

মন পরিবর্তন

৮. মার্ক ১৬:১৬ অনুসারে, বাপ্তিস্মের জন্য কী প্রয়োজন?

একজন ব্যক্তিকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে

৯. একজন শিশু কি মন পরিবর্তন করতে পারে?

না

১০. একজন শিশু কি মন বিশ্বাস করতে পারে?

না

১১. প্রেরিত ১০:৪৩-৪৮ পড়ুন। খ্রীষ্টে বিশ্বাসের পরে, একজন বিশ্বাসী পরের ধাপে কী করবে?

জল বাপ্তিস্ম

পাঠ ৯

খ্রীষ্টে পরিচয় - পর্ব ১

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

২ করিন্থীয় ৫:১ পদ বলে, *"অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি হল; পুরাতন বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে।" এই বাক্য "খ্রীষ্টে" হল একটি পরিভাষা যেটি ৩০০ বারের থেকে বেশি নতুন নিয়মে ব্যবহার করা হয়েছে, সর্বদা ঈশ্বরের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ, একাত্মার সম্পর্কের বিষয় উল্লেখ করে। একবার এটি হয়ে গেলে, আপনি এক নতুন প্রাণীতে পরিণত হন। কিছু অনুবাদে আসলে বলে "এক নতুন সৃষ্টি।"*

এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে আমাদের নিয়ে যায় যেটি আমি বিশ্বাস করি যে খ্রীষ্টে আপনার নতুন পরিচয় বোঝার জন্য অপরিহার্য: এটি শারীরিক ক্ষেত্রে ঘটেনি। এটি আপনার শারীরিক দেহের বিষয় বলেনি, যে এটি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে, যে আপনার চেহারা পরিবর্তিত হয়। একজন ব্যক্তি যদি পরিত্রাণ পাওয়ার আগে মোটা হয়ে থাকে, সে পরে মোটাই থাকবে, যদি না সে খাদ্য সংযম অভ্যাস করে। এটি মানসিক কিংবা আবেগপ্রবণতার কথাও বলছে না – যা বেশিরভাগ মানুষ মনে করে "তাদের" ক্ষেত্রে বাস্তব। আপনি যদি পরিত্রাণ পাওয়ার আগে অতিরিক্ত চতুর না হয়ে থাকেন, আপনি পরিত্রাণ পাওয়ার পরও অতিরিক্ত চতুর হবেন না, কিন্তু আপনার তখনও প্রচুর স্মৃতি এবং চিন্তা থাকবে।

একটি তৃতীয় অংশ আছে, এবং ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, নির্মূলের প্রক্রিয়া অনুসারে, আমাদের সেই অংশটি পরিবর্তিত হয়েছে–আমাদের আত্মিক মানুষ। সে শাস্ত্রের পদ এটি যাচাই করে সেটি হল ১ থিষলনীকীয় ৫:২৩ যেখানে পৌল থিষলনীকীয়দের জন্য প্রার্থনা করছিলেন, *"শান্তির ঈশ্বর স্বয়ং তোমাদের সর্বতোভাবে পবিত্র করে তুলুন। আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের আগমনকালে তোমাদের সমগ্র আত্মা, প্রাণ ও দেহ, অনিন্দনীয়রূপে রক্ষিত হোক।"* এই অনুচ্ছেদটি দেখায় যে আমাদের আত্মা, মন এবং শরীর। শরীরের অংশটি স্বাভাবিক। আমাদের এই অংশটি দৃশ্য, আমাদের বাহ্যিক ব্যক্তি। আমরা সকলেই

উপলব্ধি করি যে এছাড়াও আরেকটি অংশ আছে—আমাদের আবেগময়, মানসিক অংশ—যাকে ধর্মশাস্ত্র বলে মন। আমরা জানি যদিও একজন ব্যক্তি আপনাকে শারীরিকভাবে স্পর্শ নাও করে, তারা আপনাকে কথার মাধ্যমে স্পর্শ করতে পারে, হয় ইতিবাচক কিংবা নেতিবাচক ভাবে। বেশিরভাগ মানুষ শারীরিক এবং মানসিক অংশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে, কিন্তু ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী, আরও একটি অংশ আছে, যেটি হল আত্মা। আমাদের আত্মিক অংশ যা পরিবর্তিত হয়েছে এবং পরিত্রাণের পর নতুন হয়েছে। এটি আসলে জীবনদায়ক অংশ। যাকোব ২:২৬ বলে, *"যেমন আত্মাবিহীন শরীর মৃত, তেমনই কর্মবিহীন বিশ্বাসও মৃত।"* এটি প্রকাশ করে যে আসলে আত্মা আমাদের মাংসিক দেহে প্রাণবয়ু ভরে দেয়। এখান থেকে আমাদের জীবন শুরু হয়। আদি পুস্তক ২ অধ্যায়ে যখন ঈশ্বর আদম এবং হবাকে সৃষ্টি করেছিলেন, আদমের শরীর সম্পূর্ণ ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তাঁর নাকে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু ভরে দিলেন। পুরাতন নিয়মে ইব্রীয় ভাষায় "প্রাণবায়ু" এই শব্দটি হল একই শব্দ যা আমরা শ্বাসের জন্য ব্যবহার করি এবং এটি অন্য জায়গায় "আত্মা" হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। ঈশ্বর আদমকে সৃষ্টির সময় শারীরিক দেহ এবং মন দিয়েছিলেন, কিন্তু যখন তিনি তাঁর নামে ফুঁ দিয়ে প্রাণবায়ু ভরে দিলেন, তিনি এক জীবন্ত আত্মা হলেন। আত্মা হল আমাদের সেই অংশ যা জীবন দেয়।

পরিত্রাণের পূর্বে, কোনও ব্যক্তি তাদের জীবনের পূর্ণ অঙ্গীকার করার পূর্বে যেন সদাপ্রভু তাদের মধ্যে আসেন, তাদের মধ্যের আত্মা তখন মৃতর ছিল। ইফিষীয় ২:১ বলে, *"তোমরা নিজের নিজের অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলে, তখন তিনি তোমাদের জীবিত করেন।"* আমরা জানি আমরা নতুন জন্ম লাভ করার পূর্বে জীবিত ছিলাম, কিন্তু "মৃত" শব্দটি আত্মিকভাবে বলা হচ্ছে। বাইবেলে মৃত্যুর অর্থ এই নয় যে অস্তিত্ব লোপ পাওয়া, যেমন অনেক মানুষ আজকাল মনে করে। এর আক্ষরিক অর্থ হল "বিচ্ছেদ"। একজন ব্যক্তির যখন শারীরিকভাবে মৃত্যু হয়, তাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয় যে তারা তৎক্ষণাৎ হয় ঈশ্বরের উপস্থিতিতে কিংবা নরকের উপস্থিতিতে প্রবেশ করে। মন এবং আত্মা বেঁচে থাকে, কিন্তু শারীরিক দেহ থেকে বিচ্ছেদ হয় যা মারা যায় এবং ক্ষয় হয়।

আদি পুস্তক ২:১৭ যখন বলে, "যদি সেই গাছের ফল খাও, তবে তুমি নিশ্চয় মারা যাবে," এর অর্থ এই ছিল না যে তারা শারীরিকভাবে মারা যাবে কিন্তু আত্মিকভাবে, তারা ঈশ্বরের কাছ থেকে পৃথক হয়ে যাবে। আত্মা, যে অংশটি ঈশ্বর আমাদের মধ্যে ফুঁ দিয়ে

দেন, যা প্রকৃতপক্ষে জীবন ও প্রেরণা দেয়, তা ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত জীবন থেকে পৃথক হয়ে যায় ... তাঁর পবিত্র ও পরিপূর্ণ জীবন ... বাইবেলে যাকে বলা হয় ‘‘পরম বা প্রচুর অর্থে জীবন’’। মানুষের অধঃপতন শুরু হয়। সে এখনও কাজ করছিল, কিন্তু সে স্বাধীনভাবে কাজ করছিল, ঈশ্বরের থেকে পৃথকভাবে। এটিই আমাদের জীবনে সকল সমস্যার কারণ ... আমাদের সকল মানসিক যন্ত্রণার।

যখন কোন ব্যক্তি প্রভুর কাছে আসে, তারা একটি নতুন আত্মা গ্রহণ করে এবং পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, যে পরিভাষা যীশু যোহন ৩:৫ পদে ব্যবহারর করেছেন। একইভাবে মানুষর শারীরিকভাবে একটি আত্মা, মন এবং শরীর নিয়ে জন্মায়। সে যখন পুনরায় জন্মগ্রহণ করে, সে খ্রীষ্টের আত্মা গ্রহণ করে। গালাতীয় ৪:৬ বলে, ‘‘যেহেতু আমরা পুত্র, তাই ঈশ্বর তাঁর পুত্রের আত্মাকে আমাদের হৃদয়ে প্রেরণ করলেন, সে আত্মা ‘আব্বা’, পিতা বলে ডাকেন।’’ ঈশ্বর আক্ষরিকর অর্থে তাঁর আত্মা আমাদের মধ্যে স্থাপন করেন এবং এখন আমাদের জীবন এক নতুন গুণ রয়েছে, এক নতুন পরিচয় ও আমাদের আত্মায় এক সম্পূর্ণ মানুষ। খ্রীষ্টীয় জীবনের বাকি অংশ হল আপনার আত্মিক, মানসিক অবস্থায় আপনার আত্মায় কী ঘটেছে তা শেখা। সত্যটি হল, আপনি যখন যীশু খ্রীষ্টকে আপনার পরিত্রাতারূপে গ্রহণ করবেন তখন আপনার পরিত্রাণের একতৃতীয়াংশ শেষ হয়ে যায়। আপনার আত্মা সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয়। অনন্তকাল ধরে আপনার ঠিক একই আত্মা থাকবে। ইতিমধ্যে এটিতে ঈশ্বরের উপস্থিতির পূর্ণতা এবং ভালোবাসা, আনন্দ ও শান্তি আছে। আপনার আত্মায় কোন অভাব কিংবা অপ্রাচুর্য নেই, কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে, ঈশ্বরের বাক্য অধ্যয়ন করা খ্রীষ্টীয় জীবনের পক্ষে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আপনি এক সম্পূর্ণ নতুন ব্যক্তি, কিন্তু আপনি যতক্ষণ না জ্ঞান লাভ করছেন, আপনার পরিবর্তন হবে না। খ্রীষ্টীয় জীবনে বিষয় তখনই আসে যখন আপনি বাক্য পরীক্ষা করতে পারেন, যা আত্মা এবং জীবন, দেখতে পারেন আপনি কে, দেখতে পারেন যে ঈশ্বরর কী করছেন এবং সেটি বিশ্বাস করা শুরু করেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ১ করিন্থীয় ৫:১৭ পড়ুন। কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে তারা কারা?

১ করিন্থীয় ৫:১৭ –*অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি হল; পুরাতন বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে।*

২. ১ করিন্থীয় ৫:১৭ পড়ুন। পুরাতন জিনিসগুলির কী হয়েছে?

৩. ১ করিন্থীয় ৫:১৭ পড়ুন। কোন জিনিসগুলির নতুন হয়েছে?

৪. ইফিষীয় ২:১-৫ পড়ুন। আপনার নতুন জন্মের আগে বা আপনাকে জীবিত করার আগে আপনার অবস্থা কী ছিল?

ইফিষীয় ২:১-৫ – *তোমাদের কথা বলতে হলে, তোমরা নিজের নিজের অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলাম, (২) সেগুলির মধ্যে তোমরা জীবনযাপন করতে। তখন তোমরা এই জগতের ও আকাশের রাজ্যশাসকের পথগুলি অনুসরণ করতে, সে আত্মা এখন যারা অবাধ্য, তাদের মধ্যে রয়েছে। (৩) আমরাও সকলে এক সময় তাদেরই মধ্যে জীবনযাপন করতাম। আমাদের পাপময় প্রকৃতির বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য আমরা তার কামনা ও ভাবনার বশে চলতাম। অন্য সকলের মতো, স্বভাবগতভাবে আমরা ছিলাম (ঈশ্বরের) ক্রোধের পাত্র। (৪) কিন্তু আমাদের প্রতি মহাপ্রেমের জন্য ঈশ্বর, যিনি অপার করুণাময়, (৫) আমরা যখন অপরাধের ফলে মৃত হয়েছিলাম, তখনই তিনি খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন। আর তোমরা অনুগ্রহেই পরিত্রাণ লাভ করেছ।*

৫. ইফিষীয় ২:২ পড়ুন। অবিশ্বাসী হিসাবে, আপনি কেমন করে চলতেন, কিংবা জীবনযাপন করতেন?

৬. ইফিষীয় ২:৩-৫ পড়ুন। কিসে ঈশ্বর ধনী?

৭. ইফিষীয় ২:৪ পড়ুন। কেন ঈশ্বর এতো করুণাময়?

৮. ইফিষীয় ২:৫ পড়ুন। আমরা যখন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলাম তখন ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছিলেন?

৯. ইফিষীয় ২:৫ পড়ুন। কেমন করে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন?

১০. ১ করিন্থীয় ৬:৯-১১ পড়ুন। এই তালিকায় যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে কী নিজেকে সম্পর্কিত করতে পারেন?

১ করিন্থীয় ৬:৯-১১ –*তোমরা কি জানো না, যে যারা অধার্মিক, তারা ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার লাভ করতে পারবে না? তোমরা বিভ্রান্ত হয়ো না। কারণ যারা বিবাহ-বহির্ভূত সংসর্গকারী, বা প্রতিমাপূজক, বা ব্যভিচারী, বা পুং-গণিকা বা সমকামী (১০) বা চোর বা লোভী বা মদ্যপ বা কুৎসা-রটনাকারী বা পরধনগ্রাহী, তারা কেউই ঈশ্বরের রাজ্যের অধিকার লাভ করবে না। (১১) আর তোমরাও কেউ কেউ সেইরকমই ছিলে, কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মার দ্বারা ধৌত হয়েছ, শুচিশুদ্ধ হয়েছ ও নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছ।*

১১. ১ করিন্থীয় ৬:১১ পড়ুন। ‘‘ছিলে’’ শব্দটি কি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অবস্থা ছিল?

১২. ১ করিন্থীয় ৬:১১ পড়ুন। আপনি যখন ‘‘পুনরায় জন্মান’’, আপনার জীবনে কোন তিনটি জিনিস ঘটেছিল?

১৩. ১ করিন্থীয় ৬:১১ পড়ুন। এটি কি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অবস্থা?

১৪. ১ করিন্থীয় ৬:১৭ পড়ুন। ‘‘যে নিজেকে প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে ... হয়।

১ করিন্থীয় ৬:১৭ – *কিন্তু যে নিজেকে প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়।*

উত্তরের নমুনা

১. ১ করিন্থীয় ৫:১৭ পড়ুন। কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, তবে তারা কারা?

এক নতুন সৃষ্টি

২. ১ করিন্থীয় ৫:১৭ পড়ুন। পুরাতন জিনিসগুলির কী হয়েছে?

৩. ১ করিন্থীয় ৫:১৭ পড়ুন। কোন জিনিসগুলির নতুন হয়েছে?

সব কিছু

৪. ইফিষীয় ২:১-৫ পড়ুন। আপনার নতুন জন্মের আগে বা আপনাকে জীবিত করার আগে আপনার অবস্থা কী ছিল?

আমি অপরাধ এবং পাপে মৃত ছিলাম

৫. ইফিষীয় ২:২ পড়ুন। অবিশ্বাসী হিসাবে, আপনি কেমন করে চলতেন, কিংবা জীবনযাপন করতেন?

আমি জগতের পথ অনুসরণ করেছি, আমি শয়তানের (আকাশের রাজ্যশাসক) বাধ্য হয়েছি এবং অবাধ্যতার আত্মার মধ্যে জীবনযাপন করেছি।

৬. ইফিষীয় ২:৩-৫ পড়ুন। কিসে ঈশ্বর ধনী?

করুণায়

৭. ইফিষীয় ২:৪ পড়ুন। কেন ঈশ্বর এতো করুণাময়?

তাঁর মহাপ্রেমের জন্য

৮. ইফিষীয় ২:৫ পড়ুন। আমরা যখন অপরাধে ও পাপে মৃত ছিলাম তখন ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছিলেন?

খ্রীষ্টের সঙ্গে আমাদের জীবিত করলেন

৯. ইফিষীয় ২:৫ পড়ুন। কেমন করে ঈশ্বর আমাদের রক্ষা করেছেন?

তাঁর অনুগ্রহ দ্বারা

১০. ১ করিন্থীয় ৬:৯-১১ পড়ুন। এই তালিকায় যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তার সঙ্গে কী নিজেকে সম্পর্কিত করতে পারেন?

হ্যাঁ

১১. ১ করিন্থীয় ৬:১১ পড়ুন। ‘‘ছিলে’’ শব্দটি কি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অবস্থা ছিল?

অতীত

১২. ১ করিন্থীয় ৬:১১ পড়ুন। আপনি যখন ‘‘পুনরায় জন্মান’’, আপনার জীবনে কোন তিনটি জিনিস ঘটেছিল?

ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনি ধৌত হয়েছেন, আপনাকে পবিত্রকৃত করা হয়েছে এবং নির্দোষ প্রতিপন্ন হয়েছেন

১৩. ১ করিন্থীয় ৬:১১ পড়ুন। এটি কি অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের অবস্থা?

বর্তমান

১৪. ১ করিন্থীয় ৬:১৭ পড়ুন। ‘‘যে নিজেকে প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে ... হয়।

একাত্ম

পাঠ ১০

খ্রীষ্টে পরিচয়— পর্ব ২

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আমাদের শেষ পাঠে, আমরা আলোচনা করেছিলাম নতুন জন্মের অর্থ কী, আমাদের আত্মার এবং হৃদয়ের পরিবর্তন হয়। আমরা ২ করিন্থীয় ৫:১৭ ব্যবহার করেছিলাম যেখানে বলছে, *"অতএব, কেউ যদি খ্রীষ্টে থাকে, সে এক নতুন সৃষ্টি হল; পুরাতন বিষয় সব অতীত হয়েছে, দেখো সব নতুন হয়ে উঠেছে।"* আমরা দেখতে শুরু করেছিলাম যে আমরা যখন নতুন জন্ম প্রাপ্ত হই, আমাদের আত্মার এক সম্পূর্ণ রূপান্তর ঘটে, এবং আমাদের আত্মায় কী রূপান্তর হয়েছে তা জানার একমাত্র উপায় হল ঈশ্বরের বাক্য। আমরা বুঝতে পারব না, কেননা সেটি মনের ক্ষেত্রে হয়েছে। কিন্তু আমাদের মধ্যে আত্মা-র অংশে সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে।

একজন ব্যক্তি যখন যীশুকে তার জীবনে গ্রহণ করে তখন কোন বিষয়গুলি ঘটে তা আমাকে ধর্মশাস্ত্রের কয়েকটি পদ ব্যবহার করে দেখাতে দিন। ইফিষীয় ৪:২৪ বলে, *"প্রকৃত ধার্মিকতা এবং পবিত্রতায় ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট নতুন সত্ত্বাকে পরিধান করতে হবে।"* একজন ব্যক্তির যখন নতুন জন্ম হয়, তাদের আত্মা ধার্মিক এবং প্রকৃতপক্ষে পবিত্র হয়। বাইবেল আসলে দুই প্রকারের ধার্মিকতার কথা বলে।

এক ধরনের ধার্মিকতা আপনার নিজের কাজ দ্বারা হয় এবং আপনাকে সেই প্রকার ধার্মিকতাকে অন্যান্য মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক দ্বারা বজায় রাখতে হয়। আপনি যদি সঠিক কাজ না করেন এবং সঠিকভাবে জীবনযাপন না করেন, আপনার কর্মকর্তা আপনাকে ছাটাই করতে পারে অথবা আপনার স্ত্রী আপনার সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদ করতে পারে; সেই কারণে আপনার নিজের ধার্মিকতা থাকা প্রয়োজন। তবে, ঈশ্বর, আপনার বাহ্যিক ধার্মিকতার উপর ভিত্তি করে আপনাকে গ্রহণ করেন না। ঈশ্বর আক্ষরিক অর্থে আপনাকে তাঁর ধার্মিকতা দিয়েছেন।

২ করিন্থীয় ৫:২১ পদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর পিতা তাঁর পুত্রকে আমাদের জন্য পাপস্বরূপ করলেন যেন আমাদের তাঁতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা পেতে পারি। সুতরাং একটি ধার্মিকতা আছে যা আমাদের বাহ্যিক ধার্মিকতার ঊর্ধ্বে এবং ঈশ্বর আমাদের জন্য কী করেছেন সেটিই হল তার ভিত্তি। আমরা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের দ্বারা আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের ধার্মিকতা লাভ করেছি। আমরা ধার্মিকতায় এবং প্রকৃত পবিত্রতায় সৃষ্ট হয়েছি। আমরা সেই ধার্মিকতায় বৃদ্ধি পাচ্ছি না; আমরা ধার্মিক। একটি সরল সংজ্ঞা হল আমরা ইতিমধ্যেই ঈশ্বরের সাথে সঠিক স্থানে আছি।

খ্রীষ্টের উপর ভিত্তি করে ঈশ্বর আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট, অন্য কিছুর উপর নির্ভর করে নয়। আমাদের আত্মা হল সেই স্থান যেখানে পরিবর্তন এসেছিল। আমরা ইতিমধ্যেই ধার্মিকতায় ও প্রকৃত পবিত্রতায় সৃষ্ট হয়েছি এবং আমরা একেবারে নতুন প্রাণী। ইফিষীয় ২:১০ বলে, *"কারণ আমরা ঈশ্বরের রচনা, সৎকর্ম করার জন্য খ্রীষ্ট যীশুতে সৃষ্ট।"*আমাদের আত্মায়, আমরা নিখুঁত এবং সম্পূর্ণ। সেখানে পাপ অথবা অপ্রাচুর্য নেই। ইফিষীয় ১:১৩ বলে, "বিশ্বাস করে তোমরা তাঁতে প্রতিশ্রুত পবিত্র আত্মার মুদ্রাঙ্কণে চিহ্নিত হয়েছে।"

আপনারা কেউ কেউ হয়ত মনে করতে পারেন, *বেশ, আমি যখন প্রভুর উপর প্রথম বিশ্বাস করেছিলাম, তখন আমি বিশ্বাস করি যে আমি সম্পূর্ণ ক্ষমা ও শুদ্ধ হয়েছি, এবং সব কিছু ঠিক ছিল। কিন্তু সেই সময় থেকে আমি পাপ করেছি এবং ঈশ্বরকে ব্যর্থ করেছি।* আপনি যদি এই কাজ করে থাকেন, আপনি আপনার কাজে এবং মানসিক ও আবেগময় অংশে ব্যর্থ হয়েছেন, কিন্তু আপনার আত্মা পাপ করেনি। এটি মুদ্রাঙ্কিত ছিল যেমন কোনও মহিলা বয়ামে ফল রাখে এবং মোম দিয়ে সেটির ঢাকনা বন্ধ করে যেন বাতাস ও কোনো প্রকার দূষিত বস্তু ঢুকতে না পারে। ঈশ্বর আপনাকে মুদ্রাঙ্কিত করেছেন, যেন আপনি যখন নতুন জন্ম লাভ করেছেন, আপনি একটি নতুন আত্মা পেয়েছেন এবং পাপ আপনার আত্মাতে ঢুকতে পারে না। আপনার এক নতুন পরিচয় আছে। কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক হয়েছে, তাঁর সঙ্গে আপনার সহভাগিতা হয়েছে এবং তাঁর আরাধনা করেন আপনার মাংসের ভিত্তিতে নয় কিন্তু আপনি আত্মায় কে তার ভিত্তিতে।

খ্রীষ্টীয় জীবনে এটি সত্যিই এক বিরাট রূপান্তর, যে একজন ব্যক্তিকে তার পরিচয় পরিবর্তন করতে হয়। আপনি মাংসিক ক্ষেত্রে কী করছেন তার উপর ভিত্তি করে আপনাকে

ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হতে হবে, আপনি মনে কী চিন্তা করছেন তা নয়, কিন্তু আপনার জন্য কী করেছেন তার উপর ভিত্তি করে আপনি আত্মায় কে। সেটি এক সম্পূর্ণ কাজ, এমন কিছু যা অস্থির হয় না (সামনে ও পিছনে পরিবর্তন)। আপনি ধার্মিকতায় ও প্রকৃত পবিত্রতায় সৃষ্ট হয়েছেন। আপনার সেই আত্মার অংশটি, ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সহভাহিতা করার জন্য আপনাকে আত্মায় এবং সত্যে তাঁর আরাধনা করতে হবে। আপনি খ্রীষ্টে কে এই পরিচিতিতে আপনাকে দাঁড়াতে হবে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ১ করিন্থীয় ৬:১৭ পড়ুন। আমাদের আত্মায় যে সম্পূর্ণ রূপান্তর হয়েছে তা জানার একমাত্র উপায় হল ঈশ্বরের বাক্য। আমাদের কী হয়েছে সেই বিষয় এই পদটি কী বলে?

১ করিন্থীয় ৬:১৭ – *কিন্তু যে নিজেকে প্রভুর সঙ্গে সংযুক্ত করে, সে তাঁর সঙ্গে একাত্ম হয়।*

২. ইফিষীয় ৩:১৭ পড়ুন। খ্রীষ্ট এখন কোথায় বাস করছেন?

ইফিষীয় ৩:১৭ – *যেন বিশ্বাসের মাধ্যমে খ্রীষ্ট তোমাদের অন্তরে অধিষ্ঠান করেন; তোমরা প্রেমে দৃঢ়মূল ও সংস্থাপিত হও।*

৩. ইফিষীয় ৩:১৭ পড়ুন। এটি কেমন করে হয়?

৪. ১ যোহন ৫:১২ পড়ুন। পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের কাকে লাভ করতে হবে?

১ যোহন ৫:১২ –পুত্রকে যে লাভ করেছে, সে জীবন পেয়েছে; যে ঈশ্বরের পুত্রকে লাভ করেনি, সে জীবন পায়নি।

৫. কলসীয় ১:২৬-২৭ পড়ুন। কী সেই রহস্য যা যুগযুগান্ত এবং বহু প্রজন্ম ধরে গুপ্ত রাখা হয়েছে কিন্তু তা এখনও জানানো যাচ্ছে?

কলসীয় ১:২৬-২৭ –*যুগযুগান্ত এবং বহু প্রজন্ম ধরে এই গুপ্তরহস্য গোপন রাখা হয়েছিল, সন্তজনদের কাছে এখন তা প্রকাশিত হয়েছে। (২৭) এই গুপ্তরহস্য গৌরবময় ঐশ্বর্যকে অইহুদিদের কাছে জানানোর জন্য ঈশ্বর তাদের মনোনীত করেছেন–তা হল, তোমাদের মধ্যে অবস্থানকারী খ্রীষ্ট, গৌরবের আশা।*

৯. ইফিষীয় ১:৬ পড়ুন। আমরা কেমনভাবে গৃহীত হয়েছি?

ভালোবাসার জন্য (যীশু খ্রীষ্ট)

পাঠ ১১
খ্রীষ্টিয়ানরা যখন পাপ করে তখন কী হয়?

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

“খ্রীষ্টিয়ানরা যখন পাপ করে তখন কী হয়?” এই বিষয় আজ আমরা দেখব। বাইবেলে ১ যোহন ১:৮-৯ পদে বলে, *“আমরা যদি নিজেদের নিষ্পাপ বলে দাবি করি, তাহলে আমরা আত্ম-প্রতারণা করি এবং আমাদের মধ্যে সত্য বিরাজ করে না। (৯) আমরা যদি আমাদের পাপগুলি স্বীকার করি, তিনি বিশ্বস্ত ও ন্যায়পরায়ণ, তাই তিনি আমাদের সব পাপ ক্ষমা করে সমস্ত অধার্মিকতা থেকে শুচিশুদ্ধ করবেন।”* খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আমাদের অবশেষ পদস্খলন হবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা পাপ করব। যীশুকে গ্রহণ করার আগে যেমন ছিলাম এবং এখন যা হয়েছি তা হয়েছে কারণ আমরা নতুন স্বভাবের অধিকারী। পাপ করলে এটি আমাদের দুঃখিত করে। আমরা পাপ করতে চাই না; আমরা একটি ধর্মনিষ্ঠ জীবনযাপন করতে চাই। কিন্তু আমরা পাপ করলে কী হয়? আমাদের কী পুনরায় পরিত্রাণ পেতে হবে? বাইবেলের শিক্ষায় কি তাই বলে? সেই ক্ষেত্রে, আমাদের কোনো নিরাপত্তা নেই এবং এক প্রকারে আমরা জগতের থেকেও খারাপ অবস্থায় আছি। অন্তত জগৎ পাপের বিবেক দ্বারা নির্যাতিত হয় না। বিশ্বাসী হিসাবে, পাপ আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু নয়। ইব্রীয় ১০:১২ বলে যে যীশুর উৎসর্গের মাধ্যমে, বিশ্বাসীর পাপের জন্য কোনো বিবেক থাকা উচিত নয়। অন্য কথায়, পাপ আমাদের জীবনের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত নয়। ঈশ্বর আমাদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিত।

রোমীয় ৪:২ বলে, “যদি, অব্রাহাম অবশ্য কর্মের দ্বারা নির্দোষ (ধার্মিক) গণিত হয়ে থাকেন, তাঁর পক্ষে গর্ব করার কিছু থাকত, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নয়।” পরিত্রাণ যদি আমাদের যোগ্যতার ভিত্তিতে হতো, তাহলে যে কাজগুলি আমরা করি সেই বিষয় দম্ভোক্তি করতে পারতাম। আমরা বলতে পারতাম, “এই, প্রভু, আপনি ক্রুশে যা করেছেন তার জন্য আমি সত্যিই তারিফ করতে পারি, কিন্তু আমি যে কাজগুলি করেছি সেগুলি স্মরণ করুন!” সুতরাং অনন্তকাল ধরে আমরা যীশুর পিঠ চাপড়াব এবং আমরা যে কাজগুলি করেছি তার জন্য নিজেদের পিঠ চাপড়াব। না! ঈশ্বর পরিত্রাণ এমনভাবে পরিকল্পনা করেছেন যেন সেখানে কোনও গর্ব থাকবে না কিংবা মানুষের ক্ষেত্রে গৌরব হবে না। কেবল প্রভু খ্রীষ্টে

গৌরব এবং গর্ব হবে (রোমীয় ৩:২৭)। অনন্ত জীবনের উপহার বাস্তবিকই একটি উপহার এবং এটি অর্জন করা যায় না (রোমীয় ৬:২৩)।

রোমীয় ৪:২ বলে যে অব্রাহাম তাঁর নিজের কর্মের দ্বারা যদি ধার্মিক গণিত হয়ে থাকেন, তাঁর গর্ব করার কিছু কারণ থাকতে পারে, কিন্তু সেরকম কিছু ঘটেনি। ধর্মশাস্ত্র কীভাবেপ বলে যে একজন মানুষ পরিত্রাণ পেয়েছে? তার নিজের কর্মক্ষমতা দ্বারা? তার নিজের কাজ দ্বারা? অব্রাহাম কেমন করে ধার্মিক গণিত হয়েছিলেন, অথবা ধার্মিক ঘোষিত হয়েছিলেন? তিনি যে কাজ করেছিলেন তার জন্য কিংবা না করার জন্য অথবা তিনি কেবল ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন, আস্থা রেখেছিলেন এবং নির্ভরশীল হয়েছিলেন বলে? বাইবেলে রোমীয় ৪:৩ পদে বলে, ‘‘অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে পরিগণিত হল।”

কী আমাকে ধ্বংস থেকে রক্ষা করে এবং সঠিক স্থানে রাখে, যদিও অনেক সময় আমি অকৃতকার্য হই এবং পাপ করি? এটি হল যীশু যিনি ক্রুশে আমার সকল পাপ বহন করেছিলেন এবং তাঁতে বিশ্বাসের মাধ্যমে (আমার নিজের কর্মের জন্য নয়), আমি ধার্মিক গণিত হয়েছি (ঈশ্বরের সম্মুখে ধার্মিক করা হয়েছে)।

রোমীয় ৪:৬ পদে বলে, *‘‘দাউদই এই একই কথা বলেন, যখন তিনি সেই মানুষের ধন্য হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যাকে ঈশ্বর কোনো কর্ম ছাড়াই ধার্মিক গণ্য করেন।”* পুরাতন নিয়মে দাউদ বলছেন মানুষ কিছু না করা সত্ত্বেও একটি দিন আসবে যখন নতুন চুক্তির মধ্য দিয়ে ঈশ্বর ধার্মিকতা আরোপ করবেন, যেন তাঁর সম্মুখে দাড়াবার যোগ্যতা পায়। তারপর তিনি ৭ পদে বলেছেন, *‘‘ধন্য তারা, যাদের অপরাধ ক্ষমা করা হয়েছে, যাদের পাপ আচ্ছাদিত হয়েছে।”* এটি হল সেই সমর্থন: ‘‘ধন্য সেই ব্যক্তি, যার পাপ প্রভু কখনও তার বিরুদ্ধে গণ্য করবেন না” (রোমীয় ৪:৮)। এটি বলে না যে তিনি হয়ত নাও পারেন, কখনও কখনও তিনি করবেন এবং কখনও কখনও তিনি করেন না। এটি বলে, *‘‘ধন্য সেই ব্যক্তি, যার পাপ প্রভু কখনও তার বিরুদ্ধে গণ্য করবেন না”*। গ্রীক ভাষায় তাকে বলা হয় জোরালো নেতিবাচক। এই অর্থ তিনি কখনও, আমাদেব ক্ষেত্রে কখনওই পাপ গণনা করবেন না। এটি হল নতুন চুক্তির সুসমাচার। ইব্রীয় ১০:১৬ বলে, ‘‘সেই কালের পর আমি তাদের সঙ্গে এই নিয়ম স্থাপন করব, প্রভু একথা বলেন। আমি তাদের হৃদয়ে আমার

বিধিবিধান রাখব এবং সেগুলি তাদের মনে লিখে রাখব" এবং এই চুক্তির একটি অংশ হল যেখানে ঈশ্বর ১৭ পদে বলছেন –"আমি তাদের পাপ ও অনাচারগুলি, আর কোনোদিন স্মরণ করব না।"

ধার্মিকতায় এবং তাঁর সম্মুখে দাড়াবার যোগ্যতা দিয়ে, আপনাকে কে সঠিক জায়গায় ধরে রাখে, এমনকী আপনি যখন পাপ করেন এবং সেটি স্বীকার করার সময় থাকে না? এটি হল যীশু খ্রীষ্টে আপনার বিশ্বাস। তাঁর নাম যীশু এবং তিনি মানুষকে পাপ থেকে উদ্ধার করেন (মথি ১:২১)।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. রোমীয় ৪:৫-৬ পড়ুন। ঈশ্বর মানুষকে নির্দোষ (ধার্মিক গণিত) করেন যারা ...।

রোমীয় ৪:৫-৬ – *কিন্তু যে মানুষ কাজ করে না, কিন্তু ঈশ্বরের উপরে আস্থা রাখে, যিনি দুর্জনকেও নির্দোষ ঘোষণা করে থাকেন, তার বিশ্বাস-ই ধার্মিকতারূপে পরিগণিত হয়। (৩) দাউদই এই একই কথা বলেন, যখন তিনি সেই মানুষের ধন্য হওয়া সম্পর্কে বলেছেন, যাকে ঈশ্বর কোনো কর্ম ছাড়াই ধার্মিক গণ্য করেন।*

২. রোমীয় ৪:২-৩ পড়ুন। ঈশ্বর অব্রাহামের জীবনে কিছু দিয়েছিলেন (যখন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন) যা তাঁর আগে ছিল না। সেটি কী?

রোমীয় ৪:২-৩ – *যদি, অব্রাহাম অবশ্য কর্মের দ্বারা নির্দোষ গণিত হয়ে থাকেন, তাঁর পক্ষে গর্ব করার কিছু থাকত, কিন্তু ঈশ্বরের কাছে নয়। (৩) শাস্ত্রগ্রন্থ কী কথা বলে? অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করলেন, এবং তা তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে পরিগণিত হল।*

৩. রোমীয় ৪:২২-২৪ পড়ুন। আমরা যদি অব্রাহামের মতন বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের জীবনে কী দেবেন?

রোমীয় ৪:২২-২৪ – *এই কারণেই "এটি তাঁর পক্ষে ধার্মিকতারূপে পরিগণিত হয়েছিল।" (২৩) তাঁর পক্ষে পরিগণিত হয়েছিল," এই কথাগুলি কেবলমাত্র তাঁরই জন্য লিখিত হয়নি, (২৪) কিন্তু আমাদের জন্য, যারা তাঁকে বিশ্বাস করি, যিনি আমাদের প্রভু যীশুকে মৃতলোক থেকে উত্থাপিত করেছেন।*

৪. রোমীয় ৪:৬ পড়ুন। একজন ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বর ধার্মিকতা (তাঁর সম্মুখে দাড়াবার যোগ্যতা) দেন:

ক. তাদের কর্ম অনুসারে

খ. তাদের কর্ম ব্যতিরেকে

গ. তারা কত ভালো সেই অনুসারে

৫. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সম্মুখে নিখুঁত হওয়ার জন্য কত সময় নেয়?

ইব্রীয় ১০:১৪ – *কারণে তাঁর একবার মাত্র বলিদানের জন্য যাদের পবিত্রীকৃত করা হচ্ছে, তাদের তিনি চিরকালের জন্য পূর্ণতা দান করেন।*

৬. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। ধার্মিকতা পাওয়া যায়:

ক. উপার্জন করে

খ. উপহার হিসাবে

গ. তার জন্য কর্ম করে

রোমীয় ৫:১৭ – *কারণদ যদি একজন মানুষের অপরাধের দ্বারা মৃত্যু সেই একজন ব্যক্তির মাধ্যমে কর্তৃত্ব করল, তাহলে যারা যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের অনুগ্রহের প্রাচুর্য ও ধার্মিকতার অনুগ্রহদান লাভ করে, তারা আরও কত না নিশ্চিতরূপে জীবনের উপরে কর্তৃত্ব করবে।*

৭. ‘‘উপহার’’ শব্দটি কী বোঝায়?

৮. যীশুকে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আপনাকে সমস্ত পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাবেন:

ক. মণ্ডলী

খ. স্বর্গ

গ. রাশিয়া

উত্তরের নমুনা

১. রোমীয় ৪:৫-৬প পড়ুন। ঈশ্বর মানুষকে নির্দোষ (ধার্মিক গণিত) করেন যারা ...

অধার্মিক

২. রোমীয় ৪:২-৩ পড়ুন। ঈশ্বর অব্রাহামের জীবনে কিছু দিয়েছিলেন (যখন তিনি বিশ্বাস করেছিলেন) যা তাঁর আগে ছিল না। সেটি কী?

ধার্মিকতা অথবা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়ানোর যোগ্যতা

৩. রোমীয় ৪:২২-২৪ পড়ুন। আমরা যদি অব্রাহামের মতন বিশ্বাস করি, ঈশ্বর আমাদের জীবনে কী দেবেন?

ধার্মিকতা অথবা ঈশ্বরের সম্মুখে দাঁড়ানোর যোগ্যতা

৪. রোমীয় ৪:৬ পড়ুন। একজন ব্যক্তির জীবনে ঈশ্বর ধার্মিকতা (তাঁর সম্মুখে দাড়াবার যোগ্যতা) দেন:

খ. তাদের কর্ম ব্যতিরেকে

৫. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। বিশ্বাসীরা ঈশ্বরের সম্মুখে নিখুঁত হওয়ার জন্য কত সময় নেয়?

চিরকালের জন্য

৬. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। ধার্মিকতা পাওয়া যায়:

খ. উপহার হিসাবে

৭. "উপহার" শব্দটি কী বোঝায়?

বিনামূল্যে কিছু দেওয়া, যে ব্যক্তি সেটি পাবে তাকে কোনো দাম দিতে হবে না

৮. যীশুকে আপনার ব্যক্তিগত ত্রাণকর্তা হিসাবে বিশ্বাস করতে হবে, আপনাকে অবশ্যই বিশ্বাস করতে হবে যে তিনি আপনাকে সমস্ত পথ অতিক্রম করে নিয়ে যাবেন:

খ. স্বর্গ

পাঠ ১২

ঈশ্বরের বাক্যের সত্যতা

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

ঈশ্বরের বাক্যটির শক্তি চরিত্র এবং এর প্রতি বিশ্বাসের অখণ্ডতা সম্পর্কে মার্ক ৪ একটি দুর্দান্ত অধ্যায়। এই একদিনে কমপক্ষে দশটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে আসার জন্য আপনাকে মার্ক ৪ অধ্যায়ের সঙ্গে মথি ১৩ এবং লূক ৮ অধ্যায় তুলনা করতে হবে। অনেকগুলি দৃষ্টান্ত ছিল, তার মধ্যে একটি ছিল বীজবপক বীজ বপনের বিষয়। মার্ক ৪:২৬ পদে বলা হয়েছে, *"ঈশ্বরের রাজ্য এরকম। কোনো মানুষ জমিতে বীজ ছড়ায়।"* স্মরণে রাখবেন ১৪ পদে বলা হয়েছে যে এই বীজ হল ঈশ্বরের বাক্য। ঈশ্বর আপনাকে শিখাচ্ছেন না যে আপনি কেমন করে কৃষক হবেন, কিন্তু আত্মিক সত্য ব্যাখ্যা করার জন্য একটি স্বাভাবিক বিষয় ব্যবহার করছেন। ২৭ পদ বলছে, *"দিন-রাত সে জেগে বা ঘুমিয়ে কাটালেও, বীজের অঙ্কুরোদগম হয় ও তা বেড়ে ওঠে। অথচ, কেমন করে তা হল, তার সে কিছুই বুঝতে পারে না।"* এখন আমি বিশ্বাস করছি যে এটি গুরুত্বপূর্ণ। এটি বলছে মানুষ আসলে বুঝতে পারে না। সে জানে না কেমন করে এটি হচ্ছে।

কিছু মানুষ বলে, "আপনি কী বলছেন তা আমি বুঝতে পারি না। কেমন করে ঈশ্বরের বাক্য পড়লে আমি সত্যিই পরিবর্তিত হবো এবং ঈশ্বরের জীবন আমার মধ্যে জীবিত হয়ে বাস করবে?" আমি এটি পুরোপুরি বুঝতে পারি না, তবে আমি জানি এটি কার্যকর হয়। আমি জানি না আপনি কেমন করে একটি ছোট বীজ মাটিতে পুঁতে পুরো ডাঁটা ভর্তি শস্য পেতে পারেন এবং এটি একশগুণ পুরুৎপাদন করে। কেউ সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারে না, কিন্তু এটিই হয়, এবং আমি বলছি যে এটি হয়। ঈশ্বরের বাক্য পড়া এবং তাকে পরিপূর্ণতা শুরু করতে দেওয়া আপনাকে আপনার মনোভাব, আপনার অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিগুলি পরিবর্তন করে।

২৮ পদ বলে, *"মাটি নিজে থেকেই শস্য উৎপাদন করে।"* পৃথিবী বীজ উৎপাদিত করার জন্য এবং সেই জীবনকে অঙ্কুরিত ও মুক্ত করার জন্য তৈরি হয়েছিল। আপনার হৃদয় ঈশ্বরের বাক্যের জন্য তৈরি হয়েছিল—এটি সত্যিই ছিল। ঈশ্বরের বাক্য আপনার

হৃদয়ে স্থাপনের জন্য সৃষ্ট হয়েছিল। কেবল বাইবেল বুকের কাছে ধরে রাখা, আপনার কফি টেবিলের উপর রাখা অথবা আপনার সাথে নিয়ে যাওয়ায় কোনো লাভ নেই। এটি আপনার জীবনে শক্তি প্রদান করে না। আপনাকে বাক্য নিতে হবে, এটিকে একটি বীজ তৈরি করতে হবে এবং আপনার হৃদয়ে রোপণ করতে হবে। আপনি যখন সেটি করবেন, আপনার হৃদয় নিজেই ফল প্রকাশের জন্য তৈরি হবে। এটি আপনার জীবনে কাজ করার পদ্ধতিটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরিবর্তিত করবে। পদটি আরও বলছে, *''প্রথমে অঙ্কুর, পরে শিষ, তারপর শিষের মধ্যে পরিণত দানা।''* এর অর্থ হল যে বৃদ্ধি এবং পরিপক্কতার পর্যায় বা ধাপ আছে। সব সময় মানুষ আমার কাছে আসে এই প্রকাশ করতে যে তারা সত্যিকারের ভালো কিছুর জন্য ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছে, এক ঐশ্বরিক বিষয় যার সঙ্গে আমি সহমত হতে পারি। কিন্তু তারা যদি কখনওই কিছু না করে থাকে, যদি তারা কখনও প্রভুর কাছে একজন ব্যক্তিকে না নিয়ে গিয়ে থাকে, আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যে টেলিভিশন বা রেডিও-র পরিচর্যা তারা পাবে না।

আপনাকে ধাপ অনুসারে কাজ করতে হবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে গ্রহণের পর্যায়ে রয়েছে এবং এটিই এই দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা করছে। প্রথমে, আপনাকে শুরু করতে হবে, তারপর আসবে আশা, তারপর বিশ্বাস এবং এটি ফল উৎপাদন করবে। বিজয়লাভের জন্য সর্বদা ধাপ আছে। কেউ শূন্য থেকে ঘন্টায় এক হাজার মাইল একবারে যেতে পারে না। যদিও এটি ঐশ্বরিক ইচ্ছা হতে পারে, এটি সেইভাবে কাজ করে না। এই ধর্মশাস্ত্র দেখাচ্ছে যে ঈশ্বরের রাজ্য হল বীজের মতন। বাক্য আপনার হৃদয়ে স্থাপন করতে হবে এবং বৃদ্ধি পর্যায় অনুযায়ী হয়: প্রথমে, পাতা, তারপর শীষ, তারপর শস্য। পরের পদটি বলে, ''দানা পরিপক্ক হলে, সে তক্ষুনি তাতে কাস্তে চালায়, কারণ শস্য কাটার সময় উপস্থিত হয়েছে।'' সেখানে পর্যায় আছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলদানের এবং পরিকক্কতার একটি সময় আসবে।

কথাটি ৩৫ পদে পরিষ্কার করে বলা হয়েছে, *''সেদিন সন্ধ্যা হলে যীশু তাঁর শিষ্যদের বললেন, চলো আমরা ওপারে যাই।''* যীশু সারাদিন তাদের বাক্যের ক্ষমতার বিষয় শিক্ষা দিচ্ছিলেন, বাক্য কেমন করে বীজের মতন, এবং কেমন করে এটি ঈশ্বরের জীবন আপনার জীবনে প্রবাহিত হয়। তিনি তাদের কমপক্ষে দশটি দৃষ্টান্ত শিখিয়ে দিলেন, সেই জন্য তিনি তাঁদের একটি পরীক্ষা দেন। তিনি তাঁদের বলেন, ''ঠিক আছে, ঈশ্বরের কাছ থেকে এই বাক্য –চলো আমরা হ্রদের ওপারে যাই।'' তিনি বলেননি, ''চলো নৌকার মধ্যে যাই,

হ্রদের মাঝখান পর্যন্ত যাও এবং ডুবে যাও,” কিন্তু “চলো আমরা ওপারে যাই।” তারপর তিনি নৌকায় উঠে ঘুমিয়ে পড়লেন। গল্পটি এমনভাবে এগিয়ে যায় যে একটি বিরাট ঝড় উঠল এবং নৌকা জলে ভরে গেল। আপনাকে স্মরণে রাখতে হবে যে সেটি এমন জাহাজ ছিল না যেখানে জাহাজের পাটাতনের নীচে কুঠরি ছিল ও যীশু শুকনো অবস্থায় ছিলেন এবং জানতেন না কী ঘটছিল। এটি একটি খোলা নৌকা ছিল এবং যীশু ঘুমিয়ে ছিলেন, নৌকা জলে দুলছিল। এটি তাৎপর্যপূর্ণ তার কারণ হল যে তিনি জানতেন কী হচ্ছিল, কিন্তু তিনি তখনও ঘুমানোর চেষ্টা করছিলেন। শিষ্যরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন, তাঁর কাছে এসে বলেছিলেন, “গুরুমহাশয়, আমরা ডুবে যাচ্ছি, আপনার কি কোনও চিন্তা নেই?” অন্য কথায় তারা বলছিলেন, “কিছু একটা করুন! একটি পাত্র নিন এবং জল তুলে বাইরে ফেলুন! দাঁড় টানুন, কিছু করুন! আপনি আপনার শরীর সরাচ্ছেন না!”

অনেক সময় মানুষ ঈশ্বরের সাথে আজ একই জিনিস করে এবং বলে, “ঈশ্বর, কেন আপনি কিছু করেননি?” ঈশ্বর কিছু করেছেন। তিনি আমাদের প্রভু যীশুর প্রায়শ্চিত্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমস্ত কিছু সরবরাহ করেছেন। তিনি তাঁর বাক্য প্রস্তুত করেছেন এবং আমাদের এই সমস্ত বীজ দিয়েছেন। এগুলি আমাদের হৃদয়ে বপন করা আমাদের কাজ। তিনি আমাদের ধর্মশাস্ত্র দিয়েছেন এবং আমাদের কাজ হল সেই বীজ গ্রহণ করা, হৃদয়ে বপন করা এবং এটির উপর ধ্যান করা যতক্ষণ না তার থেকে জীবন প্রকাশিত হয়। কিন্তু শিষ্যরা যীশুকে জাগাতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন, “আপনি কেন কিছু করছেন না?” তিনি উঠেছিলেন, ঝড়কে এবং ঢেউকে ধমক দিয়েছিলেন, তারা শান্ত হল। তারপর তিনি শিষ্যদের দিকে ফিরলেন এবং তাঁদের বললেন, “তোমরা এতো ভয় পেলে কেন? তোমাদের কি এখনো কোনো বিশ্বাস নেই?” তিনি বলেননি, “হে বন্ধুরা, আমি দুঃখিত। আমার কিছু করা উচিত ছিল।” না, তাঁর অংশ ছিল তাঁদের বাক্য শেখানো ও প্রতিজ্ঞাগুলি জানানো এবং তাঁদের অংশ ছিল বাক্য গ্রহণ করা ও প্রতিজ্ঞাগুলি বিশ্বাস করা। এই পৃথিবীতে যীশু আসার মাধ্যমে ঈশ্বর সব কিছু প্রদান করেছেন। আপনার জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে সাফল্য পাওয়ার জন্য যা কিছু প্রয়োজন তিনি আপনাকে সব কিছু দিয়েছেন তাঁর বাক্যের মাধ্যমে বীজের আকারে। আপনাকে যা করার প্রয়োজন তা হল ঈশ্বরের বাক্য থেকে বীজ গ্রহণ করা এবং পড়ার মাধ্যমে, ধ্যান করা, সেটি চিন্তা করা এবং আপনার অভ্যন্তরে শিকড় গাড়তে দিয়ে সেটি আপনার হৃদয়ে বপন করা। আপনি যখন সেটি করবেন, আপনি উঠে দাঁড়াতে এবং আপনার জীবনের ঝড় থামাতে সক্ষম হবেন।

আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠটি ছিল এই শিষ্যদের জন্য যেন তাঁরা যীশুর সেই দিনের শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং বলেন, ‘‘চলো আমরা ওপারে যাই।’’ তাঁরা বলতে পারতেন, ‘‘তিনি যা কিছু আজ আমাদের শিখিয়েছেন সেই অনুসারে, এটি একটি প্রতিজ্ঞা। ইনি হলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্তা যিনি বলেছেন চলো আমরা ওপারে যাই, অর্ধেক পথ গিয়ে হাল ছেড়ে দিয়ে ডুবে যাওয়া নয়। তাঁরা বাক্য গ্রহণ করতে পারতেন, বিশ্বাসের সাথে মিশ্রিত করতেন এবং ঝড় ও ঢেউকে ধমক দিতেন। যীশু ঠিক এই কথাই বলেছিলেন: ‘‘হে অল্প বিশ্বাসীরা, তোমরা কেন সন্দেহ করো?’’ আপনি কী জানেন? আমাদেরর ঈশ্বরের বাক্যকে বিশ্বাস করতে হবে এবং সেই অনুসারে কাজ করতে হবে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মথি ১৩:১৯ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থাপন না করি, তাহলে সেটির কী হবে?

মথি ১৩:১৯ –*যখন কেউ স্বর্গরাজ্যের বার্তা শোনে অথচ বোঝে না, তখন সেই পাপাত্মা এসে তার হৃদয়ে যা বপন করা হয়েছিল, তা হরণ করে নেয়। এ সেই বীজ, যা পথের ধারে বপন করা হয়েছিল।*

২. যিহোশূয় ১:৮ পড়ুন। কখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করব?

যিহোশূয় ১:৮ – *বিধানের এই পুস্তকের বাণী সবসময় তোমাদের ঠোঁটে বজায় রেখো; দিন রাত ও নিয়ে ধ্যান কোরো, যেন এর মধ্যে যা কিছু লেখা আছে, তা পালন করার ব্যাপারে যত্নশীল হও। তবেই তুমি সমৃদ্ধশালী ও কৃতকার্য হবে।*

৩. যোহন ৬:৩৬ পড়ুন। এই পদ অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য হল ...।

যোহন ৬:৬৩ – *পবিত্র আত্মাই জীবনদান করেন, শরীর কিছু উপকারী নয়। তোমাদের কাছে আমার কথিত বাক্যই আত্মা এবং সেগুলিই জীবন।*

৪. মথি ৪:৪ পড়ুন। মানবজাতি কেবল শারীরিক খাবার দ্বারা জীবনযাপন না করে কিন্তু ...।

মথি ৪:৪ – *যীশু উত্তর দিলেন, "এরকম লেখা আছে, 'মানুষ কেবলমাত্র রুটিতে নয়, বরং ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত প্রত্যেকটি বাক্য দ্বারাই জীবনধারণ করবে।"*

৫. ইফিষীয় ৬:১৭ পড়ুন। ঈশ্বরের বাক্য কেমন ধরনের অস্ত্র?

ইফিষীয় ৬:১৭ – *আর ধারণ করো পরিত্রাণের শিরস্ত্রাণ ও আত্মার তরোয়াল, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য।*

৬. তরোয়াল কি তার শত্রুদের কোনও ক্ষতি করতে পারে?

৭. রোমীয় ৮:৬ পড়ুন। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে যথাযথ স্থান দিই, তখন আমাদের কাছে ... থাকবে।

রোমীয় ৮:৬ – *রক্তমাংসের উপরে নিবন্ধ মানসিকতার পরিণাম হল মৃত্যু, কিন্তু পবিত্র আত্মার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানসিকতা হল জীবন ও শান্তি।*

৮. ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পড়ুন। আমরা যাতে আমাদের মনোযোগ স্থাপন করি তাতেই আমরা পূর্ণ হই। কীসে আমরা আমাদের মনোযোগ স্থির রাখব?

২ করিন্থীয় ৩:১৮ – *আর আমরা সকলে, যারা অনাবৃত মুখমণ্ডলে প্রভুর মহিমা দর্পণের মতো প্রতিফলিত করছি, আমরা তাঁরই প্রতিমূর্তিতে সতত বর্ধনশীল মহিমায় রূপান্তরিত হচ্ছি, যে মহিমা প্রভু, যিনি আত্মা, তাঁর কাছ থেকে আসে।*

উত্তরের নমুনা

১. মথি ১৩:১৯ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের বাক্য আমাদের হৃদয়ে স্থাপন না করি, তাহলে সেটির কী হবে?

দুষ্ট তা হরণ করে নিয়ে যাবে যেন এটি আমাদের জীবনে উৎপাদন না করতে পারে

২. যিহোশূয় ১:৮ পড়ুন। কখন আমরা ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করব?

দিন ও রাত

৩. যোহন ৬:৬৩ পড়ুন। এই পদ অনুসারে ঈশ্বরের বাক্য হল ...

ঈশ্বরের মুখ থেকে নির্গত প্রত্যেকটি বাক্য

৫. ইফিষীয় ৬:১৭ পড়ুন। ঈশ্বরের বাক্য কেমন ধরনের অস্ত্র?

তরোয়াল

৬. তরোয়াল কি তার শত্রুদের কোনও ক্ষতি করতে পারে?

হ্যাঁ

৭. রোমীয় ৮:৭ পড়ুন। আমরা যখন আমাদের জীবনে ঈশ্বরের বাক্যকে যথাযথ স্থান দিই, তখন আমাদের কাছে ... থাকবে

জীবন এবং শান্তি

৮. ২ করিন্থীয় ৩:১৮ পড়ুন। আমরা যাতে আমাদের মনোযোগ স্থাপন করি তাতেই আমরা পূর্ণ হই। কীসে আমরা আমাদের মনোযোগ স্থির রাখব?

প্রভু এবং তাঁর মহিমা

পাঠ ১৩

ঈশ্বর দোষী নন

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আমি আজ আমার জীবনে ঈশ্বরের করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলির মধ্যে একটি জানাতে চাই। দেখে মনে হয় মানুষ এমনিইর বিশ্বাস করে যে তাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বর দ্বারা হয়, কারণ তিনি সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। এর কারণ হল তার সংজ্ঞা, ঈশ্বর হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশক্তিমান এবং তারা অনুমান করে যে তাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তা তিনি নিয়ন্ত্রণ করেন। এমনকী অবিশ্বাসীরাও তা বিশ্বাস করে। এমন অনেক খ্রীষ্টিয়ান আছে যারা এই মতবাদ প্রচার করে এবং এটি তাদের জীবনে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। আমি বিশ্বাস করি ধর্মশাস্ত্র এর বিপরীত শিক্ষা দেয় এবং এটি শেখা আপনার পক্ষে খুব গুরুত্বপূর্ণ। যাকোব ১:১৩-১৭ বলে, *“প্রলোভনে পড়লে কেউ যেন না বলে, “ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।” কারণ মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করা যায় না, আবার তিনিও কাউকে প্রলুব্ধ করেন না। কিন্তু প্রত্যেক মানুষ তার নিজের কামনা-বাসনার দ্বারা আকর্ষিত হয়ে প্রলোভনে পড়ে ও কিপ্তহে চালিত হয়। পরে, সেই কামনা পূর্ণগর্ভ হয়ে পাপের জন্ম দেয় এবং পাপ পূর্ণতা লাভ করে মৃত্যু প্রসব করে। সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে, আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সেই পিতা থেকে আসে, যিনি অপসৃয়মান ছায়ার মতো পরিবর্তিত হন না।”*

এই পদগুলির পরিষ্কার করে দেয় যে ঈশ্বর ভালো জিনিসগুলির রয়য়িতা। যোহন ১০:১০ পদে যীশু বলেছেন, “চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে, কিন্তু আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় এবং তা পূর্ণরূপে পায়।” যদি এটি ভালো হয়, এটি ঈশ্বর; যদি এটি মন্দ হয়, এটি শয়তান। এটি খুব সাধারণত ধর্মতত্ত্ব। এটি এতো গুরুত্বপূর্ণ কেননা যাকোব ৪:৭ বলে, “তোমরা ঈশ্বরের বশ্যতাধীন হও। দিয়াবলের প্রতিরোধ করো, আর সে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করবে।” এটি বলে আমাদের ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে কিংবা নিয়ন্ত্রণ ছেড়ে দিতে হবে এবং দিয়াবলকে প্রতিরোধ করতে হবে। “প্রতিরোধ” শব্দটির অর্থ হল সক্রিয়ভাবে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

মানুষ যখন বিশ্বাস করে যে জীবনে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বর থেকে হয় – উদাহরণস্বরূপ, অসুস্থতা, ব্যবসায় ব্যর্থতা, চাকরি হারানো, বিদ্রোহী শিশু কিংবা বিবাহবিচ্ছেদ –যা তাদের নিষ্ক্রিয়তার ভূমিকায় রাখে। তারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করত যে ঈশ্বর হলেন কোনও পরিস্থিতির রচয়িতা এবং এটিকে তাদের শাস্তি অথবা পরিবর্তনের জন্য ব্যবহার করছেন, তারা যদি প্রতিরোধ করে তবে তারা তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে। তবুও, যাকোব ৪:৭ বলে দিয়াবলের প্রতিরোধ করতে এবং সে তোমাদের কাছ থেকে পালিয়ে যাবে। আপনাকে ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এটি দেখায় যে নির্দিষ্ট কিছু বিষয় ঈশ্বরের এবং কিছু শয়তানের। জগতে এক মন্দ শক্তি আছে এবং আপনার জীবনে যা কিছু ঘটে তা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে না। আপনি যদি এটি বুঝতে না পারেন, আপনি শেষ পর্যন্ত শয়তানের কাছে বশীভূত হবেন এবং প্রকৃতপক্ষে শয়তানকে ক্ষমতা প্রদান করবেন।

আমি রোমীয়দের প্রতি পত্রের একটি অংশ দেখাতে চাই যেটি প্রায়শই অপব্যবহার করা হয়। আমি আসলে এমন অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত থেকেছি যেখানে মানুষ ঈশ্বরের বিষয় কিছুই জানে না, গির্জায় যায় না এবং ধর্মশাস্ত্রের কিছুই প্রায় জানে না, কিন্তু তারা এটি জানে। রোমীয় ৮:২৮ বলে, ‘‘আর আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে আহূত, তিনি সর্ববিষয়ে তাদের মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করেন।’’ এটি এইভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে আপনার জীবনে যা কিছু ঘটে, ঈশ্বর তা করেন এবং সেটি কোনোভাবে আপনার মঙ্গলের জন্য। আমি আসলে একটি ছেলে এবং একটি মেয়ের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় উপস্থিত ছিলাম। তারা মদের সঙ্গে ড্রাগ মিশিয়ে একটি মসৃণ রাস্তায় খুব জোরে গাড়ি চালিয়ে পিছলে গিয়ে একটি টেলিফোনের খুঁটিতে ধাক্কা মারে এবং দুইজনই মারা যায়। প্রচারক ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন, ‘‘আমরা জানি সকলই মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করে,’’ এবং বলেছিলেন এই ঘটনায় ঈশ্বরের নিশ্চয় কোনো উদ্দেশ্য আছে। ঈশ্বর এই কিশোর-কিশোরীদের হত্যা করেননি এবং এক অর্থে, আপনি বলতে পারেন না যে শয়তান এই কাজ করেছিল। এটি এই কিশোর-কিশোরীরা করেছিল। আমি নিশ্চিত যে শয়তান তাদের প্ররোচিত করেছিলর নিয়মের বিরুদ্ধে যেতে যা তাদের মা-বাবা এবং অন্যান্যরা শিক্ষা দিয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এটি ছিল তাদের পছন্দ। তারাই মাদকদ্রব্য এবং মদ মিশিয়েছিল; তারাই টেলিফোনের খুঁটিতে ধাক্কা মেরেছিল। সেটি ছিল স্বাভাবিক এবং ঈশ্বর এর উৎস ছিলেন না।

যখন বলা হয়, ‘‘আমরা জানি যে, তিনি সর্ববিষয়ে তাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন, ‘‘তখন এর অর্থ কী? প্রথমত, এটি বলা হয়নি যে আমরা জানি সব কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে এবং মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করে। এটি বলে কিছু মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করে কিন্তু তার যোগ্যতা প্রয়োজন: ‘‘যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে।’’ এই ধর্মশাস্ত্র একজন ব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য নয় যে ঈশ্বরকে ভালোবাসে না। এটি এতো স্বাভাবিক যে দ্বিধা ছাড়া বলা যেতে পারে, কিন্তু এটি আশ্চর্যজনক যে মানুষ এই রকম কিশোর-কিশোরীদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে যারা মাদকদ্রব্য ও মদ সেবন করে এবং ঈশ্বরের ও তাঁর নীতির বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে বিদ্রোহ করে। এটি বলে যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে তাদের জন্য এটি প্রযোজ্য এবং যারা তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে আহূত।

১ যোহন ৩:৮ পদ বলে, ‘‘ঈশ্বরের পুত্র এই কারণেই প্রকাশিত হয়েছেন, যেন দিয়াবলের সব কাজ ধ্বংস করেন।’’ শয়তানের কা ধ্বংস করার জন্য ঈশ্বর নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন। এটিই তাঁর উদ্দেশ্য এবং যারা তাঁকে ভালোবাসে এবং তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে আহূত তাদের জন্য এটি মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করে; তার অর্থ হল, যারা এই আহ্বানে চলে, তারা শয়তানকে প্রতিহত করে এবং তার কাজ ধ্বংস করে। যারা শয়তানকে প্রতিহত করে এবং ঈশ্বরের উদ্দেশে জীবনযাপন করে, তাদের জীবনে শয়তান যা কিছুই করুক তারা বলতে পারে যে ঈশ্বর এটি মঙ্গলসাধনের জন্য ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

আমাদের উপলব্ধি করা শুরু করতে হবে যে আমাদের জীবনের সব কিছু ঈশ্বর নিয়ন্ত্রণ করেন না। একজন শত্রু আছে যে আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে, কিন্তু যীশু আমাদের জীবন দিতে এসেছেন। আমাদের জীবন মনোনীত করতে হবে এবং ইচ্ছাকৃতভাবে উপলব্ধি করতে হবে যে আমাদের জীবনে যা কিছু ঘটে তার জন্য ঈশ্বর দোষী নন।

ঈশ্বর যদি কোনও শারীরিক মানুষ হতেন যিনি সেই কাজগুলি করতেন যার জন্য তাঁকে দোষ দেওয়া হয়, যেমন মানুষের মধ্যে ক্যান্সার, বিকলাঙ্গতা, বিষণ্ণতা, দুঃখ এবং দুর্দশা দেওয়া, আমি গ্যারান্টি দিচ্ছি পৃথিবীতে এমন কোনও সরকার নেই যে তাঁকে গ্রেপ্তার করবে না, বন্দী করবে না, বা থামানোর চেষ্টা করবে না। তবুও আমরা মনে করি ঈশ্বর, যিনি কে কোনও ব্যক্তি থেকে অনেক বেশি করুণাময় যাদের আমরা আমাদের জীবনে সাক্ষাৎ অথবা কল্পনা করতে পারি, তিনি চারিদিকে ঘুরে মানুষকে আঘাত করছেন এবং

এই সকল কাজ করছেন। কিছু জিনিস আছে যেগুলি শয়তানের আক্রমণ, আবার কিছু যেগুলি স্বাভাবিক এবং সকল বিপর্যয় ঈশ্বর দ্বারা নয়। বীমা কোম্পানীগুলি তাদের বীমাপত্রে লেখে ‘‘ঈশ্বরের কাজ, যেমন ভূমিকম্প এবং মহামারি।’’ না, ঈশ্বর এই সকল কাজের রচয়িতা নন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যাকোব ১:১৩ পড়ুন। ঈশ্বর কি মানুষকে মন্দ দ্বারা প্রলোভিত করেন?

যাকোব ১:১৩ – *প্রলোভনে পড়লে কেউ যেন না বলে, "ঈশ্বর আমাকে প্রলুব্ধ করেছেন।" কারণ মন্দ বিষয়ের দ্বারা ঈশ্বরকে প্রলুব্ধ করা যায় না, আবার তিনিও কাউকে প্রলুব্ধ করেন না।*

২. যাকোব ১:১৭ পড়ুন। উৎকৃষ্ট উপহার কোথা থেকে আসে?

যাকোব ১:১৭ – *সমস্ত উৎকৃষ্ট ও নিখুঁত দান ঊর্ধ্বলোক থেকে, আকাশের জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর সেই পিতা থেকে আসে, যিনি অপসৃয়মান ছায়ার মতো পরিবর্তিত হন না।*

৩. যোহন ১০:১০ পড়ুন। চোর কে?

যোহন ১০:১০ – *চোর আসে কেবল চুরি, হত্যা ও ধ্বংস করতে, কিন্তু আমি এসেছি যেন তারা জীবন পায় এবং তা পূর্ণরূপেই পায়।*

৪. যোহন ১০:১০ পড়ুন। তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল?

৫. যোহন ১০:১০ পড়ুন। যীশু কেন এসেছিলেন?

৬. যাকোব ৪:৭ পড়ুন। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বশ্যতাধীন করা এবং শয়তানকে প্রতিরোধ করার ফল কী?

যাকোব ৪:৭ – *তোমরা ঈশ্বরের বশ্যতাধীন হও। দিয়াবলের প্রতিরোধ করো, আর সে তোমাদের কাছ থেকে পলায়ন করবে।*

৭. রোমীয় ৮:২৮ পড়ুন। রোমীয় ৮:২৮ কি বলে যে সব কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে?

রোমীয় ৮:২৮ – *আর আমরা জানি যে, যারা ঈশ্বরকে ভালোবাসে, যারা তাঁর অভিপ্রায় অনুসারে আহূত, তিনি সর্ববিষয়ে তাদের মঙ্গলসাধনের জন্য কাজ করেন।*

৮. প্রেরিত ১০:৩৮ পড়ুন। অসুস্থতা কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে?

প্রেরিত ১০:৩৮ –*ঈশ্বরে কীভাবে নাসরতের যীশুকে পবিত্র আত্মায় ও পরাক্রমে অভিষিক্ত করেছিলেন এবং কীভাবেই বা তিনি বিভিন্ন হিতকর্ম করে বেড়াতেন ও দিয়াবলের ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদের নিরাময় করতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন।*

৯. ১ যোহন ৩:৮ পড়ুন। ঈশ্বরের পুত্রকে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্য কী ছিল?

১ যোহন ৩:৮ – *যে পাপাচরণ করে, সে দিয়াবলের, কারণ দিয়াবল আদি থেকেই পাপাচরণ করে আসছে। ঈশ্বরের পুত্র এই কারণেই প্রকাশিত হয়েছেন, যেন দিয়াবলের সব কাজ ধ্বংস করেন।*

উত্তরের নমুনা

১. যাকোব ১:১৩ পড়ুন। ঈশ্বর কি মানুষকে মন্দ দ্বারা প্রলোভিত করেন?
না

২. যাকোব ১:১৭ পড়ুন। উৎকৃষ্ট উপহার কোথা থেকে আসে?
জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর পিতা

৩. যোহন ১০:১০ পড়ুন। উৎকৃষ্ট উপহার কোথা থেকে আসে?
শয়তান

৪. যোহন ১০:১০ পড়ুন। তার উদ্দেশ্য কী ছিল?
চুরি, হত্যা এবং ধ্বংস করতে

৫. যোহন ১০:১০ পড়ুন। যীশুর আসার কারণ কী?
আমাদের আরও প্রাচুর্যময় জীবন দিতে

৬. যাকোব ৪:৭ পড়ুন। ঈশ্বরের কাছে নিজেকে বশ্যতাধীন করা এবং শয়তানকে প্রতিরোধ করার ফল কী?
সে আমার কাছ থেকে পালাবে

৭. রোমীয় ৮:২৮ পড়ুন। রোমীয় ৮:২৮ কি বলে যে সব কিছু ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে?
না

৮. প্রেরিত ১০:৩৮ পড়ুন। অসুস্থতা কি ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে?
না

৯. ১ যোহন ৩:৮ পড়ুন। ঈশ্বরের পুত্রকে প্রকাশিত করার উদ্দেশ্য কী ছিল?
শয়তানের কাজ ধ্বংস করতে

পাঠ ১৪

একটি আত্মায় পূর্ণ জীবনের শক্তি

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

মার্ক ১৬:১৫-১৬ যা মহৎ অনুজ্ঞা হিসাবে পরিচিত। যীশু তাঁর শিষ্যদের বলেছিলেন, *"তোমরা সমস্ত জগতে যাও ও সমস্ত সৃষ্টির কাছে সুসমাচার প্রচার করো। যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার দণ্ডাদেশ করা হবে।"* প্রেরিত ৮ অধ্যায়ের ৫ এবং ১২ পদে, আমরা দেখি কেমন করে শমরিয়ায় ফিলিপের প্রচারের মাধ্যমে এই অনুজ্ঞা কাজ করেছিল। *"ফিলিপ শমরিয়ার একটি নগরে গেলেন এবং মশীহকে সেখানে প্রচার করতে লাগলেন ... কিন্তু ফিলিপ যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করলেন, তারা তাঁকে বিশ্বাস করল এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বাপ্তাইজিত হল।"*

প্রশ্ন হল, মার্ক ১৬:১৫-১৬ অনুসারে শমরিয়ার এই লোকেরা খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল? হ্যাঁ, তারা হয়েছিল। ফিলিপ শমরিয়া নগরে গিয়েছিলেন, যীশু খ্রীষ্টকে প্রচার করেছিলেন, এবং খ্রীষ্টে বিশ্বাসের মাধ্যমে, তারা বাপ্তাইজিত হয়েছিল, পুরুষ ও নারী উভয়ে। মহৎ অনুজ্ঞা অনুসারে, আমরা বলতে পারি এই সকল মানুষ উদ্ধার পেয়েছিল, কিন্তু তারা কি পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল?

যোহন বাপ্তাইজকের বিষয় বাইবেল বলে যে তিনি জলে বাপ্তিস্ম দিতেন, কিন্তু যীশু খ্রীষ্ট পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত করতে পারতেন। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, মানুষ বিশ্বাস করেছিল, উদ্ধার পেয়েছিল এবং জলে বাপ্তাইজিত হয়েছিল, কিন্তু তারা কখনও পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়নি। প্রেরিত ৮:১৪-১৭ বলে, *"জেরুশালেমের প্রেরিতশিষ্যেরা যখন শুনলেন যে, শমরিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়, কারণ তখনও পর্যন্ত পবিত্র আত্মা তাদের কারোরই উপরে আসেননি, তারা প্রভু যীশুর নামে কেবলমাত্র বাপ্তাইজিত হয়েছিল। তখন পিতর ও যোহন তাদের উপরে হাত রাখলেন, আর তারা পবিত্র আত্মা লাভ করল।"* আমরা ধর্মশাস্ত্র থেকে

দেখতে পাই যে একজন ব্যক্তি কেবলমাত্র বিশ্বাস করল, বাপ্তাইজিত হল এবং উদ্ধার পেল তার অর্থ এই নয় যে তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছে। পবিত্র আত্মা তাদের জীবনে এসেছেন– যোহন ২০:২২ পদে আমরা দেখি যে পবিত্র আত্মা শিষ্যদের আধ্যাত্মিক নবজীবন দিয়েছিলেন – কিন্তু পঞ্চাশত্তমীর দিনে তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন এবং ঈশ্বর দ্বারা ক্ষমতা লাভ করেছিলেন। তিনি যখন একজন ব্যক্তির উপরে অবস্থান করেন তখন তার পরিত্রাণে পবিত্র আত্মায় পুনরুজ্জীবিত হওয়া এবং পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের মধ্যে পার্থক্য আছে। পবিত্র আত্মার মধ্যে নিমজ্জন হলে তা একজন ব্যক্তির উপরে অবস্থান করেন এবং ক্ষমতা প্রদান করেন। একজন ব্যক্তি পরিত্রাণ পাওয়া সত্ত্বেও, এই অর্থ এই নয় যে তারা পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছে।

প্রেতি ১৯:১-২ পদ বলে, ‘‘আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, পৌল তখন দেশের অভ্যন্তরস্থ পথ দিয়ে ইফিষে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি কয়েকজন শিষ্যের সন্ধান পেলেন। তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, আপনারা যখন বিশ্বাস করেছিলেন, তখন কি পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলেন? তাঁরা উত্তর দিলেন, না, কোনো পবিত্র আত্মা যে আছেন, সেকথা, এমনকি আমরা শুনিওনি।’’ পৌল বলেছিলেন, *‘‘আপনারা যখন বিশ্বাস করেছিলেন, তখন কি পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলেন?’’*তারা বলেছিলেন, *‘‘আপনারা যখন বিশ্বাস করেছিলেন, তখন কি পবত্রি আত্মা সম্বন্ধে কিছুই জানিনা।’’* পৌল বলেছিলেন, *‘‘আপনারা যখন বিশ্বাস করেছিলেন তখন যদি পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত না হয়ে থাকেন, তাহলে কী দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছিলেন?’’*তাঁরা বলেছিলেন, *‘‘আমরা যোহনের বাপ্তিস্ম দ্বারা বাপ্তাইজিত হয়েছিলাম।’’* আমি বিশ্বাস করি যীশুই যে খ্রীষ্ট তা পৌল আরও সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, এবং এই বিশ্বাসীরা জলে বাপ্তিস্মের মাধ্যমে যীশুর সাথে পরিচিত হয়। প্রেরিত ১৯:৬-৭ পদ বলে, *‘‘পৌল যখন তাঁদের উপর হাত রাখলেন, পবিত্র আত্মা তাদের উপর নেমে এলেন। তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা ও ভাববাণী বলতে লাগলেন।’’*

এই লোকেরা যদিও শিষ্য ছিলেন যাঁরা বিশ্বাস করতেন যে মশীহের আগমন হবে, তাঁরা পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত হননি। একজন ব্যক্তি পবিত্র আত্মা দ্বারা বাপ্তাইজিত না হয়েও নতুন জন্ম পেতে এবং জলে বাপ্তাইজিত হতে পারেন। পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়ে যীশুকে গ্রহণ করা হল এক পৃথক এবং স্বতন্ত্র অভিজ্ঞতা।

যদিও আমি একজন ব্যক্তিকে জলে বাপ্তিস্ম দিতে পারি, আমি তাদের পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত করতে পারি না; কেবল যীশু তা করতে পারেন। আপনি যদি যীশু কখনও না বলে থাকেন যেন তিনি আপনাকে পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম দেন, তাহলে আপনি এখন কেন তাঁকে বলছেন না? লূক ১১:১৩ বলে, *“তোমরা মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভালো ভলো জিনিস উপহার দিতে জানো, তাহলে, যারা তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছে মিনতি করবে, তিনি তাদের আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন!”* আপনি কেন আজ তাঁর কাছে মিনতি করবেন না?

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মার্ক ১৬:১৬ পড়ুন। এখন প্রেরিত ৮:৫ এবং ১২ পড়ুন। প্রেরিত ৮:১২ পদে বর্ণিত লোকেরা কি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল?

মার্ক ১৬:১৬ – *যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার দণ্ডাদেশ করা হবে।*

প্রেরিত ৮:৫ – *ফিলিপ শমরিয়ার এক নগরে গেলেন এবং মশীহকে সেখানে প্রচার করতে লাগলেন।*

প্রেরিত ৮:১২ – *কিন্তু ফিলিপ যখন ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার ও যীশু খ্রীষ্টের নাম প্রচার করলেন, তারা তাঁকে বিশ্বাস করল এবং নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে বাপ্তাইজিত হল।*

২. প্রেরিত ৮:১৪-১৬ পড়ুন। এই লোকেরা কি পবিত্র আত্মার সাথে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল?

প্রেরিত ৮:১৪-১৬ – *জেরুশালেমের প্রেরিতশিষ্যরা যখন শুনলেন যে, শমরিয়া ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করেছে, তাঁরা পিতর ও যোহনকে তাদের কাছে প্রেরণ করলেন। (১৫) তাঁরা সেখানে উপস্থিত হয়ে তাদের জন্য প্রার্থনা করলেন, যেন তারা পবিত্র আত্মা প্রাপ্ত হয়, (১৬) কারণ তখনও পর্যন্ত পবিত্র আত্মা তাদের কারোরই উপরে আসেননি, তারা প্রভু যীশুর নামে কেবলমাত্র বাপ্তাইজিত হয়েছিল।*

৩. প্রেরিত ১৯:১-৫ পড়ুন। এই লোকেরা কি বিশ্বাসী?

প্রেরিত ১৯:১-৫ – *আপল্লো যখন করিন্থে ছিলেন, পৌল তখন দেশের অভ্যন্তরস্থ পথ দিয়ে ইফিষে পৌঁছালেন। সেখানে তিনি কয়েকজন শিষ্যের সন্ধান পেলেন। (২)*

তিনি তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘আপনারা যখন বিশ্বাস করেছিলেন, তখন কি পবিত্র আত্মা লাভ করেছিলেন?’’ তাঁরা উত্তর দিলেন, ‘‘না, কোনো পবিত্র আত্মা যে আছেন, সেকথা, এমনকী আমরা শুনিওনি।’’(৩) তখন পৌল জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘তাহলে আপনারা কোন বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলেন?’’ তারা উত্তর দিল, ‘‘যোহনের বাপ্তিস্ম।’’ (৪) পৌল বললেন, ‘‘যোহনের বাপ্তিস্ম ছিল মন পরিবর্তনের বাপ্তিস্ম। তিনি লোকদের বলেছিলেন, যিনি তাঁর পরে আসছেন, সেই যীশুর উপরে তারা যেন বিশ্বাস করে।’’ (৫) একথা শুনে তারা প্রভু যীশুর নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করল।

৪. প্রেরিত ১৯:৬-৭ পড়ুন। তারা কি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল?

প্রেরিত ১৯:৬-৭ –*পৌল যখন তাদের উপরে হাত রাখলেন, পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে এলেন। তারা ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় কথা ও ভাববাবনী বলতে লাগল। (৭) সেখানে মোট বারোজন পুরুষ ছিল।*

৫. লূক ১১:১৩ পড়ুন। পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে সেই বিষয় লূক ১১:১৩ পদে কী বলে?

লূক ১১:১৩ –*তোমরা মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভালো ভালো জিনিস উপহার দিতে জানো, তাহলে, যারা তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছে মিনতি করবে, তিনি তাদের আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন।*

৬. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে , তখন তারা কী করে?

১ করিন্থীয় ১৪:২ – *কারণ কেউ যদি কোনো বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষদের উদ্দেশে নয়। কিন্তু ঈশ্বরের উদ্দেশে কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ তার কথা বুঝতে পারে না; সে তার আত্মায় গুপ্তরসহস্য উচ্চারণ করে।*

৭. ১ করিন্থীয় ১৪:১৪ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন তারা কী করে?

১ করিন্থীয় ১৪:১৪– *কারণ আমি যদি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তাহলে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি নিষ্ফলা থাকে।*

৮. ১ করিন্থীয় ১৪:১৬-১৭ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন তারা কী করে?

১ করিন্থীয় ১৪:১৬-১৭ – *নয়তো, তুমি যখন তোমার আত্মায় ঈশ্বরের প্রশংসা করো, তাহলে যে শ্রোতা তা বুঝতে পারে না, তোমার ধন্যবাদ-জ্ঞাপনে সে কী করে "আমেন" বলবে? কারণ তুমি কী বলছ, সে তো তা বুঝবেই না! (১৭) তুমি হয়তো বেশ ভালোভাবেই ধন্যবাদ দিচ্ছ, কিন্তু অপর মানুষটিকে গঠন করা হল না।*

৯. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। কেউ যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন কি পবিত্র আত্মা কথা বলেন নামি ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যক্তি কথা বলে?

প্রেরিত ২:৪ –আর তাঁরা সবাইর পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।

১০. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। কে সেই ব্যক্তিকে কথা বলতে সাহায্য করছেন?

উত্তরের নমুনা

১. মার্ক ১৬:১৬ পড়ুন। এখন প্রেরিত ৮:৫ এবং ১২ পড়ুন। প্রেরিত ৮:১২ পদে বর্ণিত লোকেরা কি খ্রীষ্টিয়ান হয়েছিল?

হ্যাঁ

২. প্রেরিত ৮:১৪-১৬ পড়ুন। এই লোকেরা কি পবিত্র আত্মার সাথে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল?

না

৩. প্রেরিত ১৯:১-৫ পড়ুন। এই লোকেরা কি বিশ্বাসী?

হ্যাঁ

৪. প্রেরিত ১৯:৬-৭ পড়ুন। তারা কি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিল?

না

দ্রষ্টব্য: এটি দেখায় যে এই অভিজ্ঞতা পরিত্রাণ থেকে আলাদা।

৫. লূক ১১:১৩ পড়ুন। পবিত্র আত্মা গ্রহণ করার জন্য আমাদের কী করতে হবে সেই বিষয় লূক ১১:১৩ পদে কী বলে?

মিনতি

৬. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন তারা কী করে?

ঈশ্বরের সঙ্গে কথা বলে এবং গুপ্তরহস্য উচ্চারণ করে

৭. ১ করিন্থীয় ১৪:১৪ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন তারা কী করে?

তাদের আত্মা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে

৮. ১ করিন্থীয় ১৪:১৬-১৭ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন তারা কী করে?

তাদের আত্মা দ্বারা ঈশ্বরের প্রশংসা করে এবং ধন্যবাদ দেয় (ঈশ্বরের গৌরব)

৯. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। কেউ যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তখন কি পবিত্র আত্মা কথা বলেন নাকি ব্যক্তিগতভাবে সেই ব্যক্তি কথা বলে?

সেই ব্যক্তি কথা বলেন

১০. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। কে সেই ব্যক্তিকে কথা বলতেদ সাহায্য করছেন?

পবিত্র আত্মা

পাঠ ১৫

পবিত্র আত্মা কীভাবে গ্রহণ করতে হবে

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

পবিত্র আত্মা কীভাবে গ্রহণ করতে হবে সেই বিষয় আমরা কথা বলতে যাচ্ছিয প্রেরিত ১০:১ পদ বলে, *"কৈসরিয়াতে কর্ণীলিয় নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইতালীয় সৈন্যবাহিনী নামে পরিচিত এক সৈন্যদলের শতসেনাপতি ছিলেন।"* এটি ছিল সৈন্যদলের পদমর্যাদা, খুব সম্ভবত সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন। ২ পদ বলতে থাকে, "তিনি ও তাঁর পরিবারের সকলে ভক্তিপরায়ণ ও ঈশ্বর ভয়শীল ছিলেন। তিনি অভাবী লোকদের উদারহস্তে দান করতেন এবং নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন।" তিনি ধার্মিক ছিলেন, সঠিক কাজ করতেন, ঈশ্বরকে ভয় করতেন, অভাবী লোকদের উদারহস্তে দান করতেন, এবং বাইবেল বলে তিনি নিয়মিতভাবে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতেন। কিন্তু আমরা অনুসন্ধান করতে যাচ্ছি এবং এটিদ আশ্চর্যজনক হবে যে যদিও তিনি সঠিক কাজ করতেন, যদিও তিনি ঈশ্বরকে ভয় করতেন এবং তার প্রার্থনাশীল জীবন ছিল, যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না।

৩-৬ পদে বলে, *"একদিন অপরাহ্নে, প্রায় তিনটের সময়, তিনি এক দর্শন লাভ করলেন। তিনি স্পষ্টরূপে ঈশ্বরের এক দূতকে দেখতে পেলেন। তিনি তাঁর কাছে এসে বললেন, কর্ণীলিয়! তিনি সভয়ে তাঁর দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু কী হয়েছে? দূত উত্তর দিলেন, তোমার প্রার্থনাসকল ও দরিদ্রদের প্রতি সব দান, স্মরণীয় নৈবেদ্যরূপে ঈশ্বরের কাছে উপস্থিত হয়েছে। এখন জোপ্পায় লোক পাঠিয়ে শিমোন নামে এক ব্যক্তিকে নিয়ে এসো, যাকে পিতরও বলা হয়। সে শিমোন নামে এক চর্মকারের বাড়িতে আছে, যার বাড়ি সমুদ্রের তীরে অবস্থিত।"*

এই ব্যক্তি, যদিও ঈশ্বরকে ভয় করতেন, ধার্মিকতার জন্য যত দূর সম্ভব সঠিক কাজ করতেন এবং ঈশ্বরের সাক্ষাতে তাঁর এক প্রার্থনাশীল জীবন ছিল, তাঁর কাছে এক স্বর্গদূত পাঠানো হয়েছিল যিনি তাঁকে বলেছিলেন শিমোন পিতরকে ডেকে পাঠাতে যিনি তাঁকে বলবেন কী করতে হবে। আমরা প্রেরিত ১০:১৪ পদে দেখেছি তাঁকে বলার জন্য পিতরকে

ঠিক কী নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল: *"ভাববাদীরা সকলে তাঁর সম্পর্কে সাক্ষ্য দিয়েছেন, যে তাঁকে (প্রভু যীশুকে) বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের মাধ্যমে পাপসমূহের ক্ষমা লাভ করে।"* এটি আশ্চর্যজনক নয় কি! এই লোকটি যার খ্যাতি ছিল এই সকল জিনিসের জন্য, তাঁর যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল না। ঈশ্বর বলেছিলেন, *"যে সকল কাজ তুমি করছ সেগুলি মহৎ, সেগুলি অপূর্ব এবং সেগুলি আমার সম্মুখে স্মরণীয়, কিন্তু আমি বলছি আমি কী করব। আমি একজন স্বর্গদূতকে তোমাকে বলার জন্য পাঠিয়েছি পিতর নামে একজনকে ডেকে পাঠানোর জন্য এবং যে তোমাকে বলবে তোমাকে অবশ্যই কী করতে হবে।"* প্রেরিত ১০:৪৩ পদে, পিতর যখন কর্ণীলিয়ের বাড়িতে গেলেন, তিনি বললেন, *"যে তাঁকে (প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে) বিশ্বাস করে, সে তাঁর নামের মাধ্যমে পাপসমূহের ক্ষমা লাভ করে।"*

এখন দেখুন এখানে কী ঘটল। *"পিতর যখন এসব কথা বলছিলেন, সেই সময়, যত লোক সেই বাণী শুনেছিল, তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন"* (প্রেরিত ১০:৪৪)। কর্ণীলিয় খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসের কথা শুনে তা গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর পাপমোচনের জন্য তিনি খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। তিনি যখনই সেই কাজ করলেন, পবিত্র আত্মা তাঁর এবং যত লোক সেই বাড়িতে ছিল তাদের উপরে পবিত্র আত্মা নেমে এলেন। ৪৫ পদ বলে, *"সুন্নতপ্রাপ্ত যে বিশ্বাসীরা পিতরের সঙ্গে এসেছিলেন, তাঁরা অইহুদিদের উপরে পবিত্র আত্মার বরদান বর্ষিত হতে দেখে স্তম্ভিত হলেন।"* তারা কী করে সেটি জানলেন? *"কারণ তাঁরা তাদের বিভিন্ন ভাষায় কথা বলতে ও ঈশ্বরের মহিমাকীর্তন করতে শুনলেন"* (৪৬ পদ)।

নূতন নিয়মে প্রতিবার পবিত্র আত্মা যখন কোনও ব্যক্তির উপরে নেমে আসেন, তখন পবিত্র আত্মার এক উপহার তিনি পেতেন যা প্রকাশ এবং প্রমাণ করে যে তাঁরা পবিত্র আত্মার পূর্ণতা লাভ করেছেন। নূতন নিয়মে, তাঁরা সাধারণত বিশেষ ভাষায় কথা বলতেন অথবা ভবিষ্যদ্বাণী করতেন।

টেক্সাসের ডালাসের এক মাঠে আমি এক সন্ধ্যায় হাঁটু গাড়লাম এবং বললাম, "ঈশ্বর, আমি এই সমস্ত বিশেষ ভাষায় কথা বলা এবং পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্মের বিষয় জানি না যার বিষয় লোকেরা বলছে, কিন্তু যদি তোমার প্রশংসা করার জন্য কোনও উপায় থাকে, তোমাকে

মহিমান্বিত করার কোনও উপায় থাকে, মানুষের ইংরাজি ভাষার অধিকতর কিছু করার উপায় থাকে, আমি সেটি চাই। আমি ঈশ্বরের আরাধনা করা শুরু করলাম, এবং আমি যখন সেইমত করছিলাম, পবিত্র আত্মা আমায় এক ভাষা দিলেন, এক উচ্চারণ যেটি আমি জানতাম না কিংবা শিখিনি। বাইবেল প্রেরিত ২:৪ পদে বলে, *''আর তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।''* কারা কথা বলছিল? তাঁরা বলছিল। কে উচ্চারণ করতে দিয়েছিলেন? সেই পবিত্র আত্মা।

লূক ১১:১৩ পদ বলে, *''তোমরা মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভালো ভালো জিনিস উপহার দিতে জানো, তাহলে, যারা তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছে মিনতি করবে, তিনি তাদের আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন।''* আপনাকে এখনই যা করতে হবে তা হল মিনতি করা, বিশ্বাস করা যে আপনি পেয়েছেন, নিজেকে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করা, প্রভুর আরাধনা শুরু করা এবং তিনি আপনাকে আরাধনা ও প্রশংসা করার জন্য এক ভাষা উচ্চারণ করতে দেবেন যা আপনি কখনও শেখেননি।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. পরিত্রাণ সম্বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট শব্দ বাইবেলে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করুন।

যোহন ৩:৩ – *উত্তরে যীশু তাঁকে বললেন, "আমি আপনাকে সত্যি বলছি, নতুন জন্ম লাভ না করলে কেউ ঈশ্বরের রাজ্যের দর্শন পায় না।"*

প্রেরিত ৩:১৯ – *সুতরাং, এখন আপনারা মন পরিবর্তন করুন ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরুন, যেন আপনাদের পাপসমূহ মুছে ফেলা হয় ও প্রভুর কাছ থেকে পুনরুজ্জীবনের সময় আসে।*

মার্ক ১৬:১৬ – *যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাবে, কিন্তু যে বিশ্বাস করে না, তার দণ্ডাদেশ করা হবে।*

কলসীয় ২:১৩ – *তোমাদের সকল পাপে এবং পাপময় স্বভাবে সুন্নতহীন অবস্থায় তোমরা যখন মৃত ছিলে, তখন ঈশ্বর খ্রীষ্টে তোমাদের জীবিত করেছেন।*

রোমীয় ৮:৯ – *তোমরা অবশ্য রক্তমাংসের দ্বারা নয়, কিন্তু পবিত্র আত্মা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যদি ঈশ্বরের আত্মা তোমাদের মধ্যে বসবাস করেন। আর যার মধ্যে খ্রীষ্টের আত্মা নেই, সে খ্রীষ্টের নয়।*

মথি ২৫:৪৬ – *তারপর তারা চিরন্তন শাস্তির উদ্দেশে যাবে, কিন্তু ধার্মিকেরা অনন্ত জীবনে প্রবেশ করবে।*

২. প্রেরিত ১১:১৫ পড়ুন। এই পদটি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের অভিজ্ঞতাকে কীভাবে বর্ণনা করে?

প্রেরিত ১১:১৫ – *আমি কথা বলা শুরু করলে, পবিত্র আত্মা তাদের উপরে নেমে এলেন, যেভাবে তিনি শুরুতে আমাদের উপরে নেমে এসেছিলেন।*

৩. যীশুর শিষ্যেরা পবিত্র আত্মা পেয়েছিলেন (যোহন ২০:২২), কিন্তু কয়েক দিন পরে তাঁরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন (প্রেরিত ২:১-৪)। এই তথ্যগুলি দেখুন এবং তুলনা করুন (যোহন ২০:২২ এবং প্রেরিত ২:১-৪)।

যোহন ২০:২২ – *একথা বলে তিনি তাঁদের উপর ফুঁ দিয়ে বললেন, "পবিত্র আত্মাকে গ্রহণ করো।"*

প্রেরিত ২:১-৪ – *যখন পঞ্চাশত্তমীর দিন উপস্থিত হল, তাঁরা সকলেই এক স্থানে সমবেত ছিলেন। (২) হঠাৎই আকাশ থেকে প্রবল বায়ুপ্রবাহের মতো একটি শব্দ ভেসে এল এবং তাঁরা যেখানে বলেছিলেন, সেই গৃহের সর্বত্র ব্যাপ্ত হল। (৩) তাঁরাদ দেখতে পেলেন, যেন জিহ্বাকৃতির আগুন, যা অংশ অংশ হয়ে তাঁদের প্রত্যেকের উপরে অধিষ্ঠান করল। (৪) আর তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।*

৪. প্রেরিত ১:৮ পড়ুন। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য কী?

প্রেরিত ১:৮ – *কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমাদের উপরে এলে পর তোমরা শক্তি লাভ করবে, আর তোমরা জেরুশালেমে ও সমস্ত যিহূদিয়া ও শমরিয়ায় এবং পৃথিবীর প্রান্তসীমা পর্যন্ত আমার সাক্ষী হবে।*

৫. প্রেরিত ২:৩৮-৩৯ এবং ১ করিন্থীয় ১:৭ পড়ুন। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম কী আজ আমাদের জন্য প্রযোজ্য?

প্রেরিত ২:৩৮-৩৯ – *পিতর উত্তর দিলেন, "আপনারা প্রত্যেকে মন পরিবর্তন করুন ও যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করুন, যেন আপনাদের পাপ ক্ষমা হয়, তাহলে আপনারা পবিত্র আত্মার দান প্রাপ্ত হবেন। (৩৯) এই প্রতিশ্রুতি আপনাদের, আপনাদের সন্তানদের এবং আমাদের ঈশ্বর প্রভু যতজনকে আহ্বান করবেন, দূরে স্থিত সেই সকলের জন্য।"*

১ করিন্থীয় ১:৭ – *এই কারণে যখন তোমরা আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছ, তোমাদের মধ্যে কোনও আত্মিক বরদানের অভাব ঘনেটি।*

৬.লূক ১১:১৩ পড়ুন। আপনি যদি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম না পেয়ে থাকেন, আপনাকে এখন কী করতে হবে?

লূক ১১:১৩ – *তোমরা মন্দ প্রকৃতির হয়েও যদি তোমাদের সন্তানদের ভালো ভালো জিনিস উপহার দিতে জানো, তাহলে, যারা তোমাদের স্বর্গের পিতার কাছেগ মিনতি করবে, তিনি তাদের আরও কত না নিশ্চিতরূপে পবিত্র আত্মা দান করবেন।*

৭. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। আপনি কি ঈশ্বরের দেওয়া প্রার্থনার ভাষায় যাচ্না করবেন, গ্রহণ করবেন, কথা বলবেন এবং ঈশ্বরের আরাধনা করবেন?

প্রেরিত ২:৪ – *আর তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।*

উত্তরের নমুনা

১. পরিত্রাণ সম্বন্ধে কিছু নির্দিষ্ট শব্দ বাইবেলে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলি বর্ণনা করুন। ***নতুন জন্ম লাভ (যোহন ৩:৩), মন পরিবর্তন (প্রেরিত ৩:১৯), বিশ্বাস করা এবং বাপ্তাইজিত হওয়া (মার্ক ১৬:১৬), ক্ষমা পাওয়া (কলসীয় ২:১৩), খ্রীষ্টের আত্মা পাওয়া (রোমীয় ৮:৯) এবং অনন্ত জীবন (মথি ২৫:৪৬)।***

২. প্রেরিত ১১:১৫ পড়ুন। এই পদটি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের অভিজ্ঞতাকে কীভাবে বর্ণনা করে?

যেভাবে পবিত্র আত্মা কারো উপরে নেমে আসেন

৩. যীশুর শিষ্যেরা পবিত্র আত্মা পেয়েছিলেন (যোহন ২০:২২), কিন্তু কয়েকদিন পরে তাঁরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম নিয়েছিলেন (প্রেরিত ২:১-৪)। এই তথ্যগুলি দেখুন এবং তুলনা করুন (যোহন ২০:২২ এবং প্রেরিত ২:১-৪)।

যোহন ২০:২২ পদে, শিষ্যরাদ পবিত্র আত্মা পেয়েছিলেন। প্রেরিত ২:১-৪ পদে, সেই একই শিষ্যরা পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন (যেটি অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক নিমজ্জন)

৪. প্রেরিত ১:৮ পড়ুন। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য কী?

কাজের জন্য শক্তি লাভ করা (অথবা সাক্ষী হওয়া)

৫. প্রেরিত ২:৩৮-৩৯ এবং ১ করিন্থীয়দ ১:৭ পড়ুন। পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম কী আজ আমাদের জন্য প্রযোজ্য?

হ্যাঁ, খ্রীষ্টের দ্বিতীয় আগমনে পবিত্র আত্মার বরদান বন্ধ হবে, কিন্তু ততক্ষণ পর্যন্ত নয়।

৬. লূক ১১:১৩ পড়ুন। আপনি যদি পবিত্র আত্মায় বাপ্তিস্ম না পেয়ে থাকেন, আপনাকে এখন কী করতে হবে?

তার জন্য মিনতি করতে হবে

৭. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। আপনি কি ঈশ্বরের দেওয়া প্রার্থনার ভাষায় যাচ্না করবেন, গ্রহণ করবেন, কথা বলবেন এবং ঈশ্বরের আরাধনা করবেন?

হ্যাঁ, আমি বলব, কিন্তু পবিত্র আত্মা আমাকে (সেই ভাষা) উচ্চারণ করতে দেবেন

পাঠ ১৬

বিশেষ ভাষায় কথা বলার উপকারিতা

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম যখন প্রথমে এসেছিল তখন একটি বিষয় যা ঘটেছিল তা হল সমস্ত লোকেরা বিশেষ ভাষায় কথা বলেছিলেন। প্রেরিত ২:৪ পদ বলে যে পঞ্চাশত্তমীর দিন, তাঁরা পবিত্রপ আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন এবং অন্য অন্য ভাষায় কথা বলেছিলেন কারণ আত্মা তাঁদের উচ্চারণ করতে দিয়েছিলেন। ধারাবাহিকভাবে প্রেরিতদের কার্যবিবরণ পুস্তকে সমস্তটাতেই লোকেরা যখন পবিত্র আত্মা পেয়েছিল তখন ঈশ্বরের উপস্থিতি প্রকাশিত হয়েছিল।

অবশ্যই, বিশেষ ভাষায় কথা বলার চেয়েও পবিত্র আত্মার আরও কিছু রয়েছে, কিন্তু এটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশ। ১ করিন্থীয় ১৪:১৩-১৪ বলে, *“যে ব্যক্তি কোনো বিশেষ ভাষায় কথা বলে, তার প্রার্থনা করা উচিত, যেন সে যা বলে, তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে পারে। কারণ আমি যদি বিশেষ প্রার্থনা করি, তাহলেদ আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি নিস্ফলা থাকে।”* আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনার আত্মা প্রার্থনা করে। আপনি একবার যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলেন, আপনার বুঝতে পারা ফলপ্রসূ করতে আপনি প্রার্থনা করুন যেন আপনি তা ব্যাখ্যা করতে পারেন।

আমি আমার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য দিতে পারি যে যখন আমি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম গ্রহণ করেছিলাম এবং বিশেষ ভাষায় কথা বলতে শুরু করলাম, সেটি আমার জীবনকে নাটকীয়ভাবে পরিবর্তন করেছিল। আমি বিশ্বাস করি আমি যখন আবার জন্মগ্রহণ করি, খ্রীষ্ট আমার অভ্যন্তরে বাস করতে এসেছিলেন এবং তিনি তাঁর সর্বস্ব গচ্ছিত রেখেছিলেন, কিন্তু পবিত্র আত্মা যখন আমার উপরে এলেন, এটি আমার এবং অন্যান্য মানুষের কাছে প্রকাশিত হতে শুরু করলেন। কিছু ঘটনা ঘটেছিল। প্রথম বছর আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেছি, আমার মন আমাকে বলেছিল এটি পাগলামো, আমি যা কিছু করছিলাম তা সময় নষ্ট করা। আমার পক্ষে বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করার জন্য বিশ্বাসের দরকার পড়েছিল, এ কারণেই যিহূদা ২০ পদ বলে তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে নিজেদের

গেঁথে তোলো। এটি আপনাকে স্বাভাবিক চিন্তা ও যুক্তি থেকে দূরে নিয়ে যায় এবং আপনার বিশ্বাসকে এক অতিপ্রাকৃত ক্ষেত্রে নিয়ে যায়।

আরেকটি জিনিস আমি অনুভব করেছি যে আমি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করতাম, তখন যাদের বিষয় আমি বহু বছর ধরে চিন্তা করিনি তারা আমার স্মরণে আসত। আমি তাদের জন্যদ প্রার্থনা করা শুরু করলাম এবং দুই এক দিনের মধ্যে তারা আমার সঙ্গে যোগাযোগ করত এবং আমি দেখতাম যে অলৌকিক কিছু ঘটেছে। এটি এতবার হয়েছে যে আমি অবশেষে সব কিছু একত্র করতে লাগলাম এবং বুঝতে পারলাম যে আমি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করছিলাম সেটি আমি প্রজ্ঞা দিয়ে প্রার্থনা করছিলাম যা আমার মানসিক সক্ষমতার অতিরিক্ত ছিল। আমার আত্মা যে সব কিছু জানত এবং খ্রীষ্টের মন ছিল সে মানুষের জন্য এমনভাবে প্রার্থনা করছিল যা আমি নিজের শারীরিক বোধশক্তিতে কখনও করতে পারতাম না।

একদিন আমি যখনদ বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করছিলাম – আমি যেমন বলছিলাম, আমার পক্ষে বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করার জন্য বিশ্বাসের দরকার পড়েছিল – এবং আমি এমন কিছু ভাবনার সাথে লড়াই করছিলাম যেমন, *এই অর্থহীন কথার পরিবর্তে তুমি ইংরেজিতে কথা বলতে এবং ভালো কিছু করতে পারতে।* আমাকে এই সকল চিন্তাভাবনার মোকাবিলা করতে ও সরিয়ে রাখতে হয়েছিল এবং আমি কেবল প্রার্থনা করা চালিয়ে গেছি। একজন ব্যক্তি যাকে আমি চার বছর ধরে দেখিনি সে আমার দরজায় কড়া নেড়েছিল। সে ভিতরে এলো, হ্যালো বলে সম্বোধন করল না কিংবা কিছু বলল না, বসে পড়ল এবং কাঁদতে লাগল আর হৃদয় খুলে তার কথা বলতে লাগল কেননা তার প্রচুর সমস্যা ছিল। আমি সেখানে বসে চিন্তা করছিলাম, *হায়, আমারর উচিত ছিল ইংরেজিতে প্রার্থনা করা। আমার পরের চিন্তা ছিল, আমি কেমন করে জানতাম যে তার জন্য প্রার্থনা করতে হবে যখন আমি চার বছর তাকে দেখিনি?* অবশেষে, আমার কাছে প্রকাশিত হল যে আমি প্রার্থনা করছিলাম এবং ঈশ্বর আমাকে প্রস্তুত করছিলেন। আমি তার জন্য এমনভাবে মধ্যস্থতা করছিলাম যা আমি করতে পারতাম না যদি আমি নিজের বোধশক্তিতে প্রার্থনা করতাম। হঠাৎ, এক প্রত্যাদেশ আমার কাছে আসতে লাগল এবং আমি তাকে বললাম, “তোমার কী সমস্যা তা আমি তোমাকে বলতে পারি।” আমি তার জন্য তার গল্প শেষ করে দিয়েছিলাম এবং তাকে তার উত্তর দিয়েছিলাম।

আপনাকে বুঝতে হবে যে এই ঘটনা হয়েছিল যখন আমি এক সম্প্রদায়গত গির্জায় যেতাম। সে জানত না আমার কী হয়েছিল এবং আমি নিশ্চিত ছিলাম না। এতে আমরা উভয়েই ভয় পেয়েছিলাম। কিন্তু এটি ছিল ঈশ্বরের ক্ষমতার প্রকাশ এবং তিনি সেটি অতিপ্রাকৃতভাবে ব্যবহার করেছিলেন। এর অর্থ এই : আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনার আত্মা তখন প্রার্থনা করে। আপনার আত্মা পুনরায় জন্মগ্রহণ করেছে, তার খ্রীষ্টের মন আছে এবং সঠিকরূপে জানে যে তাকে কী করতে হবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে এটির এক অভিষেক আছে যেন আপনি সব কিছু জানতে পারেন এবং আপনার আত্মার কোনও সীমাবদ্ধতা না থাকে। আপনি যদি আপনার আত্মার ক্ষমতায় এবং প্রত্যাদেশে চলেন, এটি আপনার শারীরিক জীবন পরিবর্তন করবে। এটি করার একটি উপায় হল, যদিও একমাত্র উপায় নয়, বিশেষ ভাষায় কথা বলা। সনাক্ত করুন এবং বিশ্বাস করুন যে আপনি যখন করবেন, আপনি আপনার সর্বাধিক পবিত্র বিশ্বাসে নিজেকে গড়বেন, যেন আপনার আত্মা ঈশ্বরের লুক্কায়িত প্রজ্ঞা অনুসারে প্রার্থনা করে এবং ঈশ্বরের নিখুঁত প্রত্যাদেশ আছে। তারপর, ১ করিন্থীয় ১৪:১৩ অনুসারে, প্রার্থনা করুন যেন আপনি বুঝিয়ে দিতে পারেন। এর অর্থ এই নয় যে আপনাকে পরভাষায় প্রার্থনা করা বন্ধ করতে হবে এবং বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য ইংরেজিতে প্রার্থনা করবেন; এর অর্থ কেবল আপনার বুঝতে পারা যেন ফলপ্রসূ হয়।

আপনি যদি গির্জায় পরিচর্যার সময় বিশেষ ভাষায় আপনার শিক্ষা দেন, আপনাকে থামতে হবে এবং ইংরেজিতে অনুবাদ করতে হবে। আপনি যখন নিজে একা প্রার্থনা করেন, আমি যা করি তা হলো বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি এবং বিশ্বাস করি যে ঈশ্বর আমাকে প্রত্যাদেশ দিচ্ছেন। কখনও কখনও আমার মনোভাব কেবল পরিবর্তিত হয়। আমার কোনও নির্দিষ্ট কথা থাকে না, কিন্তু হঠাৎ আমি জিনিসগুলি স্পষ্ট দেখি এবং এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি পাই। সম্পূর্ণ প্রত্যাদেশ পাওয়ার আগে এটি হয়ত এক সপ্তাহ লাগতে পারে, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি বিশেষ ভাষাতে প্রার্থনায় সময় অতিবাহিত করা এবং বিশ্বাস করা আমি ব্যাখ্যা করি যে এটি হল এর একটি অংশ।

বিশেষ ভাষায় কথা বলা অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ, নিশ্চিতভাবে আপনি যে পবিত্র আত্মা পেয়েছেন তা প্রমাণ করার চেয়েও বেশি। এটি দৈনন্দিন জীবনের একটি অংশ হওয়া উচিত। এটি আপনার হৃদয় থেকে পিতার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করার একটি

উপায়, যেখানে আপনার মস্তিষ্কের সন্দেহ এবং ভীতিকে এড়িয়ে যায়। এটি আপনাকে আপনার সর্বাধিক পবিত্র বিশ্বাসে গড়ে তোলে এবং লুক্কায়িত ঈশ্বরের প্রজ্ঞাকে মুক্ত করে। আমি কেবল প্রার্থনা করছি যেন আপনারা সকলে এতে প্রবাহিত হতে পারেন, আপনার বিশ্বাসকে মুক্তি দিতে এবং বিশেষ ভাষায় কথা বলার সম্পূর্ণ সুবিধা অর্জন করতে সক্ষম হন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যিহূদা ১১:১৩ পড়ুন। পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করার মাধ্যমে কোন মহান উপকার পাওয়া যায়?

যিহূদা ১১:১৩ – *কিন্তু প্রিয় বন্ধুরা, তোমরা তোমাদের পরম পবিত্র বিশ্বাসের উপরে নিজেদের গেঁথে তোলা ও পবিত্র আত্মার শক্তিতে প্রার্থনা করো।*

২. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। কতজন মানুষ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিলেন?

প্রেরিত ২:৪ – *আর তাঁরা সবাই পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হলেন এবং আত্মা যেমন সক্ষমতা দিলেন, তাঁরা অন্য অন্য ভাষায় কথা বলতে লাগলেন।*

৩. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। পূর্ণ হওয়ার দরুন তাঁরা কী করেছিলেন?

৪. ১ করিন্থীয় ১৪:১৪ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন তখন আপনার কোন অংশ প্রার্থনা করে?

১ করিন্থীয় ১৪:১৪ – *কারণ আমি যদি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তাহলে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি নিষ্ফলা থাকে।*

৫. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলেন, তিনি তার সঙ্গে কথা বলেন?

১ করিন্থীয় ১৪:২ – *কারণ কেউ যদি কোনো বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে মানুষের উদ্দেশে নয়, কিন্তু ঈশ্বরেরর উদ্দেশে কথা বলে। প্রকৃতপক্ষে, কেউ তার কথা বুঝতে পারে না; সে তার আত্মায় গুপ্তরহস্য উচ্চারণ করে।*

৬. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, লোকে কি বুঝতে পারেন যে তিনি কী বলছেন?

৭. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনার আত্মা কী বলে?

৮. ১ করিন্থীয় ১৪:৪ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনি কী করেন?

১ করিন্থীয় ১৪:৪ – *যে বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে নিজেকে গেঁথে তোলে, কিন্তু যে ভাববাণী বলে, সে মণ্ডলীকে গেঁথে তোলে।*

৯. ১ করিন্থীয় ১৪:১৬ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনি কী করছেন?

১ করিন্থীয় ১৪:১৬ – *নয়তো, তুমি যখন তোমার আত্মায় ঈশ্বরের প্রশংসা করো, তাহলে সে শ্রোতা তা বুঝতে পারে না, তোমার ধন্যবাদ-জ্ঞাপনে সে কী করে "আমেন" বলবে? কারণ তুমি কী বলছ, সে তো তা বুঝবেই না!*

উত্তরের নমুনা

১. যিহূদা ১১:১৩ পড়ুন। পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করার মাধ্যমে কোন মহান উপকার পাওয়া যায়?

আমি যখন পবিত্র আত্মায় প্রার্থনা করি, আমি নিজেকে গড়ে তুলি

২. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। কতজন মানুষ পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছিল?

তারা সবাই

৩. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। পূর্ণ হওয়ার দরুন তাঁরা কী করেছিলেন?

তাঁরা বিভিন্ন ভাষায় কথা বলেছিলেন

৪. ১ করিন্থীয় ১৪:১৪ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন তখন আপনার কোন অংশ প্রার্থনা করে?

আমার আত্মা প্রার্থনা করে

৫. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় কথা বলেন, তিনি কার সঙ্গে কথা বলেন?

ঈশ্বর

৬. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। কোনও ব্যক্তি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, লোকে কি বুঝতে পারেন যে তিনি কী বলেছেন?

না

৭. ১ করিন্থীয় ১৪:২ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনার আত্মা কী বলে?

রহস্য, গুপ্ত বিষয়, অন্তরঙ্গতা কেবল আমার এবং ঈশ্বরের মধ্যে (বার্তা)

৮. ১ করিন্থীয় ১৪:৪ পড়ুন। আপনি যখন বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনি কী করেন?

নিজেকে উন্নত করি (নিজেকে গেঁথে তুলি)

৯. ১ করিন্থীয় ১৪:১৬ পড়ুন। আপনি যখন অজানা ভাষায় প্রার্থনা করেন, আপনি কী করছেন?

ঈশ্বরের প্রশংসা করা এবং তাঁকে ধন্যবাদ দেওয়া

Contact Details
www.awmindia.net info@awmindia.net
Locations:
Hyderabad
42/343/1/188, Near Flora Hotel, Maruthi Nagar
A S Rao Nagar, Hyderabad - 500 040, India.
Ph: (040) 4028 0718
Chennai
72-D, Nandhini Mahal, I Floor, Velachery Main Road
Velachery, Chennai - 600 042, India.
Ph: (044) 4202 1820
Mumbai
Bethel, Plot No 305/E, Mith Chowky, Near Girdhar Park
Malad (W), Mumbai - 400 064, india.
Ph: +91 8976549515
Delhi
Ph: +91 9560591787
USA
Andrew Wommack Ministries Inc.
P O Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net
UK
Andrew Wommack Ministries - Europe
P O Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England
www.awme.net

সম্পূর্ণ শিষ্যত্বের প্রচার

স্তর ২

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক এবং
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

copyright © 2020, Andrew Wommack
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge.

Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333
Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

The Complete Discipleship Evangelism
48-Lesson Course © 2012
Level 2 (16 Lessons)

Copyright © 2020, Andrew Wommack
Permission is granted to duplicate or reproduce for discipleship purposes on the condition that it is distributed free of charge.

Andrew Wommack Ministries Inc.
P.O. Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

Andrew Wommack Ministries India
info@awmindia.net www.awmindia.net

Item Code: BN 417-2/3

Published and sold by Charis Initiatives Pvt. Ltd.

সূচিপত্র
সম্পূর্ণ শিষ্যত্বের প্রচার
স্তর ২

১. আত্ম কেন্দ্রিকতা: সকল দুখের উৎস.. ০৫
২. কেমন করে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে হবে.................................. ১৩
৩. মনের পুনর্নবিকরণ.. ১৮
৪. খ্রীষ্টের মণ্ডলীর গুরুত্ব.. ২৫
৫. উদ্ধার...৩৫
৬. বিশ্বাসীর ক্ষমতা..৪৩
৭. প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে সুস্থতা.. ৫২
৮. সুস্থতায় বাধা ৬১
৯. অন্যকে ক্ষমা করা... ৭১
১০. বিবাহ - পর্ব ১..৮১
১১. বিবাহ - পর্ব ২...৮৯
১২. ঈশ্বরের প্রেমের প্রকার - পর্ব ১.. ১০০
১৩. ঈশ্বরের প্রেমের প্রকার - পর্ব ২... ১০৯
১৪. আর্থিক সংস্থান -পর্ব ১ .... ১১৮
১৫. আর্থিক সংস্থান - পর্ব ২ .... ১২৫
১৬. কী করবেন যখন মনে হয় আপনার প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছেন না...... ১৩২

8

পাঠ ১
আত্ম-কেন্দ্রিকতা:
সকল দুঃখের উৎস
অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আমরা যা অভিজ্ঞতা লাভ করি তার অনেক কিছুর উৎস হল আত্ম-কেন্দ্রিকতা। হিতোপদেশ ১৩ অধ্যায়ে একটি পদ আছে যেটি আপনার অবশ্যই দেখা উচিত, কারণ আপনি যদি বাইবেলে এটি না দেখেন তাহলে বিশ্বাস করবেন না। ১০ পদ বলে, *"অহংকার কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্তী।"* বহু মানুষ প্রথমে এই বিষয়টি দেখবে এবং বলবে, "দাড়ান। তর্ক কিংবা বিবাদের জন্য কেবল অহংকার দায়ী নয়। হিতোপদেশ ১৭:১৪ বলে যে বিবাদের শুরু হল তর্ক, অতএব কেবল অহংকার থেকেও বেশি কিছুর কারণে বিবাদ হয়। এটি হল অমুকে আমার প্রতি কী করেছে।" অন্যেরা বলবে, "আপনি বুঝতে পারছেন না; আমি এইরকমই একজন ব্যক্তি।" না, ধর্মশাস্ত্র বলে যে কেবল অহংকার দ্বারা বিবাদ হয়। এটি একটি মুখ্য কারণ নয়; এটি একমাত্র কারণ। কিছু মানুষ আবার এই বিষয়টি দেখবে এবং বলবে, "আমার অনেক রকম সমস্যা, কিন্তু অহংকার তার মধ্যে একমাত্র নয়। আমার এত কম আত্মসম্মান আছে, কেউ আমাকে কোন প্রকারে আমার অহংকার নিয়ে দোষারোপ করতে পারবে না।"

আমাদের পুনরায় অহংকারের অর্থ কী তা নির্ধারণ করতে হবে। এটি এই চিন্তা করা নয় যে আপনি অন্যের থেকে ভালো, কিন্তু খুব সরলভাবে, সব কিছুর কেন্দ্রবিন্দুতে নিজেকে দেখা। আত্ম-কেন্দ্রিকতা সত্যিই সকল অহংকারের মূল। গণনাপুস্তক ১২:২ পদে, মরিয়ম ও হারোণ, মোশির বোন এবং ভাই, তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল, তিনি ভিন্ন জাতির মেয়েকে বিবাহ করেছিলেন বলে তাঁর সমালোচনা করে বলেছিল, *"সদাপ্রভু কি কেবল মোশির সহিত কথা বলিয়াছেন? আমাদের সহিত কি বলেন নাই?"* ধর্মশাস্ত্র পরে ৩ পদে প্রথম বন্ধনীর মধ্যে বলেছে যে ভূপৃষ্ঠে নিবাসী যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা মোশি ছিলেন সব থেকে নম্র। তারা যা বলেছিল তাতে বিঘ্ন পাওয়ার পরিবর্তে, তিনি তাদের জন্য প্রার্থনা এবং মধ্যস্থতা করলেন।

যখন বলা হচ্ছে ভূপৃষ্ঠে নিবাসী যে কোনো ব্যক্তি অপেক্ষা মোশি ছিলেন সব থেকে নম্র, এখানে থামুন এবং চিন্তা করুন। আমরা জানি না সেই সময় কত মানুষ পৃথিবীতে বাস করত, কিন্তু নিশ্চয়ই লক্ষ লক্ষ, এবং মোশি এদের মধ্যে সব থেকে নম্র ছিলেন। আরও অবাক করা বক্তব্য হল এই যে মোশি নিজে এটি লিখেছেন। বেশিরভাগ মানুষ মনে করে, আপনি যদি সত্যিই নম্র হন, আপনি নিজেও তা জানতে পারবেন না। অহংকার সত্যিই কী তার এটি একটি মিথ্যা ধারণা। অহংকার এই নয় যে আপনি চিন্তা করছেন যে আপনি অন্য সকলের থেকে ভালো-এটি আত্ম কেন্দ্রিকতা। এটি এই রকম যেন একটি লাঠি আছে যার একদিকে অহংকার এবং অপরদিকে কম আত্মকসম্মান। এগুলি একই বিষয়ের বিপরীত প্রকাশ, কিন্তু উভয়ই একই লাঠিতে অবস্থান করছে। এটি আত্ম-কেন্দ্রিকতা। আপনি যদি মনে করেন আপনি অন্য সকলের থেকে ভালো কিংবা মন্দ তাতে কিছু যায় আসে না, আপনি সম্পূর্ণরূপে আত্ম-কেন্দ্রিক। সব কিছুই তার মধ্যে দিয়ে শোধিত হয়ে আসে। একজন ভীতু, লাজুক ব্যক্তি খুব অহংকারী এবং আত্ম-কেন্দ্রিক, কেবল নিজের বিষয় চিন্তা করে।

আমি যে বিষয়টি বলতে চাইছি তা হল আত্ম-কেন্দ্রিকতা সত্যিই সকল অহংকারের মূল এবং আপনি যদি এটি হিতোপদেশ ১৩:১০ পদের সঙ্গে যোগ করেন, ‘‘*অহংকারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয়,*’’ এখানে যা বলা হয়েছে তা হল আমাদের নিজেদের আত্ম-কেন্দ্রিকতা আমাদের ক্রুদ্ধ করে, মানুষ আমাদের প্রতি যা করে তা নয়। মানুষ যা করে তার প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়ার কারণ হল আমাদের নিজেদের আত্ম-কেন্দ্রিকতা। আপনি কখনও মানুষকে আপনাকে বিরক্ত করা থেকে বিরত করতে পারবেন না; এটি সম্ভব নয়। বিশ্বাস অন্যকে নিয়ন্ত্রণ কার জন্য নয়, কিন্তু আপনাকে সাহায্য করা যেন আপনি নিজের সঙ্গে এবং যে বিষয়গুলি আপনার মধ্যে আছে সেগুলির প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। অতএব মানুষ আপনার প্রতি কী করছে তা কোন বিষয় নয়।

যীশুকে যখন ক্রুশে দেওয়া হচ্ছিল, যারা তাঁকে ক্রুশে দিচ্ছিল তাদের প্রতি ফিরে তিনি বলতে পেরেছিলেন, ‘‘পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা করো, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।’’ তিনি লোকদের নিয়ন্ত্রণ করেননি কিন্তু পরিবর্তে তাঁর নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ ছিল। আত্ম-কেন্দ্রিকতা আমাদের ক্রুদ্ধ করে। যীশু নিজের জন্য এখানে আসেননি, কিন্তু তিনি জগতকে এতো ভালোবাসলেন যে তিনি আমাদের কাছে এলেন। তিনি যখন ক্রুশে

ঝুলছিলেন তখন তিনি তাঁর মায়ের বিষয় চিন্তা করেছিলেন এবং তিনি তাঁর একজন শিষ্যকে বলেছিলেন যেন তিনি তাঁর মায়ের যত্ন নেন। যীশু ভালোবাসায় ক্ষমা এবং নিজেকে পরিচালিত করতে পেরেছিলেন তার কারণ হল- তীব্র যন্ত্রণার, অবিচার এবং যে সকল অবস্থা তাঁর পথে এসেছিল তার মধ্যেও -তিনি আত্ম-কেন্দ্রিক ছিলেন না। আপনার নিজের স্বার্থপরতা আপনাকে ক্রুদ্ধ করে, তবুও ধর্মশাস্ত্র বলে আপনাকে নিজেকে মৃত বলে মনে করতে হবে। আমি যদি আমার সামনে একটি মৃতদেহ রাখতাম, আমি সেটিকে লাথি মারতে পারতাম, সেটির উপর থুতু দিতে পারতাম কিংবা সেটি উপেক্ষা করতে পারতাম, কিন্তু সেটি যদি সত্যিই মৃতদেহ হতো, সেটি কোনো প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করত না। আপনার চারিদিকে যা কিছু ঘটে তার প্রতি আপনি প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করেন তার কারণ হল সেই সকল বাহ্যিক বিষয়ের জন্য নয় কিন্তু আপনার মধ্যে যা আছে তার জন্য। আপনি কখনও বিশ্বাসে এতো দৃঢ় হবেন না যে আপনি সকল প্রতিবন্ধকতা এবং যা কিছু আপনাকে বিরক্ত করে তা সরিয়ে ফেলতে পারেন, কিন্তু আপনি নিজের প্রতি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন। আপনি এমন একটি স্থানে আসতে পারেন যেখানে আপনি যীশুকে আপনার প্রভু করতে পারেন এবং তাঁকে, তাঁর রাজ্যকে এবং অন্যান্যদের আপনার নিজের থেকে বেশি ভালোবাসতে পারেন। আপনি দেখবেন যখন আপনি সেইমত করবেন এবং নিজের ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তখন আপনার জীবনের বিবাদ ও তর্কের অবসান হবে।

ঈশ্বর আপনার জীবনে যা কিছু করেছেন সেগুলি প্রয়োগ করার জন্য একটি দুর্দান্ত পদ্ধতি দিয়েছেন যেটি হল তিনি আপনার স্বার্থপর উদ্দেশ্যের জন্য আপনাকে তাঁর রাজ্য দেননি। তিনি এই সকল বিষয় করেননি যেন আপনার প্রত্যেক প্রয়োজন সরবরাহ করা হয়। আপনার জানা প্রয়োজন যে নিজেকে অস্বীকার করা এবং নিজের জীবন দেওয়ার মাধ্যমে আপনি প্রকৃতভাবে আবিষ্কার করা শুরু করতে পারবেন যে জীবনের উদ্দেশ্য কী। এটি নিজের থেকে বেশি অন্যদের এবং ঈশ্বরকে ভালোবাসা যেন আপনি নিজের ক্রোধ ও আঘাত যেগুলি আপনার মধ্যে বর্তমান সেগুলি নিষ্ক্রিয় করা শুরু করতে পারেন।

আমি প্রার্থনা করি যেন ঈশ্বর এই অল্প বিষয় যা আমি বলেছি সেগুলি নেন এবং আপনার হৃদয় খুলে দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন যেন আপনি আপনার নিজের আত্ম-কেন্দ্রিকতা যা আপনার দুঃখ জন্মায় তা বুঝতে পারেন। অন্যের উপর দোষারোপ করার পরিবর্তে, আপনার দায়িত্ব নেওয়া, সম্মুখীন হওয়া, ঈশ্বরের সম্মুখে নম্র হওয়া

প্রয়োজন এবং তাঁকে বলা যেন তিনি আপনার হৃদয়ে আসেন ও আপনার জীবনে নিজেকে বৃহৎ করেন। এই ভাবেই আপনি বিজয়ী হতে পারবেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মার্ক ৯:৩৩-৩৪ পড়ুন। কফরনাহূমের পথে শিষ্যরা কোন বিষয় তর্কবিকর্ত করছিলেন?

মার্ক ৯:৩৩-৩৪ - *পরে তাঁহারা কফরনাহূমে আসিলেন; আর গৃহমধ্যে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, পথে তোমরা কোন বিষয়ে তর্কবিতর্ক করিতেছিলে? (৩৪) তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন, কারণ কে শ্রেষ্ঠ, পথে পরস্পর এই বিষয়ে বাদানুবাদ করিয়াছিলেন। (৩৫) তখন তিনি বসিয়া সেই বারো জনকে ডাকিয়া বলিলেন, কেহ যদি প্রথম হইতে ইচ্ছা করে, তবে সে সকলের শেষে থাকিবে ও সকলের পরিচারক হইবে।*

২. এটি কি আমদের সকলের মধ্যকার স্বার্থপরতা প্রতিফলিত করে?

৩. মার্ক ৯:৩৫ পড়ুন। এই ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাদের কী হতে হবে?

৪. লূক ২২:২৪-২৭ পদে যীশুর শিক্ষা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

লূক ২২:২৪-২৭ - *আর তাঁহাদের মধ্যে এই বিবাদও উৎপন্ন হইল যে, তাঁহাদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য। (২৫) কিন্তু তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, জাতিগণের রাজারাই তাহাদের উপরে প্রভুত্ব করে, এবং তাহাদের শাসনকর্তারাই 'হিতকারী' বলিয়া আখ্যাত। (২৬) কিন্তু তোমরা সেইরূপ হইও না; বরং তোমাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ, সে কনিষ্ঠের ন্যায় হোক। (২৭) কারণ, কে শ্রেষ্ঠ? যে ভোজনে বসে, না যে পরিচর্যা করে? যে ভোজনে বসে, সেই কি নয়? কিন্তু আমি তোমাদের মধ্যে পরিচারকের ন্যায় রহিয়াছি।*

৫. হিতোপদেশ ১৩:১০ পড়ুন। একমাত্র কোন বিষয় বিবাদ সৃষ্টি করে?

হিতোপদেশ ১৩:১০ *- অহংকারে কেবল বিবাদ উৎপন্ন হয়; কিন্তু যারা পরামর্শ মানে, প্রজ্ঞা তাহাদের সহবর্তী।*

৬. গালাতীয় ২:২০ পড়ুন। কেমন করে আমরা আমাদের জীবনযাপন করব?

গালাতীয় ২:২০ *- খ্রীষ্টের সহিত আমি ক্রুশারোপিত হইয়াছি, আমি আর জীবিত নই, কিন্তু খ্রীষ্টই আমাতে জীবিত আছেন; আর এখন মাংসে থাকিতে যে জীবন আছে, তাহা আমি বিশ্বাসে, ঈশ্বরের পুত্রে বিশ্বাসেই, যাপন করিতেছি; তিনিই আমাকে প্রেম করিলেন, এবং আমার নিমিত্তে আপনাকে প্রদান করিলেন।*

৭. মথি ৭:১২ পড়ুন। আত্ম-কেন্দ্রিকতার প্রতিষেধক কী?

মথি ৭:১২ *-অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী গ্রন্থের সার।*

উত্তরের নমুনা

১. মার্ক ৯:৩৩-৩৪ পড়ুন। কফরনাহূমের পথে শিষ্যরা কোন বিষয় তর্কবিতর্ক করছিলেন?

তাঁদের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ সেই বিষয় তর্কবিতর্ক করছিলেন

২. *একটি কি আমাদের সকলের মধ্যকার স্বার্থপরতা প্রতিফলিত করে?*

হ্যাঁ

৩. মার্ক ৯:৩৫ পড়ুন। এই ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, কেউ যদি প্রথম হতে চায়, তাকে কী হতে হবে?

সকলের পরিচারক হতে হবে

৪. লূক ২২:২৪-২৭ পদে যীশুর শিক্ষা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

"আর তাঁহারা নিজেদের মধ্যে তর্কবিতর্ক করিতেছিল যে আসন্ন রাজ্যে তাঁদের মধ্যে কে মহান হবে। যীশু তাঁদের বললেন, 'এই জগতে রাজারা এবং মহান ব্যক্তিরা তাঁদের চারিদিকে যাহারা থাকে তাদের আদেশ করেন, তথাপি তাঁদের বলা হয় "মানুষের বন্ধু।" কিন্তু তোমাদের মধ্যে, যে যে শ্রেষ্ঠ তাকে সর্বনিম্ন পদ গ্রহণ করতে হবে এবং দলপতিকে পরিচর্যা করতে হবে। সাধারণত প্রভু ভোজনে বসেন এবং পরিচারকেরা পরিচর্যা করে। কিন্তু এখানে তেমন নয়! কেননা আমি তোমাদের পরিচারক।" (লূক ২২:৪-২৭, নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)

৫. হিতোপদেশ ১৩:১০ পড়ুন। একমাত্র কোন বিষয় বিবাদ সৃষ্টি করে?

অহংকার

৬. গালাতীয় ২:২০ পড়ুন। কেমন করে আমরা আমাদের জীবনযাপন করব?

খ্রীষ্টের বিশ্বাসে (অথবা খ্রীষ্টেতে বিশ্বাসে), নিজেদের শক্তি অথবা দুর্বলতা কেন্দ্রিক নয়

৭. মথি ৭:১২ পড়ুন। আত্ম-কেন্দ্রিকতার প্রতিষেদক কী?

ঈশ্বর কেন্দ্রিক এবং অন্যান্যদের কেন্দ্রিক। আমরা অন্যদের কাছে যেমন ব্যবহার আশা করি তেমনই ব্যবহার যেন আমরা করি।

পাঠ ২
কেমন করে ঈশ্বরের বাক্য ধ্যান করতে হবে
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

ধ্যান করার অর্থ হল ‘‘গভীর চিন্তা করা, বিবেচনা করা, মনে মনে পরিকল্পনা করা, উদ্দেশ্য নিয়ে, অথবা অভিপ্রায় নিয়ে। গ্রীক শব্দ ইঙ্গিত করে ‘‘মনের মধ্যে কিছু ঘোরা” এবং এটি কল্পনা করা হিসাবেও অনূদিত হয়েছে।

বাইবেল সংক্রান্ত ধ্যানের দুইটি কারণ হল ‘‘সঠিক জ্ঞানের বিষয় বিবেচনা করা, এছাড়াও মনের পুনর্নবিকরণ এবং ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ উল্লেখ করা হয়েছে” প্রার্থনার, প্রশংসার এবং ধ্যানের মাধ্যমে; অর্থাৎ গভীর চিন্তা করা, মনে মনে পরিকল্পনা করা এবং তাঁর বিষয় চিন্তা করা।

বিষয় ভিত্তিক অধ্যায়নের মাধ্যমে ধ্যান করা যায়- গভীর চিন্তা করার জন্য একটি বিষয় নির্বাচন করা। উদাহরণ: বাপ্তিস্ম। শব্দটি গ্রীক, ইব্রীয় অথবা কোন ভালো অভিধান থেকে সংজ্ঞা বর্ণনা করুন। কোন মূল শব্দটি থেকে এটি এসেছে সেটি অনুসন্ধান করুন। পদগুলির প্রসঙ্গ বিবেচনা এবং চিন্তা করুন এবং সেগুলি অন্যান্য সম্পর্কীয় বিষয়ে আপনাকে পরিচালিত করবে, যেমন পাপ ক্ষমা (প্রেরিত ২:৩৮), অনুতাপ (প্রেরিত ২:৩৮), বিশ্বাস (মার্ক ১৬:১৬), বিবেক (১পিতর ৩:২১), প্রভুর কাছে মিনতি করা (প্রেরিত ২২:১৬), ইত্যাদি। আপনাকে প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে যেগুলি আপনার আছে অথবা ধর্মশাস্ত্র যেগুলি উত্থাপন করে, যেমন: বাপ্তিস্ম গ্রহণের পূর্বে কি কোনো যোগ্যতা প্রয়োজন? বাপ্তিস্মের উদ্দেশ্য কী? এটি কখন অনুশীলন করা হয়েছিল? কোন সময়ের মধ্যে?

ব্যাখ্যামূলক অধ্যায়নের মাধ্যমে ধ্যান করা যায়; অর্থাৎ বাইবেলের একটি বইয়ের পদ ধরে ধরে অধ্যায়ন। এটির চাবিকাঠি হল একটি বইয়ের বিষয় বিবেচনা এবং চিন্তা এতো সময় ধরে করা যেন আপনি সেটির বিষয়বস্তুর (পদ এবং অধ্যায়) সঙ্গে পরিচিত হতে পারেন।

শব্দ অধ্যায়নের মাধ্যমে ধ্যান করা যায়। কিছু কিছু শব্দের অর্থ কী? সেটি বিশ্বাস করার অর্থ কী? *প্রভু* শব্দটির অর্থ কী? *যীশু* শব্দটির অর্থ কী? *খ্রীষ্ট* শব্দটির অর্থ কী? *ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ* করার অর্থ কী? ইত্যাদি।

বাইবেলের অনুচ্ছেদ অধ্যায়নের মাধ্যমে আপনি ধ্যান করতে পারেন। একটি অনুচ্ছেদ হল একটি চিন্তাকে লেখা যাতে সাধারণত কয়েকটি শব্দগুচ্ছ থাকে। লেখক যখন তাঁর লেখায় কোন বিষয় যার উপর জোর দিচ্ছেন তা পরিবর্তন করেন, তিনি সাধারণত তখন একটি নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করেন।

ধর্মশাস্ত্র যখন ধ্যান করবেন, বিরাম-চিহ্ন খুঁজবেন যেমন জিজ্ঞাসার চিহ্ন। এই প্রশ্নটি কেন করা হচ্ছে? এই প্রসঙ্গের সঙ্গে এর কী সম্পর্ক, ইত্যাদি।

বাইবেল সংক্রান্ত ধ্যান কেবল অক্ষরমালা দেখা নয়, কিন্তু বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরকে দেখা।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. "ধ্যান" শব্দটির অর্থ কী?

২. বাইবেল সংক্রান্ত ধ্যানের উদ্দেশ্য কী?

৩. বিষয় ভিত্তিক অধ্যায়ন কী?

৪. ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যামূলক অধ্যায়ন কী?

৫. লূক ৬:৪৬ পড়ুন। "প্রভু" শব্দটির অর্থ কী বলে আপনার মনে হয়?

লূক ৬:৪৬ - আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা কর না?

৬. মথি ১:২১ পড়ুন। "যীশু" শব্দটির অর্থ কী বলে আপনার মনে হয়?

মথি ১:২১ - *আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম যীশু (ত্রাণকর্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।*

৭. লূক ২৩:১-২ পড়ুন। "খ্রীষ্ট" শব্দটির অর্থ কী বলে আপনার মনে হয়?

লূক ২৩:১-২ - *পরে তাহারা দল শুদ্ধ সকলে উঠিয়া তাঁহাকে পীলাতের কাছে লইয়া গেল। (২) আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট রাজা।*

৮. অনুচ্ছেদ কী?

৯. বাইবেল সংক্রান্ত ধ্যান কেবল অক্ষরমালা দেখা নয়, কিন্তু ...

উত্তরের নমুনা

১. "ধ্যান" শব্দটির অর্থ কী?

গভীর চিন্তা করা, বিবেচনা করা, কিংবা মনের মধ্যে কিছু ঘোরা

২. বাইবেল সংক্রান্ত ধ্যানের উদ্দেশ্য কী?

সঠিক জ্ঞানের বিষয় বিবেচনা করা (আমার মনকে পুনর্নবিকরণ করা) এবং ঈশ্বরের বাক্যের দ্বারা তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা (গভীর চিন্তা করা, মনে মনে পরিকল্পনা করা এবং তাঁর বিষয় চিন্তা করা)

৩. বিষয় ভিত্তিক অধ্যায়ন কী?

গভীর চিন্তা করার জন্য বাইবেল থেকে একটি বিষয় নির্বাচন করা এবং সেই বিষয় চিন্তা করা

৪. ধর্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যামূলক অধ্যায়ন কী?

বাইবেলের একটি বইয়ের পদ ধরে ধরে অধ্যায়ন

৫. লূক ৬:৪৬ পড়ুন। "প্রভু" শব্দটির অর্থ কী বলে আপনার মনে হয়?

যার আমরা বাধ্য হই (যেমন একজন মনিব)

৬. মথি ১:২১ পড়ুন। "যীশু" শব্দটির অর্থ কী বলে আপনার মনে হয়?

এক ত্রাণকর্তা যিনি অন্যদের তাদের পাপ থেকে উদ্ধার করেন

৭. লূক ২৩:১-২ পড়ুন। "খ্রীষ্ট" শব্দটির অর্থ কী বলে আপনার মনে হয়?

একজন রাজা হওয়ার জন্য অভিষিক্ত

৮. অনুচ্ছেদ কী?

লেখায় একক চিন্তা

৯. বাইবেল সংক্রান্ত ধ্যান কেবল অক্ষরমালা দেখা নয়, কিন্তু . . .

বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ করা

পাঠ ৩
মনের পুনর্নবিকরণ
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আজ আমরা মনের পুনর্নবিকরণের বিষয় কথা বলব। আমি দুইটি অংশ পড়তে চাই। প্রথমটি ফিলিপীয় ৪:৮ পদ থেকে। এটি বলে, *"অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদগুণ ও যে কোন কীর্তি হোক, সেই সকল আলোচনা করো।"* প্রেরিত পৌল অবশ্যই বলছেন অনেক বিষয় আছে যেগুলি আমাদের চিন্তা করা উচিত। রোমীয় ৭ অধ্যায় ২২ এবং ২৩ পদ অনুসারে, এখন আমি জানি যে অনেক চিন্তা আছে যেগুলি ঈশ্বরের বাক্যের বিপরীত। পাপের বিধান যা আমাদের মধ্যে যুদ্ধ করে ও আমাদের মনকে আক্রমণ করে। কিন্তু বাইবেল আমাদের ফিলিপীয় থেকে বলে যে আমাদের সেগুলিকে নিয়ে বসে থাকলে চলবে না এবং আমাদের চিন্তাগুলিকে বাসা বাঁধতে দেবো না, যেন আমরা যা চিন্তা করি সেগুলি আমরা মনোনয়ন করতে পারি। বাইবেল আমাদের আরও বলে যে একজন ব্যক্তি অন্তরে যেমনভাবে, নিজেও তেমনই (হিতোপদেশ ২৩:৭)। অতএব আমরা যা কিছু করি তা সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

রোমীয় ১২:১ ও ২ পদে, বাইবেল বলে, *"অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করো, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা।"* বাইবেল বলে মনের পুনর্নবিকরণের দ্বারা আমরা রূপান্তরিত হতে পারি। আপনি কি জানেন যখন অ্যাপোলো মহাকাশযানে মহাকাশে গিয়েছিল, তাদের প্রত্যেক দশ মিনিট অন্তর গতিপথ সংশোধন করতে হয়েছিল? তারা আঁকাবাঁকা পথে চাঁদে গিয়েছিল। অবশেষে তারা যখন অবতরণ করল, তাদের ৫০০ মাইল মনোনীত অবতরণ অঞ্চল ছিল এবং তারা কেবল কয়েক ফিটের মধ্যে সেখানে পৌঁছাতে পেরেছিল। তবুও সম্পূর্ণ উড়ান সফল হয়েছিল। আমাদের একটি গতিপথ নির্ধারণ করতে হবে এবং এক জীবিত বলিরূপে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কাছে সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করতে হবে। জীবিত বলির এক সমস্যা হল যে

কখনও কখনও এটি বেদির কাছে হামাগুড়ি দিতে চায়, অতএব আমাদের চিন্তার গতিপথ সংশোধন করতে হবে। আমাদের এক হৃদয় থাকতে হবে যেটি বলবে, "ঈশ্বর, আমি তোমাকে চাই এবং আমি তোমার পথ চাই।"

আমাদের কেবল সম্পূর্ণ অঙ্গীকার করা প্রয়োজন তা নয়, কিন্তু এক বিজয়ী খ্রীষ্টীয় জীবনের অংশ থাকার জন্য পরের পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন এবং মনের পুনর্নবিকরণের দ্বারা আমাদের রূপান্তরিত হতে হবে। আমরা জগতের মতন চিন্তা করতে পারি না, যদি আমরা জগতের ফলাফল না চাই। আমরা যেমন ফিলিপীয় ৪:৮ পদে পড়ি, আমরা কী চিন্তা করব তা আমরা মনোনীত করতে পারি। যা কিছু অতীব সুন্দর, ন্যায়বান, ভালো সংবাদ, এই বিষয়গুলি চিন্তা করুন। পুরাতন নিয়মে তারা কী করত। তারা ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে তাদের দরজার খুঁটিতে এবং তাদের কাপড়ে লিখত। এটি সর্বসময় তাদের সম্মুখে থাকত। ঈশ্বর তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন তারা যেন দিনে এবং রাত্রে বাক্যের বিষয় কথা বলে যেন যা বলা আছে সেগুলি তারা পালন করতে পারে। আর তারা যেন এই সকল বিষয় তাদের সন্তানদের কাছেও বলে। আমরা কী চিন্তা করি তা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এক প্রকৃত বিজয়ী জীবনযাপন করার জন্য ঈশ্বরের বাক্য আমাদের সম্মুখে সর্বদা রাখা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যা কিছু অতীব সুন্দর, ন্যায়বান, ভালো সংবাদ, এই বিষয়গুলি চিন্তা করার ঠিক বিপরীত হল ঈশ্বরের বিষয়গুলি এবং আত্মার বিষয়গুলি চিন্তা না করা। রোমীয় ৮:৬ বলে *"মাংসের ভাব মৃত্যু,"* কিন্তু পদটির পরের অংশ বলে, *"আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।"* আমরা যখন ঈশ্বরের এবং আত্মার বিষয়গুলি চিন্তা করি তখন এটি জীবন এবং শান্তি।" আমরা যখন ঈশ্বরের এবং আত্মার বিষয়গুলি চিন্তা করি তখন এটি জীবন এবং শান্তি। কিন্তু আমরা যদি ব্যভিচার, জগতের বিষয়গুলি, অর্থ, লালসা এবং এইরূপ আরও, আপনি কি জানেন তাদের জীবনে কী হবে? কোন ব্যক্তি তার হৃদয়ে যেমন চিন্তা করে, সে তেমনই। আমরা সেই সকল বিষয় কার্যকর করতে শুরু করব। আমরা যখন সেই সকল বিষয় নিয়ে আমাদের জীবনে খেলা শুরু করব এবং তখন এটি আমাদের জীবন ধ্বংস করবে। আপনি দেখুন, বিশ্বাসীর আসল আত্মিক যুদ্ধ হল আসলে সর্বদা শয়তানকে প্রতিরোধ এবং ধমক দেওয়া নয়, যদিও কখনও কখনও আমাদের সেই মতো করা প্রয়োজন হয়। কিন্তু আত্মিক যুদ্ধ হওয়া উচিত আমরা কী চিন্তা করছি এবং আমরা কিসে বাস করছি তার উপরে। যিশাইয় ২৬:৩ পদে বাইবেল বলে যে যাদের মন ঈশ্বরে সুস্থির থাকে তিনি তাদের শান্তিতে রাখেন। দিনের মধ্যে কখনও কখনও আমাদের গতিপথ বিন্যস্ত করা

প্রয়োজন, যেমন রোমীয় ১২ অধ্যায় বলা হয়েছে। আমাদের বলা প্রয়োজন, ‘‘ঈশ্বর, সেগুলি মন্দ চিন্তা। আমার গতিপথ পরিবর্তন ও আমার মনের পুনর্নবিকরণ করা প্রয়োজন এবং যে সকল বিষয় অতিব সুন্দর, ন্যায়বান, ভালো সংবাদ সেগুলির বিষয় চিন্তা করা শুরু করব।’’

অতএব আপনার যদি কোন উচ্চ দুর্গ থাকে, আপনি যদি কোন বন্দিত্বের মধ্যে থাকেন, আপনি যদি মনে করেন যে আপনি যা চিন্তা করছেন তা সঠিক নয়, আপনাকে অবিলম্বে ফিরতে হবে। বাইবেল বলে, আমরা যদি ঈশ্বরের নিকটবর্তী হই, তিনি আমাদের নিকটবর্তী হন। আমার জীবনে এমন সময় আসে যখন আমি বিষয়গুলি আলগা করে দিই এবং বিষণ্ণতাকে বাড়তে দিই। সেই সময়গুলিতে, বাইবেল হাতে তুলে নেওয়া, বসে কোন অংশ পড়া এবং বলা, ‘‘ঈশ্বর, এটি তুমি আমার বিষয় বল। তুমি এই কথা বল যে আমি কে। তুমি আমার শক্তি।’’ এই বিষয়গুলি করা কঠিন হয়ে যায়। আপনি কি জানেন যে আপনার বিজয়ী হওয়া খুব সহজ? আপনাকে বলতে হবে, ‘‘শত্রুকে আমার প্রতি যা করার অনুমতি আমি দিয়েছি, এখনই তার প্রতিরোধ করব। আমি এখন বসে বাইবেল খুলব এবং আমি তার পৃষ্ঠার কিছু বাক্য কেবল পড়ব না, কিন্তু এই বাক্যের মাধ্যমে আমি ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করব। আমি আমার মত তাঁর প্রতি রাখব। আর, প্রভু, এই কথা তুমি আমাকে বলবে। তুমি বলবে যে আমার পাপ ক্ষমা হয়েছে। তুমি বলবে আমি পরিষ্কৃত হয়েছি। তুমি বলবে যে তোমার ভালোবাসা থেকে কেউ আমাকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না।’’ ঈশ্বর আপনার প্রতি যে সকল ভালো কাজ করেছেন সেই বিষয় আপনি যখন সেখানে বসে চিন্তা করবেন, কয়েক মুহূর্তে আপনি অন্য বিষয় সকল ভুলে যাবেন।

আমাকে একটি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করতে দিন। আমি একজন ব্যক্তিকে এক সময় বলতে শুনেছিলাম, ‘‘এখন, আমি আপনাদের বলছি দশ মিনিট আপনারা কেবল পিঙ্ক হাতির বিষয় চিন্তা করুন।’’ আপনারা কি জানেন কী হয়েছিল? পরের দশ মিনিট, আমরা কেবল পিঙ্ক হাতির বিষয় চিন্তা করলাম। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘স্ট্যাচু অফ লিবার্টি-র রং কী? কেউ একজন বলল সবুজ। তিনি তারপর বললেন, ‘‘বেশ, স্ট্যাচু অফ লিবার্টি কোন হাত তুলে রেখেছে?’’ কেউ একজন বলল সেটি ডান হাত। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘‘স্ট্যাচু অফ লিবার্টি তার হাতে কী ধরে রেখেছে।’’ কেউ একজন বলল সেটি মশাল। তারপর সেই ব্যক্তি বললেন, ‘‘পিঙ্ক হাতি সম্বন্ধে আপনাদের চিন্তার কি হল? সে

সব চলে গেছে। আপনি দেখুন, এটি কেবল বলার বিষয় নয় যে, ‘‘এখন, আপনি কি এই সকল চিন্তা করছেন না,’’ কেননা আপনি জানেন আপনি সেই সকল চিন্তা করবেন। ধর্মশাস্ত্র আমাদের সত্যিই বলছে যে আমাদের সেই সকল চিন্তার পরিবর্তে ঈশ্বরের চিন্তাগুলি করা প্রয়োজন এবং আমরা যখন দেখব এই সকল বিষয় আমাদের বিরুদ্ধে আসছে আর আমাদের যা চিন্তা করা উচিত না তা আমরা করছি, আমাদের তৎক্ষণাৎ নিজেদের নতুন পরিচয় চিন্তা করা প্রয়োজন। আমাদের তৎক্ষণাৎ ঈশ্বরের প্রতি ফিরতে হবে, তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে হবে, কেবল পৃষ্ঠার বাক্য দ্বারা নয়, কিন্তু সেই বাক্যের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে। বাইবেল আমাদের রোমীয় ৮:৬ পদে আরও বলে যে আমরা যখন সেইমত করি, আমরা ঈশ্বর যে জীবন এবং শান্তি দান করেন তার মাধ্যমে নিজেদের রূপান্তর দেখতে পাব, তখন আমাদের মন তাঁতে এবং আত্মার বিষয়গুলির প্রতি থাকবে। ভাই সকল, এই বিষয়গুলি চিন্তা করুন এবং এই দিনটি সেই মুক্তি এবং স্বাধীনতায় চলুন যা খ্রীষ্ট আপনার জন্য ক্রয় করেছেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. রোমীয় ১২:১ পড়ুন। আমাদের দেহ দিয়ে আমাদের কী করতে হবে?

রোমীয় ১২:১-২ - *অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, ঈশ্বরের নানা করুণার অনুরোধে আমি তোমাদিগকে বিনতি করিতেছি, তোমরা আপন আপন দেহকে জীবিত, পবিত্র, ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করো, ইহাই তোমাদের চিত্ত-সঙ্গত আরাধনা। (২) আর এই যুগের অনুরূপ হইও না, কিন্তু মনের নূতনীকরণ দ্বারা স্বরূপান্তরিত হও; যেন তোমরা পরীক্ষা করিয়া জানিতে পার, ঈশ্বরের ইচ্ছা কি, যাহা উত্তম ও প্রীতিজনক ও সিদ্ধ।*

২. রোমীয় ১২:২ পড়ুন। এই ধর্মশাস্ত্র আমাদের বলছে যে আমরা যেন . . . থেকে আলাদা হই।

৩. প্রেরিত ১৭:১১ পড়ুন। আমরা আমাদের চিন্তা কার সঙ্গে সমমনা করব?

প্রেরিত ১৭:১১ - *থিষলনীকীর ইহুদিদের অপেক্ষা ইহারা ভদ্র ছিল; কেননা ইহারা সম্পূর্ণ আগ্রহপূর্বক বাক্য গ্রহণ করিল, আর এ সকল বাস্তবিকই এইরূপ কি না, তাহা জানিবার জন্য প্রতিদিন শাস্ত্র পরীক্ষা করিতে লাগিল।*

৪. রোমীয় ৮:৫-৬ পড়ুন। আধ্যাত্মিক মনের হওয়া হল . . .

রোমীয় ৮:৫-৬ - *কেননা যাহারা মাংসের বশে আছে, তাহারা মাংসিক বিষয় ভাবে; কিন্তু যাহারা আত্মার বশে আছে, তাহারা আত্মিক বিষয় ভাবে। (৬) কারণ মাংসের ভাব মৃত্যু, কিন্তু আত্মার ভাব জীবন ও শান্তি।*

৫. রোমীয় ১২:১-২ পড়ুন। এই পদগুলি অনুসারে আমাদের কোন দুইটি কাজ করা প্রয়োজন?

৬. যিশাইয় ২৬:৩ পড়ুন। আমরা কেমন করে সুস্থির শান্তিতে থাকব?

যিশাইয় ২৬:৩-৪ - যাহার মন তোমাতে সুস্থির, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখিবে, কেননা তোমাতেই তাহার নির্ভর। (৪) তোমরা চিরকাল সদাপ্রভুতে নির্ভর রাখ; কেননা সদাপ্রভু যিহোবাতেই যুগসমূহের শৈল।

৭. যিশাইয় ২৬:৩-৪ পড়ুন। কিছু উপায় কী যার দ্বারা আমরা সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের মন স্থির রাখব?

উত্তরের নমুনা

১. রোমীয় ১২:১ পড়ুন। আমাদের দেহ দিয়ে আমাদের কী করতে হবে?

ঈশ্বরের কাছে তা উপস্থিত, অথবা উৎসর্গ, করতে হবে

২. রোমীয় ১২:২ পড়ুন। এই ধর্মশাস্ত্র আমাদের বলছে যে আমরা যেন . . . থেকে আলাদা হই।

জগত অথবা অবিশ্বাসীদের

৩. প্রেরিত ১৭:১১ পড়ুন। আমরা আমাদের চিন্তা কার সঙ্গে সমমনা করব?

ধর্মশাস্ত্র, ঈশ্বরের বাক্য

৪. রোমীয় ৮:৫-৬ পড়ুন। আধ্যাত্মিক মনের হওয়া হল . . .।

জীবন এবং শান্তি

৫. রোমীয় ১২:১-২ পড়ুন। এই পদগুলি অনুসারে আমাদের কোন দুইটি কাজ করা প্রয়োজন?

নিজেদের ঈশ্বরের প্রীতিজনক বলিরূপে উৎসর্গ করা এবং আমাদের মনকে নূতনীকরণ করতে শুরু করা

৬. যিশাইয় ২৬:৩ পড়ুন। আমরা কেমন করে সুস্থির শান্তিতে থাকব?

আমাদের মন প্রভুর প্রতি স্থির রেখে

৭. যিশাইয় ২৬: ৩-৪ পড়ুন। কিছু উপায় কী যার দ্বারা আমরা সদাপ্রভুর প্রতি আমাদের মন স্থির রাখব?

প্রার্থনা, প্রশংসা, বাক্যকে ধ্যান করা, ধন্যবাদ দেওয়া, ইত্যাদি

পাঠ ৪
খ্রীষ্টের মণ্ডলীর গুরুত্ব
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আজ আমরা খ্রীষ্টের মণ্ডলীর গুরুত্বের বিষয় কথা বলব। আমি ধর্মশাস্ত্রের ইব্রীয় ১০:২৫ পদটি পড়তে চাই। এটি বলে, ‘‘আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি - যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস - বরং পরস্পর চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই। ‘‘আমরা যখন খ্রীষ্টের মণ্ডলীর গুরুত্বের বিষয় দেখছি, আমার প্রশ্ন হল, ‘‘মণ্ডলী কী?’’

আমি কলোরাডো স্প্রিংস, কলোরাডো-তে একটি মণ্ডলীতে শিষ্যত্বের প্রচার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলাম। কেমন করে এটি ব্যবহার করতে হবে তা আমরা মানুষদের প্রশিক্ষণ দিয়েছিলাম এবং সেটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছিলাম। ছয় সপ্তাহের মধ্যে স্থানীয় মণ্ডলীর সঙ্গে কাজ করার পর, আমরা সেই স্থানীয় উপাসকদের বাইরে কুড়িটি বাইবেল অধ্যায়নের দল স্থাপন করেছিলাম। চার মাস ধরে, আমরা বাইবেল অধ্যায়নে এই মানুষদের সঙ্গে কাজ করেছিলাম। পালক আমাকে একদিন সত্যিই বিভ্রান্ত করেছিলেন যখন তিনি বললেন, ‘‘আপনি জানেন, বাইবেল বলে যে যারা পরিত্রাণ পাচ্ছিল, প্রভু প্রতিদিন তাদের মণ্ডলীর সঙ্গে যুক্ত করতেন। আমরা কেন বাইবেল অধ্যায়নের এই মানুষদের আমাদের মণ্ডলীতে আসতে দেখছি না?’’

আমরা যখন ক্ষেত্রে যেতাম, মানুষ পরিত্রাণ পাচ্ছিল এবং তারা শিষ্য হচ্ছিল আর আমরা তাদের পরিচর্যা করতাম। কিন্তু সেই পালক যা বলতে চেয়েছিল তা হল, ‘‘তারা কেন রবিবার সকালে এই বিল্ডিং-এ এসে মিলিত হচ্ছে না?’’ মণ্ডলী সম্বন্ধে আমার ধারণা একটু অন্য ধরণের ছিল। পালক যা বলেছিলেন তা আমাকে সত্যিই অস্থির করেছিল এবং আমি কী করব তা জানতাম না। *শিষ্যত্বের প্রচার কর্মসূচি কি সত্যিই কার্যকারী হচ্ছে? আমরা কি মানুষের জীবন স্পর্শ করছি?* আমি জানতাম আমরা অনেক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পেরেছি, কিন্তু যা আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল তা হল তারা কেন রবিবারের সকালের

উপাসনায় আসছে না।

আমি সিদ্ধান্ত নিলাম ‘‘মণ্ডলী’’ শব্দটি সম্বন্ধে অধ্যায়ন করব। আমি যা আবিষ্কার করেছিলাম সেই বিষয় এই পাঠে আছে। রোমীয় ১৬:৩, ১ করিন্থীয় ১৬:১৯, কলসীয় ৪:১৫, ফিলীমন ২ পদ, প্রেরিত ৫:৪২ এবং প্রেরিত ২০:২০ পদে বাইবেল প্রাথমিকভাবে প্রাচীন মণ্ডলীর বিষয় বলে যারা কারো বাড়িতে মিলিত হতো। আমি জানি অনেক ধরনের মণ্ডলী আছে। গৃহ মণ্ডলী আছে, মণ্ডলী যাদের অল্প কিংবা অনেক উপাসক আছে এবং খুব বড় মণ্ডলী আছে। ধর্মশাস্ত্রে যে বিষয়টি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা হল নূতন নিয়মের মণ্ডলী মনে হয় ছোট ছোট উপাসকবৃন্দকে নিয়ে লোকদের বাড়িতে মিলিত হতো।

লরেন্স ও. রিচার্ডস দ্বারা লিখিত দি এক্সপজিটরি ডিকশনারি অফ্ বাইবেল ওয়ার্ডস (পৃষ্ঠা ১৬৪) বলে যে ‘‘কেউ ‘মণ্ডলী’ শব্দটির অর্থের বিষয় কিছুটা বিভ্রান্ত হলে তাদের ক্ষমা করা যেতে পারে; আমরা অনেক রকমভাবে এই শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। এটির অর্থ একটি বিশেষ বিল্ডিং (উদাহরণস্বরূপ ৪র্থ রাস্তার মণ্ডলী), একটি সম্প্রদায় অথবা সংগঠিত বিশ্বাসী (আমেরিকার রিফর্মড চার্চ) (অথবা ব্যবটিস্ট চার্চ), এমনকি বিকালের সভা (উদাহরণস্বরূপ আপনি কি আজ মণ্ডলীতে গিয়েছিলেন)। এর কোনটিই বাইবেল ভিত্তিক নয়।’’ আর আমি চিন্তা করতে থাকলাম, *এর প্রকৃত অর্থ কী? ‘‘মণ্ডলী’’ শব্দটির প্রকৃত অর্থ কী?* আমি আরও উদ্ধৃতি দিচ্ছি। এটি বলে ‘‘যেহেতু অনেক মানুষ মণ্ডলী বলতে বোঝায় একটি বিল্ডিং যেখানে ধর্মীয় উপাসনা হয় বরং তা নয় যেখানে এক উপাসকবৃন্দ আরাধনার উদ্দেশে মিলিত হয়, পারিশ্রমিক প্রদান করা মণ্ডলী বিভ্রান্তিকর হতে পারে। গ্রীক ভাষায় ‘‘মণ্ডলী’’ হল এক্লেশিয়া এবং আক্ষরিক অর্থে এটি হল আরাধনা অথবা প্রার্থনার উদ্দেশে কিংবা কেবল ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের জন্য মানুষের সমাবেশ। আমি এখানে অন্য কিছু জিনিস পড়ব। এটি বলে, ‘‘নূতন নিয়মে এক্লেশিয়া বলতে বোঝায় যে কোন সংখ্যক বিশ্বাসী। এটি ব্যবহার করা যেতে পারে অল্প সংখ্যক মানুষের ক্ষেত্রে যারা বাড়িতে সমবেত হতো (রোমীয় ১৬:৫)। এটি বোঝায় সকল বিশ্বাসীদের যারা বড় শহরে বাস করত (প্রেরিত ১১:২২), অথবা বড় ভৌগলিক জেলা, যেমন এশিয়া কিংবা গালাতীয়া।’’ এটি আরও বলে, ‘‘মণ্ডলীর এক আদর্শস্বরূপ সভা বাড়িতে হতো। যখন সেই রকম উপাসকবৃন্দ মিলিত হতো সকলে ‘একটি গীত থাকত, কিছু উপদেশ থাকত,

কারো প্রত্যাদেশ থাকত, কারো বিশেষ ভাষা থাকত অথবা তার অর্থ ব্যাখ্যা থাকত’ (১ করিন্থীয় ১৪:২৬)। এক একজন কিছু বলত এবং অন্যেরা বিচার করত’ (১ করিন্থীয় ১৪:২৯)... সেই রকম অংশগ্রহণে বিশ্বাসীদের সমাজ হিসাবে মণ্ডলীরদ অস্তিত্ব গুরুত্বপূর্ণ হতো . . . প্রতিটি ব্যক্তির অবদান আশা করা হতো এবং তার আত্মিক দান দ্বারা সে অন্যদের পরিচর্যা করত।”

ইব্রীয় ১০:২৫ পদ বলে, “আপনাদের সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি।” মণ্ডলী হল মানুষের এক সমাবেশ যারা যীশুর সন্ধানের জন্য, প্রভুর কাছ থেকে দিকনির্দেশনা পাওয়ার জন্য তাঁর প্রশংসা করে। প্রাচীন নূতন নিয়মের মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল নৈতিক উন্নতিসাধন। বিশ্বাসে এক অপরকে গেঁথে তোলার জন্য তারা মিলিত হতো।

প্রাচীন মণ্ডলী ছিল ধর্মপ্রচারের মণ্ডলী। মানুষ চারিদিকে ছড়ানো ছিল, যীশু খ্রীষ্ট তাদের বিশ্বাসের কথা বলত, এবং তারা যখন সেইমত করত, প্রভু মণ্ডলীতে সংযুক্ত করতেন - বিল্ডিং-এর সঙ্গে নয় - কিন্তু ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে যুক্ত করতেন যখন তারা অনুতাপ ও বিশ্বাস করত। তারপর তারা সমবেত হতো একে অপরকে উৎসাহ দিতে, তাদের আত্মিকদ দান অনুশীলনের জন্য, একে অপরের পরিচর্যা করতে এবং খাবার ভাগ করে এক অপরের সঙ্গে সহভাগিতায় সময় অতিবাহিত করতে। তারা যখন একসঙ্গে থাকত, তাদের আত্মিক দান দ্বারা এক অপরকে গেঁথে তুলত। তারপর তারা বাইরে গিয়ে বাক্য প্রচার করত এবং সেই চক্র আবার শুরু হতো। তারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করত এবং তারা একত্র হতো। তারা কোথায় জড়ো হতো সেটি বিবেচ্য ছিল না। সেটি কোন বিল্ডিং কিংবা কারো বাড়ি হতে পারত। সেটি বিবেচ্য ছিল না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা প্রভুর নামে একত্র হতো তাদের দানগুলি অনুশীলন করার জন্য, একে অপরকে উৎসাহ দেওয়ার জন্য এবং সহভাগিতা করার জন্য যার শেষ ফল ছিল একে অপরকে গেঁথে তোলা।

আমি আবিষ্কার করেছিলাম যে আমরা যখন স্থানীয় মণ্ডলীর মাধ্যমে শিষ্যত্বের প্রচার কর্মসূচি করতাম আমি উল্লেখ করেছিলাম যে শহর জুড়েদ কুড়িটি আলাদা দলে বাইবেল অধ্যায়ন করা হতো, তখন আমরা কুড়িটি ভিন্ন মণ্ডলীতে জড়ো হতাম। আমরা যেমন এখন জানি যে এগুলি মণ্ডলী ছিল না, কিন্তু আমরা “মণ্ডলী” হিসাবে জড়ো হতাম, এক সপ্তাহে কুড়ি বার, কেননা আমরা প্রভু যীশুর নামে জড়ো হতাম একে অপরকে উৎসাহ

দেওয়ার জন্য, প্রভু যীশুর প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য, ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে নির্দেশ পাওয়ার জন্য এবং আমাদের আত্মিক দানগুলি অনুশীলন করার জন্য।

এইরূপে এক দল বিশ্বাসীদের সঙ্গে মিলিত হলে আমরা সকলে উপকৃত হবো। এমনকী যদি দুই কিংবা তিনজন প্রভু যীশুর নামে মিলিত হয়, আমাদের নিয়মিত ভিত্তিতে মিলিত হওয়া প্রয়োজন। এক সঙ্গে মিলিত হয়ে আমাদেরদ আত্মিক দানগুলি অনুশীলন করা, একে অপরকে পরামর্শ দেওয়া, উৎসাহিত করা, এক সঙ্গে বলতে পারি। আমরা বয়োজ্যেষ্ঠদের বিষয়, তত্ত্বাবধায়কদের বিষয়, যাজকদের বিষয় এবং মণ্ডলী পরিচালনার বিষয় বলতে পারি, কিন্তু এই শিক্ষার উদ্দেশ্য তা নয়। এই শিক্ষার উদ্দেশ্য হল মণ্ডলীর উদ্দেশ্য জানা এবং আমাদের জানা যে একজন ব্যক্তির মতন আমাদের একটি দ্বীপে বিচ্ছিন্ন হওয়ারদ প্রয়োজন নেই। আমরা সেইভাবে টিকে থাকতে পারব না। আমাদের পরিত্রাণের প্রয়োজন, ঈশ্বর আমাদের খ্রীষ্টের দেহে স্থাপন করেছেন-বিশ্বাসীদের সার্বজনীন দেহে। আমাদের প্রয়োজন একে অপরকে, ঈশ্বরের মণ্ডলী হিসাবে একসঙ্গে মিলিত হওয়া এবং ঈশ্বরের দেওয়া আত্মিক দান দ্বারা একে অপরের পরিচর্যা করা। আমি আপনাকে উৎসাহ দিই, ঈশ্বরের লোকদের সঙ্গে আজ মিলিত হোন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ইব্রীয় ১০:২৫ পড়ুন। আমরা কী পরিত্যাগ করব না?

ইব্রীয় ১০:২৫ *- আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি -যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস -বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই।*

২. প্রেরিত ৫:৪২ পড়ুন। প্রতিদিন ধর্মধামে এবং প্রতিটি বাড়িতে যীশু . . . এবং . . . দিতেন।

প্রেরিত ৫:৪২ *- আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্মধামে ও বাটীতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুর যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না।*

৩. প্রেরিত ৫:৪২ পড়ুন। প্রাচীন মণ্ডলী কোন চারটি বিষয় অবিরত করত?

প্রেরিত ২:৪২ *- আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিত।*

৪. প্রেরিত ২:৪৪-৪৫ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: প্রাচীন মণ্ডলী তাদের গাড়ি রাখার জায়গার জন্য অবিরত অর্থ দিত।

প্রেরিত ২:৪৪-৪৫ *- আর যাহারা বিশ্বাস করিল, তাহারা সকলে সকসঙ্গে সমস্তই সাধারণে রাখিত; (৪৫) আর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া, যাহার যেমন প্রয়োজন, তদনুসারে সকলকে অংশ করিয়া দিত।*

৫. ১ করিন্থীয় ১২:২৮ পড়ুন। আটটি ভিন্ন রকমের দানের তালিকা করুন যেগুলি ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীতে স্থাপন করেছিলেন।

১ করিন্থীয় ১২:২৮ *- আর ঈশ্বর মণ্ডলীতে প্রথমত প্রেরিতগণকে, দ্বিতীয়ত ভাববাদিগণকে, তৃতীয়ত উপদেশগণকে স্থাপন করিয়াছেন; তৎপরে নানাবিধ পরাক্রমকার্য, তৎপরে আরোগ্য-সাধক অনুগ্রহ-দান, উপকার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা দিয়াছেন।*

৬. ১ করিন্থীয় ১৪:২৬ পড়ুন। ঈশ্বরের লোকেরা যখন মণ্ডলী হিসাবে মিলিত হতো, তাদের দান প্রকাশ করার স্বাধীনতা তাদের ছিল। পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করুন যা ঘটত যখন তারা মিলিত হতো।

১ করিন্থীয় ১৪:২৬ *- ভ্রাতৃগণ, তবে দাঁড়াল কি? তোমরা যখন সমবেত হও, তখন কাহারও গীত থাকে, কাহারও উপদেশ থাকে, কাহারও প্রত্যাদেশ থাকে, কাহারও বিশেষ ভাষা থাকে, কাহারও অর্থব্যাখ্যা থাকে, সকলই গাঁথিয়া তুলিবার নিমিত্ত হোক।*

৭. প্রেরিত ৬:১ পড়ুন। প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলী প্রতিদিন . . . সঙ্গে তাদের আহার ভাগ করত।

প্রেরিত ৬:১ *- আর সেই সময়ে, যখন শিষ্যগণের সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতেছিল, তখন গ্রীক ভাষাবাদী ইহুদিরা ইব্রীয়দের বিপক্ষে বচসা করিতে লাগিল, কেননা দৈনিক পরিচর্যায় তাহাদের বিধবারা উপক্ষিত হইতেছিল।*

৮. যাকোব ১:২৭ পড়ুন। একমাত্র ধর্ম যা ঈশ্বর খেয়াল করেন তা হল সেই ধর্ম যেখানে . . . ।

যাকোব ১:২৭ *- ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীনদের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা, এবং সংসার হইতে আপনাকে নিষ্কলঙ্করূপে রক্ষা করাই পিতা ঈশ্বরের কাছে শুচি ও বিমল ধর্ম।*

৯. ১ তীমথিয় ৫:৯-১১ পড়ুন। যে বিধবাদের প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলী সাহায্য করত তাদের কী মানদণ্ড পূর্ণ করতে হতো?

১ তীমথিয় ৫:৯-১১ - বিধবা বলিয়া কেবল তাহাকেই গণনা করা হোক, যাহার বয়স

ষাট বৎসরের নীচে নয়, ও যাহার একমাত্র স্বামী ছিল (১০) এবং যাহার পক্ষে নানা সৎকর্মের প্রমাণ পাওয়া যায়, অর্থাৎ যদি যে সন্তানদের লালনপালন করিয়া থাকে, যদি অতিথিসেবা করিয়া থাকে, যদি পবিত্রদিগকে পা ধুইয়া থাকে, যদি ক্লিষ্টদিগের উপকার করিয়া থাকে, যদি সমস্ত সৎকর্মের অনুসরণ করিয়া থাকে। (১১) কিন্তু যুবতি বিধবাদিগকে অস্বীকার করো, কেননা খ্রীষ্টের বিরুদ্ধে বিলাসিনী হইলে তাহারা বিবাহ করিতে চায়।

১০. ১ করিন্থীয় ৯:১৪ পড়ুন। বিধবাদের, অনাথদের এবং দরিদ্রদের ছাড়াও মণ্ডলী . . . তাদের সাহায্য করত।

১ করিন্থীয় ৯:১৪ - *সেইরূপে প্রভু সসমাচার প্রচারকদের জন্য এই বিধান করিয়াছেন যে, তাহাদের উপজীবিকা সুসমাচার হইতে হইবে।*

১১. মথি ২৫:৩৫-৪০ পড়ুন। মানুষ কেন মনে করে যে দান তোলার থলিতে অর্থ দেওয়া হল ঈশ্বরকে দেওয়ার একমাত্র উপায়?

মথি ২৫:৩৫-৪০ - *কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে; (৩৬) বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে; পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে; কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে আসিয়াছিলে। (৩৭) তখন ধার্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? (৩৮) কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? (৩৯) কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিংবা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম? (৪০) তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের- এই ক্ষুদ্রতমদিগের - মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে।*

১২. প্রেরিত ৪:৩২-৩৫ এবং হিতোপদেশ ৩:৯-১০ পড়ুন। প্রাচীন মণ্ডলীর

বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং যাজকেরা অর্থ দিয়ে কী করতেন?

প্রেরিত ৪:৩২-৩৫ - আর যে বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহারা একচিত্ত ও একপ্রাণ ছিল; তাহাদের এক জনও আপন সম্পত্তির মধ্যে কিছুই নিজের বলিত না; কিন্তু তাহাদের সকল বিষয় সাধারণে থাকিত। (৩৩) আর প্রেরিতেরা মহাপরাক্রমে প্রভু যীশুর পুনরুত্থান বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেন এবং তাহাদের উপর মহা অনুগ্রহ ছিল। (৩৪) এমন কি, তাহাদের মধ্যে কেহই দীনহীন ছিল না; কারণ যাহারা ভূমির অথবা বাটীর অধিকারী ছিল, তাহারা তাহা বিক্রয় করিয়া, বিক্রীত সম্পত্তির মূল্য আনিয়া প্রেরিতদের চরণে রাখিত; (৩৫) পরে যাহার যেমন প্রয়োজন, তাহাকে তেমনই দেওয়া হইত।

হিতোপদেশ ৩:৯-১০ - তুমি সদাপ্রভুর সম্মান কর আপনার ধনে, আর তোমার সমস্ত দ্রব্যের অগ্রিমাংশে; (১০) তাহাতে তোমার গোলাঘর সকল বহু শস্যে পূর্ণ হইবে, তোমার কুণ্ডে নতুন দ্রাক্ষারস উথলিয়া পড়িবে।

উত্তরের নমুনা

১. ইব্রীয় ১০:২৫ পড়ুন। আমরা কী পরিত্যাগ করব না?

বিশ্বাসী হিসাবে মিলিত হওয়া আমরা পরিত্যাগ করব না

২. প্রেরিত ৫:৪২ পড়ুন। প্রতিদিন ধর্মধামে এবং প্রতিটি বাড়িতে যীশু . . . দিতেন।

শিক্ষা এবং উপদেশ

৩. প্রেরিত ৫:৪২ পড়ুন। প্রাচনী মণ্ডলী কোন চারটি বিষয় অবিরত করত?

তারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গত (একসঙ্গে আহার এবং প্রভুর ভোজ গ্রহণ করত) ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকত।

৪. প্রেরিত ২:৪৪-৪৫ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: প্রাচীন মণ্ডলী তাদের গাড়ি রাখার জায়গার জন্য অবিরত অর্থ দিত।

মিথ্যা

৫. ১ করিন্থীয় ১২:২৮ পড়ুন। আটটি ভিন্ন রকমের দানের তালিকা করুন যেগুলি ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীতে স্থাপন করেছিলেন।

প্রেরিতগণকে, ভাববাদিগণকে, উপদেশকগণকে স্থাপন করিয়াছেন; নানাবিধ পরাক্রমকার্য, আরোগ্য-সাধক অনুগ্রহ-দান, উপকার, শাসনপদ, নানাবিধ ভাষা দিয়াছেন।

৬. ১ করিন্থীয় ১৪:২৬ পড়ুন। ঈশ্বরের লোকেরা যখন মণ্ডলী হিসাবে মিলিত হতো, তাদের দান প্রকাশ করার স্বাধীনতা তাদের ছিল। পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করুন যা ঘটত যখন তারা মিলিত হতো।

কাহারও গীত থাকত, কাহারও উপদেশ থাকত, কাহারও প্রত্যাদেশ থাকত, কাহারও বিশেষ ভাষা থাকত, কাহারও অর্থব্যাখ্যা থাকত

৭. প্রেরিত ৬:১ পড়ুন। প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলী প্রতিদিন . . . সঙ্গে তাদের আহার

ভাগ করত।

বিধবাদের

৮. যাকোব ১:২৭ পড়ুন। একমাত্র ধর্ম যা ঈশ্বর খেয়াল করেন তা হল সেই ধর্ম যেখানে . . . ।

ক্লেশাপন্ন পিতৃমাতৃহীনদের ও বিধবাদের তত্ত্বাবধান করা হয়

৯. ১ তীমথিয় ৫:৯-১১ পড়ুন। যে বিধবাদের প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলী সাহায্য করত তাদের কী মানদণ্ড পূর্ণ করতে হতো?

একজন বিধবা যাকে সাহায্য গ্রহণকারীর তালিকায় রাখা হতো তাকে অবশ্যই অন্তত ষাট বৎসর হতে হতো ও তার স্বামীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হতো। তার সৎকর্মের জন্য তাকে সম্মানীয় হতে হতো। সে কি তার সন্তানদের ভালোভাবে লালনপালন করেছে? সে কি অপরিচিতদের প্রতি দয়ালু ছিল? সে কী অন্য বিশ্বাসীদের প্রতি নম্রভাবে পরিচর্যা করেছে? যারা বিপদগ্রস্ত তাদের যাহায্য করেছে? সে কি সর্বদা সৎকর্ম করার জন্য প্রস্তুত ছিল? কম বয়সি বিধবাদের নাম যেন তালিকায় না থাকে।" (১ তীমথিয় ৫:৯-১১, নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)

১০. ১ করিন্থীয় ৯:১৪ পড়ুন। বিধবাদের, অনাথদের এবং দরিদ্রদের ছাড়াও মণ্ডলী . . . তাদের সাহায্য করত।

যারা সুসমাচার প্রচারক করত

১১. মথি ২৫:৩৫-৪০ পড়ুন। মানুষ কেন মনে করে যে দান তোলার থলিতে অর্থ দেওয়া হল ঈশ্বরকে দেওয়ার একমাত্র উপায়?

কারণ সেটিই তাদের শেখানো হয়েছে

১২. প্রেরিত ৪:৩২-৩৫ এবং হিতোপদেশ ৩:৯-১০ পড়ুন। প্রাচীন মণ্ডলীর বয়োজ্যেষ্ঠরা এবং যাজকেরা অর্থ দিয়ে কী করতেন?

যারা দীনহীন তাদের দিতেন, দান করে সদাপ্রভুর সম্মান করতেন

পাঠ ৫
উদ্ধার
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আজ আমরা ভূত-তত্ত্বের বিষয় কথা বলব। যীশু পৃথিবীতে তাঁর পরিচর্যা সময় ভূত তাড়িয়েছিলেন, অসুস্থকে সুস্থ করেছিলেন, মৃতকে জীবন দিয়েছিলেন এবং আরও আশ্চর্যকাজ করেছিলেন। তাঁর পরিচর্যা কাজের প্রায় এক-চতুর্থাংশ সময় তিনি মানুষের মধ্যে থেকে মন্দ আত্মা তাড়িয়ের ব্যায় করেছিলেন। প্রেরিত ১০:৩৮ পদে বাইবেল বলে, *"ফলত নাসরতীয় যীশুর কথা, কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়েছিলেন; তিনি হিতকার্য করিয়া বেড়াইতেন এবং দিয়াবল কর্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্তী ছিলেন।"* ১ যোহন ৩:৮ পদে আরও বলে, *"কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করেন।"* ভূত-তত্ত্বের বিষয় আমার ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি ছিল- যে ভূত, মন্দ আত্মা, অশুচি আত্মা, শয়তান, আপনি যে নামেই তাদের ডাকেন - কেবল ভারতবর্ষে কিংবা তৃতীয় বিশ্বে যেখানে মানুষ সত্য এবং জীবন্ত ঈশ্বরের আরাধনা করে না কিন্তু প্রতিমা পূজা করে। আমি ভুল ছিলাম।

কয়েক বছর পূর্বে টেক্সাস-এর ডালাসে এক মণ্ডলীতে আমার এক অভিজ্ঞতার কথা আমি বলতে চাই। সকলে যখন গান করছিলেন তখন একটি মেয়ে মাটিতে পড়ে গেল। মনে হয়েছিল সে মৃগীতে আক্রান্ত। সেই সময় সেখানে একজন ডাক্তার ছিলেন যার নাম ডাঃ রাইস। মণ্ডলীর কিছু মানুষের বাড়ি কাছেই ছিল, আর তিনি বললেন সেই মেয়েটিকে সেখানে নিয়ে যেতে। সে যখন তাদের বাড়িতে গেল, এই মেয়েটি এক বন্য বিড়ালের মতন হয়ে গেল! তার চোখ বড় হয়ে গেল এবং ছোট মেয়েটি, যার একশো পাউন্ডের থেকে কম ওজন, সে একজন পুরুষের ভারী স্বরে কথা বলতে লাগল। হঠাৎ, সে আমাকে মৌখিক আক্রমণ করতে আরম্ভ করল, এই বলে, "তুমি নরকে যাবে!" আমি বললাম, "না, আমি নরকে যাব না।" আমি যেহেতু এই রকম কিছু আগে দেখিনি সেই জন্য ভয় পেলাম। সে বলল, "হ্যাঁ, তুমি নরকে যাবে," আমি বললাম, "না, আমি নরকে যাব না।"

মনে হল আমার উপর তার শক্তি অথবা ক্ষমতা আছে এবং আমি জানতাম না কী করব কিংবা যে মেয়েটির মধ্যে আছে তার বিষয় কেমন ব্যবস্থা নেব।

আমার একজন ভালো বন্ধু এতো ভয় পেল যে সে তখনই সেখান থেকে চলে গেল। অতএব, আমি সেখানে ছিলাম। আমি চিন্তা করলাম, আমি এখন কী করব? মেয়েটির অতিপ্রাকৃত শক্তির অধিকারী এবং সে জার্মান ভাষার মতন কিছু বলতে লাগল যা সে কখনও শেখেনি - শয়তানের সকল প্রকার হিংস্র প্রকাশ তার ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছিল। সে ছিল ভূতগ্রস্থ এবং যদিও আমি জানতাম না কী করব, আমি সর্বদা বিশ্বাস করতাম বাইবেলের ক্ষমতা আছে। এটি যেন আপনি একটি ছোট বালক এবং সেই ভয়ের ড্রাকুলার সিনেমা দেখছেন। সেই রক্ত পিপাসু পিচাশ একজন ব্যক্তির দিকে যাচ্ছে এবং হঠাৎ সেই ব্যক্তি একটি ক্রুশ বের করল আর রক্ত-পিপাসু পিচাশ ‘‘আ-আ-আ-আ-আ’’ বলে পালাল। আমি বাইবেল সম্বন্ধে সেই রকম চিন্তা করলাম। আমি জানতাম এর ক্ষমতা আছে, কিন্তুদ আমি জানতাম না কেমন করে সেই ক্ষমতা বের করে আনব। ঈশ্বরের অনুগ্রহ আমাকে সাহায্য করল, কেননা কখনওর আমার এইরকম অনুভূতি হয়নি। আমি বাইবেলে নূতন নিয়ম খুললাম এবং এমন হল যে আমি ফিলিপীয় বইটি পেলাম। আমি ২ অধ্যায় ৮-১১ পদ পড়া শুরু করলাম: ‘‘এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকী, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতালনিবাসীদের ‘সমুদয় জানু পাতিত হয় এবং সমুদয় জিহ্বা যেন স্বীকার করে’ যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু, এইরূপে পিতা ঈশ্বর যেন মহিমান্বিত হন।’’

ভূতটি বলল, ‘‘এই কথা বোলো না! আমি এর কথাগুলি সহ্য করতে পারছি না! এই কথা বোলো না!’’ আমি চিন্তা করলাম, কেমন প্রতিক্রিয়া! অতএব আমি বললাম, ‘‘বেশ, যীশুর নামে, প্রত্যেক জানু পাতিত হবে- স্বর্গের সব কিছু, পৃথিবীর সব কিছু এবং পৃথিবীর নীচে সব কিছু।’’ সে চেঁচিয়ে বলল, ‘‘এই কথা বোলো না! আমি এর কথাগুলি সহ্য করতে পারছি না! এই কথা বোলো না, এই কথা বোলো না!’’ আমি চিন্তা করলাম, এই মেয়েটির মধ্যে মন্দ আত্মাটি উন্মত্ত হয়ে যাচ্ছে এবং আমি কেবল ঈশ্বরের বাক্য পড়ছি! অতএব আমি আবার পড়লাম, ‘‘এবং আকার প্রকারে মনুষ্যবৎ প্রত্যক্ষ হইয়া আপনাকে

অবনত করিলেন; মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকী, ক্রুশীয় মৃত্যু পর্যন্ত আজ্ঞাবহ হইলেন। এই কারণ ঈশ্বর তাঁহাকে অতিশয় উচ্চপদান্বিতও করিলেন এবং তাঁহাকে সেই নাম দান করিলেন, যাহা সমুদয় নাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; যেন যীশুর নামে স্বর্গ মর্ত্য পাতালনিবাসীদের 'সমুদয় জানু পাতিত হয়।" আবার, সেই একই প্রতিক্রিয়া হল; "এই কথা বোলো না! আমি এগুলি সহ্য করতে পারছি না!" তারপর মন্দ আত্মা মেয়েটির কান ধরল এবং সে বলল, "এই কথা বোলো না! আমি এর কথাগুলি সহ্য করতে পারছি না! এই কথা বোলো না!" মন্দ আত্মা মেয়েটিকে আমার সামনে ছুড়ে ফেলে দিল এবং সে যীশুর নামে প্রণাম করতে লাগল। আর আমি বললাম, "যীশুর নামে প্রত্যেক জানু পাতিত হবে, স্বর্গে হোক কিংবা পৃথিবীতে হোক কিংবা পৃথিবীর নীচে হোক।" "কয়েক মুহূর্ত পূর্বে, আমার উপর সেই মন্দ আত্মার শক্তি ও ক্ষমতা ছিল। আমি মনে করেছিলাম সে আমাকে চাবুক মারবে, আমাকে মারবে, সেখান থেকে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে- আমি জানতাম না! আমি কেবল জানতাম যে বাইবেলের ক্ষমতা আছে এবং আমি সেটি খুলে পড়া শুরু করলাম। বাইবেল ইফিষীয় ৬:১২ পদে বলে, "আত্মার খড়্গ, অর্থাৎ ঈশ্বরের বাক্য গ্রহণ করো।" আপনি দেখুন, সেখানে তরোয়ালের মতন একটি আক্রমণাত্মক অস্ত্র আছে যেটি শত্রুকে কাটবে এবং আঘাত করবে। এটি হল আত্মার খড়্গ, ঈশ্বরের বাক্য। আপনার কি স্মরণে আছে যখন যীশু পরীক্ষিত হয়েছিলেন? শয়তান তাঁর কাছে এসে বলেছিল, "আমি তোমাকে জগতের সমস্ত রাজ্য দেব যদি তুমি ভূমিষ্ঠ হয়ে আমাকে প্রণাম করো।" যীশু বললেন, "দূর হও, শয়তান; কেননা লেখা আছে, তোমার ঈশ্বর প্রভুকেই প্রণাম করিবে, কেবল তাঁহারই আরাধনা করিবে।" (মথি ৪:১০)। শয়তান তাঁকে পরীক্ষা করেছিল, আবার পরীক্ষা করেছিল এবং যীশু বলেছিলেন "কেননা লেখা আছে, শয়তান . . . কেননা লেখা আছে," এবং তারপর ঈশ্বরের বাক্য উদ্ধৃতি করেছিলেন। তিনি আত্মার খড়্গ ব্যবহার করেছিলেন আর বাইবেল বলে শয়তান তাঁকে ছাড়িয়া গেল।

আমাদের কাছে আত্মার খড়্গ হল একমাত্র অস্ত্র যা শত্রুকে পরাজিত করার জন্য আছে। আপনি কি জানেন আমি এর থেকে কী শিক্ষা পেয়েছি? আমি এটি শিখেছি: প্রতিবার আমি যখন বাক্য অধ্যায়ন করতে চাই, আমি চিন্তা করি যে আমি কত ক্ষুধার্ত এবং কিছু খাওয়ার জন্য আমাকে যেতে হবে কিংবা সেই দিন আমি যা কিছু করিনি সেই বিষয় চিন্তা করি। আমি জানি যারা শিষ্যত্বের ক্লাসে আছে তাদের নানা প্রকার অজুহাত থাকবে। অবশেষে আমি আবিষ্কার করলাম কেন। বাইবেলে কিছু বিষয় আছে যা ঈশ্বর চান আমরা জানি এবং

শয়তান চায় না যে আমরা জানি। অতএব প্রতিবার আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য অধ্যায়ন করতে আসবেন, অথবা শিষ্যত্বের ক্লাস করতে আসবেন, ঈশ্বরের বাক্য এমন কিছু আছে যা শয়তান চায় না আপনি জানুন- সে চায় না আপনি সেই ঈশ্বরকে জানুন যিনি এই বাক্যের পিছনে আছেন।

এক অন্ধকারের রাজ্য আছে এবং ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রের এক রাজ্য আছে। কলসীয় ১:১৩ পদে বলে, ‘‘তিনিই আমাকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন।’’ আপনি কোন রাজ্যে আছেন? রাজ্য হল যেখানে একজন শাসন এবং রাজত্ব করে। যীশু খ্রীষ্ট হলেন রাজা। কখনও কি আপনি তাঁর কাছে আপনার জীবন দিয়েছেন? আপনি কি আজ তাঁকে অনুসরণ করছেন অথবা আপনি কি অন্য সকল বিষয় আপনার জীবনে গুরুত্ব দিচ্ছেন? লূক ৬:৪৬ পদে যীশু বলেছেন, ‘‘আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা কর না?’’ তিনি আপনার জীবনে সর্বশ্রেষ্ঠ হতে চান, এক নম্বর হতে চান। অন্ধকারের রাজ্য আছে যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ হওয়া রোধ করার চেষ্টা করছে, আপনার জীবনে রাজত্ব করার স্থানে। এর কারণ হল এই শত্রু সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে উঠে আসতে চায়। আপনার সমগ্র হৃদয় দিয়ে আজ যীশুর প্রতি ফিরুন এবং উপলব্ধি করুন যে এক শত্রু আছে। তার নাম হল শয়তান এবং তার পৈশাচিক ক্ষমতা আছে, কিন্তু বাইবেল বলে তার উপর আমাদের কর্তৃত্ব আছে।

মথি ১০:৮ পদে যীশু বলেছেন, ‘‘পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠীদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও।’’ রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করুন এবং আপনি যখন যাবেন তখন শত্রুর উপর আপনার কর্তৃত্ব থাকবে। ঈশ্বর আপনার জীবনে যা রেখেছেন সেই বিষয় শয়তানকে আর কিছু বলতে দেবেন না। যীশুকে প্রভু এবং আপনার জীবনে এক নম্বর করুন। আপনি কখনও অনুশোচনা করবেন না।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ইফিষীয় ৬:১২ পড়ুন। এই পদটি কেমন করে শয়তানের রাজত্বের সাথে আমাদের আত্মিক দ্বন্দ্ব বর্ণনা করেছে?

ইফিষীয় ৬:১২ - *কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।*

২. মার্ক ১৬:১৭ পড়ুন। বিশ্বাসীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই পদটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

মার্ক ১৬:১৭ - *আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলিবে।*

৩. যাকোব ৪:৭ পড়ুন। যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে থেকে মুক্তি পেতে চায় তাকে কী করতে হবে?

যাকোব ৪:৭ - *তোমরা ঈশ্বরের বশীভূত হও; কিন্তু দিয়াবলের প্রতিরোধ করো, তাহাতে সে তোমাদের হইতে পলায়ন করিবে।*

৪. যাকোব ১:১৪ পড়ুন। মন্দ কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ে শয়তান কেমন করে আমাদের প্রতারিত করে?

যাকোব ১:১৪ - *কিন্তু প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কামনা দ্বারা আকর্ষিত ও প্ররোচিত হইয়া পরীক্ষিত হয়।*

৫. রোমীয় ৬:১৩ পড়ুন। একজন ব্যক্তি যদি যীশুর বিষয় দিয়ে নিজের জীবন ভরিয়ে দেয়, শয়তান অস্বস্তি বোধ করবে এবং নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। এই পদটি আমাদের কী করতে বলছে?

***রোমীয় ৬:১৩** - আর আপন আপন অঙ্গপ্রতঙ্গ অধার্মিকতার অস্ত্ররূপে পাপের কাছে সমর্পণ করিও না, কিন্তু আপনাদিগকে মৃতদের মধ্য হইতে জীবিত জানিয়া ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করো এবং আপন আপন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধার্মিকতার অস্ত্ররূপে ঈশ্বরের কাছে সমর্পণ করো।*

৬. রোমীয় ১৩:১৪ পড়ুন। শয়তান মাংসিক কাজের উপর বাঁচে, অতএব ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং পবিত্রতার পথে চলে তাকে অনাহারে রাখুন। আমরা যেন মাংসের কোনও . . . না করি।

***রোমীয় ১৩:১৪** - কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে পরিধান করো, অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য নিজ মাংসের নিমিত্ত চিন্তা করিও না।*

৭. লূক ১০:১৭-১৯ পড়ুন। যীশু কখনও বলেননি শয়তানকে তাড়ানোর জন্য তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। তিনি আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। এই পদটি আমাদের বলে . . . উপর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রাখতে।

লূক ১০: ১৭-১৯ - পরে সেই সত্তর জন আনন্দে ফিরিয়া আসিয়া কহিল, প্রভু, আপনার নামে ভূতগণও আমাদের বশীভূত হয়। (১৮) তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, আমি শয়তানকে বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গ হইতে পতিত দেখিতেছিলাম। (১৯) দেখ, আমি তোমাদিগকে সর্প ও বৃশ্চিক পদতলে দলিত করিবার এবং শত্রুর সমস্ত শক্তির উপরে কর্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা দিয়াছি, কিছুতেই কোন মতে তোমাদের হানি করিবে না।

উত্তরের নমুনা

১. ইফিষীয় ৬:১২ পড়ুন। এই পদটি কেমন করে শয়তানের রাজত্বের সাথে আমাদের আত্মিক দ্বন্দ্ব বর্ণনা করেছে?

এটি মল্লযুদ্ধরূপে বর্ণনা করা হয়েছে

২. মার্ক ১৬:১৭ পড়ুন। বিশ্বাসীর কর্তৃত্ব সম্বন্ধে এই পদটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

ভূত ছাড়াইবার জন্য আমাদের যীশুর নামের কর্তৃত্ব আছে

৩. যাকোব ৪:৭ পড়ুন। যে ব্যক্তি শয়তানের কাছে থেকে মুক্তি পেতে চায় তাকে কী করতে হবে?

ঈশ্বরের বশীভূত হতে হবে এবং দিয়াবলকে প্রতিরোধ করতে হবে

৪. যাকোব ১:১৪ পড়ুন। মন্দ কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ে শয়তান কেমন করে আমাদের প্রতারিত করে?

সে আমাদের নিজেদের কামনার নিয়ে কাজ করে (মন্দ কিছুর প্রতি আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়ে)

৫. রোমীয় ৬:১৩ পড়ুন। একজন ব্যক্তি যদি যীশুর বিষয় দিয়ে নিজের জীবন ভরিয়ে দেয়, শয়তান অস্বস্তি বোধ করবে এবং নিজেই সেখান থেকে পালিয়ে যাবে। এই পদটি আমাদের কী করতে বলছে?

পাপের কাছে সমর্পিত হবেন না কিন্তু ঈশ্বরের কাছে সমর্পিত হোন। আপনার শরীরের অঙ্গপ্রতঙ্গ সঠিক কাজের জন্য সমর্পণ করুন।

৬. রোমীয় ১৩:১৪ পড়ুন। শয়তান মাংসিক কাজের উপর বাঁচে, অতএব ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং পবিত্রতার পথে চলে তাকে অনাহারে রাখুন। আমরা যেন মাংসের কোনও . . . না করি।

অভিলাষ

৭. লূক ১০:১৭-১৯ পড়ুন। যীশু কখনও বলেননি শয়তানকে তাড়ানোর জন্য তাঁর কাছে আমাদের প্রার্থনা করতে হবে। তিনি আমাদের ক্ষমতা দিয়েছেন। এই পদটি আমাদের বলে . . . উপর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব রাখতে।

শত্রুর সমস্ত শক্তি

পাঠ ৬
বিশ্বাসীর ক্ষমতা
অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

বিশ্বাসী হিসাবে ঈশ্বর আমাদের কর্তৃত্ব দিয়েছেন। এই বিষয় বলার জন্য, আমরা কেবল আমাদের কী কর্তৃত্ব আছে তা নয় কিন্তু শয়তানের কী কর্তৃত্ব আছে সেই বিষয় ব্যবস্থা নেব। অনুপাত অনুসারে তাকে বৃদ্ধি হতে দেওয়া হয়েছে। খ্রীষ্টিয়ানদের বোঝানো হয়েছে যে আমরা এমন একজনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছি যার ক্ষমতা আমাদের থেকে বেশি এবং আমরা তার সঙ্গে পেরে উঠব না। ধর্মশাস্ত্র আমাদের সেই কথা শেখায় না। ইফিষীয় ৬:১২ পদ বলে, ‘‘কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগতপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।’’ অতএব শয়তান একটি কারণ; তার অস্তিত্ব আছে। আমরা যার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছি তার আধিপত্য এবং কর্তৃত্ব আছে, কিন্তু এর ঠিক আগের পদটি বলছে আমরা যেন দিয়াবলের নানাবিধ চাতুরীর সম্মুখে দাঁড়াই। আমাদের বিরুদ্ধে শয়তানের একমাত্র শক্তি হল প্রতারণা। আমাদের উপর বিজয়ী হওয়ার কোনও ক্ষমতা তার নেই। আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়ে আমরা দেখি যখন আদম এবং হবার বিরুদ্ধে প্রথম প্রলোভন এলো, শয়তান উচ্চতর শক্তি নিয়ে আসেনি। যেমন, এক বিশাল প্রাণী অথবা হাতির পা আদমের মাথার উপর রাখার পরিবর্তে, তাদের ভয় দেখানো, এবং বলা, ‘‘আমার পরিচর্যা করো তা না হলে,’’ সে এক সাপের মধ্যে এলো, সব থেকে চতুর জীব যা ঈশ্বর সৃষ্ট করেছিলেন। ‘‘চতুর’’ শব্দটির অর্থ, ‘‘সেয়ানা, প্রতারক কিংবা ধূর্ত।’’ শয়তান সাপের মধ্য দিয়ে এসেছিল কেননা তার সত্যিই আদম এবং হবাকে দিয়ে কিছু করাবার ক্ষমতা ছিল না। সে কেবল প্রতারণা করতে পারত। সে ঈশ্বরের প্রকৃতি ও চরিত্রের বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং তাঁর সমালোচনা করেছিল, বলেছিল, ‘‘ঈশ্বর তোমাদের সত্যি ভালোবাসেন না - তিনি তোমাদের কাছে থেকে কিছু বিষয় ধরে রেখেছেন।’’ সে আদম এবং হবাকে ঈশ্বরের বিরুদ্ধে পাপ করতে প্রলোভিত করার জন্য প্রতারণা করেছিল। তাদের সর্ব প্রকার কর্তৃত্ব ছিল এবং শয়তানকে এইভাবে কাজ করতে হয়েছিল কারণ ঈশ্বরের বিরুদ্ধে কিছু করার ক্ষমতা তার ছিল না।

এত কিছু আছে যার মধ্যে যাওয়ার আমার সময় নেই, কিন্তু একটি বিশেষ বিষয় আছে যেটি বিশ্বাসীদের কর্তৃত্ব সম্বন্ধে যা আমি বলতে চাই, যেন আপনি বুঝতে পারেন যে আপনার উপর শয়তানের শক্তি এবং কর্তৃত্ব শূন্য। সে একজন পরাজিত শত্রু। আপনার বিরুদ্ধে আসার তার একমাত্র শক্তি হল মিথ্যা এবং প্রতারণা। আপনার জীবন যদি ধ্বংস হয়, আপনি বলতে পারেন, ‘‘শয়তানই সেই জন যে আমার দিকে গুলি চালাচ্ছে,’’ কিন্তু আপনি তো সেই ব্যক্তি যে তাকে গুলি সরবরাহ করছেন। আপনি যদি শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ না করেন, আপনার বিরুদ্ধে তার কোনও পথ কিংবা ক্ষমতা থাকবে না। ২ করিন্থীয় ১০:৩-৫ পদ বলে, ‘‘আমরা মাংসে চলিতেছি বটে, কিন্তু মাংসের বশে যুদ্ধযাত্রা করিতেছি না; কারণ আমাদের যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র মাংসিক নহে, কিন্তু দুর্গসমূহ ভাঙ্গিয়া ফেলিবার জন্য ঈশ্বরের সাক্ষাতে পরাক্রমী। আমরা বিতর্ক সকল এবং ঈশ্বর-জ্ঞানের বিরুদ্ধে উত্থাপিত সমস্ত উচ্চ বস্তু ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছি, এবং সমুদয় চিন্তাকে বন্দি করিয়া খ্রীষ্টের আজ্ঞাবহ করিতেছি।’’ এই ধর্মশাস্ত্রগুলি যুদ্ধের অস্ত্র সম্বন্ধে বলছে এবং প্রত্যেক অস্ত্র আপনার মনকে বোঝায়, যা আপনার চিন্তাগুলির ব্যবস্থা নেয়। আপনার বিরুদ্ধে শয়তানের প্রতারণা করা ছাড়া কোনো ক্ষমতা নেই।

আমি কিছু বিষয় সংক্ষেপ করতে চাই। আদিতে ঈশ্বরের, অবশ্যই, সমস্ত ক্ষমতা ছিল। সকল শক্তি এবং কর্তৃত্ব ঈশ্বরের কাছ থেকে প্রবাহিত হয় কারণ তিনিই একমাত্র যাঁর নিজের মধ্যে শক্তি আছে। অন্য সব কিছু তাঁর কাছ থেকে প্রেরিত। তিনি যখন স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তাঁর সমস্ত শক্তি এবং কর্তৃত্ব ছিল। তারপর আদিপুস্তক ১:২৬ পদে, তিনি যখন স্বর্গ এবং পৃথিবী সৃষ্টি করলেন, তিনি বলেছিলেন, ‘‘তাহারা . . . পৃথিবীর উপরে কর্তৃত্ব করুক।’’ সেটিকে গীতসংহিতা ১১৫:১৬ পদের সঙ্গে যুক্ত করুন, যেখানে বলছে, ‘‘স্বর্গ সদাপ্রভুরই স্বর্গ, কিন্তু তিনি পৃথিবী মনুষ্য-সন্তানদিগকে দিয়াছেন।’’ ঈশ্বর স্রষ্টার অধিকারে সব কিছুর মালিকানা ছিলেন, কিন্তু তিনি শারীরিক মানুষের কাছে পৃথিবীর রাজত্ব, অথবা কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। শয়তানের কখনও পৃথিবীর উপর শাসন করার অধিকার এবং ক্ষমতা ছিল না। সে মানুষকে প্রতারিত করে এটি নিয়ে নিয়েছে। ঈশ্বর সেটি মনুষ্যজাতিকে দিয়েছিলেন এবং যখন মানুষ পতিত হল, সে ঈশ্বর দত্ত কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা শয়তানকে দিয়ে দিল। মানুষের উপর অত্যাচার করার এবং এই পৃথিবী শাসন করার ক্ষমতা ঈশ্বর কখনও শয়তানকে দেননি।

ধর্মশাস্ত্র বলে যে শয়তান এই জগতের প্রভু, কারণ এই নয় যে সে প্রভু কারণ ঈশ্বর তাকে প্রভু করেছেন। ঈশ্বর কখনও মনুষ্যজাতির উপর শয়তানকে স্থাপন করেননি। তিনি মনুষ্যজাতিকে এই পৃথিবীর উপর রাজত্ব এবং কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। মানুষ তার ঈশ্বরদত্ত কর্তৃত্ব শয়তানকে দিয়ে দেওয়ার একমাত্র কারণে সে মানুষের উপর নিপীড়ন এবং আধিপত্য কায়েম করতে পেরেছে। এটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে এক বাস্তব সমস্যা উত্থাপন করেছিল, কেননা তিনি হলেন আত্মা এবং তিনি শারীরিক মানুষকে পৃথিবীর উপর কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন। মানুষ যাদের মাংসিক শরীর আছে কেবল তাদেরই পৃথিবীকে শাসন করার এবং প্রভাব বিস্তার করার ক্ষমতা আছে। শয়তানকে আমাদের কাছে আসতে হবে এবং তার কাছে আমাদের কর্তৃত্ব সমর্পণ করাতে হবে। সেই কারণে সে একটি শরীরের ভিতরে বাস করতে চায়। ধর্মশাস্ত্রে, ভূতকে একটি শরীর অধিকার করতে হয় কেননা শয়তান কিছুই করতে পারে না যদি সে কোন মাংসিক শরীর ব্যবহার করে তার মাধ্যমে কাজ করতে না পারে। কারণ ঈশ্বর হলেন আত্মা এবং তিনি শারীরিক মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, এখন একপ্রকার, তাঁর হাত বাঁধা আছে। এই নয় যে ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব নেই কিন্তু তাঁর সততার কারণে। তিনি শারীরিক মানুষকে কর্তৃত্ব দিয়েছেন, এবং তাঁর নিজের বাক্যের প্রতি সততা রাখতে, তিনি তা নিয়ে নিতে পারেন না এবং বলেন না, ‘‘এইভাবে আমি চাইনি; সময় হয়ে গেছে, থামো, আমরা আবার শুরু করব।’’ না, ঈশ্বর নিজেকে তাঁর নিজের বাক্যে আবদ্ধ করেছেন। ইতিহাস জুড়ে তিনি কাউকে খুঁজেছেন যার মধ্যে দিয়ে তিনি কাজ করতে পারেন, কিন্তু সমস্যা হল যে, সকল মানুষ দূষিত এবং নিজেদের শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছে। তাহলে তাঁর কী করার ছিল?

অবশেষে যা করলেন তা হল তিনি নিজে পৃথিবীতে এলেন এবং মানুষ হলেন। এটি অসাধারণ যখন আপনি বুঝতে পারবেন, কারণ শয়তান এখন মহা বিপদের সম্মুখীন হল। সে মনুষ্যজাতির ক্ষমতাকে ব্যবহার করছিল এবং ঈশ্বর এই সমস্যাগুলি সমাধান করার জন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ করতে পারছিলেন না, কারণ মানুষ ইচ্ছাকৃতভাবে, আইননুযায়ী তার ঈশ্বরদত্ত কর্তৃত্বকে শয়তানের কাছে সমর্পণ করেছিল। শয়তান যা করেছিল তা অন্যায় ছিল, কিন্তু মানুষ তাদের যে কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা ছিল সেটি শয়তানকে দিয়েছিল। কিন্তু এখন, ঈশ্বর এসে পড়েছেন, এবং তিনি আর আত্মায় নন কিন্তু মাংসিক শরীরে এসেছেন। এটি শয়তানকে এক খারাপ পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছিল, কারণ ঈশ্বরের কেবল স্বর্গে কর্তৃত্ব ছিল না, কিন্তু মানুষ হওয়ার দরুন পৃথিবীতে তাঁর কর্তৃত্ব ছিল। যোহন ৫:২৬-২৭

পদে যীশু বলেছিলেন, ‘‘কেননা পিতার যেমন আপনাতে জীবন আছে, তেমনি তিনি পুত্রকেও আপনাতে জীবন রাখিতে দিয়াছেন। আর তিনি তাঁহাকে বিচার করিবার অধিকার দিয়াছেন, কেননা তিনি মনুষ্যপুত্র।’’ তিনি তাঁর মাংসিক শরীরের বিষয় উল্লেখ করছিলেন।

যীশু এসেছিলেন এবং তাঁর ঈশ্বরদত্ত কর্তৃত্ব ব্যবহার করেছিলেন। শয়তান তাঁকে প্রলোভিত করেছিল এবং যীশু কখনওই তার কাছে সমর্পিত হননি। তাঁর সঙ্গে সকল যুদ্ধে শয়তান পরাজিত হয়েছিল। তারপর যীশু আমাদের পাপ তুলে নিয়েছিলেন, তার জন্য মরেছিলেন, নরকে গিয়েছিলেন, পুনরুত্থিত হয়েছিলেন এবং মথি ২৮:১৮ পদে বলেছেন, ‘‘স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে।’’ ঈশ্বর যে কর্তৃত্ব মনুষ্যজাতিকে দিয়েছিলেন তা তিনি ফিরিয়ে নিয়েছেন, যা মানুষ অপব্যবহার করেছিল, এবং শারীরিকভাবে ঈশ্বর, যীশুর এখন স্বর্গের ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব আছে। পরের পদে তিনি বলেছেন, ‘‘এখন যাও এবং তোমরা এই সকল কাজ করো।’’ কার্যত তিনি বলছেন, এখন আমার স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব এক অনন্য পার্থক্য এনে বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের তা ফেরত দিয়েছেন। এটি যীশু এবং আমাদের মধ্যে এক যুগ্ম কর্তৃত্ব। এটি কেবলমাত্র আমাদের দেওয়া হয়নি যেমন আদম ও হবাকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁরা সেই কর্তৃত্ব দিয়ে দিতে পারতেন, তাঁদের উপর অত্যাচার করার অনুমতি দিতে পারতেন, এবং মূলত হতাশ হতেন, কিন্তু আজ আমাদের কর্তৃত্ব প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সাথে ভাগ করা যায়। এটি যুগ্ম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মতন যেখানে চেক ভাঙ্গাবার জন্য দুইজনেরই সাক্ষর লাগবে। আমাদের কর্তৃত্ব প্রভু যীশুর সঙ্গে ভাগ করা হয়েছে এবং তাঁর কর্তৃত্ব মণ্ডলীর সঙ্গে ভাগ করা হয়েছে।

আমরা যদিও অকৃতকার্য হই, ঈশ্বর কখনও আবার এই কর্তৃত্ব শয়তানকে দেওয়ার জন্য সাক্ষর করবেন না। শয়তান সম্পূর্ণরূপে ক্ষমতাহীন। আপনার জীবনে সে কিছুই করতে পারবে না যদি না সে আপনাকে প্রতারিত করে এবং আপনি স্বেচ্ছায় তার কাছে সমর্পিত হন। আপনার জীবনে আপনি তাকে কর্তৃত্ব দিতে পারেন, আপনাকে তার জন্য কষ্টভোগ করতে হতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরদত্ত কর্তৃত্ব যা মানুষকে দেওয়া হয়েছিল তা কখনও আবার শয়তানের কাছে চলে যাবে না। এটি এখন আমাদের এবং প্রভু যীশুর মধ্যে ভাগ করা হয়েছে এবং তিনি নির্বিশেষে বিশ্বস্ত থাকবেন। আপনাকে জানতে হবে যে আপনিই সে যার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা আছে। শয়তান আপনার সঙ্গে চিন্তা দ্বারা যুদ্ধ করছে এবং আপনার শারীরিকভাবে অত্যাচার করা শয়তানের অন্যায় এবং খুঁজুন সুস্থতা সম্বন্ধে ধর্মশাস্ত্র কী বলছে। যোহন ৮:৩২ পদ বলে, ‘‘*আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য*

তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।" আপনিই সেই জন যার ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব আছে। ঈশ্বর এটি আপনাকে দিয়েছেন এবং একটি মাত্র বিষয় যা আপনাকে এটি অনুশীলন করা থেকে বিরত রাখছে তা হল আপনি এখনও সকল চিন্তাকে বন্দি করেননি। আপনি মনের নূতনীকরণের জন্য আত্মিক অস্ত্রগুলি ব্যবহার করেননি এবং আপনার কী আছে তা আপনি উপলব্ধি করেননি। এটি উৎসাহজনক জানা যে আপনিই সেই জন যার কর্তৃত্ব এবং ক্ষমতা আছে।

আমি প্রার্থনা করি যে আপনি এটি গ্রহণ করবেন, এটি ধ্যান করবেন এবং ঈশ্বর আপনার কাছে প্রকাশ করবেন যে আপনিই সেই জন যাকে দেখে শয়তান ভয়ে কাঁপে। আপনি শয়তানকে দেখে কাঁপবেন না, কেননা আপনিই সেই জন যাকে ঈশ্বর ক্ষমতা এবং কর্তৃত্ব দিয়েছেন। আপনি যদি শয়তানকে প্রতিরোধ করেন, সে আপনার কাছ থেকে পালিয়ে যাবে (যাকোব ৪:৭)।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. আদিপুস্তক ৩:১ পড়ুন। শয়তানের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার প্রকৃত ক্ষমতা হল আমাদের প্রতারণা করা। সর্প (শয়তান) হবাকে দিয়ে কী প্রশ্ন করাবার চেষ্টা করেছিল?

আদিপুস্তক ৩:১ - *সদাপ্রভু ঈশ্বরের নির্মিত ভূচর প্রাণীদের মধ্যে সর্প সর্বাপেক্ষা খল ছিল। সে ওই নারীকে বলিল, ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন, তোমরা এই উদ্যানের কোন বৃক্ষের ফল খাইও না?*

২. আদিপুস্তক ৩:১ পড়ুন। কেন শয়তান প্রতারণা করেছিল বলে আপনার মনে হয়?

৩. আদিপুস্তক ১:২৬, ২৮ পড়ুন। মানুষকে কে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন?

আদিপুস্তক ১:২৬ - *পরে সদাপ্রভু বলিলেন, আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি; আর তাহারা সমুদ্রের মৎসদের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে, পশুগণের উপরে, সমস্ত পৃথিবীর উপরে ও ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় সরীসৃপের উপরে কর্তৃত্ব করুক।*

আদিপুস্তক ১:২৮ - *পরে সদাপ্রভু তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন; ঈশ্বর বলিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত করো, আর সমুদ্রের মৎসগণের উপরে, আকাশের পক্ষীদের উপরে এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব করো।*

৪. গীতসংহিতা ৮:৪-৮ পড়ুন। ঈশ্বর কেমন করে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন?

গীতসংহিতা ৮:৪-৮ - *(বলি), মর্ত কি যে, তুমি তাহাকে স্মরণ কর? মনুষ্য-সন্তান বা কি যে, তাহার তত্ত্বাবধান করো? (৫) তুমি ঈশ্বর অপেক্ষা তাহাকে অল্পই ন্যূন করিয়াছ, গৌরব ও প্রতাপের মুকুটে বিভূষিত করিয়াছ। (৬) তোমার হস্তকৃত বস্তু সকলের উপরে তাহাকে কর্তৃত্ব দিয়াছ, তুমি সকলই তাহার পদতলস্থ করিয়াছ, (৭) মেষ ও গরু, আর বন্য*

পশুগণ, (৮) শূন্যের পক্ষীগণ এবং সাগরের মৎস, যাহা কিছু সমুদ্রপথগামী।

৫. ২ করিন্থীয় ৪:৪ পড়ুন। কী হয়েছিল বলে এই ধর্মশাস্ত্র ইঙ্গিত করে?

২ করিন্থীয় ৪:৪ *- তাদের মধ্যে এই যুগের দেব অবিশ্বাসীদের মন অন্ধ করিয়াছে, যেন ঈশ্বরের প্রতিমূর্তি যে খ্রীষ্ট, তাঁহার গৌরবের সুসমাচার-দীপ্তি তাহাদের প্রতি উদয় না হয়।*

৬. মথি ৪:৮-৯ পড়ুন। এই পদগুলি কি এই বিষয়টির উপর জোর দেয়?

মথি ৪:৮-৯ *-আবার দিয়াবল তাঁহাকে অতি উচ্চ এক পর্বতে লইয়া গেল এবং জগতের সমস্ত রাজ্য ও সেই সকলের প্রতাপ দেখাইল, (৯) আর তাঁহাকে বলিল, তুমি যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম করো, এই সমস্তই আমি তোমাকে দিব।*

৭. মথি ২৮:১৮ পড়ুন। যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পরে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব কার উপরে আছে?

মথি ২৮:১৮-১৯ *- তখন যীশু নিকটে আসিয়া তাঁহাদের সহিত কথা কহিলেন, বলিলেন, স্বর্গে ও পৃথিবীতে সমস্ত কর্তৃত্ব আমাকে দত্ত হইয়াছে। (১৯) অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত করো।*

৮. মথি ২৮:১৮-১৯ পড়ুন। এই পদ অনুসারে কার উপর কর্তৃত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে?

৯. ইফিষীয় ১:১৯ পড়ুন। কাদের প্রতি ঈশ্বরের পরাক্রমের অনুপম মহত্ব আছে?

ইফিষীয় ১:১৯ *- এবং বিশ্বাসকারী যে আমরা, আমাদের প্রতি তাঁহার পরাক্রমের অনুপম মহত্ব কি। ইহা তাঁহার শক্তির পরাক্রমের সেই কার্যসাধনের অনুযায়ী।*

উত্তরের নমুনা

১. আদিপুস্তক ৩:১ পড়ুন। শয়তানের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু তার প্রকৃত ক্ষমতা হল আমাদের প্রতারণা করা। সর্প (শয়তান) হবাকে দিয়ে কী প্রশ্ন করার চেষ্টা করেছিল?

ঈশ্বরের বাক্য (ঈশ্বর কি বাস্তবিক বলিয়াছেন?)

২. আদিপুস্তক ৩:১ পড়ুন। কেন শয়তান প্রতারণা করেছিল বলে আপনার মনে হয়?

সে তাদের উপর বল প্রয়োগ করে অবাধ্য করাবে না। তাদের কর্তৃত্ব দিয়ে দাওয়ার জন্য তাকে তাদেরকে প্রতারণা করতে হয়েছিল।

৩. আদিপুস্তক ১:২৬, ২৮ পড়ুন। মানুষকে কে কর্তৃত্ব দিয়েছিলেন?

ঈশ্বর

৪. গীতসংহিতা ৮:৪-৮ পড়ুন। ঈশ্বর কেমন করে মানুষ সৃষ্টি করেছিলেন?

তাঁর (ঈশ্বরের) হাতের কাজের উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার দিয়ে

৫. ২ করিন্থীয় ৪:৪ পড়ুন। কী হয়েছিল বলে এই ধর্মশাস্ত্র ইঙ্গিত করে?

শয়তান মানুষের কর্তৃত্ব নিয়ে নিয়েছিল এবং এই জগতের প্রভু হয়েছিল (এই রীতি অথবা যুগের)

৬. মথি ৪:৮-৯ পড়ুন। এই পদগুলি কি এই বিষয়টির উপর জোর দেয়?

হ্যাঁ

৭. মথি ২৮:১৮ পড়ুন। যীশুর মৃত্যু এবং পুনরুত্থানের পরে, স্বর্গ ও পৃথিবীর সমস্ত কর্তৃত্ব কার উপরে আছে?

যীশু

৮. মথি ২৮:১৮-১৯ পড়ুন। এই পদ অনুসারে কার উপর কর্তৃত্ব ন্যাস্ত করা হয়েছে?

বিশ্বাসীর

৯. ইফিষীয় ১:১৯ পড়ুন। কাদের প্রতি ঈশ্বরের পরাক্রমের অনুপম মহত্ত্ব আছে?
আমরা যারা বিশ্বাস করি

পাঠ ৭
প্রায়শ্চিত্তের মধ্যে সুস্থতা আছে
অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

যীশু ইতোমধ্যেই আমাদের জন্য সুস্থতা ক্রয় করেছেন। মার্ক ২ অধ্যায়ে এবং লূক ৫ অধ্যায়ে যীশু একটি বাড়ির মধ্যে শিক্ষা দিচ্ছিলেন এবং সেটিতে এতো মানুষ ছিল যে একজন পক্ষাঘাত ব্যক্তিকে ব্যক্তিকে তার বন্ধুরা ছাদ খুলে তার মধ্যে দিয়ে নীচে নামিয়ে দিয়েছিল এবং যীশু তাকে আশ্চর্যভাবে সুস্থ করেছিলেন। যীশু মানুষদের সুস্থ করার পরে, বাইবেলে মথি ৮:১৪-১৬ পদে বলে, ‘‘আর যীশু পিতরের গৃহে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার শাশুড়ি শয্যাগত, তাঁহার জ্বর হইয়াছে। পরে তিনি তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিলেন, আর জ্বর ছাড়িয়া গেল; তখন তিনি উঠিয়া যীশুর পরিচর্যা করিতে লাগিলেন। আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্থকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন।’’ তারপর ১৭ পদে এই ঘটনাগুলির কারণ বলা হয়েছে: ‘‘যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, তিনি আপনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন।’’ এই ক্ষেত্রে, যীশু অনেক মানুষকে সুস্থ করছিলেন এবং এটি নির্দিষ্টভাবে ফিরে গিয়ে যিশাইয় ৫৩:৩-৫ পদ উদ্ধৃতি করে: ‘‘তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য (এটি প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয় ভাববাণী), ব্যথ্যার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহাকে মান্য করি নাই। সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত। কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।’’

ধর্মশাস্ত্রের এগুলি খুব শক্তিশালী অংশ। কিছু মানুষ এগুলি গ্রহণ করে এবং বলে, ‘‘এক মিনিট অপেক্ষা করুন, এটি আত্মিক বোধের কথা বলছে।’’ আমি যে মণ্ডলীতে বড়

হয়েছি সেখানে শরীরের মাংসিক সুস্থতার কথা বলা হতো না। তারা এই রকম ধর্মশাস্ত্র নিয়ে তাকে আত্মিক-করণ করত-তারা বলত আমরা মানসিকভাবে আহত এবং আমরা আমাদের জীবন প্রভুর কাছে সমর্পণ করি, তিনি আমাদের সুস্থ করেন। কিন্তু আমরা যদি এই অংশগুলি প্রথমের অংশের সঙ্গে যুক্ত করি, তাহলে চিরকালের জন্য ধর্মশাস্ত্রের প্রয়োগ বন্ধ হয়ে যাবে। এটি সত্যি যে যীশু আপনাকে মানসিকভাবে এবং অন্যান্যভাবে সুস্থ করবেন, সেখানে বলা হয়েছে যে এই সুস্থ করণ যিশাইয় ভাববাদীর ভাববাণী অনুসারে পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে যেটি আমরা সবেমাত্র পড়েছি, ‘‘তাঁহার ক্ষত দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।’’ এটি বলে এগুলি হল সেই পূর্ণতা যে তিনি নিজে আমাদের দুর্বলতা গ্রহণ করলেন এবং আমাদের ব্যাধি সকল বহন করলেন। এটি শারীরিক সুস্থতা, আঘাত এবং ব্যথার কথা বলে। যীশু মানুষদের শারীরিকভাবে সুস্থ করেছিলেন যেন ধর্মশাস্ত্রের পূর্ণতা হয় যেখানে বলা হয়েছে যে তাঁর ক্ষত দ্বারা আমরা আরোগ্য লাভ করি।

বাইবেল ১ পিতর ২:২৪ পদে আরও বলে, ‘‘তিনি আমাদের পাপভার তুলিয়া লইয়া আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ।’’ এটি অতীতকালে আছে। যীশু এসেছিলেন এবং তিনি যে কাজ করতে এসেছিলেন তার একটি অংশ হল আমাদের শারীরিক আরোগ্যতার জন্য। আমি তথ্যকে কমিয়ে বলছি না যে তিনি আমাদের পাপ ক্ষমা করার জন্যও এসেছিলেন। সেটি গুরুত্বপূর্ণ এবং পাপের ক্ষমা হল দ্বারদেশের মতন, সব কিছুর দ্বার, কিন্তু তিনি কেবল আমাদের পাপের ক্ষমা দিতে আসেননি। তিনি আমাদের শরীরের আরোগ্যতার জন্যও এসেছিলেন। গ্রীক ভাষায়, নূতন নিয়মে যে শব্দটি ‘‘পরিত্রাণ’’ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হল সোজো, সকল শব্দ যেগুলি এটি অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলি বিভিন্ন বিষয়ে প্রযোজ্য। কিন্তু আপনি যদি দেখেন, এটি ‘‘সুস্থতা’’ হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। যাকোব ৫:১৪-১৫ পদ বলে, ‘‘তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনাদ সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে।’’ ‘‘সুস্থ’’ শব্দটির জন্য একটি গ্রীক শব্দ আছে যা হল সোজো, এবং এটি পীড়িতকে তার শারীরিক সুস্থতার কথা বলা হয়েছে। এই একই শব্দ যেটি পাপের ক্ষমা হিসাবে একশো বারের বেশি নূতন নিয়মে অনুবাদিত হয়েছে সেটি সুস্থতা হিসাবেও অনুবাদিত হয়েছে।

মথি ১০ অধ্যায়ে যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের পাঠিয়েছিলেন, তিনি তাদের আদেশ দিয়েছিলেন পীড়িতদের সুস্থ করো, কুষ্ঠিদের শুচি করো, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও এবং সুসমাচার প্রচার করিও। একই নিশ্বাসে তিনি তাদের সুসমাচার প্রচার করতে বলেছিলেন, তিনি তাদের পীড়িতদের সুস্থ করতে, কুষ্ঠিদের শুচি করতে এবং ভূতদের ছাড়াতে বলেছিলেন। যীশু যেমন আপনার পাপের ক্ষমা সাধন করার জন্য এসেছিলেন ততটাই সুস্থতার জন্য ছিল তার একটি অংশ।

একইভাবে আপনি কখনও ভাববেন না যে ঈশ্বর চাইবেন যেন আপনি পাপ করেন যেন আপনার পাপের মধ্য দিয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তিনি কখনও চান না যে আপনি সুস্থ হয়ে থাকেন। আপনার জীবনের অসুস্থতার রচয়িতা ঈশ্বর নন। কখনও কখনও মানুষ এইরকম কিছু বলে, ‘‘বেশ, এই অসুস্থতা আমার কাছে সত্যিই ঈশ্বরের আশীর্বাদ কেননা এটি আমাকে তাঁক দিকে ফিরিয়েছে।’’ এটি সত্যি যে সঙ্কট পরিস্থিতে মানুষ ঈশ্বরের দিকে ফেরে, কিন্তু তিনি আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য অসুস্থতাকে পাঠান না। তিনি তা কখনও করবেন না যেন আপনার উপরে পাপ না আসে। আপনি যদি পাপের মধ্যে বাস করেন তাহলে আপনি কি কিছু শিক্ষা পাবেন? আপনি যদি ব্যভিচারের কিংবা সমকামিতার মধ্যে থাকেন এবং আপনার কোন রোগ হয়, আপনি কি শিখবেন যে আপনার জীবনধারা ভুল ছিল? অবশ্যই আপনি পারেন, কিন্তু আপনাকে সেই জীবনধারায় বাস করার জন্য ঈশ্বর কিছু করেননি। তিনি আপনার জীবনে পাপ নিয়ে আসেননি, তবুও আপনি পাপের মধ্যে দিয়ে শিক্ষা লাভ করতে পারেন। আপনি দেওয়ালে মাথা ঠুকতে পারেন এবং শিখতে পারেন যে এই কাজ করা উচিত নয়, কিন্তু আপনি মাথা না ঠুকেও তা শিখতে পারতেন। কঠিন ধাক্কা খেয়ে আপনাকে সব কিছু শিখতে হবে না। ঈশ্বর আপনার জীবনে অসুস্থতা দিয়ে আপনাকে নম্র করতে কিংবা কিছু শিখাতে চান না। যীশু আপনার পাপ ক্ষমা করার জন্য এবং আপনার রোগ থেকে সুস্থতা দেওয়ার জন্য মরেছিলেন। তিনি আপনার পাপভাব নিজের দেহে বহন করেছিলেন এবং তাঁর ক্ষত দ্বারা আপনাকে আরোগ্য করেছিলেন।

ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত ঐশ্বরিক সুস্থতা আমাদের সকলের জন্য সহজলভ্য এবং প্রায়শ্চিত্তের অংশ যার জন্য যীশু মরেছিলেন। আপনি যদি আপনার সুস্থতা না পেয়ে থাকেন, ঈশ্বর আপনার জন্য মর্মাহত নন। ঈশ্বরকে ভালোবাসার জন্য আপনাকে সুস্থতা পেতে হবে না। আপনি ঈশ্বরকে আপনার সমস্ত হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে পারেন, সুস্থতায়

বিশ্বাস না করে, তবুও স্বর্গে যেতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনি হয়তো সেখানে আরও তাড়াতাড়ি যেতে পারেন, কেননা আপনি স্বাস্থ্যে হাঁটতে জানেন না। কিন্তু আপনি জানেন যে- এটি আপনার জন্য সহজলভ্য। এটির জন্য যীশু মরেছিলেন। ঈশ্বর চান আপনি যেন ভালো থাকেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মথি ৮:১৬-১৭ পড়ুন। যীশু কতজন মানুষকে সুস্থ করেছিলেন?

মথি ৮:১৬-১৭ - *আর সন্ধ্যা হইলে লোকেরা অনেক ভূতগ্রস্থকে তাঁহার নিকটে আনিল, তাহাতে তিনি বাক্য দ্বারাই সেই আত্মাগণকে ছাড়াইলেন এবং সকল পীড়িত লোককে সুস্থ করিলেন; (১৭) যেন যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, তিনি আপনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন।*

২. যিশাইয় ৫৩:৩-৫ পড়ুন। এই পদগুলিতে কত রকম আরোগ্যতার কথা বলা হয়েছে?

যিশাইয় ৫৩:৩-৫ - *তিনি অবজ্ঞাত ও মনুষ্যদের ত্যাজ্য, ব্যথার পাত্র ও যাতনা পরিচিত হইলেন; লোকে যাহা হইতে মুখ আচ্ছাদন করে, তাহার ন্যায় তিনি অবজ্ঞাত হইলেন, আর আমরা তাঁহারে মান্য করি নাই। (৪) সত্য, আমাদের যাতনা সকল তিনিই তুলিয়া লইয়াছেন, আমাদের ব্যথা সকল তিনি বহন করিয়াছেন; তবু আমরা মনে করিলাম, তিনি আহত, ঈশ্বরকর্তৃক প্রহারিত ও দুঃখার্ত। (৫) কিন্তু তিনি আমাদের অধর্মের নিমিত্ত বিদ্ধ, আমাদের অপরাধের নিমিত্ত চূর্ণ হইলেন; আমাদের শান্তিজনক শাস্তি তাঁহার উপরে বর্তিল, এবং তাঁহার ক্ষত দ্বারা আমাদের আরোগ্য হইল।*

৩. মথি ৮:১৭ পড়ুন। আমাদের ব্যাধি এবং দুর্বলতার কী হয়েছিল?

৪. ১ পিতর ২:২৪ পড়ুন। এই পদটিতে কোন দুইটি বিষয় বলা হয়েছে যা যীশু আমাদের জন্য করেছিলেন?

১ পিতর ২:২৪ - *তিনি আমাদের "পাপভার তুলিয়া লইয়া" আপনি নিজ দেহে কাষ্ঠের উপরে বহন করিলেন, যেন আমরা পাপের পক্ষে মরিয়া ধার্মিকতার পক্ষে জীবিত হই; "তাঁহারই ক্ষত দ্বারা তোমরা আরোগ্য প্রাপ্ত হইয়াছ।"*

৫. যাকোব ৫:১৪-১৫ পড়ুন। ১৫ পদে "সুস্থ" শব্দটির জন্য একটি গ্রীক শব্দ আছে

যা হল সোজো, যেটি ‘‘উদ্ধার করা, রক্ষা করা, আরোগ্য করা, বাঁচিয়ে রাখা, সম্পূর্ণ রাখা’’ হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। একই শব্দ বাইবেলে ‘‘পরিত্রাণ’’ বোঝায়। এই পদগুলি এবং পরিত্রাণের গ্রীক সংজ্ঞা অনুসারে, কী পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত?

যাকোব ৫:১৪-১৫ *- তোমাদের মধ্যে কেহ কি রোগগ্রস্ত? সে মণ্ডলীর প্রাচীনবর্গকে আহ্বান করুক; এবং তাঁহারা প্রভুর নামে তাহাকে তৈলাভিষিক্ত করিয়া তাহার উপরে প্রার্থনা করুন। (১৫) তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।*

৬. মথি ১০:৭ পড়ুন। যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের পাঠালেন, তিনি তাদের কী বলতে বলেছিলেন?

মথি ১০:৭-৮ *- আর তোমরা যাইতে যাইতে এই কথা প্রচার করো, ‘স্বর্গরাজ্য সন্নিকট হইল’। (৮) পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, মৃতদিগকে উত্থাপন করিও, কুষ্ঠিদিগকে শুচি করিও, ভূতদিগকে ছাড়াইও; তোমরা বিনামূল্যে পাইয়াছ, বিনামূল্যেই দান করিও।*

৭. মথি ১০:৮ পড়ুন। যীশু তাদের কী করতে বলেছিলেন?

৮. মার্ক ১৬:১৫ পড়ুন। যীশু তাঁর শিষ্যদের কী করতে বলেছিলেন?

মার্ক ১৬:১৫-১৮ *- আর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার করো। (১৬) যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। (১৭) এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নতুন নতুন ভাষায় কথা বলিবে, (১৮) তাহারা সর্প তুলিবে এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।*

৯. মার্ক ১৬:১৬ পড়ুন। যারা সুসমাচারে সাড়া দেবে তারা কী করবে?

১০. মার্ক ১৬:১৭ পড়ুন। কোন চিহ্নগুলি বিশ্বাসীর অনুবর্তী হবে?

১১. মার্ক ১৬:১৮ পড়ুন। আর কী চিহ্ন বিশ্বাসীদের অনুবর্তী হবে?

উত্তরের নমুনা

১. মথি ৮:১৬-১৭ পড়ুন। যীশু কতজন মানুষকে সুস্থ করেছিলেন?
যতজন তাঁর কাছে এসেছিল

২. যিশাইয় ৫৩:৩-৫ পড়ুন। এই পদগুলিতে কত রকম আরোগ্যতার কথা বলা হয়েছে?
সব ধরনের আরোগ্যতা (শারীরিক সহ)

৩. মথি ৮:১৭ পড়ুন। আমাদের ব্যাধি এবং দুর্বলতা কী হয়েছিল?
যীশু সেগুলি বহন করেছিলেন

৪. ১ পিতর ২:২৪ পড়ুন। এই পদটিতে কোন দুইটি বিষয় বলা হয়েছে যা যীশু আমাদের জন্য করেছিলেন?
তিনি নিজের দেহে আমাদের পাপভার তুলে নিয়েছিলেন এবং তাঁর ক্ষত দ্বারা আমাদের আরোগ্যতা দিয়েছিলেন

৫. যাকোব ৫:১৪-১৫ পড়ুন। ১৫ পদে ‘‘সুস্থ’’ শব্দটির জন্য একটি গ্রীক শব্দ আছে যা হল সোজো, যেটি ‘‘উদ্ধার করা, রক্ষা করা, আরোগ্য করা, বাঁচিয়ে রাখা, সম্পূর্ণ রাখা’’ হিসাবে অনুবাদ করা হয়েছে। একই শব্দ বাইবেলে ‘‘পরিত্রাণ’’ বোঝায়। এই পদগুলি এবং পরিত্রাণের গ্রীক সংজ্ঞা অনুসারে, কী পরিত্রাণের অন্তর্ভুক্ত?
সুস্থতা

৬. মথি ১০:৭ পড়ুন। যীশু যখন তাঁর শিষ্যদের পাঠালেন, তিনি তাদের কী বলতে বলেছিলেন?
স্বর্গরাজ্য সন্নিকট

৭. মথি ১০:৮ পড়ুন। যীশু তাদের কী করতে বলেছিলেন?
পীড়িতদের সুস্থ করতে, মৃতদের উত্থাপন করতে, কুষ্ঠিদের শুচি করতে এবং ভূতদের ছাড়াতে

৮. যোহন ২:২৩-২৫ পড়ুন। যীশু তাঁর শিষ্যদের কী করতে বলেছিলেন?
সমুদয় জগতে যেতে এবং প্রত্যেকের কাছে সুসমাচার প্রচার করতে

৯. মার্ক ১৬:১৬ পড়ুন। যারা সুসমাচারে সাড়া দেবে তারা কী করবে?
বিশ্বাস করবে এবং বাপ্তাজিত হবে

১০. মার্ক ১৬:১৭ পড়ুন। কোন চিহ্নগুলি বিশ্বাসীর অনুবর্তী হবে?
তারা ভূত ছাড়াবে এবং নতুন নতুন ভাষায় কথা বলবে

১১. মার্ক ১৬:১৮ পড়ুন। আর কী চিহ্ন বিশ্বাসীদের অনুবর্তী হবে?
পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করবে এবং দেখবে তারা সুস্থ হচ্ছে

পাঠ ৮

সুস্থতায় বাধা

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

পূর্ববর্তী পাঠে, আমি যে সত্যটির বিষয় আলোচনা করেছিলাম তা হল সুস্থ করা ঈশ্বরের ইচ্ছা এবং সুস্থতা হল প্রায়শ্চিত্তের অংশ। আরও অনেক কিছু বলা যেতে পারত, কেননা আপনি যদিও গ্রহণ করে থাকেন এবং ধর্মশাস্ত্রে দেখে থাকেন, তবুও অনেক প্রশ্ন থেকে যায় যেমন, ‘‘আমাদের সুস্থ করা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়ে থাকে তাহলে সকলে কেন সুস্থ হচ্ছে না?’’ অনেক কারণ আছে এবং আমি যে বিষয় জানি কেবল তার উপর আঁচড় কাটছি। প্রচুর তথ্য আছে যে বিষয় আমি এখানে বলতে পারব না, কিন্তু সুস্থ করা যদি ঈশ্বরের ইচ্ছা হয়, আমি আমার বক্তৃতার কিছু অংশে বলতে চাই কেন মানুষ সুস্থতা পায় না। একটি কারণ হল অজ্ঞতা। আপনি যে বিষয় জানেন না অথবা বুঝতে পারেন না সেখানে আপনার কিছু করা সম্ভব নয় এবং আমার নিজের জীবনে সেটিই সত্যি ছিল।

আমাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল বিশ্বাস করতে যে ঈশ্বরের ইচ্ছা এমনিতেই ঘটবে, কারণ এতে আমার কোন কর্তৃত্ব, ক্ষমতা, ইত্যাদি নেই। অতএব, আমার অজ্ঞতার মধ্যে কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। আমার যখন বারো বৎসর তখন আমার বাবা মারা গিয়েছিলেন এবং আমার একুশ বৎসর বয়সের মধ্যে আমার উপস্থিতিতে দুই কিংবা তিন জন মারা যায়। তাদের সুস্থতার জন্য আমি প্রার্থনা করছিলাম, কিন্তু আমি সুস্থতার প্রকাশ দেখিনি, এই কারণে নয় যে সেটি ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল না বলে, কিন্তু আমার অজ্ঞতার কারণে। অজ্ঞতার জন্য এরকম ঘটনা ঘটে, কিন্তু এটি কোন অজুহাত নয়। এটি মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের মতন: একজন ব্যক্তি বলতে পারে, ‘‘বেশ, আমি বুঝতে পারিনি যে দশ তলা বাড়ির উপর থেকে বাইরে পা দিলে আমি মরে যাব।’’ আপনাকে বুঝতে হবে না যে নিয়মের সম্পূর্ণ প্রভাব আপনার উপর পড়বে। মানুষ ঈশ্বরের নিয়মের বিষয় অজ্ঞ। তারা জানে না কেমন করে তাঁর সুস্থতার পদ্ধতি কাজ করে, অতএব অজ্ঞতা প্রচুর মানুষকে মেরে ফেলে।

পাপের ক্ষমা পাওয়ার ক্ষেত্রে আরেকটি বিষয় বাধা সৃষ্টি করতে পারে। এটি সত্যিই

মানুষকে মর্মাহত করে যখন আপনি বলেন, যেহেতু তারা ব্যাখ্যা করে আপনি যা বলছেন যে সকল অসুস্থতা হল পাপের কারণে অথবা আমাদের ক্ষেত্রে কিছু পাপের কারণে, যেটি সত্য নয়। আমি সেই কথা বলছি না। যোহন ৯ অধ্যায়ে, একটি ঘটনা আছে যেখানে যীশু মন্দির থেকে বেরিয়ে আসছিলেন এবং তাঁর শিষ্যরা একজন লোককে দেখাল যে জন্মান্ধ। তাঁর শিষ্যরা ২ পদে বলছে, *"রব্বি, কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি, না ইহার পিতামাতা, যাহাতে এ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে?"* অন্য কথায়, তাঁরা সেই লোকটির অসুস্থতাকে সরাসরি তার পাপের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করার চেষ্টা করেছিল এই কথা জিজ্ঞাসা করে যে তা পাপ অথবা তার পিতামাতার পাপের কারণে সে অসুস্থ হয়েছিল কিনা। যীশুর উত্তর ছিল তাদের কেউই পাপ করেনি। এর অর্থ এই নয় যে সেই পিতামাতা অথবা সেই ছেলে কখনও পাপ করেনি কিন্তু তার অন্ধত্ব সরাসরি তাদের পাপের কারণে হয়নি। এটি অসত্য হবে বললে যে সকল অসুস্থতা পাপের সঙ্গে সম্পর্কিত, কিন্তু এটি অসত্য হবে না বললে যে পাপ এই কারণগুলির মধ্যে একটি নয়।

যোহন ৫ অধ্যায়ে একটি ঘটনা আছে যখন যীশু বৈথেস্‌দা নামক পুকুরের ঘাটে ছিলেন এবং একজন ব্যক্তিকে আশ্চর্যজনকভাবে সুস্থ করেছিলেন। এই অধ্যায়ে পরে জানা যায় যে কে তাকে সুস্থ করেছিল তা সে জানত না যখন ১২ পদে ইহুদিরা তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, *"সেই ব্যক্তি কে, যে তোমাকে বলিয়াছে, খাট তুলিয়া লইয়া চলিয়া বেড়াও?"* তারপর ১৩-১৪ পদে সেটি চলতে থাকে, *"কিন্তু সে সুস্থ হইয়াছিল, সে জানিত না, তিনি কে, কারণ সেখানে অনেক লোক থাকাতে যীশু চলিয়া গিয়াছিলেন। তার পর যীশু ধর্মধামে তাহার দেখা পাইলেন, আর তাহাকে বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার আরও অধিক মন্দ ঘটে।"* যীশু ঠিক এখানে বলেছিলেন যে পাপ করলে তার খঞ্জ হওয়া থেকেও খারাপ কিছু হতে পারে। তিনি পাপের সঙ্গে অসুস্থতার কারণ যুক্ত করেছিলেন। তিনি যোহন ৯ অধ্যায়ে আরও বলেছিলেন যে এই লোকটি কারো পাপের কারণে অন্ধ হয়নি।

কিছু ঘটনা স্বাভাবিকভাবেই ঘটে, কিন্তু কখনও কখনও যখন অসুস্থতা, রোগ অথবা সমস্যা হয় তখন তা পাপের কারণে হতে পারে। এমনকী এই ক্ষেত্রে, এর অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর এই সকল আমাদের প্রতি করছেন। ধরুন, উদাহরণস্বরূপ, একজন ব্যক্তি সমকামী জীবনধারা যাপন করছে, যা হল প্রকৃতির বিকৃতি। মানুষের শরীর এই রকম জীবনযাপনের

জন্য সৃষ্টি হয়নি। সেই জীবনধারা থেকে যৌন যোগাযোগের রোগ আসে, ঈশ্বর এই রোগগুলির রচয়িতা নন-এটি কেবল প্রকৃতির বিদ্রোহ কারণ এটি এইভাবে জীবনযাপনের জন্য তৈরি হয়নি। যেমন, আপনি যদি বাইরে গিয়ে সঠিক খাবার না খান, আপনার শরীর প্রতিক্রিয়া জানাবে এবং এটি ঈশ্বর আপনার জন্য করছেন না। সেখানে প্রাকৃতিক নিয়ম, প্রাকৃতিক কারণ আছে। অতএব এটি সত্য যে পাপ হল মানুষের সুস্থ না হওয়ার অনেকগুলি কারণের একটি।

আপনার জীবনে যদি কোন জ্ঞাত পাপ থাকে এবং সুস্থতার জন্য আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করছেন, আপনাকে সেই পাপ করা বন্ধ করতে হবে, কেননা এর মাধ্যমে, আপনি শয়তানকে সরাসরি প্রবেশ করার অনুমতি দেন যেখানে ঈশ্বর আপনার জীবনে যা করছেন তা গ্রহণ করায় বাধা সৃষ্টি করে। রোমীয় ৬:১৬ পদ বলে, ‘‘তোমরা কি জান না যে, আজ্ঞা পালনার্থে যাহার নিকটে দাসরূপে আপনাদিগকে সমর্পণ করো, যাহারা আজ্ঞা মান, তোমরা তাহারই দাস; হয় মৃত্যুজনক পাপের দাস, নয় ধার্মিকতাজনক আজ্ঞাপালনের দাস?’’ এটি এই রকম বলে না যে শয়তান এক অর্থে প্রভু হয়ে যায় যেন আপনি আপনার পরিত্রাণ হারান এবং নরকে যান, কিন্তু এর অর্থ যে আপনি খ্রীষ্টিয়ান হোন বা না হন-আপনি যদি পাপে জীবনযাপন করেন- আপনি শয়তানকে আপনার জীবনে পথ খুলে দেন। যোহন ১০:১০ পদ বলে যে শয়তানের চুরি করা, বধ করা এবং ধ্বংস করা ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্য নেই। কিন্তু যীশু আপনাকে জীবন দিতে এসেছিলেন। অতএব, আপনি যীশুকে পাচ্ছেন যিনি আপনাকে জীবন এবং স্বাস্থ্য দেওয়ার চেষ্টা করছেন, কিন্তু আপনার শয়তান আছে যে আপনাকে অসুস্থ করতে চেষ্টা করছে। আপনি যদি পাপের মাধ্যমে শয়তানকে এসে অসুস্থতা আনতে অনুমতি দিচ্ছেন। সুতরাং, আপনি যদি পাপে জীবনযাপন করেন, আপনাকে সেটি থামাতে হবে।

আমার যোগ করা প্রয়োজন যে আপনি অন্তর্মুখ হয়ে যেতে পারেন এবং বলেন, ‘‘বেশ, আমার যা হওয়া উচিত ছিল বলে আমি তার থেকে অনেক কম’’ এবং এমন জায়গায় পৌঁছাতে পারেন যেখানে আপনি যদিও বিশ্বাস করেন যে ঈশ্বর আপনাকে সুস্থ করতে পারেন, আপনি বিশ্বাস করেন যে তিনি তা করবেন না কেননা আপনার এটি প্রাপ্য নয়। সেটি অবশ্যই ভুল। আমরা কেউই ঈশ্বরের কাছ থেকে সুস্থতা কখনওই পেতে পারি না কারণ আমাদের তা প্রাপ্য। ঈশ্বর এখনও যোগ্যতাসম্পন্ন কাউকে পাননি যে তাঁর জন্য

কাজ করছে, সেই কারণে আপনাকে আপনার কাজ, আপনার পবিত্রতার দরুন আপনার জীবনে ঈশ্বরের পদক্ষেপকে যুক্ত করার প্রয়োজন নেই। এটি নির্ভর করে ঈশ্বর আপনার জীবনে কী করেছেন এবং তাঁর উপর আপনার বিশ্বাসের উপর। একই সময়ে, আপনি আপনার কাজ উপেক্ষা করতে পারেন না এবং শয়তানের কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেন যেখানে সে আপনাকে বাধা দিচ্ছে না। আপনি দেখবেন আপনার জীবনে দ্রুত সুস্থতা আসবে যদি আপনি অনুতপ্ত হন এবং যে সকল কাজ আপনার জীবনে শয়তানকে পথ করে দেয় সেগুলি ত্যাগ করেন।

আরেকটি কারণ যেটি এক সুস্থতার বিষয় যা কিছু মানুষ বেশি চিন্তা করে না, তা হল অন্য মানুষদের নেতিবাচক হওয়া এবং অবিশ্বাস করা সেটি আপনাকে প্রভাবিত করতে পারে। এর একটি সর্বোত্তম উদাহরণ মার্ক ৬ অধ্যায়ে আছে যেখানে যীশু তাঁর নিজের শহরে ছিলেন এবং লোকেরা তাঁর সম্মান করেনি কারণ তারা তাঁকে এক ছোট বালক হিসাবে স্মরণ করেছিল। তারা তাঁর বাবা ও মাকে, ভাইদের ও বোনদের চিনত এবং তাঁকে সম্মান করেনি যেমন কিছু মানুষ করেছিল। তারা তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিল এবং সমালোচনা করেছিল। মার্ক ৬:৪-৬ পদ বলে, ‘‘আপনার দেশ ও আত্মীয় স্বজন এবং আপনার বাটী ভিন্ন আর কোথাও ভাববাদী অসম্মানিত হন না। তখন তিনি সে স্থানে আর কোন পরাক্রম কার্য করিতে পারিলেন না, কেবল কয়েকজন রোগগ্রস্ত লোকের উপর হস্তার্পণ করিয়া তাহাদিগকে সুস্থ করিলেন। আর তিনি তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত আশ্চর্য জ্ঞান করিলেন।’’ এটি বলে না যে যীশু মহৎ কাজ করবেন না, কিন্তু তিনি করতে পারলেন না। এখানে যীশু, ঈশ্বরের পুত্র, যিনি পৃথিবীর মানুষরূপে এসেছিলেন, যাঁর বিশ্বাসের জন্য তাদের জন্য তিনি যা করতে পারতেন তার সীমাবদ্ধতা ছিল। এগুলি মথি ১৩:৫৮ -এর সাথে একসাথে রাখুন, যেখানে বলা হয়েছে, ‘‘আর তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখানে বিস্তর পরাক্রম-কার্য করিলেন না’’ এবং আমরা দেখি যে যীশু, যাঁর নিজের কোনো সীমাবদ্ধতা ছিল না এবং অবশ্যই শয়তানকে পথ করে দিতে তাঁর জীবনে কোনো পাপ ছিল না, তাঁর চারিদিকের মানুষদের জন্য তিনি যা করতে পারতেন তা সীমাবদ্ধ হয়।

এটি বুঝতে পারা সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ: সকলকে সর্বদা সুস্থ করা হল ঈশ্বরের ইচ্ছা। আপনি যদি এই কথা বিশ্বাস করেন, আপনি হয়ত হাসপাতালে ভুল করে গিয়ে প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তিকে বলবেন কেননা আপনি বিশ্বাস করেন যে তাদের সুস্থ করার জন্য এটি হল

ঈশ্বরের ইচ্ছা। এটি ঈশ্বরের ইচ্ছা যেন তারা সুস্থ হয়, কিন্তু তিনি তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করবেন না। তাদের অসুস্থ হওয়ার অধিকার ঈশ্বর সুরক্ষা করবেন, সুস্থ হওয়ার অধিকার নয়। কেউ তাদের সুস্থ হওয়ার জন্য বল প্রয়োগ করতে পারে না এবং তারা অন্যের বিশ্বাস দ্বারা সুস্থ হতে পারে না। তারা যখন খুব কষ্ট পাচ্ছে তখন অন্যের বিশ্বাস তাদের সাহায্য করতে পারে, কিন্তু কেউ তাদের জন্য করে দিতে পারে না। গাড়ি যখন নিউট্রালে থাকে তখন আপনি সেটি ঠেলতে পারেন, কিন্তু কেউ এটি ঠেলতে পারে না যখন গাড়ি পার্ক করা কিংবা রিভার্সে থাকে। একজন ব্যক্তি যদি সুস্থতার বিরুদ্ধে মনস্থির করে, আপনি তা পরাস্ত করতে পারবেন না। এই কারণে, আপনি হাসপাতাল খালি করতে পারবেন না অথবা মণ্ডলীর উপাসনায় গিয়ে দেখেন যে প্রত্যেক মানুষ তাদের সহযোগিতা ছাড়া সুস্থ হচ্ছে। এই বিষয় আরও অনেক কিছু বলা যায়। যীশু যখন মানুষদের সুস্থ করেছিলেন, এমনকী মৃত্যু থেকে জীবন দিয়েছিলেন, তিনি কারো কাছে গিয়ে বলতেন, "কেঁদো না।" তিনি একজন মাকে কাঁদতে বারণ করলেন এবং তার ছেলেকে মৃত্যু থেকে জীবন দিলেন। কারো বিশ্বাস কোথাও ব্যবহার করতে হবে। আমাদের ক্ষেত্রে বিশ্বাসের প্রয়োজন এবং সুস্থতার জন্য আরও অনেক অনেক বিষয় আছে। আমি এখানে কেবল কয়েকটি নিয়ে আলোচনা করেছি এবং আশা করি সেগুলি আপনাকে সাহায্য করবে, কিন্তু প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল বিশ্বাস করা যে ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তাঁর ইচ্ছা হল আপনি যেন সুস্থ হন, কিন্তু আপনাকে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করা শিখতে হবে। তিনি এটি আপনার হয়ে করতে পারবেন না; তাঁকে আপনার মাধ্যমে করতে হবে। এটি আপনার মধ্য থেকে আসবে।

আমি প্রার্থনা করি যেন এই সকল বিষয় আপনাকে সাহায্য করে ঈশ্বরের শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে যা আপনার মাধ্যমে প্রবাহিত হবে এবং তাঁর অতিপ্রাকৃত স্বাস্থ্যে চলতে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মথি ৮:১৭ পড়ুন। আমাদের সুস্থতার জন্য যীশু কী করেছিলেন?

মথি ৮:১৭ *- যিশাইয় ভাববাদী দ্বারা কথিত এই বচন পূর্ণ হয়, "তিনি আপনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করিলেন।"*

২. হোশেয় ৪:৬ পড়ুন। কিছু মানুষ সুস্থ হয় না কারণ:

ক. অজ্ঞতা (জ্ঞানের অভাব)

খ. তারা মণ্ডলীতে যায় না

গ. তারা যথেষ্ট ভালো নয়

হোশেয় ৪:৬ *- জ্ঞানের অভাব প্রযুক্ত আমার প্রজাগণ বিনষ্ট হইতেছে; তুমি ত জ্ঞান অগ্রাহ্য করিয়াছ, এই জন্য আমি তোমাকে নিতান্ত অগ্রাহ্য করিলাম, তুমি আপন ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভুলিয়া গিয়াছ, আমিও ঈশ্বরের সন্তানগণকে ভুলিয়া যাইব।*

৩. যোহন ৯:১-৩ পড়ুন। সেই লোকটির অন্ধত্বের কারণের বিষয় শিষ্যেরা কী চিন্তা করেছিলেন? তাদের চিন্তা কি সঠিক ছিল?

যোহন ৯:১-৩ *- আর তিনি যাইতে যাইতে একটি লোককে দেখিতে পাইলেন, সে জন্মাবধি অন্ধ। (২) তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রব্বি, কে পাপ করিয়াছিল, এ ব্যক্তি, না তাহার পিতামাতা, যাহাতে এ অন্ধ হইয়া জন্মিয়াছে? (৩) যীশু উত্তর করিলেন, পাপ এ করিয়াছে, কিংবা ইহার পিতামাতা করিয়াছে, তাহা নয়; কিন্তু এই ব্যক্তিতে ঈশ্বরের কার্য যেন প্রকাশিত হয়, তাই এমন হইয়াছে।*

৪. যোহন ৫:১৪ পড়ুন। পাপ অসুস্থতার জন্য দ্বার খুলে দেয়, কিন্তু সর্বদা নয়। অসুস্থতা ছাড়াও, পাপ একজন ব্যক্তির মধ্যে আর কী তৈরি করতে পারে?

যোহন ৫:১৪ *- তারপরে যীশু ধর্মধামে তাহার দেখা পাইলেন, আর তাহাকে বলিলেন, দেখ, তুমি সুস্থ হইলে; আর পাপ করিও না, পাছে তোমার আরও অধিক মন্দ ঘটে।*

৫. রোমীয় ৫:১২-১৪ পড়ুন (দি লিভিং বাইবেল-এ যদি সম্ভব হয়)। পাপ যদি সর্বদা অসুস্থতার কারণ না হয়, আরেকটি সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে?

রোমীয় ৫:১২-১৪ *(দি লিভিং বাইবেল) - আদম যখন পাপ করিয়াছিল, সমগ্র মানবজাতির মধ্যে পাপ প্রবেশ করিল। তার পাপ সমুদয় মনুষ্যের কাছে মৃত্যু উপস্থিত করিল, অতএব সব কিছুই বৃদ্ধ হইতে এবং মরিতে লাগিল, কেননা সকলে পাপ করিয়াছিল। (১৩) আমরা জানি যে এটি আদমের পাপ ছিল যার কারণে এটি হইয়াছিল যদিও অবশ্যই, মনুষ্য আদমের সময় থেকে মোশি পর্যন্ত পাপ করিতেছিল। সেই সময় মনুষ্য ব্যবস্থালঙ্ঘন করিলেও ঈশ্বর তাদের মৃত্যুর জন্য দোষী সাব্যস্ত করিত না - কেননা তিনি তখনও তাদের ব্যবস্থা দেন নাই এবং তাদের কী করিতে হইবে তা তাদের বলেনও নাই। (১৪) অতএব তাদের মৃত্যু হইলেও তাহারা তাদের পাপ প্রযুক্ত মরে নাই কেননা তারা নিজেরা কখনও ঈশ্বরের বিশেষ ব্যবস্থা লঙ্ঘন করিয়া সেই নিষিদ্ধ ফল ভোজন করে নাই, যেমন আদম করিয়াছিল। আদম এবং খ্রীষ্ট যিনি তখনও আসেন নাই তাঁদের মধ্যে কেমন পার্থক্য!*

৬. প্রেরিত ১০:৩৮ পড়ুন। প্রেরিত ১০:৩৮ অনুসারে অসুস্থতা কিসের কারণে হতে পারে?

প্রেরিত ১০:৩৮ *- কিরূপ ঈশ্বর যীশুকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য করিয়া বেড়াইতেন এবং দিয়াবল কর্তৃক পরপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্তী ছিলেন।*

৭. মথি ১৩:৫৮ পড়ুন। সুস্থতা কী দ্বারা বাধা পেতে পারে?

মথি ১৩:৫৮ - আর তাহাদের অবিশ্বাস প্রযুক্ত তিনি সেখানে বিস্তর পরাক্রম-কার্য করিলেন না।

৮. যাকোব ৫:১৫ পড়ুন। পীড়িত হলে কী সুস্থতা দেয়?

যাকোব ৫:১৫ - তাহাতে বিশ্বাসের প্রার্থনা সেই পীড়িত ব্যক্তিকে সুস্থ করিবে এবং প্রভু তাহাকে উঠাইবেন; আর সে যদি পাপ করিয়া থাকে, তবে তাহার মোচন হইবে।

উত্তরের নমুনা

১. মথি ৮:১৭ পড়ুন। আমাদের সুস্থতার জন্য যীশু কী করেছিলেন?
তিনি আমাদের দুর্বলতা সকল গ্রহণ করেছিলেন ও ব্যাধি সকল বহন করেছিলেন

২. হোশেয় ৪:৬ পড়ুন। কিছু মানুষ সুস্থ হয় না কারণ:
ক. অজ্ঞতা (জ্ঞানের অভাব)

৩. যোহন ৯:১-৩ পড়ুন। সেই লোকটির অন্ধত্বের কারণের বিষয় শিষ্যেরা কী চিন্তা করেছিলেন?
পাপ

৪. যোহন ৫:১৪ পড়ুন। পাপ অসুস্থতার জন্য দ্বার খুলে দেয়, কিন্তু সর্বদা নয়। অসুস্থতা ছাড়াও, পাপ একজন ব্যক্তির মধ্যে আর কী তৈরি করতে পারে?
অসুস্থতা ছাড়াও অধিক মন্দ আরও অনেক কিছু, এমনকী মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)

৫. রোমীয় ৫:১২-১৪ পড়ুন (দি লিভিং বাইবেল-এ যদি সম্ভব হয়)। পাপ যদি সর্বদা অসুস্থতার কারণ না হয়, আরেকটি সম্ভাব্য কারণ কী হতে পারে?
পাপে পতন (আদিপুস্তক ৩ অধ্যায়)। আদম তাঁর পাপের দরুন মানবজাতির মধ্যে পাপ এবং অসুস্থতা এনেছিলেন

৬. প্রেরিত ১০:৩৮ পড়ুন। প্রেরিত ১০:৩৮ অনুসারে অসুস্থতা কিসের কারণে হতে পারে?
শয়তান দ্বারা নিপীড়িত হওয়া

৭. মথি ১৩:৫৮ পড়ুন। সুস্থতা কী দ্বারা বাধা পেতে পারে?
অবিশ্বাস

৮. যাকোব ৫:১৫ পড়ুন। পীড়িত হলে কী সুস্থতা দেয়?

বিশ্বাসের প্রার্থনা

পাঠ ৯
অন্যকে ক্ষমা করা
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

মথি ১৮:২১-২২ পদ বলে, ‘‘*তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্যন্ত? যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার পর্যন্ত।*’’আমি মনে করি পিতর ভেবেছিলেন যে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে ‘‘দিনে সাত বার’’ পাপ করার কারণে তাকে কত বার ক্ষমা করতে হবে বলে তিনি খুব উদার মনের পরিচয় দিচ্ছিলেন। যীশু বলেছিলেন, ‘‘পিতর, সাত বার নয় কিন্তু সত্তর গুণ সাত বার।’’ সেটি হল ৪৯০ বার, কিন্তু এর অর্থ এই যে ৪৯০ বারের পর আমাকে তাকে আর ক্ষমা করতে হবে না। যীশু যা বলেছিলেন তা হল কারো বিরুদ্ধে এক দিনে অসম্ভব সংখ্যক অপরাধ হওয়া। তিনি বলছিলেন ক্ষমা নিয়মিত হওয়া উচিত, যেন এটি চলতেই থাকে। ক্ষমা করা একজন খ্রীষ্টিয়ানের আসল মনোভাব হওয়া উচিত। যীশু লূক ২৩:৩৪ পদে বলেছিলেন, ‘‘পিতা, ইহাদিগকে ক্ষমা করো, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।’’ এমনকী সাক্ষ্যমর স্তিফান প্রেরিত ৭:৬০ পদে বলেছিলেন, ‘‘ইহাদের বিরুদ্ধে এই পাপ ধরিও না।’’ সকল মানুষ ক্ষমা পাবে না, কিন্তু একজন খ্রীষ্টিয়ানের হৃদয়ের মনোভাব হওয়া উচিত সর্বদা এটি দেওয়া।

যীশু যখন ক্ষমার বিষয় একটি দৃষ্টান্ত মথি ১৮ অধ্যায়ের ২৩ পদে বলছিলেন, ‘‘*এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাসগণের কাছে হিসাব নিতে চাহিলেন। তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, এক জন তাঁহার নিকটে আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত ধারিত। (দি লিভিং বাইবেল বলে দশ কোটি ডলার।) কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার সঙ্গতি না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায় করিতে আজ্ঞা করিলেন। তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া বলিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব।*’’এখন এখানে পরিস্থিতি হল: এক জন ব্যক্তি ছিল যার কাছ থেকে তার মনিব সত্যিই দশ কোটি

ডলার পেত। তার তা পরিশোধ করার কোনও উপায় ছিল না - সে জানত তার পক্ষে সম্ভব নয় এবং তার মনিব জানত সে পারবে না। সেই সময়, আপনি নিজেকে দেউলিয়া বলে দাবি করতে পারতেন না যেমন বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে হয়ে থাকে - তারা আপনার স্ত্রী, আপনার সন্তানদের ও আপনার যা কিছু আছে সব বিক্রি করত এবং আপনাকে দাসত্বের মধ্যে যেতে হতো। আপনি যতক্ষণ না সব শোধ করতেন আপনাকে কারাগারে থাকতে হতো এবং যেহেতু সেটি কখনও সম্ভব ছিল না, আপনাকে সারা জীবন কারাগারে থাকতে হতো। এই ব্যক্তি কেবল তাই করল যা সে করতে পারত: সে হাঁটু গেড়ে করুণা ভিক্ষা করল, ‘‘হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন! দয়া করুন, আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি, আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করব! কেবল ধৈর্য ধরুন!’’ লক্ষ্য করুন ২৭ পদে কী হল। সেখানে বলছে সেই প্রভু করুণাবিষ্ট হয়ে তাকে মুক্ত করলেন ও তার সমস্ত ঋণ ক্ষমা করলেন।

আমাদের একটি ঋণ ছিল যা আমরা পরিশোধ করতে পারতাম না। বাইবেল বলে যে পাপের বেতন মৃত্যু (রোমীয় ৬:২৩)- অনন্তকালের জন্য ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন- জগতের সমস্ত রূপো এবং সোনা আমাদের উদ্ধার করতে পারত না। তখন ঈশ্বর তাঁর মমতায় এবং তাঁর অনুগ্রহে নিজের পুত্র যীশু খ্রীষ্টকে পৃথিবীতে পাঠালেন আমাদের ঋণ পরিশোধ করতে যা আমরা নিজেরা করতে পারতাম না। ঈশ্বর তাঁর মমতায় এবং করুণায় আমাদের প্রতি দৃষ্টি দিয়ে বললেন, ‘‘আমি তোমাদের ঋণ ক্ষমা করেছি।’’

এই লোকটি যার দশ কোটি ডলার ঋণ ক্ষমা করা হল সে তার সহদাস যার প্রায় কুড়ি ডলার ঋণ ছিল তাকে দেখতে পেল এবং বলল, ‘‘আমার দশ কোটি ডলার ঋণ ক্ষমা হয়েছে আর কুড়ি ডলার আমার কাছে কিই বা? আমি চাই তুমি আমার মতন একজন মুক্ত ব্যক্তি হও! এটি ছেড়ে দেওয়া যাক। ঠিক আছে, কারণ আমার দশ কোটি ডলার ক্ষমা করা হয়েছে!’’ এইরকমই হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তা হয়নি। আসুন আমরা পড়ি সত্যিই কী হয়েছিল ২৮-৩১ পদে। ‘‘কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসদের মধ্যে এক জনকে, দেখিতে পাইল, যে তাগার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া বলিল, তুই ধৈর্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। তথাপি সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া

সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল।” সে সেই লোকটিকে কুড়ি ডলারের জন্য কারাগারে নিক্ষেপ করল যখন তার দশ কোটি ডলার ক্ষমা করা হয়েছিল! আপনি কি এটি কল্পনা করতে পারেন?

৩২-৩৪ পদ বলে, ‘‘তখন তাহার প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া বলিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম; আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে।” এই লোকটিকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়েছিল কারণ সে তার সহদাসদের প্রতি যেমন ব্যবহার করেছিল এবং সেই কারণে তার মূল ক্ষমা হারিয়াছিল। যীশু ৩৫ পদে বলেছেন, ‘‘আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে ক্ষমা না কর।” এটি কেমন মূর্খতা, আমাদের পাপ ক্ষমা হয়ে যাওয়ার পরে -পাপের বেতন মৃত্যু এবং অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া - ক্ষমা করতে অস্বীকার করা? আমরা ঈশ্বরের কাছে অনুনয় করি, এই বলে ‘‘যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে আমাকে ক্ষমা এবং করুণা করো।” ক্ষমা পাওয়ার পরে অন্যকে ক্ষমা করতে অস্বীকার করা তাদের ছোট বিষয় নিয়ে যেগুলি আমরা বড় করে চিন্তা করি - ক্ষমা পাওয়ার পরে আমরা যে সকল কাজ করেছি, ঈশ্বর বলেন সেগুলি পাপাচার।

কিছু দিন আগে আমি একটি মণ্ডলীতে পরিচর্যা করেছিলাম এবং সেখানে উপাসকদের মধ্যে একজন যুবতী ছিল যে ভবিষ্যৎ দেখতে পারত। সে একদিন আমার কাছে এসে বলল, ‘‘পবিত্র আত্মা কি আমাকে আগামীদিনের বিষয় বলছেন এবং ভবিষ্যৎ দেখিয়ে দিচ্ছেন? আমি জানতে পারি লোকে কখন মারা যাবে এবং কখন কেউ গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়বে এবং এইরকম আরও বিষয়।” আমি বলেছিলাম, ‘‘আমার উত্তর তোমার ভালো লাগবে না, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি এটি পবিত্র আত্মা নয়। আমি মনে করি এটি সঠিক।” আমি বললাম, ‘‘প্রভু যা কিছু বলেন সেটি সঠিক - আমি উত্তম মেষপালক নই।”

এটি ১৯৮৬ সালের প্রথম দিকে ছিল এবং জানেন কী ১৯৮৬ সালে হয়েছিল? চ্যালেঞ্জার নামে একটি মহাকাশযান এবং আটজন মানুষ তাতে করে উপরে উঠেছিলেন। তাদের

মধ্যে একজন ছিলেন স্কুলের শিক্ষিকা। একজন যুবতী যখন টেলিভিশন দেখছিল, সে দেখল মহিলাটি বলছেন, ‘‘কাল আমি চ্যালেঞ্জারে চড়ে উপরে যাব,’’ এবং সেই বিষয় কথা বলছেন। আত্মা তার সঙ্গে কথা বললেন, ‘‘তিনি মারা যাবেন, তিনি মারা যাবেন।’’ পরের দিন যখন চ্যালেঞ্জার উপরে উঠল, সেটি ধ্বংস হয়ে গেল যা সমগ্র বিশ্ব দেখল এবং যতজন তাতে ছিল সকলে মারা গেল। সেই যুবতী আমার কাছে ফিরে এসে বলল, ‘‘ভাই ডন, আমি মনে করি যে আমার সঙ্গে কথা বলছে এবং আমায় সকল তথ্য দিচ্ছে সেটি পবিত্র আত্মা নয়। আপনি কি আমার জন্য প্রার্থনা করবেন?’’ সেই রাত্রে উপাসনার পরে, সকলে যখন চলে গেল, আমি তার হাত ধরলাম এবং বললাম, ‘‘তুমি মন্দ ভবিষ্যৎ কথনের আত্মা, এর মধ্যে থেকে বেরিয়ে যাও!’’ কিছুই হল না। যীশুর শিষ্যরা একবার এক যুবকের মধ্যে থেকে একটি মন্দ আত্মা বের করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু পারেননি। যীশু বলেছিলেন, ‘‘সেই যুবককে আমার কাছে নিয়ে এসো।’’ অতএব আমি বললাম, ‘‘প্রভু, আমি মনে করেছিলাম এখানে কী ঘটছে তা আমি জানতাম, কিন্তু আমি এই যুবতীকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছি। আমাকে দেখাও কী হচ্ছে।’’ আমার স্ত্রী আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করছিল এবং ঈশ্বর তাকে জ্ঞানের বাক্য দিলেন। সে বলল, ‘‘ওর মায়ের সঙ্গে এর কিছু সম্পর্ক আছে।’’ আমি যুবতীকে বললাম, ‘‘তুমি কি তোমার মাকে ক্ষমা করবে?’’ যে মুহূর্তে আমি এই কথা বললাম, ‘‘তুমি মন্দ আত্মা, আমি তোমাকে বাঁধছি’’ এবং আবার যুবতীকে জিজ্ঞাসা করলাম যে সে কি তার মাকে ক্ষমা করবে। সে ঈশ্বরের অনুগ্রহে ও সাহায্যে তার মাকে ক্ষমা এবং মুক্ত করল। ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার দ্বারা সে ছাড়তে সক্ষম হয়েছিল এবং তারপর সে উদ্ধার ও মুক্তি পেয়েছিল।

মথি ১৮ অধ্যায়ে যীশু যেমন বলেছিলেন, আমি বলছি আমাদের স্বর্গীয় পিতা যখন আমাদের মহা ঋণ ক্ষমা করে দিয়েছেন তারপর আমরা যদি আমাদের হৃদয় থেকে ক্ষমা না করি, আমরা পীড়নকারীদের হাতে নিক্ষিপ্ত হবো। পীড়নকারী কী? তারা অনেক কিছু হতে পারে-শয়তানের দুর্গ, নিপীড়ন, অসুস্থতা, বিষণ্নতা, রোগ এবং আরও অনেক কিছু। তার মূল হল ক্ষমা না করা। ক্ষমা লাভ করার পর ক্ষমা না করলে আমরা শয়তানকে আমাদের জীবনে পা রাখার জায়গা করে দিই। বাইবেলে বলে ক্ষমা করার সিদ্ধান্ত আমাদের নিতে হবে। প্রভুর প্রার্থনায় (মথি ৬:৯-১১) পদে, যীশু বলেছিলেন আমরা যেমন ক্ষমা পেয়েছি তেমন অন্যকেও ক্ষমা করতে হবে। মার্ক ১১:২৫-২৬ পদে বলে যে আমরা যখন প্রার্থনা করি, তখন যদি অন্যের বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলার থাকে, তাকে ক্ষমা

করতে হবে। তার অর্থ কী? আমাদের হৃদয়ে ক্ষমা না করা কতক্ষণ থাকবে? সেই সময় পর্যন্ত আমরা প্রভুর কাছে না যাই এবং প্রার্থনা না করি? আর আমাদের মধ্যে যদি কারো বিরুদ্ধে ন্যূনতম ক্ষমা না করার বিষয় থাকে, আমাদের সেটি মুক্ত করতে হবে এবং বলতে হবে, ‘‘ঈশ্বর, আমি আজ সেগুলি মুক্ত করছি। আমি তাদের ক্ষমা করছি। আমি এই বিষয় মনোনয়ন করছি কেননা তুমি আমার এতো মহা ঋণ ক্ষমা করেছ।’’

‘‘প্রভু, আমি প্রত্যেকের জন্য প্রার্থনা করছি যারা এই পাঠ পড়ছে এবং যাদের জীবনে ক্ষমা না করার বিষয় আছে। তারা যেন এই মুহূর্তে সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তারা জীবিত হোক বা মৃত হোক তাদের যেন ক্ষমা করে। আমি প্রার্থনা করি, প্রভু, তারা যেন আজ সেটি মুক্ত করে এবং তোমার শক্তিতে ও অনুগ্রহে সেই আঘাতের যেন নিরাময় হয়। আমি, যীশুর নামে, ধন্যবাদ দিই। আমেন।’’

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মথি ১৮:২১ পড়ুন। পিতর কত বার ক্ষমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন?

মথি ১৮:২১-২৭ - *তখন পিতর তাঁহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, প্রভু, আমার ভ্রাতা আমার নিকটে কত বার অপরাধ করিলে আমি তাহাকে ক্ষমা করিব? কি সাত বার পর্যন্ত?*
(২২) যীশু তাঁহাকে বলিলেন, তোমাকে বলিতেছি না, সাত বার পর্যন্ত, কিন্তু সত্তর গুণ
সাত বার পর্যন্ত। (২৩) এজন্য স্বর্গ-রাজ্য এমন এক জন রাজার তুল্য, যিনি আপন দাসগণের
কাছে হিসাব লইতে চাহিলেন। (২৪) তিনি হিসাব আরম্ভ করিলে, এক জন তাঁহার নিকটে
আনীত হইল, যে তাঁহার দশ সহস্র তালন্ত ধারিত। (২৫) কিন্তু তাহার পরিশোধ করিবার
সঙ্গতি না থাকাতে তাহার প্রভু তাহাকে ও তাহার স্ত্রী পুত্রাদি সর্বস্ব বিক্রয় করিয়া আদায়
করিতে আজ্ঞা করিলেন। (২৬) তাহাতে সে দাস তাঁহার চরণে পড়িয়া প্রণিপাত করিয়া
বলিল, হে প্রভু, আমার প্রতি ধৈর্য ধরুন। আমি আপনার সমস্তই পরিশোধ করিব। (২৭)
তখন সে দাসের প্রভু করুণাবিষ্ট হইয়া তাহাকে মুক্ত করিলেন ও তাহার ঋণ ক্ষমা করিলেন।

২. মথি ১৮:২২ পড়ুন। যীশু আমাদের কত বার ক্ষমা করতে বলেছেন?

৩. মথি ১৮:২৩-২৪ পড়ুন। এই দাসের তার প্রভুর কাছে কত ঋণ ছিল?

৪. মথি ১৮:২৫ পড়ুন। এই দাস যেহেতু নিজের দেউলিয়া দাবি করতে পারেনি, কি ঘটতে চলেছে?

৫. মথি ১৮:২৬ পড়ুন। দাসের অনুরোধ কী ছিল?
সে কি তার ঋণ পরিশোধ করতে পারত?

৬. মথি ১৮:২৭ পড়ুন। প্রভু সেই দাসের প্রতি কী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন?
আমাদের প্রতি এবং আমাদের ঋণের (পাপের) প্রতি ঈশ্বরের কি মনোভাব প্রকাশ করেছেন?

৭. মথি ১৮:২৮ পড়ুন। সেই দাস যাকে ক্ষমা করা হয়েছিল তার একজন সহদাস ছিল

যার ঋণ তার কাছে কত ছিল?

মথি ১৮:২৮-৩৫ - ‘‘কিন্তু সেই দাস বাহিরে গিয়া তাহার সহদাসের মধ্যে এক জনকে, দেখিতে পাইল, যে তাহার এক শত সিকি ধারিত; সে তাহাকে ধরিয়া গলা টিপিয়া বলিল, তুই যা ধারিস্, তাহা পরিশোধ কর। (২৯) তখন তাহার সহদাস তাহার চরণে পড়িয়া বিনতিপূর্বক বলিল, আমার প্রতি ধৈর্য ধর, আমি তোমার ঋণ পরিশোধ করিব। (৩০) তথাপি সে সম্মত হইল না, কিন্তু গিয়া তাহাকে কারাগারে ফেলিয়া রাখিল, যে পর্যন্ত ঋণ পরিশোধ না করে। (৩১) এই ব্যাপার দেখিয়া তাহার সহদাসেরা বড়ই দুঃখিত হইল, আর আপনাদের প্রভুর কাছে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত বলিয়া দিল। (৩২) তখন তাহারা প্রভু তাহাকে কাছে ডাকাইয়া বলিলেন, দুষ্ট দাস! তুমি আমার কাছে বিনতি করাতে আমি তোমার ওই সমস্ত ঋণ ক্ষমা করিয়াছিলাম?; (৩৩) আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া করিয়াছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি দয়া করা কি তোমারও উচিত ছিল না? (৩৪) আর তাহার প্রভু ক্রুদ্ধ হইয়া পীড়নকারীদের নিকটে তাহাকে সমর্পণ করিলেন, সে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ পরিশোধ না করে। (৩৫) আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে নিঃশর্ত ক্ষমা না কর।’’

৮. মথি ১৮:২৮ পড়ুন। সেই দাসের তার সহদাসের প্রতি কেমন মনোভাব ছিল?

৯. মথি ১৮:২৯-৩০ পড়ুন। এই দাস তার সহদাসের প্রতি কী করেছিল?

১০. মথি ১৮:৩১-৩৩ পড়ুন। প্রভু সেই ক্ষমা না করা দাসকে কী বলে ডেকেছিলেন?

১১. মথি ১৮:৩৩ পড়ুন। সেই দাসের কী করা উচিত ছিল বলে তার প্রভু তাকে বলেছিলেন?

১২. মথি ১৮:৩৪ পড়ুন। প্রভু যখন জানতে পারলেন কী হয়েছিল, তাঁর আবেগ কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল?

১৩. মথি ১৮:৩৪ পড়ুন। এই ক্ষমা না করার দাস তার কাজের (অথবা সিদ্ধান্তের)

কারণে কি তাকে যে ক্ষমা পূর্বে দেওয়া হয়েছিল যা বাতিল হয়েছিল?

১৪. মথি ১৮:৩৫ পড়ুন। কী এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা?

উত্তরের নমুনা

১. মথি ১৮:২১ পড়ুন। পিতর কতবার ক্ষমা করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন?
সাত বার

২. মথি ১৮:২২ পড়ুন। যীশু আমাদের কত বার ক্ষমা করতে বলেছেন?
চার শত নব্বই (অথবা অপরিসীম, অবিরাম)

৩. মথি ১৮:২৩-২৪ পড়ুন। এই দাসের তার প্রভুর কাছে কত ঋণ ছিল?
দশ সহস্র তালন্ত, অথবা দশ কোটি ডলার (যে পরিমাণ যা হয়ত কখনও পরিশোধ করা যাবে না)

৪. মথি ১৮:২৫ পড়ুন। এই দাস যেহেতু নিজের দেউলিয়া দাবি করতে পারেনি, কি ঘটতে চলেছে?
তাকে, তার স্ত্রীকে, তার সন্তানদের এবং তার সর্বস্বকে ক্রীতদাসের বাজারে নিলাম করে তার ঋণ পরিশোধ করা হবে

৫. মথি ১৮:২৬ পড়ুন। দাসের অনুরোধ কী ছিল?
প্রভু যেন তার প্রতি ধৈর্য ধরেন এবং সে সমস্তই তাঁকে পরিশোধ করবে
সে কি তার ঋণ পরিশোধ করতে পারত?
হয়তো না

৬. মথি ১৮:২৭ পড়ুন। প্রভু সেই দাসের প্রতি কী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন?
করুণার এবং ক্ষমার
আমাদের প্রতি এবং আমাদের ঋণের (পাপের) প্রতি ঈশ্বরের কি মনোভাব প্রকাশ করেছেন?
করুণার এবং ক্ষমার

৭. মথি ১৮:২৮ পড়ুন। সেই দাস যাকে ক্ষমা করা হয়েছিল তার একজন সহদাস ছিল যার ঋণ কার কাছে কত ছিল?

এক শত সিকি (এক দিনের বেতন)

৮. মথি ১৮:২৮ পড়ুন। সেই দাসের তার সহদাসের প্রতি কেমন মনোভাব ছিল?
অধৈর্য হওয়া, জুলুম করা এবং ক্ষমা না করার

৯. মথি ১৮:২৯-৩০ পড়ুন। এই দাস তার সহদাসদের প্রতি কী করেছিল?
তাকে কারাগারে ফেলে রাখল যে পর্যন্ত সে তার স্বল্প ঋণ পরিশোধ না করে।

১০. মথি ১৮:৩১-৩৩ পড়ুন। প্রভু সেই ক্ষমা না করা দাসকে কী বলে ডেকেছিলেন?
"দুষ্ট দাস"

১১. মথি ১৮:৩৩ পড়ুন। সেই দাসের কী করা উচিত ছিল বলে তার প্রভু তাকে বলেছিলেন?
তার উচিত ছিল তার সহদাসের প্রতি করুণা প্রকাশ করা যেমন তার প্রতি প্রভু করুণা প্রকাশ করেছিলেন। তার উচিত ছিল সেই সহদাসকে মুক্ত এবং ক্ষমা করা

১২. মথি ১৮:৩৪ পড়ুন। প্রভু যখন জানতে পারলেন কী হয়েছিল, তাঁর আবেগ কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল?
তিনি ক্রুদ্ধ হলেন

১৩. মথি ১৮:৩৪ পড়ুন। এই ক্ষমা না করার দাস তার কাজের (অথবা সিদ্ধান্তের) কারণে কি তাকে যে ক্ষমা পূর্বে দেওয়া হয়েছিল যা বাতিল হয়েছিল?
হ্যাঁ

১৪. মথি ১৮:৩৫ পড়ুন। কী এই দৃষ্টান্তের শিক্ষা?
"আমার স্বর্গীয় পিতাও তোমাদের প্রতি এইরূপ করিবেন, যদি তোমরা প্রতিজন অন্তঃকরণের সহিত আপন আপন ভ্রাতাকে নিঃশর্ত ক্ষমা না কর।" (মথি ১৮:৩৫, সেই বার্তা)

পাঠ ১০
বিবাহ- পর্ব ১
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আজ আমরা বিবাহ সংক্রান্ত আলোচনা করব। প্রথমত, আমি আপনাকে কিছু পরিসংখ্যান দিতে চাই-সকল পরিবারের ৭৫ শতাংশের বিবাহের কাউন্সেলিং প্রয়োজন হবে। দুইটি বিবাহের মধ্যে একটি বিবাহবিচ্ছেদ দ্বারা শেষ হয়ে যাবে। বিবাহের ৫০ শতাংশে, একজন সঙ্গী পাঁচ বছরের মধ্যে অবিশ্বস্ত হবে। এমনকী খ্রীষ্টীয় পরিধির মধ্যে, বলা হয়ে থাকে যে ৩০ শতাংশ পরিচালক তাঁর মণ্ডলীর কোন একজনের সঙ্গে অনুপযুক্ত সম্পর্কে লিপ্ত হবে। আমার মনে হয় আমরা স্পষ্টত বাইবেলের নীতিগুলি বুঝিনি যদি এই পরিসংখ্যানগুলি কাছাকাছি থাকে। আমরা বিবাহের বিষয় দেখতে যাচ্ছি এবং দেখব ঈশ্বর এই বিষয় কী বলেন - আপনি কেমন করে আপনার বিবাহের সম্পর্ক দৃঢ় করতে সক্ষম হবেন।

বিবাহ হল ঈশ্বরের চিন্তা। তিনি এটি পরিকল্পনা করেছেন। আদিপুস্তক ২:১৮ পদ বলে, ‘‘আর সদাপ্রভু ঈশ্বর বলিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি।’’ আদিপুস্তক ১:৩১ পদ আবার বলে, ‘‘পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তু সকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন, আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।’’ আপনাকে স্মরণে রাখতে হবে যে এটি ছিল নিখুঁত সৃষ্টি। ঈশ্বর আসতেন এবং মানুষের সঙ্গে সহভাগিতা করতেন। তার সঙ্গে ঈশ্বরের এক অপূর্ব সম্পর্ক ছিল। প্রতিদিন তিনি শান্ত বিকালে আসতেন এবং আদমের সঙ্গে সহভাগিতা করতেন। কখনও কখনও আমরা মনে করি আমাদের সঙ্গে যদি ঈশ্বরের নিখুঁত সম্পর্ক থাকে, আমাদের অন্য কিছুর আর প্রয়োজন হবে না, কিন্তু এটি সত্য নয়। ঈশ্বর যা সৃষ্টি করেছিলেন সেই সম্পর্কে তিনি আদিপুস্তক ১:৩১ পদে বলেছেন, ‘‘আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম।’’ প্রথমবার ঈশ্বর ‘‘ভালো নয়’’ বলেছিলেন যা আদিপুস্তক ২:১৮ পদে পাওয়া যায়, ‘‘মনুষ্যের একাকী থাকা ভালো নয়।’’ অতএব, বিবাহ ছিল ঈশ্বরের চিন্তা যেন মানুষের প্রয়োজন মেটানো যায়, তার একাকী থাকার সমস্যা দূর করার

জন্য সাহায্য করা যেন সে তার জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। বিবাহ, আমরা যদি নির্দেশনা বিবরণী অনুসরণ করি এবং তাতে ঈশ্বর যা চান তা করি, আমাদের সুখের জন্য দুর্দশার জন্য নয়।

আদিপুস্তক ২:২৪ পদ হল প্রথমবার বাইবেল বিবাহ সম্পর্কে সত্যিই অনেক কিছু বলেছে। এটি বলে, ‘‘এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।’’ বিবাহ অন্যান্য সম্পর্ককে ছেড়ে নিজের জীবনে আরেকজনের উপর মনঃসংযোগ করা এবং ঈশ্বর এইভাবেই এটি নকশা করেছেন। এটি ত্রি-ঐক্য সম্পর্কের মতন। বিবাহের সম্পর্কে, ঈশ্বর যখন আদম এবং হবাকে একসঙ্গে ডাকলেন, এটি কেবল আদমের সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক কিংবা হবার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নয়। এটি এখন আদম এবং হবা একক হিসাবে, ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্কের উদ্দেশে একত্ব। বাইবেল ১ পিতর ৩:৭ পদে বলে, ‘‘তদ্রূপ, হে স্বামীগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্বক বাস করো, . . . যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।’’ আদিপুস্তক ৫:১-২ হল ধর্মশাস্ত্রের একটি দুর্দান্ত অংশ, যেখানে বলে, ‘‘আদমের বংশাবলি-পত্র এই। যে দিন ঈশ্বর মনুষ্যের সৃষ্টি করিলেন, সেই দিনে ঈশ্বরের সাদৃশ্যেই তাঁহাকে নির্মাণ করিলেন; পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাঁহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন এবং সেই সৃষ্টিদিনে তাঁহাদিগকে আশীর্বাদ করিয়া আদম, এই নাম দিলেন।’’ লক্ষ্য করুন আদম তাঁর স্ত্রীর নাম রেখেছিলেন, হবা, কিন্তু ঈশ্বর আদম এবং হবাকে একসঙ্গে একক হিসাবে ডাকলেন, আদম। অতএব, বিবাহের সম্পর্কে, এখন আর ঈশ্বর এবং আমি কিংবা ঈশ্বর এবং সেই স্ত্রীলোক নয় - এটি আমি এবং আমার স্ত্রী একক হিসাবে, উত্তরাধিকারী জীবনের অনুগ্রহ অনুসারে ঈশ্বরের পরিচর্যার উদ্দেশে আহ্বান করা হয়েছে, একত্বে এবং ঐক্যে চলা।

আদিপুস্তক ২:২৪, যেটি আমরা এইমাত্র পড়লাম, বলে একজন লোক তার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করে নিজের স্ত্রীর প্রতি আসক্ত হবে এবং তারা একাঙ্গ হবে। ‘‘আসক্ত’’ শব্দটির অর্থ হল আটকে থাকবে অথবা লেগে থাকবে, একাঙ্গ হওয়ার জন্য, যেন উদ্দেশ্য নিয়ে এক হওয়া। আজ যদি আপনার বিবাহের সম্পর্কে কোন সমস্যা থাকে, আমি আপনাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে চাই: যে কাজগুলি আপনি করছেন, যেভাবে আপনি আপনার স্বামী বা স্ত্রীর সঙ্গে ব্যবহার করছেন, তাদের যে কথাগুলি আপনি বলছেন, সেগুলি কি আপনাদের একে অপরের কাছাকাছি নিয়ে আসছে? অথবা, সেগুলি ফাটল বা বিচ্ছেদ

ঘটাচ্ছে? ধর্মশাস্ত্রে বিবাহের আজ্ঞা হল আসক্ত হওয়া, আটকে থাকা। অতএব, যে কাজগুলি আপনি করছেন সেগুলি কি আপনার সম্পর্ক গড়ে তুলছে কিংবা বিচ্ছিন্ন করছে? এই বিষয়গুলি আপনার দেখা প্রয়োজন।

মানুষ মনে করে প্রেম কেবল আবেগপ্রবণ অনুভূতি: ‘‘আমি তোমাকে ভালোবাসতাম, কিন্তু আমার মধ্যে ভালোবাসা আর নেই - আমি তোমাকে আর ভালোবাসি না।’’ কল্পনা করুন আপনি একটি পরিবার থেকে আসছেন যেখানে কেউ কাজ করে না। আপনি বিবাহ করার জন্য একজন যাজক অথবা একজন বিচারকের কাছে যান; আপনি অন্য একজনকে আপনার জীবনে দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হন; আপনি আপনার অংশ করার জন্য মৃত্যু পর্যন্ত কাজ করতে চান। কিন্তু যেহেতু আপনি একটি কর্মহীন পরিবার থেকে এসেছেন, আপনি কখনই ভালোবাসা দেখেননি, কখনই আপনার পরিবারের মধ্যে তা প্রকাশিত হতে দেখেননি এবং কখনই দেখেননি আপনার মা ও বাবা নিজেদের মধ্যে ভালোবাসা প্রকাশ করেছে। আপনার স্ত্রী হয়ত এমন পরিবার থেকে এসেছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে ভালোবাসা প্রকাশিত হতো, কিন্তু আপনি জানেন না কেমন করে। যদিও আপনি এই ব্যক্তিকে ভালোবাসার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন, যেহেতু আপনি নিজে কর্মহীন, কখনই ভালোবাসার প্রকাশ আগে দেখেননি, আপনি হয়ত অকৃতকার্য হবেন। সম্ভাবনা এই যে কয়েক বছরের মধ্যেই আপনাকে কাউন্সেলিং-এ যেতে হবে এবং বলবেন, ‘‘আমাদের মধ্যে ঠিক হচ্ছে না। আমি আর তাদের ভালোবাসি না।’’ বেশ, আপনার জন্য আজ আমার কাছে ভালো সংবাদ আছে: আপনার বিবাহে যদি সমস্যা থাকে, এমন কিছু আছে যা এটি সংশোধন করতে পারে।

আপনি যখন একটি নতুন ফ্রিজ কেনেন এবং তাতে সমস্যা হয়, আপনি জানেন যে আপনাকে ম্যানুয়াল দেখতে হবে। ম্যানুয়াল আপনাকে বলে দেবে কোথায় গণ্ডগোল অথবা আপনাকে মিস্ত্রির কাছে নিয়ে যেতে হবে। একটি ম্যানুয়াল আছে যেটি আপনার বিবাহে কাজ করবে, সেটি সঠিক করার জন্য। সেটিকে বলা হয় ঈশ্বরের বাক্য, এবং বাইবেল তীত ২:৪ পদে বলে যে ভালোবাসা এমন একটি বিষয় যা শেখানো যায়, যা শেখা যায়। আপনি যদি এক কর্মহীন পরিবার থেকে এসে থাকেন এবং জানেন না কেমন করে আপনার স্ত্রীকে সত্যিই ভালোবাসবেন - আপনার বিবাহ ভেঙ্গে যাচ্ছে - সেখানে ভালো সংবাদ আছে। ১ যোহন ৫:৩ পদ বলে, ‘‘কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন

আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়।” যীশু খ্রীষ্টের আজ্ঞার মাধ্যমে, যিনি আমাদের দেখিয়েছেন কেমন করে ভালোবাসতে হবে, কেমন করে উদারতা ও দাক্ষিণ্য প্রকাশ করতে হবে এবং কেমন করে আপনার বিবাহে অপর জনের মঙ্গল কামনা করতে হবে, ঈশ্বর আপনার সেই সমস্যা ঘুরিয়ে দিতে পারেন।

এটি কেবল বিবাহের বিষয় একটি ভূমিকা। ঈশ্বর আজ আপনাকে আশীর্বাদ করুন যখন আপনি আপনার অধ্যায়ন করতে থাকবেন। আমি বিশ্বাস করি যে আপনি যখন এই বিষয়টি দেখবেন তখন ঈশ্বর আপনাকে আরও প্রজ্ঞা এবং জ্ঞান দেবেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ পড়ুন। ইফিষীয় ৫:৩১ হল আদিপুস্তক ২:২৪ পদ থেকে একটি উদ্ধৃতি। ইফিষীয় ৫:৩২ পদ দেখলে, এই অংশে ঈশ্বর আসলে কী বলছেন বলে আপনার মনে হয়?

ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ *-এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে। (৩২) এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশে ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা বলিলাম।*

২. যাকোব ৪:৪-৫ পড়ুন। এই পদগুলি কী শিক্ষা দেয়?

যাকোব ৪:৪-৫ *- হে ব্যভিচারিণীগণ, তোমরা কি জান না যে, জগতের মিত্রতা ঈশ্বরের সহিত শত্রুতা? সুতরাং যে কেহ জগতের মিত্র হইতে বাসনা করে, সে আপনাকে ঈশ্বরের শত্রু করিয়া তুলে। (৫) অথবা তোমরা কি মনে কর যে, শাস্ত্রের বচন ফলহীন? যে আত্মা তিনি আমাদের অন্তরে বাস করাইয়াছেন, সেই আত্মা কি মাৎসর্যের নিমিত্ত স্নেহ করেন?*

৩. ১ পিতর ৩:৭ পড়ুন। কেন আপনাকে আপনার স্ত্রী অথবা স্বামীর সঙ্গে ঐক্যে এবং প্রেমে চলা উচিত? বাস করো, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর করো; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।

৪. যোহন ১৫:৫ পড়ুন। আপনার জীবনে খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে না রাখলে আপনার বিবাহ কি সফল হবে?

যোহন ১৫:৫ *- আমি দ্রাক্ষালতা, তোমরা শাখা; যে আমাতে থাকে এবং যাহাতে আমি থাকি, সেই ব্যক্তি প্রচুর ফলে ফলবান হয়; কেননা আমা ভিন্ন তোমরা কিছুই করিতে পার না।*

৫. তীত ২:৪ পড়ুন। প্রেম আবেগ নয়। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, প্রেম . . . যেতে পারে।

তীত ২:৪ *- তাঁহারা যেন যুবতিদিগকে সংযত করিয়া তুলেন, যেন ইহারা পতিক্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া হয়।*

৬. ১ যোহন ৫:৩ পড়ুন। আমরা যখন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলি, আমরা . . . চলি

১ যোহন ৫:৩ *কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়।*

৭. মথি ৭:১২ পড়ুন। আমাদের যদি বিবাহে সমস্যা হচ্ছে, এটির কারণ হল কোন একজন . . . হাঁটছে না

মথি ৭:১২ *- অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা করো যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদীগ্রন্থের সার।*

৮. ১ করিন্থীয় ১৩:৪ পড়ুন। প্রেম হল:

ক. আবেগপ্রবণ

খ. একটি উষ্ণ অনুভূতি

গ. সদয়

১ করিন্থীয় ১৩:৪ প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না।

উত্তরের নমুনা

১. ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ পড়ুন। ইফিষীয় ৫:৩১ হল আদিপুস্তক ২:২৪ পদ থেকে একটি উদ্ধৃতি। ইফিষীয় ৫:৩২ পদ দেখলে, এই অংশে ঈশ্বর আসলে কী বলছেন বলে আপনার মনে হয়?

খ্রীষ্টের এবং তাঁর মণ্ডলীর মধ্যে সম্পর্ক (বিবাহের মতন)

২. যাকোব ৪:৪-৫ পড়ুন। এই পদগুলি কী শিক্ষা দেয়?

ঈশ্বর আমাদের উপরে ঈর্ষা করেন এবং চান আমরা যেন তাঁর প্রতি বিশ্বস্ত থাকি

৩. ১ পিতর ৩:৭ পড়ুন। কেন আপনাকে আপনার স্ত্রী অথবা স্বামীর সঙ্গে ঐক্যে এবং প্রেমে চলা উচিত?

যেন আমার প্রার্থনা রুদ্ধ হয়

৪. যোহন ১৫:৫ পড়ুন। আপনার জীবনে খ্রীষ্টকে প্রভু হিসাবে না রাখলে আপনার বিবাহ কি সফল হবে?

না

৫. তীত ২:৪ পড়ুন। প্রেম আবেগ নয়। ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, প্রেম . . . যেতে পারে।

শেখানো

৬. ১ যোহন ৫:৩ পড়ুন। আমরা যখন ঈশ্বরের আদেশ অনুসারে চলি, আমরা . . . চলি

প্রেমে

৭. মথি ৭:১২ পড়ুন। আমাদের যদি বিবাহে সমস্যা হচ্ছে, এটির কারণ হল কোন একজন . . . হাঁটছে না

প্রেমে

৮. ১ করিন্থীয় ১৩:৪ পড়ুন। প্রেম হল:

গ. সদয়

পাঠ ১১
বিবাহ- পর্ব ২
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আমরা আজ বিবাহ সম্বন্ধে আবার দেখব এবং প্রশ্ন হল, ‘‘বিবাহ কী?’’ আপনি কি কখনও সেই বিষয় চিন্তা করেছেন? বাইবেল অনুসারে, এটি ছিল বিবাহ পরিকল্পনা করার ঈশ্বরের চিন্তা। বিবাহ হল একসাথে যুক্ত হওয়া, একাঙ্গ হওয়া, মিলিত হওয়া। আদিপুস্তক ২:২৪ পদ বলে, ‘‘এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে (তারা যুক্ত হবে এবং সে তার স্ত্রীকে আঁকড়ে থাকবে) এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।’’ (নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন)। আপনি কি জানেন বিবাহ যুক্ত হওয়া থেকেও বেশি, একাঙ্গ থেকেও বেশি। উদাহরণস্বরূপ, ১ করিন্থীয় ৬:১৫-১৬ পদ বলে আমি যদি বাইরে যাই, একজন খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, এবং একজন যৌন কর্মীর সঙ্গে যুক্ত হই, আমি তার সঙ্গে একাঙ্গ হই। তারপর আদিপুস্তক ২:২৪ পদ থেকে বিবাহ সম্বন্ধে উদ্ধৃতিটি বিবেচনা করুন। একজন যৌন কর্মীর সঙ্গে মিলিত হওয়ার অর্থ এই নয় যে আমার স্ত্রীর সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়েছে কিংবা সেই যৌন কর্মীকে বিবাহ করেছি কারণ তার সঙ্গে আমার যৌন সম্পর্ক হয়েছে। অতএব, বিবাহ কী? বিবাহ যদি একত্ব হয়, এটি যদি যুক্ত করা হয়, এটি যদি একাঙ্গ হয়, তাহলে এর সঙ্গে যৌন কর্মীর কাছে যাওয়ার পার্থক্য কী? স্পষ্টত, আপনি যদি যৌন কর্মীর কাছে যান, আপনি তার সঙ্গে একাঙ্গ হন।

বাইবেল বলে যে বিবাহ হল একত্ব, একসঙ্গে যুক্ত হওয়া, মিলিত হওয়া, কিন্তু এটি তার থেকেও বেশি। এটি হল এক চুক্তি দ্বারা মিলিত হওয়া। ইব্রীয় ভাষায় ‘‘চুক্তি’’ শব্দটি হল বেরিথ এবং এটি একসাথে আবদ্ধ করার ধারণা। এটি হল এক স্বতন্ত্র ব্যক্তির চূড়ান্ত প্রতিশ্রুতি, এমনকী মৃত্যু পর্যন্ত পৃথক না হওয়ার। এখন, আমি যদি একজন যৌন কর্মীর কাছে যাই, আমি যদি এই রকম একটি মন্দ কাজ করি, সেখানে আমার ক্ষেত্রে তার কাছে কোনও প্রতিশ্রুতি থাকবে না। বিবাহের সারাংশ হল প্রথমেই অন্যকে ত্যাগ করতে হবে। বাইবেল বলে তুমি তোমার পিতা ও মাতাকে ত্যাগ করবে এবং তোমার স্ত্রীতে আসক্ত হবে। যিহিষ্কেল বলে, ‘‘তুমি আমার হবে।’’ এটির জন্য অন্য সকলকে ত্যাগ করা-এটির

জন্য আপনার প্রতিশ্রুতি দেওয়া। অবশ্যই আপনি যদি, এক অনৈতিক উপায়ে, অন্য একজন ব্যক্তির কাছে যান যখন আপনি বিবাহিত, সেটি বিবাহের নীতি লঙ্ঘন করবে, যে একত্ব এবং ঐক্য এক চুক্তি কিংবা প্রতিশ্রুতির মাধ্যমে হয়। যিহিষ্কেল ১৬:৮ এটিকে বলে বিবাহের নিয়ম। ইফিষীয় ৫ অধ্যায়ে, আমরা শিখি যে বিবাহে, স্বামীকে তার স্ত্রীকে ভালোবাসতে হবে, যেমন খ্রীষ্ট মণ্ডলীকে ভালোবাসলেন, তেমনি এটি হল বিবাহের নিয়ম। এটি বিবাহের নিয়ম কারণ বিবাহের মূল নীতি হল ভালোবাসা। সব কিছুর ঊর্ধ্বে, বিবাহের প্রধান নীতি হল ভালোবাসা।

বিবাহ হল একত্বের চুক্তি। এটি ১ পিতর ৩:৭ পদে বলে যে আমরা যদি স্ত্রী অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলে তাদের সঙ্গে জ্ঞানপূর্বক বাস না করি, তাদের আমাদের সঙ্গে জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জেনে সমাদর না করি, আমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ হবে। সেই বিষয় চিন্তা করুন - আমাদের আত্মিক জীবন বাধাপ্রাপ্ত হতে পারে যদি আমরা ঈশ্বরের পরিকল্পিত বৈবাহিক সম্পর্কে ঐক্যে এবং সম্প্রীতিতে না চলি। হিতোপদেশ ২:১৬-১৭ পদ এক পরকীয়া স্ত্রীর বিষয় বলে যে তার বিবাহের প্রতিশ্রুতি উপেক্ষা করে, যৌবনকালে তার মিত্রকে ত্যাগ করে এবং ঈশ্বরের সামনে তার করা চুক্তি আমরা ঈশ্বরের সম্মুখেও করি। আমি আমার লোকদের পরিচর্যা করতে যত না ভালোবাসি, ঈশ্বরের একটি অগ্রাধিকার আছে এবং সেটি হল আমার বিবাহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা। বিবাহ বাস্তবে হল অন্য একজনের প্রতি আমার জীবনের কেন্দ্রবিন্দু, এবং আমি যেমন বলেছিলাম, বিবাহের প্রধান নীতি হল ভালোবাসা।

মথি ৭:১২ পদ বলে তোমরা যেমন ইচ্ছা কর অন্যে তোমার প্রতি করে, তোমারাও তাদের প্রতি সেইরূপ কর, কারণ এটিই হল ব্যবস্থা ও ভাববাদি-গ্রন্থের সার। এই নীতিই বিবাহের জন্য প্রযোজ্য। এটি স্বার্থপরতার বিষয় নয়, নিজের জন্য নয়, এই ব্যক্তি আপনাকে কী দিতে পারে না নয়। বাইবেল ১ করিন্থীয় ১৩:৪ পদে বলে প্রেম সদয়। এর অর্থ হল অন্যের মঙ্গল কামনা করা, যেন উদার ও সদয় হওয়া, এবং সর্বদা অন্যের জন্য সেরা চাওয়া। বিবাহ এইভাবে পরিকল্পিত হয়েছে কারণ ঈশ্বরের সঙ্গে কেমন সম্পর্ক হওয়া উচিত তার একটি উদাহরণ, একটি আদর্শ। তিনি আমাদের প্রাকৃতিক উদাহরণ দিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন কেমন করে ভালো বিবাহ হয়, একটি দুর্দান্ত বিবাহ, কেননা তিনি চান তাঁর সঙ্গে আমাদের অনন্ত সম্পর্ক কী হবে তার একটি আদর্শ তৈরি করতে। বিবাহ হল

মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বিচ্ছেদ না হওয়া, একটি সাময়িক ব্যাপার। বাইবেল বলে পুনরুত্থানে, লোকে বিবাহ করে না এবং বিবাহিত হয় না। ঈশ্বর চান আমরা যেন ভালো বিবাহের বিষয় জানি - ভালোবাসার নীতিগুলি - অন্যকে নিঃস্বার্থভাবে দেওয়ার নীতিগুলি। তিনি বলছেন, ‘‘আমি তোমাকে যা সত্যি করে জানাতে চাই তা হল আমি তোমাকে আমার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করেছি - কোনও সাময়িক সম্পর্ক নয়, এমন নয় যে সেটি কেবল কয়েক বছর স্থায়ী হবে এবং পরে চলে যাবে, কিন্তু এক অনন্তকালীন সম্পর্ক যেখানে আমার সমস্ত ভালোবাসা চিরকালের জন্য তোমার মধ্যে প্রকাশিত হবে।

আপনাকে বিবাহের কয়েকটি নীতির বিষয় বলি। বিবাহ হল একটি মিলন, কেবল অংশীদারিত্ব নয়। বাইবেল এই বিষয় আদিপুস্তক ৪ অধ্যায়ে বলে জানা এবং ১ পিতর ৩:৭ পদে বলে জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী। বিবাহ হল একটি চুক্তি, যার অর্থ বাধ্যবাধকতা; যেখানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধতা জড়িত। পাপ প্রথম মণ্ডলী প্রবেশ করেনি; এটি প্রথম বিবাহে প্রবেশ করেছিল, অতএব আমাদের সেই ম্যানুয়াল প্রয়োজন, যেখানে বিবাহ সম্বন্ধে নির্দেশনা পাই এবং আমাদের জীবনে ভালোবাসার নীতিগুলি প্রয়োগ করি। আমরা আরও জিজ্ঞাসা করি, ভালোবাসা কী?’’ ভালোবাসার সংজ্ঞা সত্যি এক অর্থ নিঃস্বার্থকতা। যিশাইয় ৫৩:৬ পদ বলে আমরা মেষের মতন, যারা ভ্রান্ত হয়েছি এবং প্রত্যেকে নিজ নিজ পথের দিকে ফিরেছি, কিন্তু বিবাহে, আমরা অন্য ব্যক্তির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করি এবং তাদের কল্যাণ ও সুবিধা চাই।

বাইবেল ইফিষীয়তে বলে যে আপনার স্ত্রীকে ভালোবাসা হল নিজ শরীরকে ভালোবাসার মতন। স্বামীদের ঈশ্বর যে স্ত্রী দিয়েছেন তার লালনপালন করতে হবে ও সম্মান জানাতে হবে, যার অর্থ তার প্রশংসা করা। নিজ শরীরকে ভালোবাসার অর্থ এই নয় যে আপনি বসে থাকবেন এবং নিজের হাত নিজে ধরবেন, নিজের পিঠ চাপড়াবেন এবং বলবেন, ‘‘ওঃ, আমি তোমাকে ভালোবাসি।’’ এটি মোটেও তাই নয়। নিজেকে ভালোবাসা হল নিজেকে সুরক্ষা করা, নিজেকে খাওয়ানো এবং নিজের প্রতি নজর রাখা। আমরা যেন কখনও আমাদের স্ত্রীদের হাল্কাভাবে না নিই, তার দুর্বলতাকে ধরে যেন প্রকাশ্যে সেটি প্রকাশ না করি, কখনওই তাকে নিয়ে মজা না করি অথবা এমন কিছু না করি যাতে সে আঘাত পায়। আমরা নিজেদের যেমন ভালোবাসি তেমনি তাকেও যেন সেই রকম ভালোবাসি।

প্রার্থনায় ঈশ্বরের প্রতি নিজেকে উত্তোলন করুন, এবং প্রথমত, আপনাকে ভালোবাসার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। তারপর, আপনার সঙ্গীর জন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিন। সেটি আপনার ক্ষেত্রে সমস্যা হতে পারে। আপনি হয়ত আপনার সাথির প্রশংসা করেননি, আপনি হয়ত তাকে অসম্মান করেছেন এবং বাইবেল বলে যীশু মণ্ডলীকে পরিষ্কার করেছেন জল দিয়ে ধুয়ে বাক্য দ্বারা, যে বাক্য তিনি মণ্ডলীর উপর বলেছিলেন। আপনি যখন আপনার সাথির উপর বাক্য বলেন, সে আপনার বলা বাক্যের স্তরে উঠে আসবে। আপনি যদি বলেন, ‘‘তুমি ভালো নও, তুমি কুৎসিত, তোমার ওজন বেশি,’’ আপনি আপনার বিবাহকে দমিয়ে রাখবেন এবং একত্ব হবে না কিন্তু পৃথক এবং পরকীকরণ হবে। কিন্তু আপনি যদি দয়ার কথা বলেন যেমন ‘‘তুমি কি মিষ্টি, তুমি যা কিছু করো আমি সেগুলির প্রশংসা করি। আমি তোমার প্রশংসা করি। আমি তোমাকে ভালোবাসি,’’ এবং আপনার কাজ দ্বারা সেগুলি সমর্থন করুন, আপনার সাথি সেই কথার স্তরে উঠে আসবে।

আপনি কি আজ দেখতে পাচ্ছেন না যে আপনার বিবাহের সম্পর্কের অনেক সমস্যা আপনার কথার কারণে হয়েছে? আপনি কি আপনার সাথিকে তুলে ধরার পরিবর্তে নীচে নামিয়েছে। আমি আপনাকে উৎসাহিত করতে চাই যেন আপনি আজ আপনার সাথিকে ভালো কথা বলেন। ভালোবাসা অনুভূতি নয়; ভালোবাসা হল অপর ব্যক্তির মঙ্গল এবং সুবিধা কামনা করা তাতে আপনার অনুভূতি যা হোক না কেন। আজই আপনি দয়ার কাজ দিয়ে শুরু করুন, যেমন এক টুকরো কাঠের উপর কয়েকটি প্রলেপ রং দেওয়া হয়। সেইভাবেই এটি নির্মাণ করা হয় - ছোট ছোট দয়ার কাজ দ্বারা। আপনার সাথিকে শ্রদ্ধা করে, সম্মান ও মূল্য দিয়ে এবং ভালোবাসার কথা শুরু করুন, আপনি তফাৎ দেখতে পাবেন। আপনি যখন এই সকল নীতি প্রয়োগ করবেন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. হিতোপদেশ ১৮:২২ পড়ুন। বিবাহ হল:
ক. একটি ভালো বিষয়
খ. ভয়ানক
গ. প্রভুর সন্তুষ্টি

হিতোপদেশ ১৮:২২ - *যে ভার্যা পায়, সে উৎকৃষ্ট বস্তু পায়, এবং সদাপ্রভুর কাছে অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়।*

২. ইব্রীয় ১৩:৪ পড়ুন। বিবাহে যৌনতা (অথবা বিবাহের বিছানা) হল:
ক. পাপ
খ. নোংরা এবং মন্দ
গ. অকলুষিত

ইব্রীয় ১৩:৪ - *সকলের মধ্যে বিবাহ আদরণীয় ও সেই শয্যা বিমল (হোক); কেননা ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।*

৩. উপদেশক ৯:৯ পড়ুন। (নিউ অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন)। সত্যি অথবা মিথ্যা: একটি ধার্মিক বিবাহ হল প্রভুর কাছ থেকে আপনার জীবনে একটি উপহার এবং পুরস্কার।

উপদেশক ৯:৯ *(নিউ অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন) - সূর্যের নীচে ঈশ্বর তোমাকে যে অসার জীবন দিয়েছেন, তোমার জীবনের সেইসব দিনগুলি তোমার স্ত্রী, যাকে তুমি ভালোবাসো, তার সঙ্গে আনন্দে তোমার সকল অসার দিনগুলি কাটাও। কারণ সূর্যের নীচে যে পরিশ্রমে পরিশ্রান্ত হচ্ছ তা তোমার জীবনের পুরস্কার।*

৪. ১ যোহন ৩:১৮ পড়ুন। (নিউ সেঞ্চুরি ভার্সন)। ‘‘বিচারক ফিলিপ গিলিয়াম বলেছিলেন যে ২৮,০০০ অল্পবয়স্কদের কোর্ট কেস-এ যেগুলি আমরা বিচার করেছি, বাবা ও মায়ের মধ্যে স্নেহের অভাব হল কিশোর অপরাধের সব চেয়ে বড় কারণ যা তিনি

জানতেন” (টুগেদার ফরএভার, পৃষ্ঠা ১৫২)। আমরা কেমন করে ভালোবাসা প্রকাশ করব?

১ যোহন ৩:১৮ *(নিউ সেঞ্চুরি ভার্সন) - বৎসেরা, আমরা বাক্যে কিংবা জিহ্বাতে ভালোবাসিব না, কিন্তু আমাদের কার্যে ও সত্য প্রেমে।*

৫. ইফিষীয় ৫:২৮ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: আমি নিজের শরীরকে অবহেলা করার চেয়ে আমি আর আমার স্ত্রীকে অবহেলা করব না।

ইফিষীয় ৫:২৮ *- এইরূপে স্বামীরাও আপন আপন স্ত্রীকে আপন আপন দেহ বলিয়া প্রেম করিতে বাধ্য। আপন স্ত্রীকে যে প্রেম করে, সে আপনাকেই প্রেম করে।*

৬. ১ যোহন ৩:১৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: “আমি তোমাকে ভালোবাসি” এই কথাগুলি সুন্দর হতে পারে যদি তা কাজের দ্বারা সমর্থন করা হয়। আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়ে যীশু তাঁর কথাকে সমর্থন করেছিলেন। আমাদের সঙ্গীর জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হবে নানান বাস্তব উপায়ে যা আমরা পারব।

কয়েকটি ব্যবহারিক উপায় বলুন যা আপনি ভালোবাসার জন্য পছন্দ করেন।

১ যোহন ৩:১৬ *- তিনি আমাদের নিমিত্তে আপন প্রাণ দিলেন, ইহাতে আমরা প্রেম জ্ঞাত হইয়াছি; এবং আমরাও ভ্রাতাদের নিমিত্ত আপন আপন প্রাণ দিতে বাধ্য।*

৭. ইফিষীয় ৫:২৫-২৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: আমি যা বলি সেই অনুসারে আমার স্ত্রী চলবে। আমি তার প্রতি যা বলি তার সম্ভাবনায় আমি তাকে নিয়ে আসি।

ইফিষীয় ৫:২৫-২৬ *- স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মণ্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন; (২৬) যেন তিনি জলস্নান দ্বারা বাক্যে তাহাকে শুচি করিয়া পবিত্র করেন।*

৮. রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ এবং ১ যোহন ৪:১৯ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: অন্তরঙ্গ কথা

দিয়ে আমাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা হয় যাকে কাজ অনুসরণ করে। ঈশ্বর আমাদের ভালোবেসেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ কথা দিয়ে তাঁর ভালোবাসার পত্রের মাধ্যমে যেগুলি ধর্মশাস্ত্রে নথিভুক্ত আছে।

রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ - *কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, (৩৯) কি ঊর্ধ্ব স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না।*

১ যোহন ৪:১৯ - *আমরা প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিলেন।*

৯. ১ যোহন ৫:৩ এবং ২ যোহন ৬ পদ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: যীশুর আজ্ঞার মাধ্যমে করে ভালোবাসতে এবং প্রকাশ করতে হবে তা জানা যায়। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা এই নীতিগুলি শিখতে পারি।

১ যোহন ৫:৩ - *কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়।*

২ যোহন ৬ পদ - *আর প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞানুসারে চলি; আজ্ঞাটি এই, যেমন আমরাও আদি হইতে শুনিয়াছ, যেন তোমরা উহাতে চল।*

১০. যোহন ১৪:১৫ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: ভালোবাসা আপনার আবেগ নয় কিন্তু আপনার ইচ্ছা। ধর্মশাস্ত্রের প্রত্যেক আজ্ঞা মানুষের ইচ্ছাকে দেওয়া হয়েছে, তার আবেগকে কখনও নয়। ঈশ্বর কখনও বলেন না আপনার কেমন অনুভূতি হওয়া উচিত, বরং তিনি আপনাকে বলেন কেমন করে প্রকাশ করবেন।

যোহন ১৪:১৫ - *তোমরা যদি আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞা সকল পালন করিবে।*

১১. গালাতীয় ৫:২২-২৩ পড়ুন। ভালোবাসা স্বাভাবিক নয়। এটি মানুবজাতির মধ্যে পবিত্র আত্মা দ্বারা শিখতে এবং জন্ম দিতে হয়। ভালোবাসা হল

ক. মানুষের চিন্তার ফল

খ. মানুষের স্বভাবের ফল

গ. ঈশ্বরের আত্মার ফল

গালাতীয় ৫:২২-২৩ - কিন্তু আত্মার ফল

গালাতীয় ৫:২২-২৩ - *কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা, (২৩) মৃদুতা, ইন্দ্রিয়দমন; এই প্রকার গুণের বিরুদ্ধ ব্যবস্থা নাই।*

১২. ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ পড়ুন। একটি ভালো বিবাহ কীসের ছোট মাপের আদর্শ?

ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ - *এই জন্য মনুষ্য আপন পিতা মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, এবং সেই দুই জন একাঙ্গ হইবে। (৩২) এই নিগূঢ়তত্ত্ব মহৎ, কিন্তু আমি খ্রীষ্টের উদ্দেশে ও মণ্ডলীর উদ্দেশে ইহা বলিলাম।*

উত্তরের নমুনা

১. হিতোপদেশ ১৮:২২ পড়ুন। বিবাহ হল:
ক. একটি ভালো বিষয়
খ. ভয়ানক
গ. প্রভুর সন্তুষ্টি

ক. একটি ভালো বিষয় এবং গ. প্রভুর সন্তুষ্টি

২. ইব্রীয় ১৩:৪ পড়ুন। বিবাহে যৌনতা (অথবা বিবাহের বিছানা) হল:

গ. অকলুষিত

৩. উপদেশক ৯:৯ পড়ুন। (নিউ অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন)। সত্যি অথবা মিথ্যা: একটি ধার্মিক বিবাহ হল প্রভুর কাছ থেকে আপনার জীবনে একটি উপহার এবং পুরস্কার।

সত্যি

৪. ১ যোহন ৩:১৮ পড়ুন। (নিউ সেঞ্চুরি ভার্সন)। ‘‘বিচারক ফিলিপ গিলিয়াম বলেছিলেন যে ২৮,০০০ অল্পবয়স্কদের কোর্ট কেস-এ যেগুলি আমরা বিচার করেছি, বাবাও মায়ের মধ্যে স্নেহের অভাব হল কিশোর অপরাধের সব চেয়ে বড় কারণ যা তিনি জানতেন’’ (টুগেদার ফরএভার, পৃষ্ঠা ১৫২)। আমরা কেমন করে ভালোবাসা প্রকাশ করব?

কার্যে ও সত্য প্রেমে

৫. ইফিষীয় ৫:২৮ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: আমি নিজের শরীরকে অবহেলা করার চেয়ে আমি আর আমার স্ত্রীকে অবহেলা করব না।

সত্যি

৬. ১ যোহন ৩:১৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: ‘‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’’ এই

কথাগুলি সুন্দর হতে পারে যদি তা কাজের দ্বারা সমর্থন করা হয়। আমাদের জন্য নিজের জীবন দিয়ে যীশু তাঁর কথাকে সমর্থন করেছিলেন। আমাদের সঙ্গীর জন্য আমাদের প্রাণ দিতে হবে নানান বাস্তব উপায়ে যা আমরা পারব।

সত্যি

কয়েকটি ব্যবহারিক উপায় বলুন যা আপনি ভালোবাসার জন্য পছন্দ করেন।

৭. ইফিষীয় ৫:২৫-২৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: আমি যা বলি সেই অনুসারে আমার স্ত্রী চলবে। আমি তার প্রতি যা বলি তার সম্ভাবনায় আমি তাকে নিয়ে আসি।

সত্যি। ইফিষীয় ৫:২৬ পদে যে গ্রীক শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে তা হল রেমা, যার অর্থ "কথিত বাক্য"

৮. রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ এবং ১ যোহন ৪:১৯ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: অন্তরঙ্গ কথা দিয়ে আমাদের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করা হয় যাকে কাজ অনুসরণ করে। ঈশ্বর আমাদের ভালোবেসেছেন তাঁর অন্তরঙ্গ কথা দিয়ে তাঁর ভালোবাসার পত্রের মাধ্যমে যেগুলি ধর্মশাস্ত্রে নথিভুক্ত আছে।

সত্যি। ঈশ্বরের বাক্যে আমাদের জন্য ভালোবাসার কথায় পূর্ণ

৯. ১ যোহন ৫:৩ এবং ২ যোহন ৬ পদ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: যীশুর আজ্ঞার মাধ্যমে কেমন করে ভালোবাসতে এবং প্রকাশ করতে হবে তা জানা যায়। ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমরা এই নীতিগুলি শিখতে পারি।

সত্যি

১০. যোহন ১৪:১৫ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা: ভালোবাসা আপনার আবেগ নয় কিন্তু আপনার ইচ্ছা। ধর্মশাস্ত্রের প্রত্যেক আজ্ঞা মানুষের ইচ্ছাকে দেওয়া হয়েছে, তার আবেগকে কখনও নয়। ঈশ্বর কখনও বলেন না আপনার কেমন অনুভূতি হওয়া উচিত, বরং তিনি আপনাকে বলেন কেমন করে প্রকাশ করবেন।

সত্যি

১১. গালাতীয় ৫:২২-২৩ পড়ুন। ভালোবাসা স্বাভাবিক নয়। এটি মানবজাতির মধ্যে

পবিত্র আত্মা দ্বারা শিখতে এবং জন্ম দিতে হয়। ভালোবাসা হল
গ. ঈশ্বরের আত্মার ফল।

১২. ইফিষীয় ৫:৩১-৩২ পড়ুন। একটি ভালো বিবাহ কীসের ছোট মাপের আদর্শ?
খ্রীষ্ট এবং তাঁর মণ্ডলী

পাঠ ১২
ঈশ্বরের প্রেমের প্রকার - পর্ব ১
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

১ করিন্থীয় ১৩:১৩ পদ বলে, ‘‘এখন বিশ্বাস, প্রত্যাশা, প্রেম, এই তিনটি আছে, আর ইহাদের মধ্যে প্রেমই শ্রেষ্ঠ।’’ তারপর ১ করিন্থীয় ১৪:১ পদ বলে, *‘‘তোমরা প্রেমের অনুধাবন করো, আবার আত্মিক বর সকলের জন্য উদ্যোগী হও, বিশেষত যেন ভাববাণী বলিতে পার।’’*বাইবেল বলে ভালোবাসাকে অনুসরণ করতে, অন্বেষণ করতে এবং এটিকে আপনার সর্বোচ্চ লক্ষ্য করতে। কিছু অনুবাদে বলা হয়েছে এটিকে আপনার সর্বশ্রেষ্ঠ অনুসন্ধান করুন। এটি একমাত্র বিষয়ই যা আমরা এই জীবন থেকে অনন্তকালে নিয়ে যাব। আমরা আমাদের গাড়ি, আমাদের বাড়ি কিংবা আমাদের অর্থ নিয়ে যাব না, কিন্তু আমরা সেই ভালোবাসা নিয়ে যাব যা যীশু খ্রীষ্ট আমাদের জীবনে পবিত্র আত্মা দ্বারা প্রদান করেছেন। ভালোবাসা হল একমাত্র জিনিস যার অন্তকালীন মূল্য এবং পদার্থদ আছে।

ভালোবাসার প্রকৃত অর্থ কী? আমি বলি, ‘‘আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি, আমি আইসক্রিম ভালোবাসি, আমি অ্যাপেল-পাই ভালোবাসি।’’ ইংরাজিতে ভালোবাসাকে বর্ণনা করার জন্য কেবল একটি শব্দ আছে, অতএব আমি যখন বলি আমি আমার স্ত্রীকে ভালোবাসি এবং তারপর বলি আমি আমার বিড়ালকে ভালোবাসি, আমার স্ত্রী কি তাতে মুগ্ধ হবে? একবারেই না। আপনি কি বুঝছেন আমি কী বলছি? আমরা যখন ভালোবাসা শব্দটি ব্যবহার করি, কিছু মানুষ মনে করে এর অর্থ যৌনতা, কিছু মনে করে এর অর্থ তীব্র উষ্ণ অনুভূতি - মানুষের কাছে ভালোবাসা বিভিন্ন রকম সংজ্ঞা আছে। গ্রীক ভাষায় চারটি প্রধান শব্দ আছে। একটি হল *এরস*, যেটি বাইবেলে সত্যই ব্যবহৃত হয় না এবং এটি যৌন আকর্ষণ অথবা যৌন প্রেম হিসাবে সংজ্ঞায়িত হয়েছে। ঈশ্বর এই ধরমের ভালোবাসাকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন যখন তিনি বলেছেন একজন পুরুষ তার বাবা ও মাকে ত্যাগ করে, তার স্ত্রীকে আঁকড়ে ধরবে এবং তারা একাঙ্গ হবে। বাইবেলে একটি বই আছে যার নাম পরমগীত, এতে যৌন প্রেমের কথা বলা হয়েছে যা ঈশ্বর বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছেন। অন্য প্রকারের ভালোবাসা, ঈশ্বর বলেন সমস্ত মানবজাতি বিনামূল্যে ব্যবহার

করতে পারে, কিন্তু *এরস* বৈবাহিক সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

আরেক রকম ভালোবাসা বলা হয় স্টর্জ এবং এটি হল প্রাকৃতিক বন্ধন অথবা পারিবারিক সম্পর্কে স্নেহ। তারপর আরেকটি হল *ফিলো*, যেটি মূল শব্দ ফিলিয়া থেকে এসেছে। এই শব্দটি নূতন নিয়মে প্রায় বাহাত্তর বার ব্যবহার করা হয়েছে এবং এর অর্থ হল স্নেহের উষ্ণ অনুভূতি যেটি তীব্রতায় আসে এবং যায়। বেশিরভাগ মানুষ যারা ভালোবাসা নিয়ে কথা বলে তারা মনে করে এটিই ভালোবাসা, অতএব "আমি ভালোবাসি এবং আমার ভালোবাসা ছুটে যায়।" আপনার ভালোবাসা যদি এইরূপ ভালোবাসার উপর ভিত্তি করে হয়, এমন সময় আসবে যখন আপনার ভালো সময় আসবে এবং কখনও খারাপ সময় আসবে। আপনি এর উপর ভিত্তি করে ভালোবাসায় পড়তে পারেন এবং আপনার ভালোবাসা ছুটেও যেতে পারে।

বাইবেল বলে আমরা যেন ঈশ্বরের ভালোবাসা দ্বারা এক অপরকে ভালোবাসি, যেটি *আগাপে* ভালোবাসা। *আগাপে* ভালোবাসা কী? অনেক মতবাদ আছে এবং ১ করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়ে ভালোবাসায় কী যুক্ত সেই বিষয় এক পূর্ণাঙ্গ বর্ণনা দিয়েছে। ১ যোহন ৫:৩ পদ বলে, "*কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি।*" যীশুর আজ্ঞা আমাদের ভালোবাসার প্রকাশ দেখায়, কিন্তু আমি যদি সেটির সারাংশ করি, আমি মথি ৭:১২ পদ ব্যবহার করব, "*অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা করো যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী গ্রন্থের সার।*" এটি মণ্ডলীর সেই সকল মানুষদের বিষয় নয় যারা আমাকের ভালোবাসে না, আমার সম্পর্কে চিন্তা করে না এবং আরও অনেক কিছু। না, বাইবেল বলে আপনি যা চান অন্যেরা আপনার প্রতি করুক, আপনি তাদের প্রতি সেই মতন করুন। সেটিই ভালোবাসা। এটি আমাদের মাংসিক স্বভাবের বিরুদ্ধে যায়, আমাদের স্বাভাবিক চরিত্রের বিরুদ্ধে গিয়ে নিজেদের পরিবর্তে অপর ব্যক্তির মঙ্গল এবং সুবিধা কামনা করে। এটি ঈশ্বরের ক্ষেত্রে হয়। মনে করবেন না যে আমি বলছি এটি ঈশ্বর ব্যতিরেকে অভিব্যক্ত করা সম্ভব। বাইবেল বলে আত্মার ফল হল ভালোবাসা এবং ঈশ্বর হলেন ভালোবাসা। তিনি ভালোবাসার উৎস এবং তিনিই আমাদের দেখিয়ে দেবেন কেমন করে তাঁর আজ্ঞার মাধ্যমে ভালোবাসা প্রকাশ করবেন। তিনি আমাদের শক্তি দেবেন, এমনকী আমাদের মাংসিক ক্ষেত্রে, সঠিক পছন্দ করতে ও সিদ্ধান্ত নিতে এবং সঠিক নীতিগুলির

অনুসারে কাজ করতে।

একদিন আমি চাইলাম কোথাও গিয়ে প্রার্থনা করি যেমন আমি সাধারণত কাজের পরে করতাম। আমি একটি পার্কে ছিলাম এবং আমি বললাম, ‘‘ঈশ্বর, আমি সত্যিই কাউকে পরিচর্যা দিতে চাই।’’ সেই দিন যথেষ্ট গরম ছিল এবং আমি দেখলাম একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে দোলনায় বসে আছে। সেখানে একটি খালি দোলনা ছিল, অতএব আমি সেটিতে গিয়ে বসলাম। আমি ছোট মেয়েটির দিকে ফিরে বললাম, ‘‘এটি সুন্দর দিন, তাই না? সে বলল, ‘‘আমি ইংরাজি জানি না,’’ তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘‘তুমি কোথা থেকে এসেছ?’’ সে বলল রোমানিয়া থেকে। আমি জানতাম সেই অঞ্চলে রোমানীয়রা বসবাস করত এবং আমি দেখলাম সেখানকার লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে আছে, হয়তো ভাবছে আমি কেন ছোটদের সঙ্গে কথা বলছি। আমি তাদের কাছে গিয়ে বললাম, ‘‘আমি আপনাদের সাহায্য করতে চাই।’’ তারা বলল, ‘‘আপনি আমাদের সাহায্য করতে চান? কেন আপনি আমাদের সাহায্য করতে চাইছেন? আপনি তো আমাদের চেনেন না!’’ আমি বললাম, ‘‘কারণ ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করতে চান।’’ সেই সময় আমি ১ যোহন ৩:১৮ পদে ভালোবাসার নীতিগুলি ধ্যান করছিলাম যেখানে বলছে, ‘‘আইস, আমরা বাক্যে কিংবা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্যে ও সত্যে প্রেম করি।’’ আমরা কেবল আমাদের মুখের কথায় ভালোবাসব না, কিন্তু আমাদের কাজের মাধ্যমেও। যদিও আমি নিজের সঙ্গে টাকা নিয়ে ঘুরি না, সেই দিন আমার পকেটে কিছু টাকা ছিল। আমি সেগুলি বাড়িয়ে দিলাম এবং বললাম, ‘‘এটি আপনাদের জন্য,’’ আর তাদের টাকা দিলাম। যেহেতু আমি সেই দিন উপবাসে ছিলাম, আমার কাছে অল্প খাবার ছিল, অতএব আমি বললাম, ‘‘এখানে আপনাদের পরিবারের জন্য কিছু খাবার আছে।’’ তাঁরা আবেগপীড়িত হলেন এবং বললেন, ‘‘আপনি কে?’’ আমি তাঁদের বললাম, ‘‘ঈশ্বর আজ আমাদের মিলিত হওয়ার জন্য এক ঐশ্বরিক সাক্ষাৎ করেছেন এবং আমি আবার আপনাদের সঙ্গে দেখা করব।’’

আমি বাড়ি ফিরে আমার স্ত্রীকে সেই রোমানীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের বিষয় বললাম। আমি ফ্রিজ থেকে একটিদ রোস্ট বের করে সেটি রান্না করলাম। পরের দিন আমি কয়েক বাক্স ভর্তি থালা একটি গ্যারাজ সেল থেকে কিনলাম এবং সেই পার্কে আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে গেলাম। সেই রোমানীয়রা এবং তাঁদের সন্তানেরা সেখানে ছিল। আমি তাঁদের

বললাম, ‘‘আমি আপনাদের জন্য উপহার নিয়ে এসেছি। সেগুলি ভারী, সেই জন্য আমি আমার গাড়ীতে যাচ্ছি আর আপনারা যদি দেখিয়ে দেন কোথায় থাকেন, আমি উপহারগুলি আপনাদের বাড়িতে নিয়ে যাব।’’ আমরা যখন তাঁদের ছোট এক বেডরুমের অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছালাম আমি থালা কাঁটাচামচগুলি প্রত্যেকটি মানানসই- বাক্স থেকে বের করে তাঁদের একটি করে দিলাম। আমি যখন তাঁদের সেগুলি দিচ্ছিলাম, তাঁদের গাল বেয়ে কান্নায় জল গড়িয়ে পড়ছিল, এবং সেই ভদ্রমহিলা বললেন, ‘‘আমি কাঁদব! আমি কাঁদব!’’ আমি বললাম, ‘‘সোমবার রাতে আমার বাড়িতে বাইবেলে অধ্যায়ন হবে, আর আমি আপনাদের সেখানে আমন্ত্রণ করতে চাই।’’ তাঁরা বললেন, ‘‘আমরা যেতে চাই,’’ কিন্তু আমি বললাম, ‘‘আমি চাই না যে আপনারা এই উপহারের জন্য আসুন।’’ তাঁরা বললেন, ‘‘না, আমরা আপনার বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।’’ যেহেতু তাঁদের গাড়ির ব্যবস্থা ছিল না, আমি তাঁদের তুলে আমার বাড়িতে নিয়ে গেলাম, এবং খুব শীঘ্র, ঈশ্বর তাঁদের স্পর্শ করা শুরু করলেন। তাঁরা ভালো করে ইংরাজি বলতে পারতেন না, কিন্তু আমরা যখন তাঁদের জন্য প্রার্থনা করছিলাম ঈশ্বর তাঁদের স্পর্শ করলেন। ঈশ্বরের ভালোবাসা তাঁদের মধ্যে সুস্পষ্ট হয়েছিল। খুব শীঘ্র, আমরা আরেকটি রোমানীয় দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এবং আমি প্রথম দম্পতিকে বললাম, ‘‘আপনারা কি যাবেন এবং আমাকে সাহায্য করবেন যেন আমি আরেকটি রোমানীয় দম্পতির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি?’’ তাঁরা রাজি হলেন এবং একদিন তাঁদের কাছ থেকে ফোন পেলাম, ‘‘মিস্টার ডন, আমরা আপনার সম্বন্ধে শুনেছি। আমরা একাকীত্ব বোধ করি, আমরা আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।’’ অতএব আমি আমার রোমানীয় বন্ধুদের নিয়ে তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। আমি উপহার, খাবার এবং আরও অনেক জিনিস তাদের জন্য নিলাম। আমি যখন এইরকম করলাম এবং তাদের কাছে নিয়মিত যেতাম, সব কিছু দারুন চলছিল যতক্ষণ না প্রথম দম্পতি বললেন, ‘‘তোমাদের বাইবেল অধ্যায়নে যাওয়া উচিত। এঁরা যীশুর বিষয় বলেন এবং সেটি অপূর্ব!’’ তারা বলল, ‘‘দাড়াও এক মিনিট! আমরা একটি কমিউনিস্ট দেশ থেকে এসেছি এবং জানিনা যে কোনও ঈশ্বর আছে কিনা। আমরা এই যীশুর বিষয় চাই না।’’

আমি বললাম, ‘‘আমাকে বন্ধু হওয়ার সুযোগ দিন,’’ এবং তাদের সপ্তাহান্তে বাইরে নিয়ে যাওয়া শুরু করলাম এবং তাদের জামা, কোট ও তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে দিলাম। তারা খুব অপ্রস্তুত এবং অনিচ্ছুক ছিল। ‘‘বেশ, তোমাদের কি কোটের প্রয়োজন নেই?’’ ‘‘হ্যাঁ প্রয়োজন, কিন্তু . . . ।’’ ‘‘তাহলে এসো এই কোটটি তোমার জন্য

নিই।” আমি তাদের কাজের মাধ্যমে ভালোবাসতে শুরু করলাম, কিন্তু তারা আমাদের বাইবেল অধ্যায়নে আসতে রাজি ছিল না যতক্ষণ না আমি তাদের বললাম, “সেখানে হয়ত কয়েকজন অ্যামেরিকান থাকবে যারা তোমাদের একটি চাকরি পেতে সাহায্য করতে পারে।” তারপর তারা তৎক্ষণাৎ এলো। সেই রাত্রে বাইবেলে অধ্যায়নে, আমি প্রভুর কাছে মূর্খের মতন কিছু বলেছিলাম, “প্রভু, আজ রাত্রে তোমায় আমাকে অন্য ভাষায় কথা বলার দান দিতে হবে কেননা একে অপরের সঙ্গে ভালোভাবে কথাবার্তা বলতে পারি না।” সেই রাত্রে বাইবেল অধ্যায়নে কয়েকজন অ্যামেরিকান তাদের সাক্ষ্য দিয়েছিল। আমি যখন কথা বলা শুরু করলাম, দ্বিতীয় রোমানীয়া দম্পতি উজ্জীবিত হওয়া শুরু করল এবং আমি বুঝতে পারছিলাম কিছু একটা ঘটছে। অধ্যায়নের পরে, আমি বললাম, “এসো তোমাদের জন্য প্রার্থনা করি,” এবং আমরা যখন প্রার্থনা করছিলাম, ঈশ্বর হঠাৎ তাদের স্পর্শ করলেন এবং ঘরের পরিবেশ তাঁর ভালোবাসায় পূর্ণ করলেন। তারপর সেই মহিলা বললেন, “আপনি জানেন, অ্যামেরিকানরা যখন কথা বলছিল, তারা যা বলছিল তা আমি বুঝতে পারছিলাম না, কিন্তু আপনি যখন দাঁড়ালেন এবং যীশুর বিষয় কথা বলতে শুরু করলেন, আমাদের জন্য তাঁর ভালোবাসা এবং তাঁর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক স্থাপন করার জন্য তিনি কী করেছিলেন, আমি আপনার প্রত্যেক কথা বুঝতে পারছিলাম! আমি এটি পুরোপুরি বুঝেছি! এটি ঈশ্বর হতেই হবে! এটি ঈশ্বর হতেই হবে!” এর ফলস্বরূপ, আমাদের সকলের জীবন পরিবর্তিত হয়েছে, কেবল রোমানীয়দের নয়।

আমার বাড়ি সোমবার রাতগুলিতে আন্তর্জাতিক মানুষে ভর্তি থাকত - রোমানীয়, বুলগেরীয় এবং রাশিয়ার লোকেরা। ঈশ্বর জীবন পরিবর্তন করছিলেন এবং তারা জানত যে আমরা তাদের ভালোবাসি। আমাদের কাছে আফ্রিকা থেকেও মানুষ ছিল। যদিও আমরা খুব কমই একে অপরের সাথে কথা বলতে পারতাম, একটি বিষয় তারা জানত: আমরা যখন প্রার্থনা করতাম, ঈশ্বর নিজেকে তাদের কাছে প্রকাশ করবেন। তারা আরও জানত যে আমি তাদের জন্য কিছু করব এবং আমি তাদের ভালোবাসি। ঈশ্বর তাদের জীবন এবং আরও অনেক মানুষের জীবন পরিবর্তন করলেন। এই সব ঘটেছিল কারণ একদিন পার্কে আমি একজনকে দেখেছিলাম যাদের গায়ের রং ছিল আলাদা, অন্য জাতির। আমার কোনও স্নেহের উষ্ণ অনুভূতি ছিল না, কিন্তু আমি জানতাম এটিই হল ভালোবাসা: আপনি যা চান অন্যেরা আপনার প্রতি করুক, আপনি তাদের প্রতি সেই মতন করুন। আমি যেভাবে অনুভব করেছি তা বিবেচনা না করেই আমি তাদের মঙ্গল এবং উপকার

কামনা করেছি এবং আপনি জানেন কী হয়েছিল? তারা এতো প্রশংসা করেছিল যে আমার জন্য তাদের হৃদয়ে ফিলিয়া ভালোবাসা উঠে এসেছিল, যে ভালোবাসায় অনুভূতি আছে, এবং তারা আমাকে বলতে লাগল ‘‘আমি আপনাকে ভালোবাসি’’ এবং তারা আমাকে জড়িয়ে ধরল ও চুম্বন করল। আমার মধ্যে যা ঘটেছিল তা হল তাদের প্রতি সেই রকম অনুভূতি উৎপন্ন হয়েছিল। আপনি যদি সেই ভালোবাসা পেতে চান যাতে আপনার জীবনে অনুভূতি আছে, আগাপে ভালোবাসা অনুশীলন করুন। আপনি কেমন অনুভব করছেন তা বিবেচনা না করেই আপনি তাদের মঙ্গল ও উপকার কামনা করুন এবং এটি এক ভালোবাসা উৎপন্ন করবে যাতে অনুভূতি আছে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ১ যোহন ৫:৩ পড়ুন। ঈশ্বরের ভালোবাসা তাঁর ... মধ্যে প্রকাশ পায়।

১ যোহন ৫:৩ - *কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়।*

২. রোমীয় ১৩:৯-১০

রোমীয় ১৩:৯-১০ - *কারণ "ব্যভিচার করিও না, নরহত্যা করিও না, চুরি করিও না," এবং আর যে কোন আজ্ঞা থাকুক সে সকল এই বচনে সঙ্কলিত হইয়াছে, "প্রতিবাসীকে আপনার মত প্রেম করিও।" (১০) প্রেম প্রতিবাসীর অনিষ্ট সাধন করে না, অতএব প্রেমই ব্যবস্থার পূর্ণসাধন।*

৩. রোমীয় ১২:১৯-২১ পড়ুন। আমরা কেমন করে আমাদের শত্রুদের ভালোবাসব, এমনকী যখন আমাদের তা করতে ইচ্ছা করে না?

রোমীয় ১২:১৯-২১ - *হে প্রিয়েরা, তোমরা আপনারা প্রতিশোধ লইও না, বরং ক্রোধের জন্য স্থান ছেড়ে দাও, কারণ লেখা আছে, "প্রতিশোধ লওয়া আমারই কর্ম, আমি প্রতিফল দিব, ইহা প্রভু বলেন।" (২০) বরং "তোমার শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, তাহাকে ভোজন করাও; যদি সে পিপাসিত হয়, তাহাকে পান করাও; কেননা তাহা করিলে তুমি তাহার মস্তককে জ্বলন্ত অঙ্গারের রাশি করিয়া রাখিবে।" (২১) তুমি মন্দের দ্বারা পরাজিত হইও না, কিন্তু উত্তমের দ্বারা মন্দকে পরাজিত করো।*

৪. তীত ২:৪ পড়ুন। এই অংশে আমাদের ভালোবাসা সম্বন্ধে কী দেখায়?

তীত ২:৪ - *তাঁহারা যেন যুবতীদিগকে সংযত করিয়া তোলেন, যেন ইহারা পতিপ্রিয়া, সন্তানপ্রিয়া হয়।*

৫. ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ পড়ুন। (কনটেমপর‍্যারি ইংলিশ ভার্সন)। ভালোবাসার নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।

১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ *(কনটেমপর‍্যারি ইংলিশ ভার্সন)- প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, (৫) প্রেম স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না, (৬) প্রেম সত্যের সহিত আনন্দ করে, কিন্তু অধার্মিকতায় আনন্দ করে না। (৭) প্রেম সকলই বহন করে, বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা করে, ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে। (৮) প্রেম কখনও শেষ হয় না!*

৬. ১ যোহন ৩:১৮ পড়ুন। আমাদের কেমন করে ভালোবাসা অনুশীলন করতে হবে?

১ যোহন ৩:১৮ *- বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিংবা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্যে ও সত্যে প্রেম করি।*

উত্তরের নমুনা

১. ১ যোহন ৫:৩ পড়ুন। ঈশ্বরের ভালোবাসা তাঁর . . . মধ্যে প্রকাশ পায়।
আজ্ঞা

২. রোমীয় ১৩:৯-১০ পড়ুন। এই পদগুলির আজ্ঞা কেমন করে ভালোবাসা প্রকাশ করে তা ব্যাখ্যা করুন।
ভালোবাসা প্রতিবাসীর প্রতি কোনও অন্যায় করে না। প্রত্যেকটি আজ্ঞা প্রকাশ করে কেমন করে আমরা আমাদের প্রতিবাসীর প্রতি প্রতিক্রিয়া জ্ঞাপন করব।

৩. রোমীয় ১২:১৯-২১ পড়ুন। আমরা কেমন করে আমাদের শত্রুদের ভালোবাসব, এমনকী যখন আমাদের তা করতে ইচ্ছা করে না?
আমাদের শত্রু যদি ক্ষুধিত হয়, আমরা তাদের খাবার দিতে পারি; তারা যদি তৃষ্ণার্ত হয়, আমরা তাদের কিছু পান করতে দিতে পারি। আমাদের কেমন অনুভব করছি তা বিবেচনা না করে আমরা তাদের মঙ্গল ও উপকার কামনা করতে পারি।

৪. তীত ২:৪ পড়ুন। এই অংশে আমাদের ভালোবাসা সম্বন্ধে কী দেখায়?
ভালোবাসা শিক্ষা দেওয়া যায়। এটি কেবল অনুভূতি নয়

৫. ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ পড়ুন। (কনটেমপর্যারি ইংলিশ ভার্সন)। ভালোবাসার নীতিগুলি বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করুন।
“প্রেম চিরসহিষ্ণু প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচরণ করে না, প্রেম স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না, প্রেম সত্যের সহিত আনন্দ করে, কিন্তু অধার্মিকতায় আনন্দ করে না। প্রেম সকলই বহন করে, বিশ্বাস করে, প্রত্যাশা করে, ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে। প্রেম কখনও শেষ হয় না!”

৬. ১ যোহন ৩:১৮ পড়ুন। আমাদের কেমন করে ভালোবাসা অনুশীলন করতে হবে?
আমরা বাক্যে কিংবা মুখে ভালোবাসব নয়, কিন্তু আমাদের কাজে।

পাঠ ১৩
ঈশ্বরের প্রেমের প্রকার - পর্ব ২
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

যীশু খ্রীষ্ট হলেন ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি যিনি পৃথিবীর বুকে এসেছিলেন, তবুও বাইবেলে এখনও যা লিপিবদ্ধ আছে, তিনি কখনও এই কথাগুলি বলেননি ‘‘আমি তোমাকে ভালোবাসি।’’ এটি আশ্চর্যজনক নয় কি? ভালোবাসার সর্বশ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি কখনও বলেননি ‘‘আমি তোমাকে ভালোবাসি।’’ আপনি কি জানেন কেন কারণ ভালোবাসা কথার থেকে অধিক; এটি কাজ। মনে করুন আমি আমার স্ত্রীকে বললাম। ‘‘আমি তোমাকে ভালোবাসি’’ এবং তারপর বাইরে গিয়ে তার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করলাম। সে কি আমার কথা বিশ্বাস করবে, নাকি আমার কাজকে বিশ্বাস করবে? সে আমার কাজ অনুসারে আমাকে বিশ্বাস করবে, কেননা ভালোবাসার ৯৫ শতাংশ হল মৌখিক নয়। আপনি যা কিছু বলেন তা নয়; আপনি যা কিছু করেন তা।

১ যোহন ৩:১৮ পদে আমরা পড়ি, ‘‘আমরা বাক্যে কিংবা জিহ্বাতে নয় (তোমার ভালোবাসা যেন কেবল তোমার মুখের কথা না হয়), কিন্তু কার্যে ও সত্যে প্রেম করি।’’ ভালোবাসা হল একটি ক্রিয়া শব্দ। মথি ২৫:৩৫-৩৬ পদে, যীশু ভালোবাসাকে বর্ণনা করেন এই বলে যে কাজ অনুপ্রাণিত করে, ‘‘আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে। আমি পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে পান করাইয়াছিলে। আমি বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে। আমি পীড়িত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে।’’ তারপর ৪০ পদে তিনি বলছেন, ‘‘আমার এই ভ্রাতৃগণের, এই ক্ষুদ্রতমদিগের, মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে।’’ দেখুন, ভালোবাসা হল একটি ক্রিয়া; এটি কিছু যা আপনি করেন। ইব্রীয় ৬:১০ পদ বলে, ‘‘ঈশ্বর অন্যায়কারী নন; তাঁর প্রজাদের তোমরা যে সাহায্য করেছ এবং এখনও করে যাচ্ছ, আর এর মাধ্যমে তোমরা তাঁর প্রতি যে ভালোবাসার নিদর্শন দেখিয়েছ, ঈশ্বর তোমাদের সেসব কাজ ভুলে যাবেন না’’ (নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন)। মথি ২২ অধ্যায়ে যীশুকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল সর্বপ্রধান

আজ্ঞা কী, তিনি বলেছিলেন এটি হল ঈশ্বরকে ভালোবাসা এবং আমাদের সহকর্মীকে ভালোবাসা। এই দুইটি আজ্ঞা আসলে একটি, যদি সঠিকভাবে বোঝা যায়। আপনি যখন আমার এই ভ্রাতৃগণের ক্ষুদ্রতমের প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করেন, যীশু বলেছেন আপনি আসলে তাঁর প্রতি প্রকাশ করছেন। বাইবেল শিক্ষা দেয় যে যীশুকে কার্যকর উপায়ে ভালোবাসায় এক অপূর্ব সুযোগ আমাদের আছে, অপরকে ভালোবেসে।

গত পাঠে, রোমানীয়দের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা আমি বলেছিলাম। তাদের জীবন পরিবর্তিত হয়েছিল কেননা আমি যেভাবে অনুভব করেছি তা বিবেচনা না করেই আমি তাদের মঙ্গল এবং উপকার কামনা করেছিলাম। তারা ভিন্ন রং এবং জাতির ছিল, কিন্তু আমি জানতাম যে ঈশ্বরের ভালোবাসা প্রকাশিত হয় যখন আমরা হাত বাড়াই এবং অন্যদের মঙ্গল ও উপকার কামনা করি যেমন যীশু করেছিলেন। ক্রুশে যাওয়া তাঁর ইচ্ছা হয়নি। তিনি বলেছিলেন, “হে আমার পিতা, যদি হইতে পারে, এই পানপাত্র আমার নিকট হইতে দূরে যাক; তথাপি আমার ইচ্ছামত না হোক, তোমার ইচ্ছামত হোক।” যীশু যেভাবে অনুভব করেছিলেন তা বিবেচনা না করেই তিনি আমাদের মঙ্গল এবং উপকার কামনা করেছিলেন।

একদিন আমি রোমানীয়দের কাছ থেকে ফোন পেলাম। তারা কাঁদছিল। তারা যুক্তরাষ্ট্রে সাড়ে সাত বছর রয়েছে। তারা কানসাস-এ বসবাস করছিল এবং কাজ করছিল। তারা বলল, অবশেষে আমরা আমাদের রাজনৈতিক আশ্রয় সংক্রান্ত কাগজপত্র সম্পর্কে রায় পেয়েছি। আবেদন করার জন্য তারা আমাদের তিরিশ দিন সময় দিয়েছে এবং তারপর আমরা নির্বাসিত হবো।” এই দেশে সাধারণত রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে ২ থেকে ৫ শতাংশ সুযোগ থাকে। রোমানীয়রা একজন আইনজীবীর কাছে গিয়েছিল এবং তিনি মূলত বলেছিলেন তাদের কোনও সুযোগ নেই। আমি তাদের বললাম আমরা প্রার্থনা করব এবং তাদের সাহায্য করার চেষ্টা করব। আমি জানতাম না, কেমন করে করব। আমার মনে হয়েছিল তাদের ফিরিয়ে দেওয়া খুব বড় অবিচার হবে-বিশেষত যখন তাদের সন্তানেরা অল্পই রোমানীয় ভাষা বলতে পারে।

আমার এক বন্ধু আমাদের কলোরাডো-র এক মহাসভার সদস্যকে ফোন করল যিনি বললেন কানসাস-এর সেনেট সভার সদস্য স্যাম ব্রাউনব্যাক-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে,

যেহেতু রোমানীয়রা সেখানে বসবাস করছিল। সেটি দারুন ছিল কেননা আমার এক বন্ধু কিম সেনেট সভার সদস্য ব্রাউনব্যাক-এর জন্য কাজ করত। আমি কিম-এর সঙ্গে যোগাযোগ করলাম এবং সে ওয়াশিংটন ডি সি-র চারজন ব্যক্তির নাম করল যারা এই বিষয়টি দেখছে। কানসাস-এর সাবল্যাট সম্প্রদায় রোমানীয়দের সমর্থনে সই সংগ্রহ করল যে তারা তাদের সেখানে রাখতে চায়। ‘‘তারা ভালো মানুষ, তারা কর দেয় এবং কঠোর পরিশ্রম করে। আমরা তাদের এখানে চাই।’’ যা ঘটেছিল তার এক পূর্ণ পাতার লেখা খবরের কাগজে ছাপা হয়েছিল। এটি একটি আশ্চর্যজনক ঘটনা, কেননা আমাদের সরকারের উচ্চ পদস্থ ব্যক্তিরা বুঝতে পারছিলেন কী ঘটছিল, রোমানীয়রা একটি চিঠি পেল যাতে বলা হয়েছিল যে সিদ্ধান্ত বাতিল করা হয়েছে এবং তারা যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করতে পারবে।

আমি কানসাস-এর সাবল্যাট-এ গেলাম। আমার বন্ধুরা জানত না যে আমি যাব এবং আমি যখন সেখানে পৌঁছালাম, রাজনৈতিক আশ্রয় পেতে তাদের সাহায্য করার জন্য তারা তখন ফোনে সেনেট সভার সদস্য ব্রাউনব্যাককে ধন্যবাদ দিচ্ছিল। তিনি ব্যক্তিগতভাবে সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেননি কারণ সেটি ছিল রাষ্ট্রপতি ক্লিন্টন-এর অভিশংসনের শুনানির শেষ দিন, কিন্তু এ বি সি এবং এন বি সি নিউজ সেখানে ক্যামেরা নিয়ে উপস্থিত ছিল। তারা যেই ফোন রাখল, তারা আমার কাছে দৌড়ে এসে জড়িয়ে করল এবং ক্যামেরা আমার উপর তাক করা ছিল। তারা বলল, ‘‘আপনি কে এবং আপনি এই মানুষদের কেমন করে চিনলেন?’’ আমি তাদের সম্পূর্ণ ঘটনা বললান, কেমন করে তাদের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং ঈশ্বরের জন্য এবং যীশু মথি ৭:১২ পদে যা বলেছেন সেই কারণে আমি তাদের মঙ্গল ও উপকার কামনা করছিলাম।

তারা যখন জিমনেশিয়ামে গেল যেখানে লাল, সাদা ও নীল বেলুনে চারিদিকে সাজানো ছিল এবং দেশাত্মবোধক গান গাওয়া হচ্ছিল। আমার বন্ধুরা যখন ভিতরে এলো, সকলে চিৎকার করতে লাগল, এবং তারা কাঁদছিল। শহরের মেয়র বললেন, ‘‘আজ, ১২ই ফেব্রুয়ারি, রোমানীয়দের সম্মান জানাতে জুকান ফ্যামিলি ডে হিসাবে পালিত হবে।’’ তারা একটি অ্যামেরিকান পতাকা নিল যেটি সেনেট সভার সদস্য ওয়াশিংটন ডি সি-র আইন সভার ভবনের উপরে তাদের সম্মানে উড়িয়েছিলেন এবং তাদের উপহার দিয়েছিলেন। তিনি তাদের সেই দলিল দিলেন যেখানে উল্লিখিত ছিল যে তারা আইনত থাকতে পারবে- মূলত তাদের বাকি জীবন পর্যন্ত। তারা সকলে সাক্ষ্য দিল এবং আমাকে

প্রার্থনা করতে বলল। আমি বললাম, ‘‘সেখানে একজন ব্যক্তি ছিলেন যাঁকে আমরা যথেষ্ট ধন্যবাদ জানায়নি, এবং তিনি হলেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর। কলোরাডো স্প্রিংস, সিও-র, একটি পার্কে সাড়ে সাত বছর আগে, আমি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করছিলাম, তাঁকে বলেছিলাম তাঁর ভালোবাসা নিয়ে আমি যেন সেই দিন কারো কাছে পৌঁছাতে পারি। এই রোমানীয়দের কাছে আমি পরিচালিত হয়েছিলাম।’’ আমি তারপর সেই ঘটনা পুনরাবৃত্তি করলাম এবং বললাম, ‘‘ঈশ্বর আপনাদের সাহায্য করতে চান-আমেরিকায় তারা স্বাগত।’’

যেমন করে সব কিছু ঘটল তা হল এক আশ্চর্যজনক ঘটনা। আমি সঠিক সময়ে সঠিক জায়গায় সঠিক ব্যক্তিকে জানতাম। আমার বন্ধু কিম সেনেট সভার সদস্য ব্রাউনব্যাককে আসার জন্য এবং আমার সঙ্গে অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক মিনিস্ট্রিস-এ এই ঘটনার এক বছর আগে সাক্ষাৎ করার জন্য সকল ব্যবস্থা করেছিল। সে বলেছিল, ‘‘ডন ক্রো-র সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন।’’ আমি জানিনা কেন এবং আমি খুব অস্বস্তি বোধ করছিলাম। আমি জানতাম না যে ঈশ্বর একটি পরিবারকে সাহায্য করার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। তিনি নিজেকে এবং তাঁর ভালোবাসাকে প্রকাশ করেছিলেন, কেবলমাত্র যীশুর আদেশের কারণে যে তুমি যা চাও অন্যেরা তোমার প্রতি করে, সেই মতো তাদের প্রতি কোরো। এটি একটি আশ্চর্যকাজ যা তারা কখনও ভুলবে না এবং এখন তারা আপনাকে বলবে। ‘‘এটি ঈশ্বরের কারণে।’’ সেই রোমানীয় মহিলা, আনকা, বলেছিলেন, ‘‘আমার বিশ্বাস টলমল ছিল, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত ছিলেন, এবং তিনি আমাদের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।’’

এখনই বহু মানুষ আছে যারা ভালোবাসার জন্য কাঁদছে। তারা একমাত্র উপায়ে এটি পেতে পারে যখন আপনি এবং আমি ঈশ্বরের বাক্যের মাধ্যমে ভালোবাসার নীতিগুলি বুঝবার সিদ্ধান্ত নেব। ভালোবাসা হল কল্যাণকর, ভালোবাসা অন্যের মঙ্গল কামনা করে -ঠিক যেমন যীশু কামনা করেছিলেন যখন তিনি ক্রুশে গিয়েছিলেন। আপনি আজ যখন এই নীতিগুলি আরও দেখবেন যে ঈশ্বরের ভালোবাসায় অন্যকে ভালোবাসা প্রকৃত অর্থ কী তখন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মথি ৭:১২ পড়ুন। আপনার নিজের কথায় বলুন, শ্রেষ্ঠ নিয়ম কী।

মথি ৭:১২ *- অতএব সর্ববিষয়ে তোমরা যাহা যাহা ইচ্ছা কর যে, লোকে তোমাদের প্রতি করে, তোমরাও তাহাদের প্রতি সেইরূপ করিও; কেননা ইহাই ব্যবস্থার ও ভাববাদী গ্রন্থের সার।*

২. মথি ৭:১২ পড়ুন। ভালোবাসা আবিষ্কার করার চেষ্টায়, বহু মানুষ সঠিক ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করে। আপনার কি সঠিক ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করা উচিত নাকি সঠিক ব্যক্তিক হওয়া?

৩. ১ যোহন ৫:৩ পড়ুন। ভালোবাসা কি এক অনুভূতি, অথবা আপনি যা করেন তা কি ভালোবাসা?

১ যোহন ৫:৩ *- কেননা ঈশ্বরের প্রতি প্রেম এই, যেন আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি; আর তাঁহার আজ্ঞা সকল দুর্বহ নয়।*

৪. ১ যোহন ৩:১৮ পড়ুন। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে কিংবা স্বামীকে বলেন "আমি তোমাকে ভালোবাসি!" এবং বাইরে গিয়ে ব্যভিচার করেন, সে কি আপনার কথা কিংবা আপনার কাজকে বিশ্বাস করবে?

১ যোহন ৩:১৮ *- বৎসেরা, আইস, আমরা বাক্যে কিংবা জিহ্বাতে নয়, কিন্তু কার্যে ও সত্যে প্রেম করি।*

৫. রোমীয় ৫:৬-৮ পড়ুন। আপনি কি মনে করেন যীশু মরতে চেয়েছিলেন?

রোমীয় ৫:৬-৮ *- কেননা যখন আমরা শক্তিহীন ছিলাম, তখন খ্রীষ্ট উপযুক্ত সময়ে*

ভক্তিহীনদের নিমিত্ত মরিলেন। (৭) বস্তুত ধার্মিকের নিমিত্ত প্রায় কেহ প্রাণ দিবে না, সজ্জনের নিমিত্ত হয়তো কেহ সাহস করিয়া প্রাণ দিলেও দিতে পারে। (৮) কিন্তু ঈশ্বর আমাদের প্রতি তাঁহার নিজের প্রেম প্রদর্শন করিতেছেন; কারণ আমরা যখন পাপী ছিলাম, তখনও খ্রীষ্ট আমাদের নিমিত্ত প্রাণ দিলেন।

৬. গালাতীয় ৫:২২ পড়ুন। ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র না করে আমরা কি সত্যিই ভালোবাসতে পারি?

গালাতীয় ৫:২২ - *কিন্তু আত্মার ফল প্রেম, আনন্দ, শান্তি, দীর্ঘসহিষ্ণুতা, মাধুর্য, মঙ্গলভাব, বিশ্বস্ততা।*

৭. ১ যোহন ৪:৮ পড়ুন। অন্যকে সত্যিই ভালোবাসতে ঈশ্বরের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন তার কারণ হল তিনিই একমাত্র জন যিনি ...।

১ যোহন ৪:৮ - যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম।

৮. ১ করিন্থীয় ১৩:৫ পড়ুন। (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে থেকে শব্দ চয়ন করুন যেগুলি ভালোবাসাকে বর্ণনা করে না: অভদ্র, স্বার্থপর, ক্ষমাহীন।

১ করিন্থীয় ১৩:৫ - *অশিষ্টাচরণ করে না, প্রেম স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না।*

৯. ১ করিন্থীয় ১৩:৮ পড়ুন। (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। একমাত্র কোন জিনিস আপনি এক জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে নিয়ে যেতে পারেন, অথবা কবর অতিক্রম করে?

১ করিন্থীয় ১৩:৮ (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন) - প্রেম অনন্তকাল স্থায়ী থাকবে, কিন্তু ভাববাণী, অজানা ভাষায় কথা বলা এবং বিশেষ জ্ঞান সকলই লোপ পাবে।

১০. হিতোপদেশ ১০:১২ পড়ুন। ১ করিন্থীয় ১৩:৫ (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন) বলে,

"প্রেম অপকার গণনা করে না।" ভালোবাসা কতখানি পাপ আচ্ছাদন করবে?

হিতোপদেশ ১০:১২ - দ্বেষ বিবাদের উত্তেজক, কিন্তু প্রেম সমস্ত অধর্ম আচ্ছাদন করে।

উত্তরের নমুনা

১. মথি ৭:১২ পড়ুন। আপনার নিজের কথায় বলুন, শ্রেষ্ঠ নিয়ম কী।

আপনি যা চান অন্যেরা আপনার প্রতি করুক, আপনি তাদের প্রতি সেই মতন করুন

২. মথি ৭:১২ পড়ুন। ভালোবাসা আবিষ্কার করার চেষ্টায়, বহু মানুষ সঠিক ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করে। আপনার কি সঠিক ব্যক্তিকে খোঁজার চেষ্টা করা উচিত নাকি সঠিক ব্যক্তি হওয়া?

সঠিক ব্যক্তি হওয়া

৩. ১ যোহন ৫:৩ পড়ুন। ভালোবাসা কি এক অনুভূতি, অথবা আপনি যা করেন তা কি ভালোবাসা?

এটি হল ঈশ্বরের নীতিগুলির (আজ্ঞাগুলির) অনুসারে আমরা যা করি

৪. ১ যোহন ৩:১৮ পড়ুন। আপনি যদি আপনার স্ত্রীকে কিংবা স্বামীকে বলেন "আমি তোমাকে ভালোবাসি!" এবং বাইরে গিয়ে ব্যভিচার করেন, সে কি আপনার কথা কিংবা আপনার কাজকে বিশ্বাস করবে?

আপনার কাজ। কাজ কথার থেকে জোরে কথা বলবে

৫. রোমীয় ৫:৬-৮ পড়ুন। আপনি কি মনে করেন যীশু মরতে চেয়েছিলেন?

না, তবুও তিনি যেভাবে অনুভব করেছিলেন তা বিবেচনা না করেই তিনি আমাদের উপকার এবং মঙ্গল কামনা করেছিলেন।

৬. গালাতীয় ৫:২২ পড়ুন। ঈশ্বরকে আমাদের জীবনের কেন্দ্র না করে আমরা কি সত্যিই ভালোবাসতে পারি?

না

৭. ১ যোহন ৪:৮ পড়ুন। অন্যকে সত্যিই ভালোবাসতে ঈশ্বরের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন তার কারণ হল তিনিই একমাত্র জন যিনি . . . ।

ভালোবাসা

৮. ১ করিন্থীয় ১৩:৫ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। নিম্নলিখিত শব্দগুলির মধ্যে থেকে শব্দ চয়ন করুন যেগুলি ভালোবাসাকে বর্ণনা করে না: অভদ্র, স্বার্থপর, ক্ষমাহীন।

সব শব্দগুলি (অভদ্র, স্বার্থপর, ক্ষমাহীন) ভালোবাসাকে বর্ণনা করে না

৯. ১ করিন্থীয় ১৩:৮ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। একমাত্র কোন জিনিস আপনি এক জীবন থেকে পরবর্তী জীবনে নিয়ে যেতে পারেন, অথবা কবর অতিক্রম করে?

ভালোবাসা। এটি অনন্তকাল থাকবে

১০. হিতোপদেশ ১০:১২ পড়ুন। ১ করিন্থীয় ১৩:৫ (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন) বলে, ‘‘প্রেম অপকার গণনা করে না।’’ ভালোবাসা কতখানি পাপ আচ্ছাদন করবে?

সকল পাপ

পাঠ ১৪
আর্থিক সংস্থান - পর্ব ১
অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

যীশু চান আপনি যেন আর্থিকভাবে উন্নতিলাভ করেন। এটি প্রত্যেকের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। জীবনধারণের জন্য অর্থের প্রয়োজন, যেন আপনার সব প্রয়োজন মেটে এবং অপরের জন্য আশীর্বাদের কারণ হন। এই ক্ষেত্রে ঈশ্বর আমাদের একা ছেড়ে দেননি এবং বলেননি, ‘‘আমি তোমার আত্মিক ক্ষেত্রের জন্য চিন্তিত, কিন্তু তোমার আর্থিক ক্ষেত্রের জন্য আমার কোন মাথা ব্যথা নেই ... তুমি তোমার নিজের।’’ না, তিনি আপনাকে প্রত্যেক ক্ষেত্রে ভালোবাসেন - তিনি আপনার জন্য ব্যবস্থা করেছেন। বেশিরভাগ মানুষ উপলব্ধি করে কিছু মাত্রায় আর্থিক সমৃদ্ধি প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম মূলত প্রচুর পরিমাণে থাকার বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।

ঈশ্বরের বাক্য লোভের বিরুদ্ধে বিভিন্নভাবে শিক্ষা দেয়, কিন্তু আবার পরিষ্কার করে যে আর্থিক সংস্থান হল আশীর্বাদ। ৩ যোহন ২ পদে প্রেরিত পৌল বলেছেন, ‘‘প্রিয়তম, প্রার্থনা করি, যেমন তোমার প্রাণ কুশলপ্রাপ্ত, সর্ববিষয়ে তুমি তেমনি কুশলপ্রাপ্ত ও সুস্থ থাকো।’’ যোহন বলেছে, ‘‘সর্ববিষয়ে!’’ এটি সুস্থতা, আবেগ, সম্পর্ক এবং আর্থিক সংস্থান। প্রভু চান আপনি যেন সমৃদ্ধ হন এবং সব কিছুর উপরে যেন স্বাস্থ্য থাকে। তিনি চান আপনি আত্মা, মন এবং শরীরে সমৃদ্ধ হন। এটিই আপনার জন্য তাঁর ইচ্ছা।

বহু ধার্মিক মানুষ আসলে বলে যে ঈশ্বর চান যেন আপনি দরিদ্র থাকেন, দরিদ্র থাকা একটি ধার্মিক বিষয়, এবং আপনি যত দরিদ্র হবেন, আপনি আরও বেশি ধার্মিক হবেন। আমি এই ধরনের চিন্তায় বেড়ে উঠেছিলাম, যে প্রচারকদের বেশি থাকা উচিত নয়, যে খ্রীষ্টিয়ান হল এমন একজন যার অল্পতে চালানো উচিত। ধর্মশাস্ত্র দ্বারা কিন্তু এটি প্রমাণিত করা যায় না। আব্রাহাম তাঁর সময় সব থেকে ধনী ব্যক্তি ছিলেন, এতো বেশি যে রাজারা তাঁকে চলে যেতে বলেছিল কেননা তাঁর সম্পত্তি তাদের দেশগুলির সম্পদকে প্রভাবিত

করছিল। ইসাহাক এবং যাকোবের ক্ষেত্রেও এটি সত্য ছিল। যোষেফ এক ব্যক্তি ছিলেন যিনি সমৃদ্ধশালী হয়েছিলেন এবং অত্যাধিক প্রাচুর্য ছিল। দাউদ তাঁর ব্যক্তিগত সম্পদ থেকে মন্দির নির্মাণ করার জন্য প্রভুকে দিয়েছিলেন যা ২.৫ শত কোটি ডলার মূল্যের সোনা এবং রূপো। দাউদের ছেলে, শলোমন, ছিলেন পৃথিবীর বুকে সর্বকালের সর্বাধিক ধনী ব্যক্তি। আপনি যখন এটি ধর্মশাস্ত্র অনুসারে দেখবেন, যারা সত্যিই ঈশ্বরের পরিচর্যা করেছিলেন তারা আর্থিকভাবে আশীর্বাদ পেয়েছিলেন।

মানুষের উদাহরণ আছে যারা কষ্ট করেছিলেন এবং তাঁদের কিছু ছিল না। পৌল ফিলিপীয় ৪:১৩ পদে বলেছেন যে তিনি খ্রীষ্টেতে সব কিছু করতে পারেন এবং যে কোন পরিস্থিতিতে তিনি সন্তুষ্ট হতে শিখেছেন। তিনি বলেছেন তিনি জানতেন কেমন করে নীচু হতে এবং কেমন করে সমৃদ্ধ হতে হয়। কোন কোন সময়ে ঈশ্বরের দাসেরা অভাবের এবং সমস্যার মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন, কিন্তু আপনি ধর্মশাস্ত্রে কোথাও পাবেন না যে আপনি যত গরিব হবেন তত ধার্মিক হবেন। সেতি সত্য নয়, এবং আপনি জগতে যেতে পারেন ও ভুল প্রমাণিত হবেন। অতএব হ্যাঁ, এখানে একটি সত্য আছে যে লোভ হল অন্যায়। ১ তীমথিয় ৬:১৭ পদ বলে, ‘‘কেননা ধনাশক্তি সকল মন্দের একটি মূল।’’ কিছু মানুষ এটি বিবেচানা করে এবং বলে ধন সকল মন্দের মূল, কিন্তু এটিতে বলা হয়েছে ‘‘ধনাসক্তি সকল মন্দের একটি মূল।’’ মানুষ আছে যারা অর্থ ভালোবাসে এবং তাদের এক কানাকড়িও নেই; অন্যদের প্রচুর সম্পদ আছে কিন্তু তারা তা ভালোবাসে না। তারা কেবল তা ব্যবহার করে।

দ্বিতীয় বিবরণ ৮:১৮ পদ দেখায় আর্থিকর সমৃদ্ধির প্রকৃত উদ্দেশ্য। সদাপ্রভু ইস্রায়েলীয়দের সঙ্গে কথা বলছিলেন, যারা প্রতিজ্ঞাত দেশে প্রবেশ করতে যাচ্ছিল যেখানে তারা এমন সম্পদ ও সমৃদ্ধির অভিজ্ঞতা লাভ করবে যা তাদের কোনদিন হয়নি। তিনি তাদের বলেছিলেন, ‘‘কিন্তু তোমরা ঈশ্বর সদাপ্রভুকে স্মরণে রাখিবে, কেননা তিনি তোমার পিতৃপুরুষদের কাছে আপনার যে নিয়ম বিষয়ক দিব্য করিয়াছেন, তাহা অদ্যকার মত স্থির করনার্থে তিনিই তোমাকে ঐশ্বর্য লাভের সামর্থ্য দিলেন।’’ ধর্মশাস্ত্রের এই অংশটি অনুসারে সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যটি আপনার স্বার্থপর উদ্দেশ্যগুলির জন্য প্রচুর পরিমাণে থাকা নয়, কিন্তু যেন আপনি এই পৃথিবীতে ঈশ্বরের নিয়ম স্থাপন করতে পারেন। অর্থাৎ, ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করবেন যেন আপনির অন্যদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হন। আদিপুস্তক ১২:২

পদে সদাপ্রভু আব্রাহামকে বলেছেন, ‘‘আমি তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে।” অন্যের জন্য আপনি আশীর্বাদের কারণ হওয়ার আগে আপনাকে আশীর্বাদ পেতে হবে।

আপনার কিছু জিনিসের প্রয়োজন এবং কিছু নির্দিষ্ট প্রয়োজন আছে যেগুলি ঈশ্বর পূরণ করতে চান, কিন্তু এগুলি স্বার্থপর বিষয়ের অতিরিক্ত হয়ে যায়। তিনি আপনাকে সমৃদ্ধি দিতে চান যেন তিনি তাঁর অর্থ আপনার মাধ্যমে পান এবং আপনি আশীর্বাদের কারণ হন। ১ করিন্থীয় ৯:৮ পদ বলে, ‘‘আর ঈশ্বর তোমাদিগকে সর্বপ্রকার অনুগ্রহের উপচয় দিতে সমর্থ; যেন সর্ববিষয়ে সর্বদা সর্বপ্রকার সৎকর্মের নিমিত্ত উপচিয়া পড়।” এটি আমাদের বলে ঈশ্বর কেন আপনাকে সমৃদ্ধ করতে চলেছেন - যেন আপনি প্রত্যেক ভালো কাজের জন্য সমৃদ্ধ লাভ করেন। সমৃদ্ধি কী? এটি কি একটি সুন্দর বাড়ি, একটি সুন্দর গাড়ি, ভালো কাপড় এবং আপনার টেবিলে খাবার থাকা? এই পদ অনুসারে, এটি আপনার সমস্ত চাহিদা মেটাতে এবং প্রতিটি ভাল কাজের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে থাকা। ঈশ্বর যে সকল বিষয়গুলিতে আপনার হৃদয় স্পর্শ করেছেন বলে আপনার মনে হয় অথচ আপনি সেগুলি দিতে অক্ষম, আপনি যদি চান যে আপনি অপরের কাছে আশীর্বাদের কারণ হবেন কিন্তু আপনি অক্ষম, তাহলে ধর্মশাস্ত্র অনুসারে আপনার আর্থিক সমৃদ্ধি হচ্ছে না। ঈশ্বর বলেন তিনি আপনাকে সেই পরিমাণ পর্যন্ত আশীর্বাদ করবেন যেন আপনার সমস্ত চাহিদা পূরণ হয় এবং আপনি প্রত্যেক ভালো কাজের জন্য সমৃদ্ধি লাভ করেন।

প্রকৃত বাইবেলের সমৃদ্ধি কেবল আপনার প্রয়োজন পূরণ করা নয়, কিন্তু যেন আপনি অন্যের জন্য আশীর্বাদের কারণ হন। যে ব্যক্তি কেবল নিজের জন্য চিন্তা করে সে আসলে স্বার্থপর। যদি কেউ বলে, ‘‘আমি আরও পাওয়ার জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করছি,” অন্যেরা হয়ত মনে করবে যে লোভী কিংবা স্বার্থপর, কিন্তু এটি নির্ভর করে উদ্দেশের উপর। আপনি যদি ঈশ্বরের কাছে অধিক চান যেন আপনি একটি বড় বাড়ি অথবা একটি ভালো গাড়ি পেতে পারেন, সেটি সঠিক আত্মিক মনোভাব না। কিন্তু আপনি যদি আরও অধিকের জন্য ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কারণ আপনি আপনার প্রয়োজন পূরণের পরেও অন্যেক প্রতি আশীর্বাদের কারণ হতে চান, সেই রকম মনোভাব তিনি আশা করেন। তিনি চান যেন আপনি সমৃদ্ধ হন। আপনার সমৃদ্ধ হওয়া তাঁর ইচ্ছা। মথি ৬ অধ্যায় আমাদের সকল প্রয়োজনের বিষয় বলে এবং তারপর বলে আমরা যদি প্রথমে তাঁর রাজ্যের এবং ধার্মিকতার

জন্য চেষ্টা করি তাহলে সব কিছুই দেওয়া হবে। আপনি যখন ঈশ্বরকে প্রথমে রাখবেন, তিনি আপনার সব প্রয়োজন যোগাবেন। আপনার সব প্রয়োজন যোগাবেন। আপনার সব প্রয়োজন পূরণ করা হবে এবং আপনি অন্য মানুষদের জন্য আশীর্বাদের কারণ হবেন, তবে এই ক্ষেত্রে আপনার উদ্দেশ্য এবং কাজের উপর এটি সত্যিই নির্ভরশীল।

আমি প্রার্থনা করি যেন এটি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করে এবং আজ আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে শুরু করেন তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠের জন্য, যেটি আপনাকে সমৃদ্ধ করবে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলিরর জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ২ করিন্থীয় ৮:৭-৮ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। আপনি যখন অন্যের প্রয়োজনে দেন, এটি হল আপনার দেওয়ার একটি উপায়?

২ করিন্থীয় ৮:৭-৮ *(নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন) - তোমরা যেমন সর্ববিষয়ে উপচে পড়ছ - এতো বিশ্বাসে, এতো প্রতিভাধর বক্তায়, এতো জ্ঞানে, সম্পূর্ণ আন্তরিকতায় এবং আমাদের প্রতি এতো ভালোবাসায়- এখন আমি চাই যেন তোমরা এই অনুগ্রহ কাজেও উপচে পড়ো। (৮) আমি বলছি না যে তোমাদের করতেই হবে, যদিও অন্যান্য মণ্ডলী এই কাজ করার জন্য উৎসাহী। তোমাদের ভালোবাসা যে আসল তা প্রমাণ করার এই একটি উপায়।*

২. ২ করিন্থীয় ৮:১৩-১৪ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। আমরা যখন সকলে দেওয়ার জন্য যুক্ত হবো, ঈশ্বর তখন সেখানে কী আশা করেন?

২ করিন্থীয় ৮:১৩-১৪ *(নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন) - অবশ্যই, অল্প থাকলেও তোমরা এতো বেশি দাও যেন তোমরা কষ্ট পাও এ কথা আমি বলি না। আমি বলি যেন এক সাম্যতা বজায় থাকে। (১৪) বর্তমানে তোমাদের প্রাচুর্যে তাদের যা প্রয়োজন তা পূরণ করবে। পরিবর্তে অন্য সময় যখন তোমাদের প্রয়োজন তখন তারা তোমাদের প্রয়োজন পূরণ করবে। এইভাবে, সকলের প্রয়োজন পূরণ হবে।*

৩. ২ করিন্থীয় ৮:১৩-১৪ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। সকলের প্রয়োজন কেমন করে পূরণ হবে?

৪. ইফিষীয় ৪:২৮ পড়ুন। যে ব্যক্তি চুরি করত সে যেন আর চুরি না করে, কিন্তু কাজ করা শুরু করে এবং নিজেদের জীবনযাপনের সংস্থান করে। ইফিষীয় ৪:২৮ পদ তাদের আর কী করতে বলে?

ইফিষীয় ৪:২৮ *- চোর আর চুরি করুক, বরং স্বহস্তে সৎ উপায়ে উপার্জন করুন, যেন দীনহীনকে দেবার জন্য হাতে কিছু থাকে।*

৫. আদিপুস্তক ১৩:২ এবং ১২:২ পড়ুন। ঈশ্বর আব্রাহামকে সম্পদে বিশ্বাস করতেন কেননা আব্রাহাম কেবল নিজের জন্য চিন্তা করতেন না কিন্তু অপরের জন্য . . . আকর ছিলেন।

আদিপুস্তক ১৩:২ *-অব্রাম পশুধনে ও স্বর্ণ রৌপ্যে অতিশয় ধনবান ছিলেন।*

আদিপুস্তক ১২:২ *- আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব; তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে।*

৬. ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৮ পড়ুন। (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। ধনবানদের তাদের অর্থ নিয়ে কোন তিনটি কাজ করা উচিত?

১ তীমথীয় ৬:১৭-১৮ *(নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন) - যারা এই যুগে ধনবান তাদের বল তারা যেন অহংকারী না হয় এবং তাদের অর্থের উপর যেন নির্ভর না করে, যা শীঘ্র চলে যাবে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস যেন জীবন্ত ঈশ্বরের উপর রাখে, যিনি আমাদের উপভোগের জন্য সব কিছু জুগিয়ে দেন। (১৮) তাদের বল যেন তারা সৎ কাজে তা ব্যবহার করে। তারা যেন ভালো কাজে সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারে এবং যাদের প্রয়োজন তাদের উদার হাতে দিতে পারে, ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছেন তা যেন সর্বদা অপরের সঙ্গে ভাগ করে নিতে ইচ্ছুক হয়।*

৭. ঈশ্বর কি আপনাকে আর্থিক সংস্থান দ্বারা বিশ্বাস করতে পারেন?

উত্তরের নমুনা

১. ২ করিন্থীয় ৮:৭-৮ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। আপনি যখন অন্যের প্রয়োজনে দেন, এটি হল আপনার প্রমাণ দেওয়ার একটি উপায়?

যে আপনার ভালোবাসা আসল

২. ২ করিন্থীয় ৮:১৩-১৪ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। আমরা যখন সকলে দেওয়ার জন্য যুক্ত হবো, ঈশ্বর তখন সেখানে কী আশা করেন?

সাম্যতা, সকলে তাদের যা আছে তা যেন দেয়

৩. ২ করিন্থীয় ৮:১৩-১৪ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। সকলের প্রয়োজন কেমন করে পূরণ হবে?

আপনি যা পারেন তা দিয়ে, যখন আপনি পারেন

৪. ইফিষীয় ৪:২৮ পড়ুন। যে ব্যক্তি চুরি না করে, কিন্তু আজ করা শুরু করে এবং নিজেদের জীবনযাপনের সংস্থান করে। ইফিষীয় ৪:২৮ পদ তাদের আর কী করতে বলে?

দরিদ্রকে দিন, যার প্রয়োজন আছে

৫. আদিপুস্তক ১৩:২ এবং ১২:২ পড়ুন। ঈশ্বর আব্রাহামকে সম্পদে বিশ্বাস করতেন কেননা আব্রাহাম কেবল নিজের জন্য চিন্তা করতেন না কিন্তু অপরের জন্য . . . আকর ছিলেন।

আশীর্বাদের

৬. ১ তীমথিয় ৬:১৭-১৮ পড়ুন (নিউ লিভিংপ ট্রান্সলেশন)। ধনবানদের তাদের অর্থ নিয়ে কোন তিনটি কাজ করা উচিত?

ভালো কাজ করা, যাদের প্রয়োজন তাদের উদার হস্তে দেওয়া, ঈশ্বর যা কিছু দিয়েছেন তা অপরের সঙ্গে ভাগ করা

৭. ঈশ্বর কি আপনাকে আর্থিক সংস্থান দ্বারা বিশ্বাস করতে পারেন?

পাঠ ১৫

আর্থিক সংস্থান - পর্ব ২

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আগের পাঠে, আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম যে আপনার প্রতি ঈশ্বরের ইচ্ছা হল যেন আপনার সমৃদ্ধি হয়। এটি কেমন করে কাজ করে তার কিছু উপায় আছে। লূক ৬:৩৩ পদ বলে, ‘‘দাও তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; লোকে বিলক্ষণ পরিমাণে চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দেবে; কারণ তোমরা যে পরিমাণে পরিমাণ কর, সেই পরিমাণে তোমাদেরও নিমিত্তে পরিমাণ করা যাইবে।’’ এখানে অনেক নীতি জড়িত, কিন্তু আপনি দান করার বিষয় না বলে সমৃদ্ধির কথা বলতে পারেন না।

আপনি যখন আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বলেন, বহু মানুষ বলে, ‘‘ঠিক আছে, অতএব ঈশ্বর আমাকে সমৃদ্ধ করতে চান, কিন্তু আমাকে দিতে হবে না।’’ আপনি বাইবেলে দেখতে পারেন যেখানে যীশু একজন বিধবার কথা বলছিলেন যে তার শেষ দুইটি সিকি দান বাক্সে ফেলেছিল। তিনি দেখছিলেন সেই ধনী ব্যক্তিকে যে প্রচুর পরিমাণ অর্থ দিচ্ছিল, তবুও তিনি শিষ্যদের কাছে ডাকলেন এবং বললেন এই মহিলা অন্য সকলের থেকে বেশি দিয়েছে। তিনি এই কথা বলেছিলেন কেননা তারা তাদের প্রাচুর্য থেকে দিয়েছিল, কিন্তু মহিলাটি তার দারিদ্রের মধ্যে থেকে দিয়েছিল। ঈশ্বর আপনার দানকে আর্থিক মান দ্বারা মূল্যায়ন করেন না বরং আপনাকে যা দিতে হয়েছিল তার শতাংশের দ্বারা মূল্যায়ন করেন। কোন ব্যক্তি যখন বলে, ‘‘আমার দেওয়ার মতন কিছু নেই,’’ সেটি সত্য নয়। আর কিছু না হলে, আপনি একটি কাপড় যা আপনার আছে তা নিয়ে সেটি দিতে পারেন। প্রত্যেকের কিছু দেওয়ার আছে, সুতরাং, এই যুক্তি থেকে বিরত থাকুন যে আপনার দেওয়ার মতন কিছু নেই। প্রকৃতপক্ষে, যখন মনে হয় যে কোন জিনিস আপনার অল্প আছে তখন যে কোন সময়ের চেয়ে আপনার দাওয়ার শতাংশ আরও বড় হতে পারে। যার দশলক্ষ ডলার দেওয়ার পরও শত শত কোটি থেকে যার তার থেকে যখন একজন ব্যক্তি যার দশ ডলার আছে এবং সে পাঁচ ডলার দেয় তখন সে এক বড় দান দিয়েছে।

ঈশ্বর কেন আমাদের দান করতে বলেছেন? অনেক বিষয় এর সঙ্গে যুক্ত, তবে প্রধান উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি হল ঈশ্বর চান আপনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে তাঁকে বিশ্বাস করেন। ঈশ্বর যদি না থাকতেন এবং তিনি যখন বলেন, ‘‘দাও, তাহাতে তোমাদিগকেও দেওয়া যাইবে।’’ তখন তাঁর বাক্য যদি সত্যি না হতো, তাহলে আপনার যা আছে তার থেকে একটি অংশ নেওয়া এবং তা দান করে দেওয়া হল সব থেকে বোকার মতন কাজ যা আপনি করতে পারেন। আপনার সমস্ত চাহিদা পূরণের লক্ষ্য অগ্রসর হওয়ার পরিবর্তে, ঈশ্বর যদি আপনাকে আশীর্বাদ করার প্রতিশ্রুতি না দিয়ে থাকেন তাহলে আপনি আসলে তা থেকে সরে যাচ্ছেন।

লূক ১৬ অধ্যায়ে একটি দৃষ্টান্ত আছে একজন দেওয়ানের বিষয় যে তার মনিবকে ঠকিয়েছে এবং সেটি অবশেষে এই রকম হয়েছিল: তিনি বলেন তোমরা যদি অধার্মিক কুবেরের (অর্থের বিষয় বলছেন) প্রতি বিশ্বস্ত না হও, তাহলে প্রকৃত সম্পদের ভার কে তোমাদের উপর অর্পণ করবে? আপনি যদি ছোট ছোট বিষয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেন, অর্থ সম্পর্কে, আপনি কেমন করে আরও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাবেন, যেমন আত্মিক মূল্যবোধ? এই ধরনের ধর্মশাস্ত্র অর্থকে সর্বনিম্ন স্তরের ধনাধ্যক্ষতা করে। আপনি যদি আপনার অর্থকরী বিষয়ে ঈশ্বরকে বিশ্বাস না করেন, কেমন করে আপনার অনন্ত ভবিষ্যতের বিষয় আপনি তাঁকে বিশ্বাস করবেন? আপনি কেমন করে সত্যিই বিশ্বাস করবেন যে যীশু আপনার পাপ ক্ষমা করেছেন এবং আপনি অনন্তকাল স্বর্গে কাটাবেন? তুলনা করলে, আমরা যে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলি অনুমান করে প্রভুর প্রতি বিশ্বাস রেখেছি তা অর্থের চেয়ে অনেক বেশি তাৎপর্যপূর্ণ। অর্থ এক সামান্য ব্যাপার, কিন্তু ঈশ্বরকে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হিতোপদেশ ১১:১২ পদ বলে কেউ কেউ আছে যারা প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়ে থাকে এবং তারা সমৃদ্ধি লাভ করে, আর অন্যেরা সঞ্চয় করার দিকে ঝোঁকে এবং এটি তাদের মধ্যে দৈন্যতা উৎপন্ন করে।

তোমরা প্রথমে তাঁহার রাজ্য ও তাঁহার ধার্মিকতার বিষয়ে চেষ্টা করো, তাহলে ওই সকল দ্রব্যও তোমাদের দেওয়া যাবে। তিনি সব কিছু যোগ করবেন। আপনি যদি বলেন আপনার আর্থিক বিষয়ে ঈশ্বর আপনাকে সাহায্য করুন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য আপনি প্রার্থনা করছেন-কিন্তু প্রথমে ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য চেষ্টা করছেন না এবং আপনি বিশ্বাসের পদক্ষেপ নিচ্ছেন না, আপনার আর্থিক ও দানের বিষয়ে তাঁকে বিশ্বাস করেন না - তাহলে

আপনি সত্যিই তাঁকে বিশ্বাস করছেন না।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যোহন ৩:১৬ পড়ুন। ঈশ্বরকে দেওয়ার জন্য কী অনুপ্রাণিত করেছিল?

যোহন ৩:১৬ *- কারণ ঈশ্বর জগতকে এমন ভালোবাসলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।*

২. ১ করিন্থীয় ১৩:৩ পড়ুন। আমাদের দেওয়ার পিছনে অনুপ্রেরণা কী হওয়া উচিত?

১ করিন্থীয় ১৩:৩ *- আর যথাসর্বস্ব যদি দরিদ্রদিগকে খাওয়াইয়া দিই, এবং পোড়াইবার জন্য আপন দেহ দান করি, কিন্তু আমার ভালোবাসা না থাকে, তবে আমার কিছুই লাভ নাই*

৩. যাকোব ২:১৫-১৬ পড়ুন। এই পদটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

যাকোব ২:১৫-১৬ *- কোন ভ্রাতা কিংবা ভগিনী বস্ত্রহীন ও দৈবাসিক খাদ্যবিহীন হইলে (১৬) যদি তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি তাহাদিগেক বলে, কুশলে যাও, উষ্ণ ও তৃপ্ত হও, কিন্তু তোমরা তাহাদিগকে শরীরের প্রয়োজনীয় বস্তু না দাও, তবে তাহাতে কি ফল দর্শিবে?*

৪. লূক ৬:৩৮ পড়ুন। (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। এই পদটির আপনাকে কী বলছে?

লূক ৬:৩৮ *- দাও, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; তোমার দান তোমার কাছে পূর্ণ মাত্রায় ফিরে আসবে-আরও জায়গা করার জন্য চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দেবে। তোমরা যে পরিমাণে দেবে, সেই পরিমাণে তোমাদেরও ফিরিয়ে দেওয়া যাইবে।*

৫. ইফিষীয় ১:৭ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর ধন থেকে কিছু দিয়েছেন নাকি তাঁর ধন অনুসারে

দিয়েছেন? তফাৎ ব্যাখ্যা করুন।

ইফিষীয় ১:৭ *-যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ ধন অনুসারে হইয়াছে।*

৬. হিতোপদেশ ১৯:১৭ পড়ুন। আপনি যখন দরিদ্রকে দেন, আপনি তখন কী করেন? ঈশ্বর কি আপনাকে ফেরত দেবেন?

হিতোপদেশ ১৯:১৭ *- যে দরিদ্রকে কৃপা করে, সে সদাপ্রভুকে ঋণ দেয়; তিনি তাহার সেই উপকারের পরিশোধ করিবেন।*

৭. গীতসংহিতা ৪১:১-৩ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। পাঁচটি জিনিস কী যা ঈশ্বর তাদের দেন যারা দরিদ্রকে দেয়।

গীতসংহিতা ৪১:১-৩ *- আহা, যারা দরিদ্রদের প্রতি দয়ালু তারা ধন্য। বিপদের দিনে সদাপ্রভু তাদের উদ্ধার করেন। (২) সদাপ্রভু তাদের রক্ষা করেন ও জীবিত রাখেন। তিনি তাদের সমৃদ্ধি দেন এবং শত্রু থেকে রক্ষা করেন (৩) সদাপ্রভু তাদের রোগশয্যায় তত্ত্বাবধান করেন এবং তাদের যন্ত্রণা ও অস্বস্তি কমান।*

উত্তরের নমুনা

১. যোহন ৩:১৬ পড়ুন। ঈশ্বরকে দেওয়ার জন্য কী অনুপ্রাণিত করেছিল?
তাঁর ভালোবাসা

২. ১ করিন্থীয় ১৩:৩ পড়ুন। আমাদের দেওয়ার পিছনে অনুপ্রেরণা কী হওয়া উচিত?
ভালোবাসা; অর্থাৎ, আমাদের কেমন অনুভব করছি তা বিবেচনা না করে আমরা তাদের মঙ্গল ও উপকার কামনা করতে পারি (মথি ৭:১২)

৩. যাকোব ২:১৫-১৬ পড়ুন। এই পদটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।
সকল ভালোবাসার পঁচানব্বই শতাংশ হল বাক্যবিহীন। আমরা কী বলি তা নয় কিন্তু আমরা যা কিছু করি

৪. লূক ৬:৩৮ পড়ুন (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। এই পদটির আপনাকে কী বলছে?
আপনি যে পরিমাণ দেওয়ার জন্য ব্যবহার করেন (অধিক কিংবা স্বল্প), আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য এটি ব্যবহার করা হবে

৫. ইফিষীয় ১:৭ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর ধন থেকে কিছু দিয়েছেন নাকি তাঁর ধন অনুসারে দিয়েছেন? তফাৎ ব্যাখ্যা করুন।
তাঁর ধন অনুসারে। আমাদের মুক্তি দিতে তিনি তাঁর সব কিছু দিয়েছিলেন, তিনি তাঁর একজাত পুত্রকে দিয়েছিলেন

৬. হিতোপদেশ ১৯:১৭ পড়ুন। আপনি যখন দরিদ্রকে দেন, আপনি তখন কী করেন?
সদাপ্রভুকে ঋণ দেন
ঈশ্বর কি আপনাকে ফেরত দেবেন?
হ্যাঁ

৭. গীতসংহিতা ৪১:১-৩ পড়ুন। (নিউ লিভিং ট্রান্সলেশন)। পাঁচটি জিনিস কী যা ঈশ্বর তাদের দেন যারা দরিদ্রকে দেয়।

বিপদের দিনে তিনি তাদের উদ্ধার করেন। তিনি তাদের রক্ষা করেন। তিনি তাদের সমৃদ্ধি দেন। তিনি তাদের শত্রু থেকে রক্ষা করেন। তাদের রোগশয্যায় তিনি তত্ত্বাবধান করেন।

পাঠ ১৬
কী করবেন যখন মনে হয় আপনার প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছেন না
অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আপনার প্রার্থনার উত্তর যখন পাচ্ছেন না বলে মনে হয় সেই বিষয় আমি আলোচনা করব এবং আমি এই সত্যের উপর জোর দিতে চাই যে আপনার প্রার্থনার উত্তর পাচ্ছেন না বলে ‘‘মনে হয়’’। সত্যটি হল যে ঈশ্বর সর্বদা, সর্বদা প্রার্থনার উত্তর দেন যেগুলি তাঁর বাক্য অনুসারে করা হয়। ১ যোহন ৫:১৪-১৫ পদ বলে, *‘‘আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্ঞা করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্ঞা শুনেন। আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্ঞা করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্ঞা করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।’’* ঈশ্বর সর্বদা প্রার্থনার উত্তর দেন, কিন্তু সব সময় মনে হয় না যে এটির উত্তর দেওয়া হয়েছে। মথি ৭:৭-৮ পদ বলে, *‘‘যাচ্ঞা করো, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ করো, পাইবে; দ্বারে আঘাত করো, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। কেননা যে কেহ যাচ্ঞা করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।’’* এই পদগুলি বলে যে ঈশ্বর নিশ্চয়ই প্রার্থনার উত্তর দেন। তবুও আমরা প্রত্যেকে আমাদের জীবনের কোন এক সময়ে মনে করতে পারি যে আমরা যখন কিছু যাচ্ঞা করি যা আমরা বিশ্বাস করি যে সঠিক, ভালো, সম্পূর্ণভাবে স্বার্থপর নয় অথবা ঈশ্বরের ইচ্ছার বাইরে নয়, তা সত্ত্বেও আমরা উত্তর পাইনি।

ঈশ্বরের বাক্য আমাদের যাচ্ঞা করতে বলছে এবং এটি আমাদের দেওয়া যাবে। কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতা বলে আমরা যাচ্ঞা করেছি এবং সেটি আমাদের দেওয়া হয়নি। কোনটি সত্য? উত্তরটি আপনাকে আশ্চর্য করবে, কিন্তু সত্য হল হয়ত দুটিই সত্য। অনেক মানুষ মনে করে, এখন, এক মিনিট অপেক্ষা করো, ঈশ্বরের বাক্য বলে তিনি উত্তর দেবেন এবং আমি দেখলাম তা হয়নি। যোহন ৪:২৪ পদ বলে, *‘‘ঈশ্বর আত্মা; আর যাহারা তাঁহার ভজনা করে, তাহাদিগকে আত্মায় ও সত্যে ভজনা করিতে হইবে।’’* আমাদের প্রার্থনার

উত্তর দেওয়ার জন্য ঈশ্বর আত্মিক জগত থেকে মাংসিক জগতে নিয়ে যায়। এটি ইব্রীয় ১১:১ পদে মূলত বলে, "আর বিশ্বাস প্রত্যাশিত বিষয়ের নিশ্চয়জ্ঞান, অদৃশ্য বিষয়ের প্রমাণপ্রাপ্তি।" আমি বলিনি বিশ্বাস হল বিষয়গুলির প্রমাণ যে সেগুলির অস্তিত্ব নেই। সেগুলির অস্তিত্ব আছে, কিন্তু সেগুলি মাংসিক জগতে নিয়ে আসে।

এটি রেডিও সিগন্যালের মতন। রেডিও এবং টেলিভিশন কেন্দ্রগুলি ক্রমাগত সম্প্রচার করছে। আপনি একটি ঘরে থাকতে পারেন যেখানে থেকে আপনি সিগন্যাল দেখতে এবং শুনতে পাচ্ছেন না, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে সেটি সেখানে নেই। আপনাকে রেডিও চালাতে হবে এবং শোনার জন্য সেই ফ্রিকোয়েন্সিতে টিউন করতে হবে। তখন রেডিও সেই সিগন্যাল একটি ক্ষেত্র থেকে টেনে আনবে যা আপনি বুঝতে পারবেন না এবং এক ক্ষেত্রে সম্প্রচার করবে যা আপনি আপনার মানুষের কান দিয়ে শুনতে পাবেন। ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর একই ভাবে দেন: তিনি সেগুলি আত্মিক ক্ষেত্রে দেন, এবং বিশ্বাসে, আপনাকে সেগুলি ধরে মাংসিক জগতে নিয়ে আসতে হবে। মাংসিক এবং আত্মিক জগত সমান্তরাল ভাবে চলে। ঈশ্বর চলেন এবং আপনার প্রার্থনার উত্তর দেন, কিন্তু আপনি কখনও তা মাংসিক ক্ষেত্রে প্রকাশিত হতে দেখবেন না যদি আপনি বিশ্বাসকে অদৃশ্য আত্মিক ক্ষেত্র এবং মাংসিক ক্ষেত্র যেখানে আমরা বসবাস করি সেই ফাঁককে সংযুক্ত না করেন।

উদাহরণস্বরূপ, দানিয়েল, একজন ঈশ্বরের লোক, প্রার্থনা এবং যাচ্না করছিলেন যেন ঈশ্বর তাঁর কাছে কিছু প্রকাশ করেন। সময়ের অভাবে, আমি ঘটনাটি সংক্ষেপ করছি। সদাপ্রভু এক স্বর্গদূতকে, গাব্রিয়েল, পাঠালেন যেন দানিয়েলের সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁর প্রার্থনার উত্তর দেন। দানিয়েল ৯:২২-২৩ পদ বলে, *"তিনি আমাকে বুঝাইয়া দিলেন এবং আমার সহিত আলাপ করিয়া বলিলেন, হে দানিয়েল, আমি এক্ষণে তোমাকে বুদ্ধিকৌশল দিতে আসিয়াছি। তোমার বিনতি আরম্ভ সময়ে আজ্ঞা নির্গত হইয়াছিল, তাই আমি তোমাকে সংবাদ দিতে আসিলাম, কেননা তুমি অতিশয় প্রীতি-পাত্র; অতএব এই বিষয় বিবেচনা করো, ও এই দর্শন বুঝিয়া লও।"* এখানে একটি বিষয় আছে : গাব্রিয়েল বলেছিলেন যে দানিয়েলের প্রার্থনার আরম্ভে, উত্তর পৌঁছে দেওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছ থেকে আজ্ঞা তাঁর কাছে এসেছিল। আপনি যদি পড়েন যে সেই উত্তর আনতে কতো সময় লেগেছিল, এটি প্রায় তিন মিনিট ছিল, ঈশ্বরের আজ্ঞা এবং মাংসিক প্রকাশের মধ্যে তিন

মিনিটের সময়ের ব্যবধান।

আমরা অনেক অনুমান করি যে ঈশ্বর যদি সত্যিই ঈশ্বর হন এবং তিনি কিছু ইচ্ছা করেন, সেটি মুহূর্তে হয়ে থাকে; কিন্তু সেটি সত্য নয়। এই ক্ষেত্রে, ঈশ্বর আজ্ঞা দিলেন এবং সেটি সেই দূরত্ব অতিক্রম করতে গাব্রিয়েলের প্রায় তিন মিনিট সময় লেগেছিল। এর জন্য আমার কাছে সমস্ত কারণ নেই এবং এটি সত্যিই প্রয়োজনীয় নয়। আমি যে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চাইছি তা হল যে মুহূর্তে ঈশ্বর আজ্ঞা দিয়েছিলেন এবং সেটি প্রকাশিত হল তার মধ্যে প্রায় তিন মিনিটের সময়ের ব্যবধান ছিল। এখন আমরা যদি বিশ্বাস করি যে প্রার্থনার উত্তর পেতে সেটি হল সর্বাধিক সময়, আমাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত অপেক্ষা করতে পারবে, কিন্তু এটি সর্বদা সর্ব ক্ষেত্রে নয়।

দানিয়েল ১০ অধ্যায়ে আমরা দেখি সেই ব্যক্তি অন্য একটি প্রার্থনা করছেন এবং এই ক্ষেত্রে উত্তর আসতে তিন সপ্তাহ লাগল। বহু মানুষ যারা এটি পড়েন তারা বলবে, "কেন ঈশ্বর দানিয়েলের একটি প্রার্থনা তিন মিনিটে উত্তর দিলেন এবং পরের তিন সপ্তাহ লাগল? দানিয়েল ১০:১১-১২ পদ বলে, *"পরে তিনি আমাকে বলিলেন, হে মহাপ্রীতি-পাত্র দানিয়েল, আমি তোমাকে যে যে কথা বলিব, সে সকল বুঝিয়া লও, এবং উঠিয়া দাঁড়াও, কেননা আমি এখন তোমারই কাছে প্রেরিত হইলাম। তিনি আমাকে এই কথা বলিলে, আমি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া দাঁড়াইলাম। তখন তিনি আমাকে বলিলেন, হে দানিয়েল, ভয় করিও না, কেননা যে প্রথম দিন তুমি বুঝিবার জন্য ও তোমার ঈশ্বরের সাক্ষাতে আপনাকে বিনীত করিবার জন্য মনঃসংযোগ করিয়াছিলে, সেই দিন হইতে তোমার বাক্য শোনা হইয়াছে; এবং তোমার বাক্য প্রযুক্ত আমি আসিয়াছি।"* এটি প্রকাশ করে যে দানিয়েলের প্রার্থনার প্রথম দিনেই ঈশ্বর তাঁর দূতকে আজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেই উত্তর প্রকাশিত হতে তিন সপ্তাহ সময় নিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর বিশ্বস্ত। ধর্মশাস্ত্র বলে যে তিনি কল্য, অদ্য এবং অনন্তকাল একই আছেন (ইব্রীয় ১৩:৮)।

আপনি যদি ৯ এবং ১০ অধ্যায় একত্র করেন, আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর উভয় প্রার্থনার উত্তর সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছিলেন। একটি তিন মিনিট এবং অপরটি তিন সপ্তাহ সময় নিয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর পরিবর্তনশীল ছিলেন না। এখানে একটি বিষয় আছে: ঈশ্বর প্রার্থনার উত্তর দেন। তিনি কিছু করেন, কিন্তু তিনি প্রার্থনার উত্তর দেওয়ার সময় এবং উত্তর প্রকাশের

সময় যা আপনি দেখেন সেই মধ্যবর্তী সময় অনেকগুলি পরিবর্তনশীল বিষয় আছে। আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে; আত্মিক ক্ষেত্রে বিশ্বাসকে প্রবেশ করাতে হবে এবং সেটি মাংসিক ক্ষেত্রে উত্তর নিয়ে আসবে। সুতরাং, বিশ্বাস একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

এছাড়াও, আপনি দানিয়েলের ১০ অধ্যায় ১৩ পদ দেখতে পারেন, ‘‘কিন্তু পারস্যরাজ্যের অধ্যক্ষ একুশ দিন পর্যন্ত আমার প্রতিকুলে দাঁড়াইলেন। পরে দেখ, প্রধান অধ্যক্ষদের মধ্যে মীখায়েল নামক এক জন আমার সাহায্য করিতে আসিলেন; আর আমি সে স্থানে পারস্যের রাজগণের কাছে রহিলাম।’’ এটি কোন মাংসিক ব্যক্তির বিষয় বলছে না কিন্তু এটি শয়তানের এক বাধা। এই প্রক্রিয়ায় শয়তান হল আরেকটি পরিবর্তনশীল বিষয়। কখনও কখনও ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনার উত্তর দেন, কিন্তু শয়তান অন্যদের মাধ্যমে বাধা দেয়। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি আর্থিক বিষয়ের জন্য বিশ্বাস করেন, ঈশ্বর আপনাকে ব্যক্তিগতভাবে অর্থ দেবেন না। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অথবা এই জগতের জন্য কোন মুদ্রা নকল করবেন না। তিনি অর্থ তৈরি করে স্বর্গ থেকে বৃষ্টির মতন নীচে ফেলবেন না এবং সেটি আপনার পকেটে ঢুকিয়ে দেবেন না। লূক ৬:৩৮ পদ বলে, *‘‘দাও, তাহাতে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; তোমার দান তোমার কাছে পূর্ণ মাত্রায় ফিরে আসবে আরও জায়গা করার জন্য চাপিয়া ঝাঁকরিয়া উপচিয়া তোমাদের কোলে দেবে। তোমরা যে পরিমাণে দেবে, সেই পরিমাণে তোমাদেরও ফিরিয়ে দেওয়া যাইবে।’’* ঈশ্বর কাজ করবেন এবং আপনার প্রার্থনার উত্তর দেবেন, কিন্তু এটি মানুষের মাধ্যমে আসবে। কিছু মানুষ লোভ দ্বারা আবদ্ধ হয়, এবং তারা যদি আপনার উপর ক্রুদ্ধ হয় অথবা আপনি এমন কাজ করছেন যার দরুন তারা অসন্তুষ্ট হয়, শয়তান তাদের মাধ্যমে আপনার প্রার্থনার উত্তরে বাধা সৃষ্টি করতে পারে। আপনি যখন প্রার্থনা করেন, বিশেষ করে আর্থিক বিষয়ে, আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে যে অন্য মানুষ আপনার আর্থিক আশ্চর্যকাজের এক অংশ হতে পারে এবং আপনাকে হয়ত তাদের জন্য প্রার্থনা করতে হতে পারে।

ঈশ্বর বিশ্বস্ত। তিনি কখনও আপনার প্রার্থনা যা তাঁর বাক্যের উপর ভিত্তি করে হয় এবং বিশ্বাসে প্রার্থনা করা হয় তার উত্তর দিতে তিনি ব্যর্থ হন না। তিনি সর্বদা উত্তর দেন, কিন্তু আপনি হয়ত তার প্রকাশ দেখতে পাবেন না, অন্যান্য পরিবর্তনশীল বিষয়ের উপর নির্ভর করে। আমি প্রার্থনা করি যেন এটি আপনার বিশ্বাস বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে এবং আপনাকে জ্ঞাত করে যে ঈশ্বর সর্বদা আপনার প্রার্থনার উত্তর দেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবালী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মথি ৭:৭-৮ পড়ুন। আমরা চাইলে ঈশ্বরের কাছ থেকে কী আশা করতে পারি?

মথি ৭:৭-৮ *- যাচ্‌না করো, তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে; অন্বেষণ করো, পাইবে; দ্বারে আঘাত করো, তোমাদের জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে। (৮) কেননা যে কেহ যাচ্‌না করে, সে গ্রহণ করে; এবং যে অন্বেষণ করে, সে পায়; আর যে আঘাত করে, তাহার জন্য খুলিয়া দেওয়া যাইবে।*

২. মথি ৭:৭-৮ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি, আমরা কী আশা করতে পারি?

৩. মথি ৭:৭-৮ পড়ুন। দ্বারে আঘাত করলে আমরা কী আশা করতে পারি?

৪. যোহন ১০:৩৫ পড়ুন। ঈশ্বরের বাক্য যা লেখা আছে তার থেকে কি তিনি কম দেবেন?

যোহন ১০:৩৫ *- যাহাদের নিকটে ঈশ্বরের বাক্য উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি যদি তাহাদিগকে ঈশ্বর বলিলেন - আর শাস্ত্রের খণ্ডন তো হইতে পারে না।*

৫. যাকোব ৪:১-৩ পড়ুন। কেন এই লোকেরা ঈশ্বরের কাছে থেকে প্রাপ্তিতে বাধা পেয়েছিল?

যাকোব ৪:১-৩ *- তোমাদের মধ্যে কোথা হইতে যুদ্ধ ও কোথা হইতে বিবাদ উৎপন্ন হয়? তোমাদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গে যে সকল সুখাভিলাষ যুদ্ধ করে, সে সকল হইতে কি নয়? (২) তোমরা অভিলাষ করিতেছ, কিন্তু প্রাপ্ত হও না; তোমরা নরহত্যা ও ঈর্ষা করিতেছ, কিন্তু পাইতে পার না; তোমরা বিবাদ ও যুদ্ধ করিয়া থাক, কিন্তু প্রাপ্ত হও না, কারণ তোমরা যাচ্‌না করো না। (৩) যাচ্‌না করিতেছ, তথাপি ফল পাইতেছ না; কারণ মন্দ ভাবে যাচ্‌না করিতেছ, যেন আপন আপন সুখাভিলাষে ব্যয় করিতে পার।*

৬. ১ পিতর ৩:৭ পড়ুন। আপনি যদি আপনার সাথীর সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকেন, তবে আপনার প্রার্থনা জীবনে কী হবে?

১ পিতর ৩:৭ *- তদ্রূপ হে স্বামীগণ, স্ত্রীলোক অপেক্ষাকৃত দুর্বল পাত্র বলিয়া তাহাদের সহিত জ্ঞানপূর্বক বাস করো, তাহাদিগকে আপনাদের সহিত জীবনের অনুগ্রহের সহাধিকারিণী জানিয়া সমাদর করো; যেন তোমাদের প্রার্থনা রুদ্ধ না হয়।*

৭. ১ যোহন ৫:১৪-১৫ পড়ুন। আপনার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য কী একটি উপায়?

১ যোহন ৫:১৪-১৫ *- আর তাঁহার উদ্দেশে আমরা এই সাহস প্রাপ্ত হইয়াছি যে, যদি তাঁহার ইচ্ছানুসারে কিছু যাচ্না করি, তবে তিনি আমাদের যাচ্না শুনেন। (১৫) আর যদি জানি যে, আমরা যাহা যাচ্না করি, তিনি তাহা শুনেন, তবে ইহাও জানি যে, আমরা তাঁহার কাছে যাহা যাচ্না করিয়াছি, সেই সকল পাইয়াছি।*

৮. মার্ক ১১:২৪ পড়ুন। আপনি যখন প্রার্থনা করেন, আপনাকে কী করতে হয়?

মার্ক ১১:২৪ *- এই জন্য আমি তোমাদিগকে বলি, যাহা কিছু তোমরা প্রার্থনা ও যাচ্না করো, বিশ্বাস করিও যে, তাহা পাইয়াছ, তাহাতে তোমাদের জন্য তাহাই হইবে।*

উত্তরের নমুনা

১. মথি ৭:৭ পড়ুন। আমরা চাইলে ঈশ্বরের কাছে থেকে কী আশা করতে পারি?

আমরা আশা করতে পারি যে এটি দেওয়া হবে

২. মথি ৭:৭-৮ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরকে অন্বেষণ করি, আমরা কী আশা করতে পারি?

পাওয়া

৩. মথি ৭:৭-৮ পড়ুন। দ্বারে আঘাত করলে আমরা কী আশা করতে পারি?

এটি আমাদের জন্য খুলে দেওয়া যাবে

৪. যোহন ১০:৩৫ পড়ুন। ঈশ্বরের বাক্য যা লেখা আছে তার থেকে কি তিনি কম দেবেন?

না

৫. যাকোব ৪:১-৩ পড়ুন। কেন এই লোকেরা ঈশ্বরের কাছে থেকে প্রাপ্তিতে বাধা পেয়েছিল?

তাদের উদ্দেশ্য এবং হৃদয় ভুল ছিল। সব কিছু তাদের সম্পর্কে এবং তাদের জন্য ছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ স্বার্থপরতা।

৬. ১ পিতর ৩:৭ পড়ুন। আপনি যদি আপনার সাথীর সাথে দুর্ব্যবহার করে থাকেন, তবে আপনার প্রার্থনা জীবনে কী হবে?

আপনার প্রার্থনা রুদ্ধ হবে

৭. ১ যোহন ৫:১৪-১৫ পড়ুন। আপনার প্রার্থনার উত্তর পাওয়ার জন্য কী একটি উপায়?

তাঁহার ইচ্ছানুসারে যাচ্‌না করা

৮. মার্ক ১১:২৪ পড়ুন। আপনি যখন প্রার্থনা করেন, আপনাকে কী করতে হয়?

বিশ্বাস করতে হবে যে পেয়েছেন, তাহলে আপনি পাবেন

Contact Details

www.awmindia.net info@awmindia.net

Locations:

Hyderabad

42/343/1/188, Near Flora Hotel, Maruthi Nagar
A S Rao Nagar, Hyderabad - 500 040, India.
Ph: (040) 4028 0718

Chennai

72-D, Nandhini Mahal, I Floor, Velachery Main Road
Velachery, Chennai - 600 042, India.
Ph: (044) 4202 1820

Mumbai

Bethel, Plot No 305/E, Mith Chowky, Near Girdhar Park
Malad (W), Mumbai - 400 064, india.
Ph: +91 8976549515

Delhi

Ph: +91 9560591787

USA

Andrew Wommack Ministries Inc.
P O Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

UK

Andrew Wommack Ministries - Europe
P O Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England
www.awme.net

সম্পূর্ণ
শিষ্যত্বের
প্রচার

স্তর ৩

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক এবং
ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

copyright © 2012, Andrew Wommack
Permission is granted to duplicate or reproduce for
discipleship purposes on the condition that
it is distributed free of charge.

Andrew Wommack Ministries
P.O. Box 3333
Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

The Complete Discipleship Evangelism

48-Lesson Course © 2012

Level 3 (16 Lessons)

Copyright © 2020, Andrew Wommack
Permission is granted to duplicate or reproduce
for discipleship purposes on the condition that
it is distributed free of charge.

Andrew Wommack Ministries Inc.
P.O. Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net

Andrew Wommack Ministries India
info@awmindia.net   www.awmindia.net

Item Code: BN 417-3/3

Published and sold by Charis Initiatives Pvt. Ltd.

সূচিপত্র
সম্পূর্ণ শিষ্যত্বের প্রচার
স্তর ৩

১. ঐশ্বরিক প্রবাহ ৪
২. পরিচর্যা করার জন্য দানের ব্যবহার ১২
৩. অলৌকিক কাজ ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে ২৬
৪. ঐশ্বরীয় সম্পর্কের ক্ষমতা ৩৬
৫. তাড়না ৪২
৬. রাজা এবং তাঁর রাজ্য ৫০
৭. পরিত্রাণযুক্ত বিশ্বাসের অভীষ্ট লক্ষ্য ৬২
৮. ঈশ্বরের ব্যবস্থার সঠিক ব্যবহার ৬৯
৯. ব্যবস্থার অধীন নয়, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন ৭৯
১০. আর পাপের চেতনা নয় ৮৯
১১. আমাকে ভালোবাসে, আমি সুন্দর ১০০
১২. পরিত্রাণের ফল - ১ম অংশ ১০৯
১৩. পরিত্রাণের ফল - ২য় অংশ...১১৯
১৪. শিষ্যত্বের আহবান ১২৮
১৫. আপনার সাক্ষ্য কেমন করে ব্যবহার করবেন ১৩৯
১৬. শিষ্য করার জন্য প্রত্যেকের উপহার ব্যবহার ১৫২

পাঠ ১
ঐশ্বরিক প্রবাহ

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য আপনার মাধ্যমে ঈশ্বরকে প্রবাহিত করা শুরু করতে পারেন। আপনার উপর ঈশ্বরের ক্ষমতা এবং অভিষেক আছে, কিন্তু কেমন করে সেটি অন্যান্যদের কাছে প্রকাশ করবেন? বেশ কয়েকটি ধর্মশাস্ত্র আছে যেগুলি আপনি ব্যবহার করে শুরু করতে পারেন। ফিলিমন ২ পদে, পৌল প্রার্থনা করছেন *“আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে কার্যসাধক হয়।”* ঈশ্বরের ক্ষমতা অন্যদের কাছে প্রবাহিত হওয়ার প্রথম পদক্ষেপ হল আপনার মধ্যে যে সকল ভালো বিষয় আছে সেগুলি আপনাকে প্রথমে স্বীকার করতে হবে। আপনার যা নেই তা আপনি দিতে পারেন না, কিন্তু আপনি যখন জানবেন আপনার মধ্যে কী আছে, বিষয়গুলি আপনা থেকেই ঘটতে শুরু করবে। আপনার উত্তেজনা অন্যদের কাছে বলা শুরু করবেন, আপনার জীবনে ঈশ্বর যা করেছেন তার সাক্ষ্য দেবেন এবং আপনা থেকেই কিছু মানুষের সাহায্য হবে।

১ যোহন ৪:৭-৮ পদ বলে, *“প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম ঈশ্বরের; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং ঈশ্বরকে জানে ... কারণ ঈশ্বর প্রেম।”* যখনই আপনি অনুভব করবেন যে আপনার মধ্য থেকে অন্যের প্রতি ভালোবাসা প্রবাহিত হচ্ছে, তা হল আপনার মধ্য থেকে ঈশ্বর প্রবাহিত হচ্ছেন। গ্রিক ভাষায় “ভালোবাসা” শব্দটির আসলে চারটি মুখ্য শব্দ আছে; উচ্চ ধরনের হল *আগাপে* ভালোবাসা, যেটি ঈশ্বরের অতিপ্রাকৃত ভালোবাসার ধরন। আপনি যখনই বুঝতে পারবেন যে ঈশ্বরের ভালোবাসা আপনার মধ্য থেকে প্রবাহিত হয়ে অন্যের কাছে যাচ্ছে, এটি আত্ম-পরিচর্যা নয়। আপনি ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ পদ দেখে এটি প্রমাণ অনুসন্ধান করতে পারেন, যেখানে ঐশ্বরিক ভালোবাসার ধরনের গুণাবলি দেওয়া হয়েছে। এটি ঈর্ষা, স্বার্থপরতা, আত্ম-পরিচর্যা, অনায়াসে বিরক্ত হওয়া, ইত্যাদি নয়। আপনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে যে আপনি যাকে ভালোবাসা বলেন সেটি কী এবং নিশ্চিত হন যে

এটি অবশ্যই ঈশ্বরের ভালোবাসা — এটি স্বার্থপরতা কিংবা আত্ম-পরিচর্যা নয় — যে একজন ব্যক্তি আপনার জন্য কী করতে পারে সেই কারণ আপনি তাকে ভালোবাসেন না। আপনি যখন এইভাবে বৃদ্ধি পান এবং বাস্তবিক এই ধরনের ভালোবাসাকে উপলব্ধি করা শুরু করেন, তখন আপনি অনুভব করেন যে অন্যের জন্য এটি আপনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, এটিই হল ঈশ্বরের প্রবাহিত হওয়া। একবার যখন আপনি উপলব্ধি করেন যে কারো জন্য ঈশ্বরের ভালোবাসা আপনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে, তখন আপনাকে সেটি অনুসরণ করার জন্য কিছু উৎসাহের বাক্য বলতে কিংবা কাজ করতে হবে — কিছু করবেন।

কোন কোন সময় আমি প্রার্থনা করি যেন আমার স্মরণে কোনো ব্যক্তি আসে, যেন তাদের প্রতি আমি ঈশ্বরের ভালোবাসা এবং করুণা প্রকাশ করতে পারি। এটি হবার কোন কারণ নেই; এটি অতিপ্রাকৃত ছিল। আমি শিখেছি সেই ব্যক্তিকে ফোন করতে, চিঠি লিখতে অথবা অন্য উপায়ে যোগাযোগ স্থাপন করতে। প্রায় প্রতি সময় সেই ব্যক্তি বলে, “বাঃ, আপনার মাধ্যমে ঈশ্বর আমার সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তিনি আমার জীবন স্পর্শ করেছেন।” আপনি কি জানেন সেটি কেমন করে ঘটেছিল? এটি হয়েছিল কারণ আমি এই ভালোবাসা বুঝতে পেরেছিলাম, এই ঐশ্বরিক করুণা আমার মাধ্যমে সেই ব্যক্তির প্রতি প্রবাহিত হয়েছিল। এখন আমি যখন অনুভব করি, আমি বুঝতে পারি এটি আমি নই — এটি ঈশ্বর। ঈশ্বর প্রেম, এবং আমি যখন অন্য মানুষকে ভালোবাসি, তা হল অন্যদের প্রতি তাঁর ভালোবাসা আমার নয়। এই ভাবে যীশু পরিচর্যা করতেন। মথি ১৪:১৪ পদ বলে, “*তখন যীশু বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করিলেন।*” ঈশ্বরের ক্ষমতা যেভাবে যীশুর মাধ্যমে প্রবাহিত হয়েছিল তা হল যাদের তিনি পরিচর্যা করছিলেন তাদের প্রতি তাঁর করুণা এবং ভালোবাসার অনুভূতি। মথি ৮:২-৩ পদে এক ব্যক্তি যার কুষ্ঠ হয়েছিল, যে অশুচি ছিল এবং ইহুদি নিয়ম অনুসারে তাকে কেউ স্পর্শ করতে পারত না (কেউ তার সংস্পর্শে আসতে পারত না, তাহলে সে নিজে কলুষিত এবং অশুচি হতো) সে দূর থেকে চিৎকার করে যীশুকে ডেকে বলেছিল, “*হে প্রভু, যদি আপনার ইচ্ছা হয়, আমাকে শুচি করিতে পারেন। তখন তিনি হাত বাড়াইয়া তাহাকে স্পর্শ করিলেন, বলিলেন, আমার ইচ্ছা, তুমি শুচিকৃত হও; আর তখনই সে কুষ্ঠ হইতে শুচিকৃত হইল।*” সেই কুষ্ঠির প্রতি তিনি করুণাবিষ্ট হলেন এবং তাকে স্পর্শ করলেন। আপনি যখন ধর্মশাস্ত্র

অধ্যায়ন করতে থাকবেন, এই ঐশ্বরিক ভালোবাসা ও করুণা বহু ক্ষেত্রে আপনি অনুভব করবেন। এটি কোন আবেগ নয়, কিন্তু এক করুণা যা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়।

যীশু যখন ক্রুশে ঝুলছিলেন, তাঁর চারপাশে যারা ছিল তাদের তিনি এতো ভালোবেসেছিলেন যে তিনি বলেছিলেন, *"পিতঃ, ইহাদিগকে ক্ষমা করো, কেননা ইহারা কি করিতেছে, তাহা জানে না।"* (লূক ২৩:৩৪)। এই লোকেরাই তাঁকে ক্রুশে দিচ্ছিল, তবুও তাদের প্রতি তিনি করুণাবিষ্ট হলেন এবং ঈশ্বরকে বললেন তাদের ক্ষমা করতে। আমরা জানি তাঁর লোম খাড়া হয়ে যায়নি — এটি কেবল এক অনুভূতি কিংবা আবেগ নয় — এটি একটি মনোনয়ন। তবুও, তিনি অনুভব করেছিলেন এবং অন্যান্য মানুষদের প্রতি সেটি মুক্ত করেছিলেন। আপনাদের মধ্যে প্রত্যেকজন যারা পুনর্জন্ম লাভ করেছেন তাদের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। যে পদটি দিয়ে শুরু করেছিলাম সেটি অনুসারে, ১যোহন ৪:৮, ঈশ্বর প্রেম, এবং তিনি আপনার মধ্য দিয়ে অন্যান্য মানুষদের কাছে পৌছাতে চান। সেটি করতে, তিনি এই করুণা মুক্ত করবেন। আপনি অনুভব করবেন যে আপনার মধ্য দিয়ে এটি অন্যান্য মানুষদের কাছে প্রবাহিত হবে এবং আপনি যখন করবেন, আপনার সাড়া দেওয়া প্রয়োজন হবে।

আপনাকে সর্বদা বিশেষ কিছু করতে হবে না। এটি এমন হতে হবে না যেমন "প্রভু এইমত বলেছেন।" কখনও কখনও, অন্য ব্যক্তির জন্য আপনি যদি করুণাবিষ্ট হন, তাহলে তার কাছে যান এবং তাকে জড়িয়ে ধরুন এবং বলুন, "ঈশ্বর আপনাকে ভালোবাসেন এবং আমিও।" আমি জানি একবার এটি সফল হয়েছিল যখন আমি গ্রহিতার জায়গায় ছিলাম, এমন পরিস্থিতিতে যখন আমি মণ্ডলী থেকে দৌড়ে বের হয়ে যাচ্ছিলাম। লোকেরা আমার বিষয় মিথ্যা বলেছিল এবং একজন ব্যক্তি আমাকে হত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। আমি এমন নিরুৎসাহ হয়ে পড়েছিলাম যে বলেছিলাম, "ঈশ্বর, আর কী হবে? আমি যা করতে চাইছি কেউ তার প্রশংসা করছে না।" এই বিষয় আমি শয়তানের সঙ্গে যুদ্ধ করছিলাম এবং অনেক দূর থেকে আমার এক বন্ধু আমাকে ফোন করল। সে কয়েক মিনিট কথা বলল এবং আমি বলেছিলাম, "বেশ, তুমি আমাকে কেন ফোন করেছ?" সে বলল, "আমি তোমাকে ফোন করে কেবল বলতে চেয়েছি যে আমি তোমাকে ভালোবাসি। আমি প্রার্থনা করছিলাম এবং তোমার প্রতি ঈশ্বরের ভালোবাসা অনুভব করলাম। আমি তোমার প্রশংসা করি।" সে এইটুকুই বলেছিল। আমার জীবনে আমি কী

পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি তা সে জানত না, কিন্তু ঈশ্বর সেটি ব্যবহার করেছিলেন। আমি জানতাম সেই ব্যক্তির মাধ্যমে তিনি আমাকে ভালোবাসছিলেন এবং সেটি আমাকে পরিচর্যা কাজে রেখেছিল ও আমার জীবন পরিবর্তন করেছিল।

এটি নিগূঢ় বিষয় কিংবা বড় শব্দ হতে হবে এমন নয়। ঈশ্বর প্রেম এবং যখনই আপনি উপলব্ধি করবেন যে আপনার মধ্য দিয়ে ভালোবাসা প্রবাহিত হচ্ছে, এটি ঐশ্বরিক প্রবাহ ... ঈশ্বরের ঐশ্বরিক জীবন। আপনি যখন সেটি বুঝতে পারবেন, আপনাকে এটি অনুসরণ করা প্রয়োজন। এগিয়ে যান কিছু করুন, কিছু বলুন, কোন মানুষের জন্য আশীর্বাদের কারণ হোন। ঈশ্বর আপনার মুখে কথা জুগিয়ে দেবেন। তিনি আপনাকে ব্যবহার করবেন, এবং তিনি মানুষকে মুক্ত করবেন যখন আপনি করুণাবিষ্ট হয়ে আপনার চারপাশের মানুষদের পরিচর্যা করবেন।

–

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

দ্রষ্টব্য : এই পাঠে, আমরা পরীক্ষা করব অন্যদের মধ্যে প্রবাহিত করার জন্য ঈশ্বর আমাদের মধ্যে যা দিয়েছেন তা কেমন করে করব।

১. ফিলীমন ৬ পদ পড়ুন। আমাদের মধ্য থেকে প্রবাহিত হতে ঈশ্বরকে অনুমতি দেওয়ার প্রথম ধাপ কী?

ফিলীমন ৬ পদ - *আমাদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্ত উত্তম বিষয়ের জ্ঞানে যেন তোমার বিশ্বাসের সহভাগিতা খ্রীষ্টের উদ্দেশে কার্যসাধক হয়, এই প্রার্থনা করিতেছি।*

২. ১ যোহন ৪:৭-৮ পড়ুন। অন্যদের ভালোবাসার জন্য পৌঁছাতে আসল উৎস কী?

১ যোহন ৪:৭-৮ - *প্রিয়তমেরা, আইস, আমরা পরস্পর প্রেম করি; কারণ প্রেম ঈশ্বরের; এবং যে কেহ প্রেম করে, সে ঈশ্বর হইতে জাত এবং ঈশ্বরকে জানে। (৮) যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম।*

৩. এ্যান্ড্রু বলেন, ‘‘আপনার যখনই মনে হবে যে আপনার মধ্য থেকে ভালোবাসা প্রবাহিত হচ্ছে, সেটি হল ঈশ্বর আপনার মধ্য থেকে প্রবাহিত হচ্ছেন।’’ ১ যোহন ৪:৭ পদে কোন কথাগুলি এই সত্য প্রমাণ করে?

৪. ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ পড়ুন। ঈশ্বরের ভালোবাসার কিছু বৈশিষ্ট কী?

১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ – *প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ঈর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, (৫) অশিষ্টাচরণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া উঠে না, অপকার গণনা করে না, (৬) অধার্মিকতায় আনন্দ করে না, কিন্তু সত্যের সহিত আনন্দ করে; (৭) সকলই বহন করে, সকলই বিশ্বাস করে, সকলই প্রত্যাশা করে, সকলই ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে। (৮) প্রেম কখনও শেষ হয় না। কিন্তু যদি ভাববাণী থাকে, তাহার লোপ হইবে; যদি বিশেষ বিশেষ ভাষা থাকে, সে সকল শেষ হইবে; যদি জ্ঞান থাকে, তাহার লোপ হইবে।*

৫. মথি ১৪:১৪ পড়ুন। অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য যীশু কেমনভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন?

মথি ১৪:১৪ - *তখন তিনি বাহির হইয়া বিস্তর লোক দেখিয়া তাহাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হইলেন, এবং তাহাদের পীড়িত লোকদিগকে সুস্থ করিলেন।*

৬. মথি ২৫:৩৭-৪০ পড়ুন। আমরা যখন অন্যদের কাছে ভালোবাসা এবং করুণা নিয়ে পৌঁছাই, বাস্তবে আমরা কাকে ভালোবাসছি এবং যত্ন নিচ্ছি?

মথি ২৫:৩৭-৪০ - *তখন ধার্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করায়িছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? (৩৮) কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? (৩৯) কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিংবা কারাগারস্ত দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম? (৪০) তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবেন, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের — এই ক্ষুদ্রতমদিগের — মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে।*

ইব্রীয় ৬:১০ (নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন) - *ঈশ্বর অন্যায়কারী নন; তাঁর প্রজাদের তোমরা যে সাহায্য করেছ এবং এখনও করে যাচ্ছ, আর এর মাধ্যমে তোমরা তাঁর প্রতি*

যে ভালোবাসা নিদর্শন দেখিয়াছ, ঈশ্বর তোমাদের সেসব কাজ ভুলে যাবেন না।

উত্তরের নমুনা

১. ফিলীমন ৬ পদ পড়ুন। আমাদের মধ্য থেকে প্রবাহিত হতে ঈশ্বরকে অনুমতি দেওয়ার প্রথম ধাপ কী?

খ্রীষ্ট যীশুতে তিনি যে সকল বিষয় আমাদের মধ্যে দিয়েছেন সেগুলি স্বীকার করা

২. ১ যোহন ৪:৭-৮ পড়ুন। অন্যদের ভালোবাসার জন্য পৌঁছাতে আসল উৎস কী?

ঈশ্বর, কেননা ঈশ্বর প্রেম (১ যোহন ৪:৮)

৩. এ্যান্ড্রু বলেন, ‘‘আপনার যখনই মনে হবে যে আপনার মধ্য থেকে ভালোবাসা প্রবাহিত হচ্ছে, সেটি হল ঈশ্বর আপনার মধ্য থেকে প্রবাহিত হচ্ছেন।’’ ১ যোহন ৪:৭ পদে কোন কথাগুলি এই সত্য প্রমাণ করে?

‘‘কারণ প্রেম ঈশ্বরের’’ (তিনি হলেন উৎস)

৪. ১ করিন্থীয় ১৩:৪-৮ পড়ুন। ঈশ্বরের ভালোবাসার কিছু বৈশিষ্ট কী?
প্রেম চিরসহিষ্ণু। এটি বর্তমান কালে, এর অর্থ হল ভালোবাসা ক্রমাগত এইভাবে আচরণ করে। প্রেম সদয়। এটি সদয় আচরণে নিজেকে প্রদর্শন করে। এটি বর্তমান কালে, এর অর্থ হল ভালোবাসা ক্রমাগত এইভাবে আচরণ করে। ঈর্ষা করে না। এটি অন্যের সৌভাগ্য কিংবা সাফল্যে বিরক্ত হয় না। গর্ব করে না। এটি নিজের বিষয় অহংকার কিংবা বড়াই করে না। আত্মশ্লাঘা করে না। নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে না। এটি উদ্ধত কিংবা দাম্ভিক নয়। অশোভন আচরণ করে না। যা সঠিক তা লঙ্ঘন করে এটি আচরণ করে না। অশিষ্টাচরণ করে না। কেবল নিজেরটি অন্বেষণ করে না। এটি আত্ম-কেন্দ্রিক নয়। সহজে উত্তেজিত হয় না। এটি সহজে ক্রুদ্ধ কিংবা বদমেজাজি করে না। মন্দ চিন্তা করে না। এটি সর্বদা অপরের অপকার চিন্তা করে না। এটি ভুলের তালিকা প্রস্তুত করে না। অধার্মিকতায় আনন্দ করে না। এটি অবিচারে কিংবা যা অনুচিত তাতে আনন্দ করে না। প্রেম সত্যের সঙ্গে আনন্দ করে। সকলই বহন করে। এটি সকলই বহন করে। এটি কখনওই হাল ছেড়ে দেয় না। সকলই বিশ্বাস করে। প্রেম সর্বদা বিশ্বাস করে। প্রেম কখনও অকৃতকার্য হয় না। এটি সর্বদা ধৈর্যপূর্বক সহ্য করে। এটি শেষ পর্যন্ত চলে এবং তাহার লোপ হয় না।

৫. মথি ১৪:১৪ পড়ুন। অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য যীশু কেমনভাবে পরিচালিত হয়েছিলেন?
তিনি তাদের প্রতি করুণাবিষ্ট হলেন। ডিকশনারিতে "করুণা"-কে বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে "সহানুভূতি : পরদুঃখকাতরতা, কৃপা"

৬. মথি ২৫:৩৭-৪০ পড়ুন। আমরা যখন অন্যদের কাছে ভালোবাসা এবং করুণা নিয়ে পৌঁছাই, বাস্তবে আমরা কাকে ভালোবাসছি এবং যত্ন নিচ্ছি?
যীশুকে

দ্রষ্টব্য ইব্রীয় ৬:১০

পাঠ- ২
পরিচর্যা করার জন্য দানের ব্যবহার

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আপনি যে ভালোবাসা ঈশ্বরের কাছ থেকে পেয়েছেন সেটি কেমন করে অন্যান্যদের সঙ্গে ভাগ করবেন — আপনি অন্যদের কাছে কেমন করে একজন কার্যকরী পরিচারক হবেন? ১ পিতর ৪:১১ পদে বলে, *“যদি কেহ কথা বলে, সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলিতেছে।”* এই শব্দ *“ঈশ্বরের বাণী”* পুরাতন নিয়মে নিয়ে যায় যখন তারা মহাপবিত্র স্থানে নিয়ম সিন্দুকের মধ্যে ঈশ্বরের বাক্য রেখেছিল। সেটিকে “ঈশ্বরের বাণী” বলা হতো, অতএব যখন বলা হয় *“ঈশ্বরের বাণী বলিতেছে”* এর অর্থ হল ঈশ্বরের মুখপাত্র হয়ে কথা বলা। কথা বলে যেন ঈশ্বর থেকে কথা বলছে। পদটি আরও বলে, *“সে ঈশ্বর-দত্ত শক্তি অনুসারে করুক; যেন সর্ববিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন।”* এখানে বলা হচ্ছে যে আপনি যখন অন্যদের পরিচর্যা করবেন, তখন নিজের ক্ষমতাবলে নয়, কিন্তু ঈশ্বর যে ক্ষমতা দেন তার দ্বারা।

খ্রীষ্টীয় জীবনের এক মহৎ বিষয় হল অন্যকে আমি কিংবা আপনি নিজের ক্ষমতাবলে কিছু বলছি এবং কিছু ভাগ করছি তা নয়, কিন্তু ঈশ্বর নিজে আসেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করেন। তিনি আমাদের মাধ্যমে কথা বলেন এবং আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হন। আমরা আক্ষরিক অর্থে ঈশ্বরের অধিকৃত এবং ঈশ্বরের আত্মা আমাদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। আমরা যখন অন্যদের কাছে বলা শুরু করি, আমার স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে আত্মার দান কী এবং সেগুলি উদ্দেশ্য কী। ঈশ্বর প্রত্যেক ব্যক্তিকে খ্রীষ্টের শরীরে গ্রহণ করেন এবং তাদের নির্দিষ্ট দান দেন। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে বলে তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আমাদের প্রত্যেককে বিভিন্ন দান দিয়েছেন। ৪-৬ পদ বলে, *“অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক; এবং পরিচর্যা নানা প্রকার, কিন্তু প্রভু এক; এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার (বৈচিত্র), কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্তা, কিন্তু একই ঈশ্বর আমাদের এই সকল কাজ করেন।”* এর অর্থ হল ঈশ্বর এই সকল কাজ আমাদের মধ্যে করেন, যেমন ৭ পদ বলে, *“কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়,”* অথবা প্রত্যেকের লাভের জন্য।

এই পদগুলি বলে যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা দিয়েছেন। আপনি হয়ত তা অনুভব করতে পারবেন না, আপনি হয়ত তা জানতে পারবেন না, কিন্তু এটি হল ঈশ্বরের বাক্যের প্রতিজ্ঞা। আপনি যদি শিষ্যত্বের প্রচারের পাঠ এই পর্যন্ত করে থাকেন, আপনি যদি ইতিমধ্যেই যীশুকে আপনার প্রভু করে থাকেন, আপনি যদি শিখে থাকেন কেমন করে যীশুকে গ্রহণ করতে হয় এবং সেটি নিজের জীবনে প্রয়োগ করা শুরু করে থাকেন, তাহলে আমি হলফ করে বলতে পারি যে পবিত্র আত্মার ক্ষমতা আপনার মধ্যে কাজ করছেন। অন্য মানুষের আশ্চর্যকাজ আপনার মধ্যে আছে। সেটি মুক্ত করে সেটি অন্যের জীবনে কার্যকর করা হল আপনার ইচ্ছা। ধর্মশাস্ত্র বলে আত্মার দ্বারা এটি আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে। একজন ব্যক্তিও বাদ পড়েনি। ১ করিন্থীয় ১২ অধ্যায়ে নয়টি ভিন্ন দানের তালিকা দেওয়া হয়েছে, যেমন প্রজ্ঞার বাক্য, জ্ঞানের বাক্য, আত্মাদের চেনা, আশ্চর্যকাজ করা, সুস্থ করার দান, ইত্যাদি। রোমীয় ১২ অধ্যায়ে অন্যান্য দানের তালিকা দেওয়া হয়েছে। আপনাকে নিজে সেগুলি অধ্যায়ন করতে হবে এবং অবগত হতে হবে যে আপনাদের প্রত্যেক জনের মধ্যে পবিত্র আত্মা তাঁর বিশেষ অভিষেক দেওয়া হয়েছে — বিশেষ কর্মদক্ষতা — যেন অন্য মানুষদের পরিচর্যা করতে পারেন। আমার মতন করে সকলে পরিচর্যা করতে পারবেন না, যেমন, আপনার হয়ত শিক্ষা দেওয়ার দক্ষতা নেই, কিন্তু খ্রীষ্ট মণ্ডলীর প্রত্যেক ব্যক্তি অন্যকে তাদের বিশ্বাসের বিষয় বলতে পারে। মানুষ আছে যাদের বিশেষ করে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়েছে, অন্যদের প্রচার করার জন্য এবং মণ্ডলীর পরিচর্যা করার জন্য। রোমীয় ১২ অধ্যায়ে আরেকটি দানের বিষয় বলা আছে যা হল অতিথি সেবা। আপনাদের হয়ত কোন ক্ষমতা কিংবা দান আছে যার বিষয় আপনারা অবগত নন। আপনার কেবল অন্যের কাছে এক আশীর্বাদের কারণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকতে হবে। আপনি হয়ত এমন ব্যক্তি যিনি, যখন কোন ঘরের মধ্যে যাবেন, এমন মানুষদের নির্বাচন করবেন যাদের সঙ্গে আপনি কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। তাদের জোর দিয়ে বলবেন, কারণ আপনি জানেন তারা কিসের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, এবং আপনার আকাঙ্ক্ষা যেন তারা নিশ্চিন্ত বোধ করে ও তাদের পরিচর্যা আপনি করেন। আপনি কি জানেন এটি ঈশ্বরের এক অতিপ্রাকৃত দান?

রোমীয় ১২ অধ্যায় বলে কিছু মানুষের অপরকে দেওয়ার দান আছে, অর্থ উপার্জনের

ক্ষমতা এবং তা সুসমাচারের জন্য সাহায্য করা। সেটি তাদের দান, তাদের জীবনের আহ্বান, এবং আপনাদের কাউকে হয়ত এই কাজ করার জন্য আহ্বান করা হয়েছে। আপনাদের কারো হয়ত উপদেশ দেওয়ার দান আছে। অন্যদের প্রশাসনের দান আছে, সাধারণত মণ্ডলীতে সাহায্যকারী হিসাবে আহ্বান করা হয়ে থাকে। আরো অনেক রকম বিষয় করা যেতে পারে, কেবল মণ্ডলীর গণ্ডিতে নয়, কিন্তু দিন প্রতিদিন মানুষের সঙ্গে ব্যবহার। আপনাদের মধ্যে কেউ কেউ আছেন যারা নিরাশ মানুষদের উৎসাহিত করতে পারেন, যা আমি বাক্য শিক্ষার মাধ্যমে কখনওই করতে পারব না। আপনারই কেবল সেই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা আছে এগিয়ে এসে, আপনার হাত দিয়ে কাউকে জড়িয়ে, তাদের আশীর্বাদ করে, তাদের ক্ষমতা দিতে। আমি এই বিষয় গুরুত্ব দিতে চাইছি যে আপনি এটি কেবল একটি সাধারণ কাজ বলে মনে করবেন না, যেমন, ‘‘বেশ, এটি তো কেবল আমার ব্যক্তিত্বের ধরন।’’ আপনি হয়ত নিজেকে এক ধরনের মানুষ হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন, কিন্তু আপনি কি জানেন, এটি ছিল এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা যা ঈশ্বর আপনার মধ্যে স্থাপন করেছেন তাঁর দান, প্রতিভা এবং সেই দৃষ্টিকোণ যা আপনাকে কিছু কাজ করার জন্য পরিচালিত করে।

আপনি যখন মানুষের পরিচর্যা করেন, ধর্মশাস্ত্র বলে আপনাকে সেই সকল বিষয় পরিচর্যা-দান করতে হবে যা ঈশ্বর আপনার মধ্যে স্থাপন করেছেন। আমাদের সকলকেই পরিচর্যাকারী হওয়া প্রয়োজন, হয় পূর্ণ সময়ে পেশা, আমাদের নিজের কাজে অথবা আমরা যেখানে আছি সেখানে। আপনি যদি আপনার প্রতিবেশীর অথবা দোকানে কোন ব্যক্তির জন্য কিছু করেন, আপনাকে ঈশ্বরের দেওয়া ক্ষমতা অনুসারে করা প্রয়োজন, নিজের ক্ষমতা অনুসারে নয়। অতএব, আমি আপনাকে ঈশ্বরের অন্বেষণ করার জন্য উৎসাহ দিই, যে দানগুলি তিনি আপনার মধ্যে স্থাপন করেছেন সেগুলি আবিষ্কার করুন, এবং আপনি যদি পরিচর্যা দানের পেশায় আহ্বান না হয়ে থাকেন তাহলে সেই দানকে বাদ দেবেন না। জানুন যে আপনাদের প্রত্যেকের মধ্যে পবিত্র আত্মা দেওয়া হয়েছে যিনি আপনাকে অতিপ্রকৃত ক্ষমতা দান করেছেন, এবং তারপর অন্যান্য মানুষের পরিচর্যা করুন যা ঈশ্বর আপনার মধ্যে স্থাপন করেছেন।

এটি সময় নেবে এবং অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রথমবার আপনি নিখুঁত হবেন না, অতএব অনুশীলন করতে ভয় পাবেন না। আপনি যদি ভুল করেন, ঈশ্বর তাঁর সিংহাসন

থেকে পড়ে যাবেন না, এবং অন্যেরা আপনার হৃদয়ের আন্তরিকতা দেখবে। আপনার ভালোবাসা অন্যদের পরিচর্যা করবে যদিও আপনি নিখুঁতভাবে কিছু করতে না পারেন। অন্যদের পরিচর্যা করা শুরু করুন। আপনি ঈশ্বরের কাছ থেকে কী দান পেয়েছেন তা জানুন এবং সেই অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা অন্যদের মধ্যে ব্যবহার করা শুরু করুন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ১ পিতর ৪:১১ পড়ুন। কার শক্তি দ্বারা আমাদের পরিচর্যা করতে হবে?

১ পিতর ৪:১১ - *যদি কেহ কথা বলে, সে এমন বলুক, যেন ঈশ্বরের বাণী বলিতেছে; যদি পরিচর্যা করে, সে ঈশ্বর-দত্ত শক্তি অনুসারে করুক; যেন সর্ববিষয়ে যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বর গৌরবান্বিত হন। আমেন।*

২. ১ করিন্থীয় ১২:৪ পড়ুন। বিভিন্ন ধরনের আত্মিক দান আছে, কিন্তু সেগুলির উৎস কে?

১ করিন্থীয় ১২:৪ - *অনুগ্রহ-দান নানা প্রকার, কিন্তু আত্মা এক।*

৩. ১ করিন্থীয় ১২:৬ পড়ুন। সঠিক উক্তিটি মনোনয়ন করুন।

ক. ঈশ্বর কেবল একটি উপায়ে কাজ করেন

খ. ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করেন

গ. ঈশ্বর কেবল প্রচারকের মাধ্যমে কাজ করেন

১ করিন্থীয় ১২:৬-১০ - *এবং ক্রিয়াসাধক গুণ নানা প্রকার, কিন্তু ঈশ্বর এক; তিনি সকলেতে সকল ক্রিয়ার সাধনকর্তা। (৭) কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়। (৮) কারণ এক জনকে সেই আত্মা দ্বারা প্রজ্ঞার বাক্য দত্ত হয়, আর এক জনকে সেই আজ্ঞানুসারে জ্ঞানের বাক্য, (৯) আর এক জনকে সেই আত্মাতে বিশ্বাস, আর এক জনকে সেই একই আত্মাতে আরোগ্য সাধনের নানা অনুগ্রহ-দান, (১০) আর এক জনকে পরাক্রমকার্য সাধক গুণ, আর এক জনকে ভাববাণী, আর এক জনকে আত্মাদিগকে চিনিয়া লইবার শক্তি, আর এক জনকে নানাবিধ ভাষা বলিবার শক্তি, এবং আর এক জনকে বিশেষ বিশেষ ভাষার অর্থ করিবার শক্তি দত্ত হয়।*

৪. ১ করিন্থীয় ১২:৭ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং আত্মিক দান আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে যেন সকলের ভালো করা যায়।

৫. ১ করিন্থীয় ১২:৮-১০ পড়ুন। ঈশ্বর মানুষকে যে সকল আত্মিক দান দিয়েছেন তার তালিকা প্রস্তুত এবং বর্ণনা করুন।

৬. রোমীয় ১২:৬-৮ পড়ুন। এখানে যে আত্মিক দানের তালিকা আছে যেগুলি ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন সেগুলি বর্ণনা করুন।

রোমীয় ১২:৬-৮ – *আমাদিগকে যে অনুগ্রহ দত্ত হইয়াছে, তদনুসারে যখন আমরা বিশেষ বিশেষ বর প্রাপ্ত হইয়াছি, তখন সেই বর যদি ভাববাণী হয়, তবে আইস, বিশ্বাসের পরিমাণ অনুসারে ভাববাণী বলি; (৭) অথবা তাহা যদি পরিচর্যা হয়, তবে সেই পরিচর্যায় নিবিষ্ট হই; অথবা যে শিক্ষা দেয়, সে শিক্ষাদানে, (৮) কিংবা যে উপদেশ দেয়, সে উপদেশ দানে নিবিষ্ট হোক; যে দান করে, সে সরল ভাবে, যে শাসন করে, সে উদ্যোগ সহকারে, যে দয়া করে, সে হৃষ্টচিত্তে করুক।*

৭. আপনি কি লক্ষ্য করছেন যে এই সকল দানের কোনটি আপনার মধ্যে কাজ করছে? যদি তা হয়, কী দান?

২ তীমথিয় ৪:১১ – *একা লূক মাত্র আমার সঙ্গে আছেন। তুমি মার্ককে সঙ্গে করিয়া আইস, কেননা তিনি পরিচর্যা বিষয়ে আমার বড় উপকারী।*

প্রেরিত ১৩:১ – *তখন আন্তিয়খিয়ার মণ্ডলীতে বার্ণবা, শিমোন, যাঁহাকে নীগের বলে, কুরীণীয় লুকিয়, হেরোদ রাজার সহপালিত মনহেম এবং শৌল নামে কয়েক জন ভাববাদী ও শিক্ষক ছিলেন।*

প্রেরিত ১৩:১৫ – *ব্যবস্থা ও ভাববাদি-গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সমাজাধ্যক্ষেরা তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, ভ্রাতৃগণ, লোকদের কাছে আপনাদের কোন উপদেশ*

যদি থাকে, বলুন।
৮. ১ করিন্থীয় ১২:৭ পড়ুন। এই দানগুলির দ্বারা কার উপকার হবে?

হিতোপদেশ ২২:৯ – *সুনয়ন ব্যক্তি আশীর্বাদযুক্ত হইবে; কারণ সে দীনহীন লোককে আপন খাদ্যের অংশ দেয়।*

প্রেরিত ২০:২৮ -- *তোমরা আপনাদের বিষয় সাবধান, এবং পবিত্র আত্মা তোমাদিগকে অধ্যক্ষ করিয়া যাহার মধ্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, সেই সমস্ত পালের বিষয়ে সাবধান হও, ঈশ্বরের সেই মণ্ডলীকে পালন করো, যাহাকে তিনি নিজ রক্ত দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন।*

মথি ৫:৭ – *ধন্য যাহারা দয়াশীল, কারণ তাহারা দয়া পাইবে।*

১ করিন্থীয় ১২:৭ – *কিন্তু প্রত্যেক জনকে হিতের জন্য আত্মার আবির্ভাব দত্ত হয়।*

উত্তরের নমুনা

১. ১ পিতর ৪:১১ পড়ুন। কার শক্তি দ্বারা আমাদের পরিচর্যা করতে হবে?

ঈশ্বরের শক্তি

২. ১ করিন্থীয় ১২:৪ পড়ুন। বিভিন্ন ধরনের আত্মিক দান আছে, কিন্তু সেগুলির উৎস কে?

ঈশ্বর/সেই পবিত্র আত্মা

৩. ১ করিন্থীয় ১২:৬ পড়ুন। সঠিক উক্তিটি মনোনয়ন করুন।

ক. ঈশ্বর কেবল একটি উপায়ে কাজ করেন

খ. ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করেন

গ. ঈশ্বর কেবল প্রচারকের মাধ্যমে কাজ করেন

খ. ঈশ্বর মানুষের মাধ্যমে বিভিন্ন উপায়ে কাজ করেন

৪. ১ করিন্থীয় ১২:৭ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : পবিত্র আত্মার উপস্থিতি এবং আত্মিক দান আমাদের প্রত্যেককে দেওয়া হয়েছে যেন সকলের ভালো করা যায়।

সত্যি

৫. ১ করিন্থীয় ১২:৮-১০ পড়ুন। ঈশ্বর মানুষকে যে সকল আত্মিক দান দিয়েছেন তার তালিকা প্রস্তুত এবং বর্ণনা করুন।

প্রজ্ঞার বাক্য — ঈশ্বরের মন এবং উদ্দেশের থেকে এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ২৭:২১-২৫

জ্ঞানের বাক্য — ঈশ্বরের কাছ থেকে কোন সত্য এবং উদ্দেশের এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ৯:১১-১২

বিশ্বাসের দান — কোন সন্দেহ কিংবা বিচার ছাড়া ঈশ্বরকে বিশ্বাস করার এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা

দ্রষ্টব্য ১ করিন্থীয় ১৩:২

সুস্থতার দান — কোন মানুষের সহায়তা কিংবা ঔষধ ছাড়া সুস্থ করার এক অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা

দ্রষ্টব্য মার্ক ১৬:১৮

আশ্চর্য কাজ করা — এক অতিপ্রাকৃত মধ্যস্থতা যা সাধারণ নিয়ম ব্যতিরেকে আশ্চর্য কাজ করে

দ্রষ্টব্য ইব্রীয় ২:৩-৪

ভাববাণী করা — এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ, ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত, বক্তা এক পরিচিত ভাষায় বলা

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ১১:২৭-২৮ এবং ১ করিন্থীয় ১৪:৩

আত্মাদের চেনা — আত্মার উপস্থিতি কিংবা ক্রিয়াকলাপের ঈশ্বরের কাছ থেকে এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ১৬:১৬-১৮

বিভিন্ন ভাষা — এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ, ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত, এক অজানা ভাষায় (বক্তার কাছে যা অজানা)

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ২:৪-১১

ভাষার অর্থ করা — এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ, ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত, এক অজানা ভাষা অনুবাদ করা

দ্রষ্টব্য ১ করিন্থীয় ১৪:১৩-১৪

৬. রোমীয় ১২:৬-৮ পড়ুন। এখানে যে আত্মিক দানের তালিকা আছে যেগুলি ঈশ্বর মানুষকে দিয়েছেন সেগুলি বর্ণনা করুন।

ভাববাণী করা — এক অতিপ্রাকৃত প্রকাশ, ঈশ্বর দ্বারা অনুপ্রাণিত, বক্তা এক পরিচিত ভাষায় বলা

পরিচর্যা — অন্যদের পরিচর্যা করা, ব্যবহারিক পরিচর্যা

দ্রষ্টব্য ২ তীমথীয় ৪:১১

শিক্ষাদান — ব্যাখ্যা করা, অর্থ প্রকাশ করা, নির্দেশ দেওয়া

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ১৩:১

পরামর্শ দেওয়া — অনুরোধ করা, উপদেশ দেওয়া, উৎসাহিত করা, মিনতি করা, সতর্ক করা, সান্ত্বনা দেওয়া কিংবা সাবধান করা

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ১৩:১৫

দান করা — উদারতার সঙ্গে ঈশ্বরকে এবং অন্যদের দান দেওয়া

দ্রষ্টব্য হিতোপদেশ ২২:৯

শাসন করা — নেতৃত্ব কিংবা মুখ্য হওয়া

দ্রষ্টব্য প্রেরিত ২০:২৮

করুণা করা — অপরাধী কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে করুণা প্রদর্শন করা

দ্রষ্টব্য মথি ৫:৭

৭. আপনি কি লক্ষ্য করছেন যে এই সকল দান আপনার মধ্যে কাজ করছে? যদি তা হয়, কী দান?

৮. ১ করিন্থীয় ১২:৭ পড়ুন। এই দানগুলির দ্বারা কার উপকার হবে?
প্রত্যেকে। অন্যদের সাহায্য করার জন্য দান ব্যবহার করে আপনি ঈশ্বরকে আপনার মাধ্যমে কাজ করতে সুযোগ দিচ্ছেন

এই পাঠ থেকে অতিরিক্ত ধর্মশাস্ত্র

প্রেরিত ২৭:২১-২৫ - *তখন সকলে অনেক দিন অনাহারে থাকিলে পর পৌল তাহাদের মধ্যে দাঁড়াইয়া বলিলেন, হে মহাশয়েরা, আমার কথা গ্রাহ্য করিয়া ক্রীতী হইতে জাহাজ না ছাড়া, এই অনিষ্ট ও ক্ষতি হইতে না দেওয়া, আপনাদের উচিত ছিল। (২২) কিন্তু এক্ষণে আমার পরামর্শ এই, আপনারা সাহস করুন, কেননা আপনাদের কাহারও প্রাণের হানি হইবে না, কেবল জাহাজের হইবে। (২৩) কারণ আমি যে ঈশ্বরের লোক এবং যাঁহার সেবা করি, তাঁহার এক দূত গত রাত্রিতে আমার নিকট দাঁড়াইয়া বলিলেন, (২৪) পৌল, ভয় করিও না, কৈসরের সম্মুখে তোমাকে দাঁড়াইতে হইবে। আর দেখ, যাহারা তোমার সঙ্গে যাইতেছে, ঈশ্বর তাহাদের সকলকেই তোমায় দান করিয়াছেন। (২৫) অতএব মহাশয়েরা সাহস করুন, কেননা ঈশ্বরে আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, আমার নিকটে যেরূপ উক্ত হইয়াছে, সেইরূপই ঘটিবে।*

প্রেরিত ৯:১১-১২ - *তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া যিহূদার বাড়িতে তার্ষ নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ করো; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে; (১২) আর সে দেখিয়াছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার উপরে হস্তার্পণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি পায়।*

১ করিন্থীয় ১৩:২ - *আর যদি ভাববাণী প্রাপ্ত হই, ও সমস্ত নিগূঢ়তত্ত্বে ও সমস্ত জ্ঞানে পারদর্শী হই, এবং যদি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যাহাতে আমি পর্বত স্থানান্তর করিতে পারি, কিন্তু আমার প্রেম না থাকে, তবে আমি কিছুই নই।*

মার্ক ১৬:১৮ - *তাহারা সর্প তুলিবে এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।*

ইব্রীয় ২:৩-৪ - *তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়ীকৃত হইল; (৪) ঈশ্বরও সাক্ষ্য প্রদান করিতেছেন, নানা চিহ্ন, অদ্ভুত লক্ষণ ও বহুরূপ পরাক্রম-কার্য এবং পবিত্র আত্মার বর বিতরণ দ্বারা আপন ইচ্ছানুসারেই করিতেছেন।*

প্রেরিত ১১:২৭-২৮ - *সেই সময়ে কয়েক জন ভাববাদী যিরূশালেম হইতে আন্তিয়খিয়াতে আসিলেন। (২৮) তাঁহাদের মধ্যে আগাব নামে এক ব্যক্তি উঠিয়া আত্মার আবেশে জানাইলেন যে, সমুদয় পৃথিবীতে মহাদুর্ভিক্ষ হইবে; তাহা ক্লৌদিয়ের অধিকার সময়ে ঘটিল।*

১ করিন্থীয় ১৪:৩ - *কিন্তু যে ব্যক্তি ভাববাণী বলে, সে মনুষ্যের কাছে গাঁথিয়া তুলিবার এবং আশ্বাস ও সান্ত্বনার কথা বলে।*

প্রেরিত ১৬:১৬-১৮ - *এক দিন আমরা সেই প্রার্থনা স্থানে যাইতেছিলাম, এমন সময়ে দৈবজ্ঞ আত্মাবিষ্টা এক দাসী আমাদের সম্মুখে পড়িল; সে ভাগ্যকথন দ্বারা তাহার কর্তাদের বিস্তর লাভ জন্মাইত। (১৭) সে পৌলের এবং আমাদের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, এই ব্যক্তিরা পরাৎপর ঈশ্বরের দাস, ইহাঁরা তোমাদিগকে পরিত্রাণের পথ জানাইতেছেন। (১৮) সে অনেক দিন পর্যন্ত এইরূপ করিতে থাকিল। কিন্তু পৌল বিরক্ত হইয়া মুখ ফিরাইয়া সেই আত্মাকে বলিলেন, আমি যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, ইহা হইতে বাহির হইয়া যাও; তাহাতে সেই দণ্ডেই সে বাহির হইয়া গেল।*

প্রেরিত ২:৪-১১ - *তাহাতে তাঁহারা সকলে পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হইলেন, এবং আত্মা তাঁহাদিগকে যেরূপ বক্তৃতা দান করিলেন, তদনুসারে অন্য ভাষায় কথা বলিতে লাগিলেন। (৫) ওই সময়ে ইহুদিরা, আকাশের নিম্নস্থিত সমস্ত জাতি হইতে আগত ভক্ত লোকেরা, যিরূশালেমে বাস করিতেছিল। (৬) আর সেই ধ্বনি হইলে অনেক লোক সমাগত হইল, এবং তাহারা হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল, কারণ প্রত্যেক জন আপন আপন ভাষায় তাঁহাদিগকে কথা বলিতে শুনিতেছিল। (৭) তখন সকলে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত ও চমৎকৃত হইয়া বলিতে লাগিল, দেখ, এই যে লোকেরা কথা বলিতেছে, ইহারা সকলে কি গালীলীয় নহে? (৮) তবে আমরা কেমন করিয়া প্রত্যেক জন নিজ নিজ জন্মদেশীয় ভাষায় কথা শুনিতেছি? (৯) পার্থীয়, মাদীয় ও এলমীয় লোক, এবং মিসপতামিয়া, যিহূদিয়া ও কাপ্পাদকিয়া, পন্ত ও আশিয়া, (১০) ফরুগিয়া ও পাম্ফুলিয়া, মিসর এবং লুবিয়া দেশস্থ কুরীণীর নিকটবর্তী অঞ্চলনিবাসী, এবং প্রবাসকারী রোমীয় — কি ইহুদি, কি ইহুদি-ধর্মাবলম্বী লোক — (১১) এবং ক্রীতীয় ও আরবীয় লোক যে আমরা, আমাদের নিজ নিজ ভাষায় উহাদিগকে ঈশ্বরের মহৎ মহৎ কর্মের কথা বলিতে শুনিতেছি।*

১ করিন্থীয় ১৪:১৩-১৪ - *এই জন্য যে ব্যক্তি বিশেষ ভাষায় কথা বলে, সে প্রার্থনা করুক, যেন অর্থ বুঝাইয়া দিতে পারে। (১৪) কেননা যদি আমি বিশেষ ভাষায় প্রার্থনা করি, তবে আমার আত্মা প্রার্থনা করে, কিন্তু আমার বুদ্ধি ফলহীন থাকে।*

পাঠ-৩
অলৌকিক কাজ ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আমরা ঈশ্বরের শক্তিতে চলা এবং তিনি যে দান দেন তা দিয়ে অন্যদের পরিচর্যা করার কথা বলেছিলাম। আমি কিছু বিষয় বলতে চাই যা সত্যিই ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে এবং কেমন করে আমরা তাঁর দেওয়া অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যবহার করব বলে তিনি আশা করেন। এই বিষয় অনেক ধর্মশাস্ত্রের উদ্ধৃতি আছে তার মধ্যে আমি কয়েকটি মাত্র উল্লেখ করতে পারি। মথি ৯ অধ্যায়ে একটি ঘটনা আছে যেখানে একজন পক্ষাঘাতীকে সুস্থ করেন এবং আমি মার্ক ২ অধ্যায় থেকে আরো বিশদভাবে বলব। মথি ৯:৮ পদ বলে, *“তাহা দেখিয়া লোকসমূহ ভীত হইল, আর ঈশ্বর মনুষ্যকে এমন ক্ষমতা দিয়াছেন বলিয়া তাহার গৌরব করিল।”* আপনি কি জানেন যে আত্মার দান — আশ্চর্য কাজ — ঈশ্বরকে মহিমান্বিত করে এবং সেই কারণে তিনি সেই আশ্চর্যজনক ক্ষমতা আমাদের দিয়েছেন?

আপনি যখন অন্যদের কাছে বলা শুরু করবেন, সেখানে সন্দেহ করার এক স্বাভাবিক প্রবণতা তাদের মধ্যে থাকবে এবং তারা প্রশ্ন করতে শুরু করবে, “বেশ, আমি কি করে জানব যে আপনি সত্যি বলছেন?” আমি একবার টি. এল. অসবোরন, একজন বিখ্যাত প্রচারক যিনি হাজার হাজার মানুষকে প্রভুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁকে বলতে শুনেছিলাম তাঁর প্রথম বিদেশে পরিচর্যা ক্ষেত্রের অভিজ্ঞতার কথা। তিনি মানুষের কাছে সাক্ষ্য দিতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি যা বলছিলেন তারা তা মোটেই বিশ্বাস করছিল না। অবশেষে, তিনি একজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিলেন, এই বলে “কিন্তু বাইবেল বলে,” আর লোকটি বলল, “আপনার এই কালো বইটি অন্যান্য কালো বইয়ের মধ্যে তফাৎ কী আছে?” তারপর টি. এল. অসবোরন চিন্তা করলেন, *এই মানুষেরা কেমন করে জানবে যে বাইবেল সত্য? আমি বিশ্বাস করি যে বাইবেল হল ঈশ্বরের বাক্য, কিন্তু আমি কেমন করে তাদের বিশ্বাস জন্মাব?*

তিনি পরাজিত এবং নিরুৎসাহ হয়ে পরিচর্যা ক্ষেত্র ছেড়ে চলে গেলেন, বাড়ি ফিরলেন, এবং ঈশ্বরের অন্বেষণ করা শুরু করলেন। সদাপ্রভু তাঁকে বললেন তাঁর অতিপ্রাকৃত

ক্ষমতা ব্যবহার করতে হবে। লক্ষণ ও আশ্চর্য কাজের উদ্দেশ্য হল ঈশ্বরের বাক্যকে বৈধতা দেওয়া, যা মানুষের জীবন পরিবর্তন করবে। ১ পিতর ১:২৩ পদ বলে, "*তোমরা ক্ষয়ণীয় বীর্য হইতে নয়, কিন্তু অক্ষয় বীর্য হইতে ঈশ্বরের জীবন্ত ও চিরস্থায়ী বাক্য দ্বারা পুনর্জাত হইয়াছ।*" ঈশ্বরের বাক্যই মানুষের জীবন পরিবর্তন করে, কিন্তু আপনি কেমন করে তাদের বিশ্বাস করাবেন যে সত্যিই ঈশ্বর কথা বলছেন? বেশ, এটিই হল অলৌকিক কাজের উদ্দেশ্য। আমরা যখন প্রচার করি এবং বলি যে একজন ব্যক্তির সুস্থ হওয়া হল ঈশ্বরের ইচ্ছা, আমরা যীশুর নামে বলে তাদের উপর তা প্রদর্শন করি। তাদের অন্ধত্ব অথবা বধির হওয়া থেকে মুক্ত হওয়া প্রমাণ করে যে এটি ঈশ্বরের কাজ। অলৌকিক কাজ মানুষকে পরিবর্তন করতে পারে না, কিন্তু সেগুলি তাদের বিশ্বাস করতে সাহায্য করবে যে আপনি যা বলেছেন তা হল ঈশ্বরের বাক্য।

ধর্মশাস্ত্রে এর একটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে মার্ক ২:১-৯ পদে, যেখানে আরো বিস্তারিতভাবে সেই পক্ষাঘাতীর বিষয় বলা হয়েছে যে সুস্থ হয়েছিল : "*কয়েক দিবস পরে কফরনাহূমে চলিয়া আসিলে শুনা গেল যে, তিনি ঘরে আছেন। আর এত লোক তাঁহার নিকটে একত্র হইল যে, দ্বারের কাছেও আর স্থান রহিল না। আর তিনি তাহাদের কাছে বাক্য প্রচার করিতে লাগিলেন। তখন লোকেরা চারি জন লোক দিয়া এক জন পক্ষাঘাতীকে বহন করাইয়া তাঁহার কাছে আনিতেছিল। কিন্তু ভিড় প্রযুক্ত তাঁহার নিকটে আসিতে না পারাতে, তিনি যেখানে ছিলেন, সেই স্থানের ছাদ খুলিয়া ফেলিল, আর ছিদ্র করিয়া, যে খাটে পক্ষাঘাতী শুইয়াছিল, তাহা নামাইয়া দিল। তাহাদের বিশ্বাস দেখিয়া যীশু সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন, বৎস, তোমার পাপ সকল ক্ষমা হইল। কিন্তু সেখানে কয়েক জন অধ্যাপক বসিয়াছিল; তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতে লাগিল, এ ব্যক্তি এমন কথা কেন বলিতেছে? এ যে ঈশ্বর-নিন্দা করিতেছে; সেই এক জন, অর্থাৎ ঈশ্বর, ব্যতিরেকে আর কে পাপ ক্ষমা করিতে পারে? তাহারা মনে মনে এইরূপ তর্ক করিতেছে, ইহা যীশু তৎক্ষণাৎ আপন আত্মাতে বুঝিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, তোমরা মনে মনে এমন তর্ক কেন করিতেছ? কোনটা সহজ, পক্ষাঘাতীকে 'তোমার পাপ ক্ষমা হইল' বলা, না 'উঠ, তোমার শয্যা তুলিয়া বেড়াও' বলা?*" সত্য হল এই দুইটি জিনিসই বাস্তবে অসম্ভব। মানুষের পক্ষে পাপ ক্ষমা করা অসম্ভব এবং একজন পক্ষাঘাতী ব্যক্তিকে মানুষের পক্ষে সুস্থ করাও অসম্ভব। অতএব ঈশ্বর যদি একটি করতে পারেন, তিনি নিশ্চয় অপরটিও করতে পারেন।

যীশু ১০-১২ পদে বলেছিলেন, *“কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন—তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। তাহাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল; ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইল, আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল যে, এমন কখনও দেখি নাই।”* যীশু আরো পরিষ্কার করে বুঝিয়েছিলেন যখন তিনি বলেছিলেন, *“কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন—।”* তিনি সুস্থতা দিয়েছিলেন যেন মানুষ জানতে পারে যে যদি প্রাকৃতিক ক্ষেত্রে এমন কাজ করতে পারেন যা তারা তাঁর বাক্যে হতে দেখবে, তাহলে আত্মিক বিষয়গুলি যেমন পাপের ক্ষমাও হতে পারে। যীশু তাঁর বাক্য প্রমাণ করার জন্য অলৌকিক কাজ ব্যবহার করেছিলেন।

একই বিষয় ইব্রীয় ২:২-৩ পদে বলা হয়েছে : *“কেননা দূতগণ দ্বারা কথিত বাক্য যদি দৃঢ় হইল, এবং লোকে কোন প্রকারে তাহা লঙ্ঘন করিলে কিংবা তাহার অবাধ্য হইলে যদি ন্যায়সিদ্ধ প্রতিফল দত্ত হইল, তবে এমন মহৎ এই পরিত্রাণ অবহেলা করিলে আমরা কি প্রকারে রক্ষা পাইব? ইহা তো প্রথমে প্রভুর দ্বারা কথিত, ও যাহারা শুনিয়াছিল, তাহাদের দ্বারা আমাদের নিকটে দৃঢ়কৃত হইল।”* এটি বলে যে পবিত্র আত্মার শক্তির মাধ্যমে ঈশ্বর এই বাক্যকে দৃঢ়কৃত করেছিলেন। এটি মার্ক ১৬:২০ পদের সঙ্গে যুক্ত করুন, *“প্রভু সঙ্গে সঙ্গে কার্য করিয়া অনুবর্তী চিহ্নসমূহ দ্বারা সেই বাক্য সপ্রমাণ করিলেন।”* আমি যে বিষয়টি গুরুত্ব দিতে চাই তা হল ঈশ্বর চান যেন আপনি অন্যদের পরিচর্যা করার জন্য তাঁর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা এবং শক্তি ব্যবহার করেন। পরিণামে, তিনি চান মানুষ যেন তাদের হৃদয়ে মুক্ত হয়, কিন্তু কখনও কখনও তাদের শরীর এবং আবেগের মাধ্যমে হৃদয়ে পৌঁছাতে হয়। আপনি যদি সেই সকল ক্ষেত্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং দেখেন একজন ব্যক্তি মুক্ত হয়েছে, তাহলে তারা নিজেদের উন্মুক্ত করবে এবং তাদের বাকি জীবন প্রভুকে স্পর্শ করতে দেবে আর আক্ষরিকভাবে তাদের সম্পূর্ণ জীবন তাঁর কাছে সর্মপণ করবে।

১ করিন্থীয় ২:১-৫ পদে পৌল করিন্থীয়দের কাছে লিখছিলেন, তাদের বলছিলেন

কেমন করে তিনি প্রথমবার তাদের কাছে এসেছিলেন : *"আর, হে ভ্রাতৃগণ, আমি যখন তোমাদের নিকটে গিয়াছিলাম, তখন গিয়া বাক্যের কি জ্ঞানের উৎকৃষ্টতা অনুসারে তোমাদিগকে যে ঈশ্বরের সাক্ষ্য জ্ঞাত করিতেছিলাম, তাহা নয়। কেননা আমি মনে স্থির করিয়াছিলাম, তোমাদের মধ্যে আর কিছুই জানিব না, কেবল যীশু খ্রীষ্টকে, এবং তাঁহাকে ক্রুশে হত বলিয়াই জানিব। আর আমি তোমাদের কাছে দুর্বলতা, ভয় ও মহাকম্পযুক্ত ছিলাম, আর আমার বাক্য ও আমার প্রচার জ্ঞানের প্ররোচক বাক্যযুক্ত ছিল না, বরং আত্মার ও পরাক্রমের প্রদর্শনযুক্ত ছিল, যেন তোমাদের বিশ্বাস মনুষ্যদের জ্ঞানযুক্ত না হইয়া ঈশ্বরের পরাক্রমযুক্ত হয়।"* তিনি পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন যে কেবল গুরুত্ব দিতে এবং বাক্য ব্যবহার করার জন্য তিনি আসেননি, কিন্তু আত্মা এবং ক্ষমতা প্রকাশ করতে এসেছেন। অতএব তাদের বিশ্বাস ঈশ্বরের শক্তিতে স্থির থাকবে, মানুষের প্রজ্ঞায় নয়।

খ্রীষ্ট ধর্মে অপূর্ব যুক্তি আছে। একবার আপনি যখন সত্যটি দেখবেন, আপনি আশ্চর্য হবেন যে এতদিন কেমন করে এটি লক্ষ্য করেননি এবং কেন সকলে এটি আলিঙ্গন করে না। কিন্তু খ্রীষ্ট ধর্মে কেবল যুক্তি নয় ... এটি হল বাস্তব ঈশ্বরের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতা। তিনি আজ জীবিত এবং তিনি নিজেকে তাঁর ক্ষমতার মাধ্যমে একইভাবে স্পষ্ট করতে চান যেমন তিনি তাঁর বাক্যের মাধ্যমে করেছিলেন। ইব্রীয় ১৩:৮ বলে, *"যীশু খ্রীষ্ট কল্য ও অদ্য এবং অনন্তকাল যে, সেই আছেন।"* যীশু এসেছিলেন এবং তিনি একজন ব্যক্তি যিনি আমাদের মধ্যে চিহ্ন, আশ্চর্য বিষয় সমূহ এবং অলৌকিক কাজের মাধ্যমে ঈশ্বর দ্বারা অনুমদিত ছিলেন। প্রেরিত ১০:৩৮ বলে, *"কিরূপে ঈশ্বর তাঁহাকে পবিত্র আত্মাতে ও পরাক্রমে অভিষেক করিয়াছিলেন; তিনি হিতকার্য করিয়া বেড়াইতেন এবং দিয়াবল কর্তৃক প্রপীড়িত সকল লোককে সুস্থ করিতেন; কারণ ঈশ্বর তাঁহার সহবর্তী ছিলেন।"* তিনি তাঁর বাক্য নিশ্চিত করেছিলেন এবং সেই সকল অলৌকিক কাজ মানুষকে তাঁর শিক্ষার কাছে আকৃষ্ট করেছিল। তারা ঈশ্বরের গৌরব করেছিল। অনেক ধর্মশাস্ত্র আছে যেখানে বলা হয়েছে যে এই সকল অলৌকিক কাজ ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করেছিল এবং পরিচর্যার ও মানুষের জীবন পরিবর্তনের জন্য যীশুকে যদি পবিত্র আত্মার শক্তি ব্যবহার করতে হতো, আমরা কীভাবে ভাবব যে আমরা তাঁর চেয়ে আরো ভালো করতে পারি? যীশু যদি অলৌকিক কাজ ব্যবহার করে মানুষকে তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য নিজের কাছে আকৃষ্ট করেছিলেন, আমরা কেমন করে ভাবতে পারি যে আমরা আজ ঈশ্বরের

অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা ব্যবহার না করে জগতের বিশ্বাস জন্মাব? সত্য হল অলৌকিক কাজ ঈশ্বরকে গৌরবান্বিত করে। এগুলি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য ঘন্টার মতন। এটি যেন রাত্রের খাবারের ঘন্টা—এটি সেই খাদ্য যা আপনাকে পূর্ণ করবে, কিন্তু এটি সেই ঘন্টা যা আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। ঘন্টা ছাড়া, কিছু মানুষ খাবার পাবে না। ঈশ্বরের অলৌকিক ক্ষমতা ছাড়া, অনেক মানুষ এই সত্যটি জানবে না যে ঈশ্বর বাস্তব এবং তিনি তাদের হৃদয় পরিবর্তন করতে এবং তাদের পাপ ক্ষমা করতে পারেন।

আমি আপনাকে উৎসাহ দিতে চাই আপনি বুঝুন যে ঈশ্বর আমাদের প্রত্যেকের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতে চান এবং অন্যের জীবনে আমাদের মাধ্যমে এই সকল অলৌকিক কাজ করতে চান। আপনাদের মধ্যে কয়েকজন হয়ত বলতে পারেন, ‘‘কিন্তু সেটি আমায় ভয় দেখায়। কী হবে যদি আমি কোন ব্যক্তির জন্য প্রার্থনা করি এবং তারা সুস্থ না হয়? আমি কী করে জানব যে এটি হবে?’’ আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনি অলৌকিক কাজগুলি করছেন না; ঈশ্বর সেগুলি করছেন। যদি অলৌকিক কাজ হয় ও সেই ব্যক্তি মুক্ত হয় আপনি দায়িত্ব নেবেন না এবং না হলে দোষ নেবেন না। আপনি কেবল প্রার্থনা করবেন; ঈশ্বর সুস্থতা দেবেন, কিন্তু তাঁকে আপনার মধ্য দিয়ে প্রভাবিত হতে হবে। ঈশ্বর আপনাকে অলৌকিক উপায়ে ব্যবহার করতে চান। আপনাকে ঈশ্বরের বাক্যের মধ্যে যেতে হবে, দেখতে হবে সেটি অন্যের জন্য কেমন করে কাজ করেছিল, সেগুলি আপনার জীবনে কার্যকর করতে হবে, এবং অলৌকিক, অতিপ্রাকৃত ঈশ্বরের শক্তিকে আপনার মধ্য দিয়ে আজ প্রবাহিত হতে দিতে হবে।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. অলৌকিক কাজ কী?

২. মার্ক ২:১০-১২ পড়ুন। যীশুর অলৌকিক কাজ কী ব্যক্ত করেছিল যে তাঁর কী করার ক্ষমতা আছে?

মার্ক ২:১০-১২ – *কিন্তু পৃথিবীতে পাপ ক্ষমা করিতে মনুষ্যপুত্রের ক্ষমতা আছে, ইহা যেন তোমরা জানিতে পার, এই জন্য—তিনি সেই পক্ষাঘাতীকে বলিলেন—(১১) তোমাকে বলিতেছি, উঠ, তোমার খাট তুলিয়া লইয়া তোমার ঘরে যাও। (১২) তাহাতে সে উঠিল, ও তৎক্ষণাৎ খাট তুলিয়া লইয়া সকলের সাক্ষাতে বাহিরে চলিয়া গেল; ইহাতে সকলে অতিশয় আশ্চর্যান্বিত হইল, আর এই বলিয়া ঈশ্বরের গৌরব করিতে লাগিল যে, এমন কখনও দেখি নাই।*

৩. মার্ক ১৬:১৫-১৮ পড়ুন। বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের কী করণীয়?

মার্ক ১৬:১৫-১৮ – *আর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার করো। (১৬) যে বিশ্বাস করে ও বাপ্তাইজিত হয়, সে পরিত্রাণ পাইবে; কিন্তু যে অবিশ্বাস করে, তাহার দণ্ডাজ্ঞা করা যাইবে। (১৭) আর যাহারা বিশ্বাস করে, এই চিহ্নগুলি তাহাদের অনুবর্তী হইবে; তাহারা আমার নামে ভূত ছাড়াইবে, তাহারা নূতন নূতন ভাষায় কথা বলিবে, (১৮) তাহারা সর্প তুলিবে, এবং প্রাণনাশক কিছু পান করিলেও তাহাতে কোন মতে তাহাদের হানি হইবে না; তাহারা পীড়িতদের উপরে হস্তার্পণ করিবে, আর তাহারা সুস্থ হইবে।*

৪. প্রেরিত ৮:৫-৮ পড়ুন। লোকেরা কী দেখেছিল এবং তাদের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

প্রেরিত ৮:৫-৮ – *আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন। (৬) আর লোকসমূহ ফিলিপের কথা শুনিয়া ও তাঁহার কৃত*

চিহ্ন-কার্য সকল দেখিয়া একচিত্তে তাঁহার কথায় অবধান করিল। (৭) কারণ অশুচি আত্মাবিষ্ট অনেক লোক হইতে সেই সকল আত্মা উচ্চস্বরে চেঁচাইয়া বাহির হইয়া আসিল, এবং অনেক পক্ষাঘাতী ও খঞ্জ সুস্থ হইল; (৮) তাহাতে ওই নগরে বড়ই আনন্দ হইল।

৫. প্রেরিত ৮:১২ পড়ুন। প্রেরিত পিতর তাঁর নিজের পবিত্রতায় অলৌকিক কাজের বিষয় কী বলেছিলেন।

প্রেরিত ৮:১২ – *কিন্তু ফিলিপ ঈশ্বরের রাজ্য ও যীশু খ্রীষ্টের নাম বিষয়ক সুসমাচার প্রচার করিলে তাহারা যখন তাঁহার কথায় বিশ্বাস করিল, তখন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরাও বাপ্তাইজিত হইতে লাগিল।*

প্রেরিত ৩:১২ – *তাহা দেখিয়া পিতর লোকসমূহকে বলিলেন, হে ইস্রায়েলীয় লোকেরা, এই ব্যক্তির বিষয়ে কেন আশ্চর্য জ্ঞান করিতেছ? অথবা আমরাই যে নিজ শক্তি বা ভক্তিগুণে ইহাকে চলিবার শক্তি দিয়াছি, ইহা মনে করিয়া কেনই বা আমাদের প্রতি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছ?*

৬. প্রেরিত ৩:১৬ পড়ুন। অলৌকিক কাজ কেমন করে হয়?

প্রেরিত ৩:১৬ – *আর তাঁহার নামে বিশ্বাস হেতু, এই যে ব্যক্তিকে তোমরা দেখিতেছ ও জানো, তাঁহারই নাম ইহাকে বলবান করিয়াছে; তাঁহারই দত্ত বিশ্বাস তোমাদের সকলের সাক্ষাতে ইহাকে সম্পূর্ণ সুস্থতা দিয়াছে।*

৭. প্রেরিত ৩:১৬ পড়ুন। নূতন নিয়মে কি অলৌকিক কাজের ঘটনা আছে যেগুলি প্রেরিতদের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি?

৮. ১ করিন্থীয় ১:৭ পড়ুন। অলৌকিক কাজের দান কখন বন্ধ হবে?

১ করিন্থীয় ১:৭ – *এজন্য তোমরা কোন বরে পিছাইয়া পড় নাই; আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশের অপেক্ষা করিতেছ।*

উত্তরের নমুনা

১. অলৌকিক কাজ কী?

একটি অসাধারণ বা অস্বাভাবিক ঘটনা যা ঐশ্বরিক শক্তির প্রকাশ হিসাবে বিবেচিত হয়। এটি প্রাকৃতিক নিয়মের উপরে ঈশ্বরের শক্তির এক অতিপ্রাকৃত হস্তক্ষেপ

২. মার্ক ২:১০-১২ পড়ুন। যীশুর অলৌকিক কাজ কী ব্যক্ত করেছিল যে তাঁর কী করার ক্ষমতা আছে?

পাপ ক্ষমা করা

৩. মার্ক ১৬:১৫-১৮ পড়ুন। বিশ্বাসী হিসাবে আমাদের কী করণীয়?

সুসমাচার প্রচার করা, বিশ্বাসীদের বাপ্তাইজিত করা, ভূত ছাড়ানো, নূতন নূতন ভাষায় কথা বলা এবং পীড়িতদের সুস্থ করা

৪. প্রেরিত ৮:৫-৮ পড়ুন। লোকেরা কী দেখেছিল এবং তাদের কেমন প্রতিক্রিয়া হয়েছিল?

তারা অলৌকিক কাজ দেখেছিল (৭ পদ), তারা যীশুতে বিশ্বাস করেছিল এবং বাপ্তাইজিত হয়েছিল (১২ পদ)

৫. প্রেরিত ৮:১২ পড়ুন। প্রেরিত পিতর তাঁর নিজের পবিত্রতায় অলৌকিক কাজের বিষয় কী বলেছিলেন।

এটি তাঁর নিজের ধার্মিকতা কিংবা শক্তি দ্বারা সেই লোকটি সুস্থ হয়নি; এটি ঈশ্বর করেছিলেন

৬. প্রেরিত ৩:১৬ পড়ুন। অলৌকিক কাজ কেমন করে হয়?

যীশুর নামে এবং তাঁর উপর বিশ্বাসে

৭. প্রেরিত ৩:১৬ পড়ুন। নূতন নিয়মে কি অলৌকিক কাজের ঘটনা আছে যেগুলি প্রেরিতদের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি?

হ্যাঁ। একজন নামহীন খ্রীষ্টের অনুগামী (মার্ক ৯:৩৮-৩৯), ফিলিপ (প্রেরিত ৮:৫-৭), অননিয় (প্রেরিত ৯:১০-১৮)

৮. ১ করিন্থীয় ১:৭ পড়ুন। অলৌকিক কাজের দান কখন বন্ধ হবে?

প্রভু যীশুর আগমনের সময়; অর্থাৎ, যখন তিনি ফিরে আসবেন

এই পাঠ থেকে অতিরিক্ত ধর্মশাস্ত্র

মার্ক ৯:৩৮-৩৯ — *যোহন তাঁহাকে বলিলেন, হে গুরু, আমরা এক ব্যক্তিকে আপনার নামে ভূত ছাড়াইতে দেখিয়াছিলাম, আর তাহাকে বারণ করিতেছিলাম, কারণ সে আমাদের পশ্চাদগমণ করে না। (৩৯) কিন্তু যীশু বলিলেন, তাহাকে বারণ করিও না, কারণ এমন কেহ নাই, যে আমার নামে পরাক্রম-কার্য করিয়া সহজে আমার নিন্দা করিতে পারে।*

প্রেরিত ৯:১০-১৮ — *দম্মেশকে অননিয় নামে এক জন শিষ্য ছিলেন। (১১) প্রভু তাঁহাকে দর্শনযোগে বলিলেন, অননিয়। তিনি বলিলেন, প্রভু, দেখুন, এই আমি। তখন প্রভু তাঁহাকে বলিলেন, তুমি উঠিয়া সরল নামক পথে গিয়া যিহূদার বাড়িতে তার্য নগরীয় শৌল নামক ব্যক্তির অন্বেষণ করো; কেননা দেখ, সে প্রার্থনা করিতেছে; (১২) আর সে দেখিয়াছে, অননিয় নামে এক ব্যক্তি আসিয়া তাহার উপরে হস্তাপর্ণ করিতেছে, যেন সে দৃষ্টি পায়।(১৩) অননিয় উত্তর করিলেন, প্রভু, আমি অনেকের কাছে এই ব্যক্তির বিষয় শুনিয়াছি, সে যিরূশালেমে তোমার পবিত্রগণের প্রতি কত উপদ্রব করিয়াছে; (১৪) এই স্থানেও, যত লোক তোমার নামে ডাকে, সেই সকলকে বন্ধন করিবার ক্ষমতা সে প্রধান যাজকদের নিকটে পাইয়াছে। (১৫) কিন্তু প্রভু তাঁহাকে বলিলেন,তুমি যাও, কেননা জাতিগণের ও রাজগণের এবং ইস্রায়েল-সন্তানগণের নিকটে আমার নাম বহনার্থে সে আমার মনোনীত পাত্র; (১৬) কারণ আমি তাহাকে দেখাইয়া দিব, আমার নামের জন্য তাহাকে কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। (১৭) তখন অননিয় চলিয়া গিয়া সেই বাড়িতে প্রবেশ করিলেন এবং তাঁহার উপরে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন, ভ্রাতঃ শৌল, প্রভু, সেই যীশু, যিনি তোমার আসিবার পথে তোমাকে দর্শন দিলেন, তিনি আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, যেন তুমি দৃষ্টি পাও এবং পবিত্র আত্মায় পরিপূর্ণ হও। (১৮) আর অমনি তাঁহার চক্ষু হইতে যেন আঁইস পড়িয়া গেল, তিনি দৃষ্টি প্রাপ্ত হইলেন এবং উঠিয়া বাপ্তাইজিত হইলেন।*

পাঠ ৪
ঐশ্বরীয় সম্পর্কের ক্ষমতা

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আজ আমরা ঐশ্বরীয় সম্পর্কের বিষয় আলোচনা করব। আপনি যখন এই বিষয় চিন্তা করেন, তখন সম্পূর্ণ বাইবেল এই বিষয়ে কথা বলে। উদাহরণস্বরূপ, ‘‘মণ্ডলী’’ শব্দটির গ্রিক শব্দ হল *ইক্লেশিয়া* এবং এর অর্থ হল ‘‘একটি দল যাকে আহ্বান করা হয়েছে’’। আপনি যখন ঈশ্বরের বাক্য দেখবেন, আপনি দেখবেন যে মণ্ডলী, কিংবা ঈশ্বরের লোকেরা একসঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য উৎসাহিত হতো। তারা প্রত্যেক দিন একসঙ্গে প্রার্থনা করার জন্য উৎসাহিত হতো এবং একে অপরকে উৎসাহিত করত। একসঙ্গে চলার পথে তারা ঐশ্বরিক সম্পর্কের ক্ষমতা দ্বারা উৎসাহিত হতো। আপনি যদি ‘‘প্রাচীন’’ শব্দটি বিবেচনা করেন, যেটি ধর্মশাস্ত্রে অনেকবার ব্যবহার করা হয়েছে, বয়স্কদের ক্ষেত্রে এটি ব্যবহার হয়েছে, একজন যে পরিণত, একজন যে খ্রীষ্টের জীবন অনুসারে চলেছে এবং যে তার পারিবারিক ও বৈবাহিক জীবনের ক্ষেত্রে সফল। আমার যদি বৈবাহিক জীবনে কোন সমস্যা হচ্ছে, আমি একজন ঐশ্বরিক ব্যক্তির কাছে যেতে চাইব, যিনি বহু বছর ধরে ঐশ্বরিক প্রজ্ঞা প্রাপ্ত হয়েছেন।

আমাদের আরো বুঝতে হবে যে ধর্মশাস্ত্র খ্রীষ্টের মণ্ডলীকে দৈহিক শরীর হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। তার হাত, চোখ, কান এবং অন্যান্য অঙ্গ আছে। আমরা সকলে একে অপরের অঙ্গ। আর একে অপরের অঙ্গ হওয়ার দরুন আমরা একে অপরের কাছ থেকে শক্তি গ্রহণ করি। প্রতিটি বন্ধনী, শরীরের প্রতিটি অঙ্গের নিজেস্ব গুণ আছে, নিজস্ব দক্ষতা, শক্তি ও জ্ঞান দেওয়ার নিজস্ব উপায় আছে।

বাইবেলে যাকোব ৫:১৬ পদ বলে, ‘‘তোমরা এক জন অন্য জনের কাছে আপন আপন পাপ স্বীকার করো, ও এক জন অন্য জনের নিমিত্ত প্রার্থনা করো, যেন সুস্থ হইতে পার। ধার্মিকের বিনতি কার্যসাধনে মহাশক্তিযুক্ত।’’ ঐশ্বরীয় সম্পর্কের ক্ষমতার এই একটি উদাহরণ ধর্মশাস্ত্রে আছে। আপনি জানেন, খ্রীষ্টের দেহে কিছু একটি জিনিসের অভাব আছে। আমি মনে করি যেহেতু আমরা বিশ্বাসীর যাজকসম্প্রদায়ের উপর গুরুত্ব দিয়েছি,

অন্যের কাছে যাওয়ার পরিবর্তে সরাসরি ঈশ্বরের কাছে যাওয়া, আমরা কিছু বিষয় হারিয়াছি। বাইবেল একে অপরের কাছে আমাদের দোষ স্বীকার করতে বলে। আমার একজন বন্ধু আছে যার নাম ডাঃ লোরেন লিউইস। তিনি একজন বয়স্ক ভদ্রলোক এবং আমরা অনেক সময় একসঙ্গে কাটিয়েছি। তিনি একজন গ্রিক পণ্ডিত এবং সরাসরি গ্রিক পড়তে পারতেন। ধর্মশাস্ত্রে কিছু যখন আমি বুঝতে পারতাম না, আমি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করতাম যে গ্রিক ভাষায় কী বলে। আমি তাঁকে গ্রিকের ক্রিয়ার কালের বিষয় জিজ্ঞাসা করতাম এবং তিনি আমার বাইবেল অধ্যায়নে খুব সাহায্য করতেন। আমি ঘন্টার পর ঘন্টা এই মানুষটির সঙ্গে কাটিয়েছি। তিনি ছিলেন একজন প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। তাঁর বিবাহ সফল ছিল। পারিবারিক ক্ষেত্রে তিনি সফল ছিলেন। আর কখনও কখনও আমাদের সকলকেই নিজেদের দোষ স্বীকার করতে হয়। এখন, আমি জানি বাইবেল বলে আমাদের পাপ ঈশ্বরের কাছে স্বীকার করতে হবে এবং আমি বলছি না যে অন্যের কাছে পাপ স্বীকার করা উচিত যেন তারা ক্ষমা করে দেয়, কেননা আমাদের সরাসরি ঈশ্বরের কাছে যাওয়া প্রয়োজন। আমাদের জীবনে বাধ্যবাধকতা থাকা প্রয়োজন।

ঐশ্বরিক সম্পর্কের ক্ষমতা থাকা হল এমন ক্ষমতা যা বাধ্যবাধকতার জন্য এবং কাউকে প্রভুর অন্বেষণ করতে উৎসাহিত করার জন্য প্রয়োজন। ইব্রীয় পুস্তকে, বাইবেল আমাদের একে অপরকে উপদেশ দিতে, একসঙ্গে মিলিত হওয়া বন্ধ না করতে, একে অপরকে উৎসাহিত করতে এবং একে অপরকে সাবধান করতে বলে যেন আমাদের কেউ পাপের ছলনায় নিজের হৃদয় কঠিন না করে। এই সবই ঐশ্বরিক সম্পর্কের গুরুত্বের বিষয় বলছে। নেতিবাচক দিকে, বাইবেল আমাদের অনেক বার সাবধান করে মন্দ সম্পর্কের বিষয় এবং সেই মন্দ সম্পর্ক কেমন করে আমাদের মন ও চিন্তা প্রভাবিত করে। আমরা সেটি জানার আগেই, আমরা এমন বিষয়ের মধ্যে পরিচালিত হতে পারি যেখানে আমাদের থাকা উচিত নয়, এর কারণ হল আমরা নিজেদের সুরক্ষিত করিনি এবং ঐশ্বরিক পরামর্শদাতা দ্বারা নিজেদের বেষ্টিত করিনি (হিতোপদেশ ১১:১৪, ১৩:২০ এবং ১ করিন্থীয় ১৫:৩৩)। বাইবেল বলে, *"কেননা ধর্ম ও অধর্মে পরস্পর কি সহযোগিতা"* (২ করিন্থীয় ৬:১৪)।

আপনি যখন এই খ্রীষ্টীয় জীবনে চলবেন, ঐশ্বরিক সম্পর্ক দ্বারা নিজেকে পরিবেষ্টিত করতে উৎসাহিত হবেন এবং যারা আপনাকে নেতিবাচক পথে প্রভাবিত করবে তাদের থেকে পালিয়ে যাবেন। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেন আমাদের জীবনে ধার্মির্ক বিশ্বাসী থাকে

যাদের সঙ্গে নিজেদের শান দিতে পারব (হিতোপদেশ ২৭:১৭) এবং বাধ্যবাধকতা থাকবে। আপনি যখন এই সকল বিষয় ধ্যান এবং চিন্তা করবেন তখন ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ১ করিন্থীয় ১৫:৩৩ পড়ুন। সম্পর্ক সম্বন্ধে এই পদটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

১ করিন্থীয় ১৫:৩৩ – *ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে।*

২. ১ করিন্থীয় ১২:১২ পড়ুন। আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন সম্পর্কে এই পদটি আমাদের কী দেখায়?

১ করিন্থীয় ১২:১২ – *কেননা যেমন দেহ এক, আর তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনেক, এবং দেহের সমুদয় অঙ্গ, অনেক হইলেও, এক দেহ হয়, খ্রীষ্টও সেইরূপ।*

৩. ইব্রীয় ১০:২৪ পড়ুন। ইব্রীয় ১০:২৪ পদটি থেকে আমরা ঐশ্বরিক সম্পর্কের বিষয় কী শিখতে পারি?

ইব্রীয় ১০:২৪-২৫ – *এবং আইস, আমরা পরস্পর মনোযোগ করি, যেন প্রেম ও সৎক্রিয়ার সম্বন্ধে পরস্পরকে উদ্দীপিত করিয়া তুলিতে পারি; (২৫) এবং আপনারা সমাজে সভাস্থ হওয়া পরিত্যাগ না করি—যেমন কাহারও কাহারও অভ্যাস—বরং পরস্পরকে চেতনা দিই; আর তোমরা সেই দিন যত অধিক সন্নিকট হইতে দেখিতেছ, ততই যেন অধিক এ বিষয়ে তৎপর হই।*

৪. ইব্রীয় ১০:২৫ পড়ুন। সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা এই পদটি থেকে কী শিখতে পারি?

৫. হিতোপদেশ ৫:২২-২৩ পড়ুন। মন্দ সম্পর্ক থেকে কেন আমাদের হৃদয় রক্ষা করতে হবে?

হিতোপদেশ ৫:২২-২৩ – *দুষ্ট নিজ অপরাধসমূহে ধরা পড়ে, সে নিজ পাপ-পাশে বদ্ধ হয়। (২৩) সে উপদেশের অভাবে প্রাণ ত্যাগ করিবে, নিজ অজ্ঞানতার আধিক্যে*

ভ্রান্ত হইবে।

৬. ২ তীমথীয় ২:২২ পড়ুন। আমাদের কার সঙ্গে ধার্মিকতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শান্তি অন্বেষণ করতে হবে?

২ তীমথীয় ২:২২ – *তুমি যৌবনকালের অভিলাষ হইতে পলায়ন করো; এবং যাহারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে, তাহাদের সহিত ধার্মিকতা, বিশ্বাস, প্রেম ও শান্তির অনুধাবন করো।*

৭. ইব্রীয় ১৩:৭ পড়ুন। আমাদের কাদের স্মরণ করতে হবে এবং কাদের আদর্শে আমাদের জীবন চালনা করতে হবে?

ইব্রীয় ১৩:৭ – *যাঁহার তোমাদিগকে ঈশ্বরের বাক্য বলিয়া গিয়াছেন, তোমাদের সেই নেতাদিগকে স্মরণ করো এবং তাহাদের আচরণের শেষগতি আলোচনা করিতে করিতে তাঁহাদের বিশ্বাসের অনুকারী হও।*

উত্তরের নমুনা

১. ১৫:৩৩ পড়ুন। সম্পর্ক সম্বন্ধে এই পদটি আমাদের কী শিক্ষা দেয়?

মন্দ সঙ্গ ভালো চরিত্রকে নষ্ট করে

২. ১ করিন্থীয় ১২:১২ পড়ুন। আমাদের খ্রীষ্টীয় জীবন সম্পর্কে এই পদটি আমাদের কী দেখায়?

যেমন দৈহিক শরীর, খ্রীষ্টের দেহের অন্যান্য অঙ্গকে আমাদের সকলের প্রয়োজন

৩. ইব্রীয় ১০:২৪ পড়ুন। ইব্রীয় ১০:২৪ পদটি থেকে আমরা ঐশ্বরিক সম্পর্কের বিষয় কী শিখতে পারি?

যারা ঐশ্বরিক সম্পর্কে আছে তারা অন্যদের ভালোবাসতে এবং সৎক্রিয়া করতে উদ্দীপিত হয়

৪. ইব্রীয় ১০:২৫ পড়ুন। সম্পর্ক সম্বন্ধে আমরা এই পদটি থেকে কী শিখতে পারি?

আমাদের সমাজে সভাস্থ হওয়া, সহভাগিতা করা এবং অন্যদের উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন

৫. হিতোপদেশ ৫:২২-২৩ পড়ুন। মন্দ সম্পর্ক থেকে কেন আমাদের হৃদয় রক্ষা করতে হবে?

পাছে আমরা অজ্ঞানতার আধিক্যে ভ্রান্ত হই (২৩ পদ)

৬. ২ তীমথীয় ২:২২ পড়ুন। আমাদের কার সঙ্গে ধার্মিকতা, বিশ্বাস, ভালোবাসা এবং শান্তি অন্বেষণ করতে হবে?

তাদের সঙ্গে যারা শুচি হৃদয়ে প্রভুকে ডাকে

৭. ইব্রীয় ১৩:৭ পড়ুন। আমাদের কাদের স্মরণ করতে হবে এবং কাদের আদর্শে আমাদের জীবন চালনা করতে হবে?

আপনার নেতৃবৃন্দ যারা আপনাকে ঈশ্বরের বাক্য বলেছেন

পাঠ ৫
তাড়না

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

মথি ১০:১৬-২৩ পদে, যীশু বিপক্ষতার জন্য তাঁর শিষ্যদের প্রস্তুত করছিলেন; তিনি চাইছিলেন তাঁরা যেন জানতে পারে যে বিপক্ষতা আসবে। যারা ধার্মির্ক, ঈশ্বর-কেন্দ্রিক জীবনযাপন করে যাদের প্রতি তাড়না হবে (২ তীমথীয় ৩:১২)। এটিকে আপনি ধমক দিতে পারবেন না। শত্রু হয়ত তার পিছনে থাকবে, কিন্তু তাড়না হল ধার্মিকতার পক্ষে দাড়ানোর একটি অংশ। বাইবেল বলে যারা খ্রীষ্টেতে ধার্মিক জীবনযাপন করে তাদের প্রতি তাড়না হবে। যীশু তাঁর শিষ্যদের প্রস্তুত করার সময় বললেন, *"দেখ, নেকড়েদের মধ্যে যেমন মেষ, তেমনি আমি তোমাদিগকে প্রেরণ করিতেছি"* (মথি ১০:১৬)। "দেখ" শব্দটি বলছে, "তোমরা আমার কথা শোনো। আমি চাই তোমরা এটি বোঝো। আমি তোমাদের নেকড়েদের মধ্যে যেমন মেষ তেমনি আমি তোমাদের পাঠাবো।" মেষ হল সবথেকে প্রতিরোধ-ব্যবস্থাহীন, নির্ভরশীল পশু যা আমি জানি। মেষের বিষদাঁত নেই, সাপের মতন বিষ নেই—এর কোনো প্রতিরোধ-ব্যবস্থা নেই। একটি মাত্র প্রতিরোধ-ব্যবস্থা আছে সেটি হল মেষপালক।

মেষপালকের দায়িত্ব হল মেষপালের কাছ থেকে নেকড়েদের সরিয়ে রাখা, কিন্তু যীশু তার ঠিক উল্টো কথা বলছেন : "এক দল নেকড়ের মধ্যে আমি তোমাদের মেষের মতন পাঠাচ্ছি।" এটি কি আশ্চর্যজনক নয়? যে কারণে তিনি এই কথা বলছেন তা হল তিনি তাঁদের বিপক্ষতার জন্য প্রস্তুত করছিলেন। ইফিষীয় ৬:১২ পদ বলে, *"কেননা রক্তমাংসের সহিত নয়, কিন্তু আধিপত্য সকলের সহিত, কর্তৃত্ব সকলের সহিত, এই অন্ধকারের জগৎপতিদের সহিত, স্বর্গীয় স্থানে দুষ্টতার আত্মাগণের সহিত আমাদের মল্লযুদ্ধ হইতেছে।"* বিপক্ষতা থাকবে। খ্রীষ্টীয় জীবনের একটি অংশ হল বিপক্ষতা, এবং যীশু চান আপনি যেন তা জানেন। তিনি আপনাকে তার জন্য প্রস্তুত করার জন্য বলছেন, *"অতএব তোমরা সর্পের ন্যায় চতুর হও"* (মথি ১০:১৬)। *"চতুর"* শব্দটির অর্থ হল প্রত্যেক পরিস্থিতিতে, আপনি অযথা সমস্যা বাড়াবেন না কিন্তু প্রজ্ঞা থাকবে যেটি আপনি নিজের সঙ্গে বয়ে বড়াবেন। সর্পের মতন চতুর এবং পায়রার মতন নিরীহ হোন।

তারপর তিনি বলেন, *“মনুষ্যদের হইতে সাবধান থাকিও”*(মথি ১০:১৭)। শত্রু মানুষকে ব্যবহার করবে। ইফিষীয় ২:২ পদ বলে সেখানে *“আকাশের কর্তৃত্বাধিপতির অনুসারে, যে আত্মা এখন অবাধ্যতার সন্তানগণের মধ্যে কার্য করিতেছে।”* আমাদের বিপক্ষতা করার জন্য, যীশু খ্রীষ্টের বিপক্ষতা করার জন্য এবং ঈশ্বরের বাক্যের বিপক্ষতা করার জন্য শয়তান মানুষকে ব্যবহার করবে। *“মনুষ্যদের হইতে সাবধান থাকিও; কেননা তাহারা তোমাদিগকে বিচারসভায় সমর্পণ করিবে, এবং আপনাদের সমাজ-গৃহে কোড়া মারিবে”* (মথি ১০:১৭)। পৌল বলেছেন, “যীশু খ্রীষ্টের, তাঁর শিক্ষা এবং সুসমাচারের শিক্ষার কারণে পাঁচ বার আমাকে চাবুক মারা হয়েছে, পাঁচ বার আমাকে ঊনচল্লিশ বার আঘাত করা হয়েছে”(২ করিন্থীয় ১১:২৩-২৪)। যীশু বলেছিলেন তোমাদের অধ্যক্ষদের সামনে উপস্থিত করা হবে—এমনকি শাসককেও কখনও কখনও যীশু খ্রীষ্টের বিপক্ষতা করার জন্য ব্যবহার করা হবে। যীশুর জন্য তোমাদের অধ্যক্ষ এবং রাজাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হবে, যেন তাদের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে সাক্ষ্য দাও।

আমি প্রচারের একটি কোর্সে পড়াচ্ছিলাম এবং আমি ছাত্রদের দেখাচ্ছিলাম কোনো হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তির কাছে পৌঁছাতে কেমন করে তারা একটি প্রচারের চিঠি এবং ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ব্যবহার করবে। আমি নিজে একটি করেছিলাম এবং সেটি পঞ্চাশ থেকে একশো জনকে পাঠিয়েছিলাম। তার কেবল কয়েকদিন পর, আমি মেরি অ্যানি নামে সেই শহরের এক মহিলার কাছ থেকে ফোন পেলাম। সে বলল, “আপনি পার পেতে পারবেন না, আপনি আমাকে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় বলতে পারেন না; আপনি এই কাজ করে পার পেতে পারবেন না। আপনি আমার নাম কোথা থেকে পেয়েছেন?” আমি বললাম, “বেশ, আমি ফোনের বই থেকে পেয়েছিলাম।” সে বলল, “আপনি একজন মিথ্যাবাদী! আমার নাম এবং ঠিকানা ফোনের বইয়ে নেই!” আমি বললাম, “হ্যাঁ, আমি সেখান থেকেই পেয়েছি।” তিনি বললেন, “কাল পুলিশ আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করবে।” আমি নিজে চিন্তা করলাম, *বাইবেল কি আসলে সত্যি?* পুলিশ পরের দিন আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল এবং তারা প্রায় দুই ঘন্টা আমাকে জেরা করার চেষ্টা করল।

আপনি কি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি? রাস্তায় যখন অপরাধী ঘুরে বেড়াচ্ছে, পুলিশ তাদের দুই ঘন্টা সময় নষ্ট করল। কেন? যীশু খ্রীষ্টের জন্য, সুসমাচারের জন্য।

ঈশ্বরের বাক্য কি আসলে সত্য? আপনি যদি ঈশ্বরের বাক্যে স্থির থাকেন, আপনি যদি সাক্ষ্য দিতে সাহসী হন, আপনি যদি যীশুকে ঘোষণা করতে সাহসী হন, আপনি যদি মানুষের সম্মুখে এক ধার্মিক জীবনযাপন করতে সাহসী হন, সেখানে বিপক্ষতা থাকবে। সেখানে মন্দের শক্তি আছে; সেখানে ভালোর শক্তি আছে। যীশু চেয়েছিলেন যেন তাঁর শিষ্যেরা প্রস্তুত থাকেন।

মথি ১০:১৯ পদে যীশু বলেছিলেন, ''*কিন্তু যখন লোকে তোমাদিগকে সমর্পণ করিবে, তখন তোমরা কিরূপে কি বলিবে, সে বিষয়ে ভাবিত হইও না; কারণ তোমাদের যাহা বলিবার, তাহা সেই দণ্ডেই তোমাদিগকে দান করা যাইবে।*'' ঈশ্বরের আত্মার সঙ্গে আপনি স্তিফানের মতন প্রজ্ঞা পাবেন। যে প্রজ্ঞায় তিনি কথা বলতেন লোকেরা তা বুঝতে পারত না। যীশু ২২-২৩ পদে বলেন, ''আর আমার নাম প্রযুক্ত তোমরা সকলের ঘৃণিত হইবে; কিন্তু যে কেহ শেষ পর্যন্ত স্থির থাকিবে, সেই পরিত্রাণ পাইবে। আর তাহারা যখন তোমাদিগকে এক নগরে তাড়না করিবে, তখন অন্য নগরে পলায়ন করিও।'' ধামির্কতার বিরুদ্ধে বিপক্ষতা, যীশু খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধে, হল বাস্তব যখন আপনি কেবল বাক্যের শ্রোতা হন না কিন্তু বাক্যের কার্যকারী হন।

কিছুকাল আগে আমি একটি পার্কে গিয়েছিলাম, এবং আমি একজন বয়স্ক মহিলাকে দেখলাম দোলনায় বসে আছেন। *তিনি নিরীহ ছিলেন; তিনি আমাকে আঘাত করতে পারে না!* আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম তার সঙ্গে আমিও দোলনায় বসতে পারি কিনা। আমি বসলাম এবং তাঁর সঙ্গে কথোপকথন শুরু করলাম। আমি জানতে পারলাম তাঁর নাম জেন এবং আমি বললাম, ''যাইহোক, জেন, আপনি কী করেন?'' তিনি বললেন, ''আমি এক বৃদ্ধ মহিলা; আমি আর কাজ করি না। আমি রিটায়ার্ড করেছি।'' তারপর তিনি বললেন, ''আর হ্যাঁ, আপনি কী করেন?'' আমি বললাম, ''আমি একটি ছোট মণ্ডলীর পরিচর্যা করি, একটি ছোট মণ্ডলীর সংস্থা।'' হঠাৎ তাঁর মুখের ভাব পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, ''আমাকে ঈশ্বরের বিষয় বোলো না! আমাকে যীশুর বিষয় বোলো না!'' আমি বললাম, ''জেন, আপনার এই ভাবে কথা বলা উচিত নয়,'' তাতে তিনি বললেন, ''যীশু খ্রীষ্ট যদি আমার সামনে থাকত, আমি তার মুখে থুতু দিতাম!'' আমি বললাম, ''জেন, আপনার এই ভাবে কথা বলা উচিত নয়, আপনি এই ভাবে কথা বলছেন হয়ত আপনাকে মণ্ডলীতে অনেক মানুষ আঘাত করেছে। জেন, আপনার এই

ভাবে কথা বলা উচিত নয়! আমার পরিবারের বিষয় আপনাকে বলতে দিন।” তিনি বললেন, “না! আমি বলেছি আপনি আমার সঙ্গে কথা বলতে পারবেন না। আপনি আমাকে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় বলবেন এবং ঈশ্বর আপনার পরিবারে কী করেছেন। আমি আপনাকে সেই অনুমতি দেব না। আপনি কথা বলতে পারবেন না।” আমি বললাম, “জেন, দয়া করুন। আমাকে যীশুর বিষয় আপনাকে বলতেই হবে।” তিনি বললেন, “না! আমি আপনাকে বলছি চুপ করুন!”

তাঁর একটি কুকুর চেন-এ আটকানো ছিল, আর তিনি সেটিকে টানতে থাকলেন যতক্ষণ না সে গজরাতে লাগল এবং তারপর তিনি চলে গেলেন। এখানে এক মহিলা নিজের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল কারণ একটি আত্মা তাঁর মধ্যে জেগে উঠেছিল, অবাধ্যতার আত্মা। তিনি শত্রু দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিলেন। আমি নিজে চিন্তা করছিলাম, *কোনো মানুষ আমার প্রতি চিৎকার করে এতে আমি অভ্যস্থ নই, কোনো মানুষ আমার মুখের এসে পড়ে এতে আমি অভ্যস্থ নই।* কিন্তু আমার কাছে কেবল করুণা ছিল, কেবল জেন-এর প্রতি ভালোবাসা। তিনি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিলেন এবং আমি সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত ছিলাম। আমি বাড়ি গিয়ে বললাম, “প্রভু, তুমি কি জানো? সব থেকে বড় অলৌকিক কাজ ছিল আমি নিয়ন্ত্রিত ছিলাম। কেউ যখন আমার মুখের উপর চিৎকার করছিল, আমার কেবল ভালোবাসা এবং করুণা ছিল।”

তাড়না এবং বিপক্ষতা আসবে যখন আমরা যীশুর নামে বাইরে যাব। সেই একই ঈশ্বরের আত্মা যিনি যীশুর নাম ঘোষণা করতে সাহসী করেন এমনকি যখন আমরা তাঁর নামের জন্য প্রত্যাখ্যাত, সেই একই আত্মা আমাদের যে কোনো পরিস্থিতিতে সান্ত্বনা এবং শক্তি দেবেন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. ২ তীমথীয় ৩:১২ পড়ুন। যারা ধার্মিক জীবনযাপন করে তাদের কী অভিজ্ঞতা হবে?

২ তীমথীয় ৩:১২ – *আর যত লোক ভক্তিভাবে খ্রীষ্ট যীশুতে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করে, সেই সকলের প্রতি তাড়না ঘটিবে।*

২. আপনি "তাড়না" কেমন করে বর্ণনা করবেন?

৩. মার্ক ৪:১৬-১৭ পড়ুন। ক্লেশ এবং তাড়না কী কারণে আসে?

মার্ক ৪:১৬-১৭ – *আর সেইরূপ যাহারা পাষাণময় ভূমিতে উপ্ত, তাহারা এমন লোক, যাহারা বাক্যটি শুনিয়া তৎক্ষনাৎ আহ্লাদপূর্বক গ্রহণ করে; (১৭) আর তাহাদের অন্তরে মূল নাই, কিন্তু তাহারা অল্পকালমাত্র স্থির থাকে, পরে সেই বাক্য হেতু ক্লেশ কিংবা তাড়না ঘটিলে তৎক্ষনাৎ বিঘ্ন পায়।*

৪. প্রারিত ৮:১ এবং ৪ পড়ুন। যিরূশালেমে তাড়নার কারণে কী হয়েছিল?

প্রেরিত ৮:১ – *সেই দিন যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড়ই তাড়না উপস্থিত হইল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য সকলে যিহূদিয়ার ও শমরিয়ার জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল।*

প্রেরিত ৮:৪ – *তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, তাহারা চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া সুসমাচারের বাক্য প্রচার করিল।*

৫. মথি ৫:১০-১২ পড়ুন। যারা .... তাড়িত হয় তাদের জন্য আশীর্বাদ আছে।

মথি ৫:১০-১২ – *ধন্য যাহারা ধার্মিকতার জন্য তাড়িত হইয়াছে, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই। (১১) ধন্য তোমরা, যখন লোকে আমার জন্য তোমাদিগকে নিন্দা ও তাড়না করে, এবং মিথ্যা করিয়া তোমাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকার মন্দ কথা বলে। (১২) আনন্দ করিও, উল্লাসিত হইও, কেননা স্বর্গে তোমাদের পুরস্কার প্রচুর; কারণ তোমাদের পূর্বে যে ভাববাদিগণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে তাহারা সেই মত তাড়না করিত।*

৬. মথি ৫:১২ পড়ুন। ধার্মিকতার জন্য যখন বিশ্বাসীদের তাড়না করা হয়, তারা ভবিষ্যতে কী আশা করতে পারেন?

৭. প্রেরিত ৯:৪-৫ পড়ুন। পৌল কাকে তাড়না করছিলেন?

প্রেরিত ৯:৪-৫ – *তাহাতে তিনি ভূমিতে পড়িয়া শুনিলেন, তাঁহার প্রতি এই বাণী হইতেছে, শৌল, শৌল কেন আমাকে তাড়না করিতেছে? (৫) তিনি বলিলেন, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বলিলেন, আমি যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ।*

৮. প্রেরিত ৯:১ পড়ুন। বাস্তবে, পৌল কাকে তাড়না করছিলেন?

প্রেরিত ৯:১ – *শৌল তখনও প্রভুর শিষ্যদের বিরুদ্ধে ভয় প্রদর্শন ও হত্যার নিশ্বাস টানিতেছিলেন।*

৯. গালাতীয় ৬:১২ পড়ুন। গালাতীয় পুস্তকে ইহুদিরা সুসমাচারের সাথে ধর্মীয় নিয়ম যুক্ত করতে চেয়েছিল। এই কাজ করে, তারা কী এড়িয়েছিল?

গালাতীয় ৬:১২ – *যে সকল লোক মাংসে সুরূপ দেখাইতে ইচ্ছা করে, তাহারাই তোমাদিগকে ত্বক্‌ছেদ প্রাপ্ত হইতে বাধ্য করিতেছে; ইহার অভিপ্রায় এই মাত্র, যেন খ্রীষ্টের*

ক্রুশ প্রযুক্ত তাহাদের প্রতি তাড়না না ঘটে।

উত্তরের নমুনা

১. ২ তীমথীয় ৩:১২ পড়ুন। যারা ধার্মিক জীবনযাপন করে তাদের কী অভিজ্ঞতা হবে?

নিপীড়ন

২. আপনি "তাড়না" কেমন করে বর্ণনা করবেন?

হয়রান করা; বিশ্বাসের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া

৩. মার্ক ৪:১৬-১৭ পড়ুন। ক্লেশ এবং তাড়না কী কারণে আসে?

বাক্যের জন্য; অর্থাৎ বাক্যকে নিয়ে নেওয়া

৪. প্রারিত ৮:১ এবং ৪ পড়ুন। যিরূশালেমে তাড়নার কারণে কী হয়েছিল?

লোকেরা বাক্য প্রচার করার জন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল

৫. মথি ৫:১০-১২ পড়ুন। যারা .... তাড়িত হয় তাদের জন্য আশীর্বাদ আছে।

ধার্মিকতার জন্য

৬. মথি ৫:১২ পড়ুন। ধার্মিকতার জন্য যখন বিশ্বাসীদের তাড়না করা হয়, তারা ভবিষ্যতে কী আশা করতে পারেন?

স্বর্গে প্রচুর পুরস্কার

৭. প্রেরিত ৯:৪-৫ পড়ুন। পৌল কাকে তাড়না করছিলেন?

যীশুকে

৮. প্রেরিত ৯:১ পড়ুন। বাস্তবে, পৌল কাকে তাড়না করছিলেন?

প্রভুর শিষ্যদের (খ্রীষ্টিয়ানদের)

৯. গালাতীয় ৬:১২ পড়ুন। গালাতীয় পুস্তকে ইহুদিরা সুসমাচারের সাথে ধর্মীয় নিয়ম যুক্ত করতে চেয়েছিল। এই কাজ করে, তারা কী এড়িয়েছিল?

খ্রীষ্টের ক্রুশের জন্য তাড়না ভোগ করা। অন্য কথায়, কেবলমাত্র খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে পরিত্রাণ আসে অনুগ্রহে এই কথা প্রচার করে তারা তাড়না থেকে বেঁচেছিল।

পাঠ ৬
রাজা এবং তাঁর রাজ্য

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

পুরাতন নিয়মে, অন্যান্য জাতি থেকে ইস্রায়েল পৃথক ছিল তার কারণ হল ঈশ্বর-তন্ত্র। অন্য কথায়, তারা সরাসরি ঈশ্বর দ্বারা শাসিত হয়েছিল (যিশাইয় ৪৩:১৫)। পরবর্তিকালে ইস্রায়েলের ইতিহাসে, তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতন হতে চেয়েছিল, তারা যেন জাগতিক রাজা দ্বারা শাসিত হয় (১ শমূয়েল ৮:৫-১৯)। অতএব ঈশ্বর তাদের অনুরোধ রেখেছিলেন এবং তাদের জন্য শৌল নামে এক রাজাকে মনিনীত করলেন (১ শমূয়েল ১০:২৪-২৫)। পরবর্তিকালে, শৌলের অবাধ্যতার কারণে, ঈশ্বর দাউদকে তুলে ধরলেন, যিনি তাঁর মনের মতন লোক ছিলেন (প্রেরিত ১৩:২২-২৩ এবং ১ রাজাবলি ১৫:৩)।

রাজাকে হতে হতো অদৃশ্য ঈশ্বরের দৃশ্য প্রতিনিধি (দ্বিতীয় বিবরণ ১৭:১৪-২০)। রাজা যখন ঈশ্বরের অনুগামী হতেন, তিনি এবং তাঁর রাজ্য সমৃদ্ধ হতো। রাজা যখন ঈশ্বরের অনুগামী হতেন না, তিনি এবং তাঁর রাজ্য বন্দিদশা এবং ধ্বংসে চলে যেত (১শমূয়েল ১৫:২২-২৩)।

ঈশ্বর যখন রাজা মনোনীত করতেন, তিনি তাঁকে তেল দিয়ে অভিষেক করার জন্য একজন ভাববাদী পাঠাতেন। এটি একটি প্রতীক যে পবিত্র আত্মা তাঁর উপর নেমে আসতেন এবং শাসন করার জন্য তিনি অভিষেক প্রাপ্ত হতেন। সেই সময়, ঈশ্বরের আত্মা তাঁর উপর নেমে আসতেন এবং তাঁর হৃদয় পরিবর্তন করতেন যেন তিনি ধার্মিকতার সঙ্গে শাসন করেন, কেননা ঈশ্বর তাঁর সহায় ছিলেন (১ শমূয়েল ১০:১,৬-৭ এবং ৯)। শাসন করার জন্য অভিষেক (অথবা রাজা হওয়ার জন্য) যেখান থেকে মশীহের ধারণা এসেছে। "অভিষেক" কথাটি ইব্রীয় ভাষায় হল মাশীয়াক (মশীহ্) এবং গ্রিক ভাষায় অনুবাদিত হয়েছে খ্রীস্তোস (খ্রীষ্ট)। পুরাতন নিয়মে ভাববাদীরা ভাববাণী করতেন যে ভবিষ্যতে, সেই মশীহ্ (অথবা অভিষিক্ত জন) আসবেন এবং স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করবেন যা কখনো ধ্বংস হবে না (দানিয়েল ২:৪৪, ৭:১৪ এবং ২৭)। ধর্মশাস্ত্রে, আপনি যদি লক্ষ্য করেন, যীশু কখনো ইহূদিদের কাছে ব্যাখ্যা করেননি যে যখন তিনি রাজ্যের কথা

বলতেন তখন তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। এটি পুরাতন নিয়মের ধারণা ছিল যা তারা ইতিমধ্যে খুঁজছিল (যিশাইয় ৯:৬-৭, ১১:১-৬; দানিয়েল ২:৪৪, ৭:১৩-১৪, ১৮ এবং ২৭)।

রাজ্য সম্বন্ধ মৌলিক উপলব্ধি না থাকলে যীশুর শিক্ষা বুঝতে পারা অসম্ভব। রাজ্য হল যীশুর বার্তা যা তিনি বলেছিলেন এবং সেটিই একমাত্র বিষয় যা তিনি তাঁর শিষ্যদের প্রচার করার আদেশ দিয়েছিলেন (মার্ক ১:১৪-১৫, লূক ৯:১-২, প্রেরিত ২৮:২৩-৩১, লূক ১৬:১৬ এবং মথি ২৪:১৪)। বার্তাটি ‘‘পরিত্রাণ’’ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা ‘‘অনন্ত জীবন’’ প্রদান (ইব্রীয় ২:৩; মথি ১৯:১৬ তুলনা করুন ১৯:২৩ পদের সঙ্গে; প্রেরিত ২৮:২৩-২৪, ২৮ এবং ৩০-৩১)। ‘‘ঈশ্বরের রাজ্য’’ এই শব্দগুচ্ছ একদল লোকের বিষয় ইঙ্গিত করে যারা ঈশ্বর দ্বারা শাসিত। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য, শর্ত পূরণ করতে হয়েছিল। বাইবেল এটিকে বলে অনুতাপ। এটি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন; তা হল, শয়তান, পাপ এবং তার পথ থেকে ফেরা, ঈশ্বরের প্রতি, খ্রীষ্ট এবং তাঁর পথে। একজন যখন ফেরে, ঈশ্বর (যীশুর রক্ত সেচনের উপহার হিসাবে)পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন দান করেন (রোমীয় ৬:২৩)। ‘‘অনুগ্রহের সুসমাচার’’ অথবা ‘‘ঈশ্বরের রাজ্য’’-এর শিক্ষা হিসাবে এই ‘‘সুসমাচার’’ প্রকাশিত হয়েছে (প্রেরিত ২০:২৪-২৫)। ঈশ্বরের রাজ্যকে অনুগ্রহ রূপে চিত্রিত হয়েছে (মথি ২০:১-১৬) এবং এটি যীশুর পরিচর্যা কাজে নিরবে ও গোপনে প্রবেশ করেছে (মথি ১৩:৩৩)। ভবিষ্যতে এক দিন এটি আসবে মহিমান্বিত হয়ে এবং দৃশ্যত গ্রাস করবে (মথি ১৩:৩৬-৪৩)।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. দানিয়েল ২:৪৪ পড়ুন।পুরাতন নিয়মে ভাববাদীরা ভাববাণী করতেন যে ভবিষ্যতে, সেই মশীহ্ (অথবা অভিষিক্ত জন) আসবেন এবং স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করবেন যা :

ক। ১,০০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে
খ। কখনো ধ্বংস হবে না
গ। অস্থায়ী হবে

দানিয়েল ২:৪৪ – *আর সেই রাজগণের সময়ে স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করিবেন, তাহা কখনও বিনষ্ট হইবে না, এবং সেই রাজত্ব অন্য জাতির হস্তে সমর্পিত হইবে না; তাহা ওই সকল রাজ্য চূর্ণ ও বিনষ্ট করিয়া আপনি চিরস্থায়ী হইবে।*

২. মথি ৪:১৭, ২৩ পড়ুন। যীশুর বার্তা কী ছিল?

মথি ৪:১৭ – *সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল'।*

মথি ৪:২৩ – *পরে যীশু সমুদয় গালীলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন; তিনি লোকদের সমাজ-গৃহে সমাজ-গৃহে উপদেশ দিলেন, রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিলেন, এবং লোকদের সর্বপ্রকার রোগ ও সর্বপ্রকার পীড়া ভালো করিলেন।*

৩. মার্ক ১:১৪-১৫ পড়ুন। যীশু .... সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

মার্ক ১:১৪-১৫ – *আর যোহন কারাগারে সমর্পিত হইলে পর যীশু গালীলে আসিয়া ঈশ্বরের সুসমাচার প্রচার করিয়া বলিতে লাগিলেন, (১৫) 'কাল সম্পূর্ণ হইলে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও, ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো।'*

৪. লূক ৪:৪৩ পড়ুন। যে কারণে ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন তা হল ....
.... করার জন্য।

লূক ৪:৪৩ – *কিন্তু তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, অন্য অন্য নগরেও আমাকে ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচার করিতে হইবে; কেননা সেই জন্যও আমি প্রেরিত হইয়াছি।*

৫. যোহন ৪:২৫ পড়ুন। ধর্মশাস্ত্রে, যীশু কখনো ইহুদিদের কাছে ব্যাখ্যা করেননি যে যখন তিনি রাজ্যের কথা বলতেন তখন তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। এটি পুরাতন নিয়মের ধারণা ছিল যা তারা :

ক। অল্প জানত

খ। মনে করেছিল কখনও আসবে না

গ। ইতিমধ্যে খুঁজছিল

যোহন ৪:২৫ – *স্ত্রীলোকটি তাঁহাকে বলিল, আমি জানি, মশীহ্ আসিতেছেন, যাঁহাকে খ্রীষ্ট বলে,—তিনি যখন আসিবেন, তখন আমাদিগকে সকলই জ্ঞাত করিবেন।*

৬. লূক ৯:১-২ পড়ুন। কোন তিনটি বিষয় সেই বারো জন শিষ্য করেছিলেন?

লূক ৯:১-২ – *পরে তিনি সেই বারো জনকে একত্র ডাকিয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত ভূতের উপরে, এবং রোগ ভালো করিবার জন্য, শক্তি ও কর্তৃত্ব দিলেন; (২) আর ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করিতে এবং আরোগ্য করিতে তাঁহাদিগকে প্রেরণ করিলেন।*

৭. লূক ১০:১-২, ৮-৯ পড়ুন। যীশু সেই সত্তর জনকে কী বার্তা ঘোষণা করতে বলেছিলেন?

লূক ১০:১-২ – *তৎপরে প্রভু আরও সত্তর জনকে নিযুক্ত করিলেন, আর আপনি যেখানে যেখানে যাইতে উদ্যত ছিলেন, সেই সমস্ত নগরে ও স্থানে আপনার অগ্রে দুই দুই জন করিয়া তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। (২) তিনি তাহাদিগকে বলিলেন, শস্য প্রচুর বটে, কিন্তু কার্যকারী লোক অল্প; অতএব শস্যক্ষেত্রের স্বামীর নিকটে প্রার্থনা করো, যেন*

তিনি নিজ শস্যক্ষেত্রে কার্যকারী লোক পাঠাইয়া দেন।

লূক ১০:৮-৯ – *আর তোমরা যে কোন নগরে প্রবেশ করো, লোকেরা যদি তোমাদিগকে গ্রহণ করে, তবে যাহা তোমাদের সম্মুখে রাখা হইবে, তাহাই ভোজন করিও।(৯) আর সেখানকার পীড়িতদিগকে সুস্থ করিও, এবং তাহাদিগকে বলিও, ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদের সন্নিকট হইল।*

৮. লূক ২৩:২ পড়ুন। ইহুদিদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী, ‘‘খ্রীষ্ট’’ শব্দটির অর্থ হল ....।

লূক ২৩:২ – *আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট রাজা।*

৯. প্রেরিত ১৭:৭ পড়ুন। রোমীয় বিধিকলাপের বিপরীতে, প্রেরিত পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ইহুদিদের অন্য এক .... এক .... আছেন।

প্রেরিত ১৭:৭ – *যাসোন ইহাদের আতিথ্য করিয়াছে; আর ইহারা সকলে কৈসরের বিধিকলাপের বিরুদ্ধাচরণ করে ও বলে, যীশু নামে আর এক জন রাজা আছেন।*

১০. প্রেরিত ১৯:৮-১০ পড়ুন। পৌল সাহসের সঙ্গে ইফিষে অন্যদের সঙ্গে বিতর্ক করছিলেন এবং বোঝাচ্ছিলেন .... সম্পর্কে।

প্রেরিত ১৯:৮-১০ – *পরে তিনি সমাজ-গৃহে প্রবেশ করিয়া তিন মাস সাহস পূর্বক কথা বলিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে কথা প্রসঙ্গ করিতে ও প্রবৃত্তি দিতে লাগিলেন। (৯) কিন্তু যখন কয়েক জন কঠিন ও অবাধ্য হইয়া লোকসমূহের সাক্ষাতে সেই পথের নিন্দা করিতে লাগিল, তখন তিনি তাহাদের নিকট হইতে চলিয়া গিয়া শিষ্যগণকে পৃথক করিলেন ও প্রতিদিন তূরাণ্ণের বিদ্যালয়ে কথা প্রসঙ্গ করিতে লাগিলেন। (১০) এইরূপে দুই বৎসর কাল চলিল; তাহাতে এশিয়া-নিবাসী ইহুদি ও গ্রিক সকলেই প্রভুর বাক্য শুনিতে পাইল।*

১১. প্রেরিত ২৮:২৩-৩১ পড়ুন। ৩১ পদে, প্রেরিত পৌল কী বিষয় প্রচার করছিলেন?

প্রেরিত ২৮:২৩-৩১ – *পরা তাঁহারা একটি দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন অনেকে তাঁহার বাসায় তাঁহার কাছে আসিলেন; তাঁহাদের কাছে তিনি প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, এবং মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদীগণের গ্রন্থ লইয়া যীশুর বিষয়ে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। (২৪) তাহাতে কেহ কেহ তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিলেন, আর কেহ কেহ অবিশ্বাস করিলেন। (২৫) এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে মতের একতা না হওয়ায় তাঁহারা বিদায় হইতে লাগিলেন; যাইবার পূর্বে পৌল এই একটি কথা বলিয়া দিলেন, পবিত্র আত্মা যিশাইয় ভাববাদীর দ্বারা আপনাদের পিতৃপুরুষদিগকে এই কথা ভালোই বলিয়াছিলেন, (২৬) যথা, এই লোকদের নিকটে গিয়া বলো, তোমরা শ্রবণে শুনিবে, কিন্তু কোন মতে বুঝিবে না, এবং চক্ষে দেখিবে, কিন্তু কোন মতে জানিবে না; (২৭) কেননা এই লোকদের চিত্ত অসাড় হইয়াছে, শুনিতে তাহাদের কর্ণ ভারী হইয়াছে, ও তাহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছে, পাছে তাহারা চক্ষে দেখে, এবং কর্ণে শুনে, হৃদয়ে বুঝে এবং ফিরিয়া আইসে, আর আমি তাহাদিগকে সুস্থ করি। (২৮) অতএব আপনারা জ্ঞাত হোন, পরজাতীয়দের কাছে ঈশ্বরের এই পরিত্রাণ প্রেরিত হইল; আর তাহারা শুনিবে। (২৯) তিনি একথা বলিবার পর, ইহুদিরা নিজেদের মধ্যে তুমুল তর্কবিতর্ক করিতে করিতে সেই স্থান ত্যাগ করিল। (৩০) আর পৌল সম্পূর্ণ দুই বৎসর পর্যন্ত নিজের ভাড়াটিয়া ঘরে থাকিলেন, এবং যত লোক তাঁহার নিকটে আসিত, সকলকেই গ্রহণ করিয়া সম্পূর্ণ সাহসপূর্বক (৩১) ঈশ্বরের রাজ্যের কথা প্রচার করিতেন, এবং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে উপদেশ দিতেন, কেহ তাঁহাকে বাধা দিত না।*

১২. মথি ২৪:১৪ পড়ুন। কী সেই বার্তা যা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে?

মথি ২৪:১৪ – *আর সর্ব জাতির কাছে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত রাজ্যের এই সুসমাচার সমুদয় জগতে প্রচার করা যাইবে; আর তখন শেষ উপস্থিত হইবে।*

১৩. প্রেরিত ২০:২৪-২৫ পড়ুন। কখনও কখনও রাজ্যের সুসমাচারকে বলা হয় ....
.... ।

প্রেরিত ২০:২৪-২৫ – *কিন্তু আমি নিজ প্রাণকেও কিছুর মধ্যে গণ্য করি না, আমার পক্ষে মহামূল্য গণ্য করি না, যেন নিরূপিত পথের শেষ পর্যন্ত দৌড়াইতে পারি এবং ঈশ্বরের অনুগ্রহের সুসমাচারের পক্ষে সাক্ষ্য দিবার যে পরিচর্যাপদ প্রভু যীশু হইতে পাইয়াছি, তাহা সমাপ্ত করিতে পারি। (২৫) আর এখন দেখ, আমি জানি যে, যাহাদের মধ্যে আমি সেই রাজ্য প্রচার করিয়া বেড়াইয়াছি, সেই তোমরা সকলে আমার মুখ আর দেখিতে পাইবে না।*

১৪. লূক ১৬:১৬ পড়ুন। রাজ্য সম্বন্ধ মৌলিক উপলব্ধি না থাকলে যীশুর শিক্ষা বুঝতে পারা অসম্ভব। রাজ্য হল যীশুর বার্তা যা তিনি বলেছিলেন এবং সেটিই একমাত্র বিষয় যা তিনি তাঁর শিষ্যদের করার আদেশ দিয়েছিলেন :

ক। প্রচার

খ। অগ্রাহ্য

গ। বিবেচনা

লূক ১৬:১৬ – *ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণ যোহন পর্যন্ত;সেই অবধি ঈশ্বরের রাজ্যের সুসমাচার প্রচারিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক জন সবলে সেই রাজ্যে প্রবেশ করিতেছে।*

১৫. মথি ৬:১০ পড়ুন। মূলত, ঈশ্বরের রাজ্য হল ঈশ্বরের নিয়ম। সেটি এই পদে কেমন করে প্রকাশিত হয়েছে?

মথি ৬:১০ – তোমার রাজ্য আইসুক, তোমার ইচ্ছা সিদ্ধ হোক, যেমন স্বর্গে তেমনি পৃথিবীতেও হোক।

১৬. কলসীয় ১:১৩-১৪ এবং রোমীয় ১৪:৯ পড়ুন। "ঈশ্বরের রাজ্য" এই শব্দগুচ্ছ একদল লোকের বিষয় ইঙ্গিত করে :

ক। যীশুকে তাদের হৃদয়ে আহ্বান করতে

খ। ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করা (শয়তানকে প্রত্যাখ্যান) এবং তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করা

গ। মণ্ডলীতে যোগ দিতে

কলসীয় ১:১৩-১৪ – *তিনিই আমাদিগকে অন্ধকারের কর্তৃত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া আপন প্রেমভূমি পুত্রের রাজ্যে আনয়ন করিয়াছেন; (১৪) ইহাঁতেই আমরা মুক্তি, পাপের মোচন, প্রাপ্ত হইয়াছি।*

রোমীয় ১৪:৯ – *কারণ এই উদ্দেশে খ্রীষ্ট মরিলেন ও জীবিত হইলেন, যেন তিনি মৃত ও জীবিত উভয়েরই প্রভু হন।*

১৭. মথি ৪:১৭ পড়ুন। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য, এটি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন; এই হৃদয়ের পরিবর্তন বাইবেলে বলে :

ক। প্রায়শ্চিত্ত

খ। নিয়মের কাজ

গ। অনুতাপ

মথি ৪:১৭ – *সেই অবধি যীশু প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন; বলিতে লাগিলেন, 'মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট হইল'।*

১৮. প্রেরিত ২৬:১৮ পড়ুন। আপনি কি .... থেকে আলোর প্রতি ফিরেছেন, শয়তানের .... থেকে .... প্রতি আপনার পাপের ক্ষমা গ্রহণ করেছেন।

প্রেরিত ২৬:১৮ – *যেন তুমি তাহাদের চক্ষু খুলিয়া দেও, যেন তাহারা অন্ধকার হইতে জ্যোতি প্রতি, এবং শয়তানের কর্তৃত্ব হইতে ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, যেন*

আমাতে বিশ্বাস করণ দ্বারা পাপের মোচন ও পবিত্রীকৃত লোকদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত হয়।

১৯. যিহিষ্কেল ৩৬:২৬-২৭ এবং প্রেরিত ১১:১৫-১৮ পড়ুন। আপনি কি নূতন হৃদয় এবং নূতন আত্মা পেয়েছেন যার দ্বারা আপনি ঈশ্বরের পথে চলতে পারছেন?

যিহিষ্কেল ৩৬:২৬-২৭ – *আর আমি তোমাদিগকে নূতন হৃদয় দিব, ও তোমাদের অন্তরে নূতন আত্মা স্থাপন করিব; আমি তোমাদের মাংস হইতে প্রস্তরময় হৃদয় দূর করিব, ও তোমাদিগকে মাংসময় হৃদয় দিব। (২৭) আর আমার আত্মাকে তোমাদের অন্তরে স্থাপন করিব, এবং তোমাদিগকে আমার বিধিপথে চালাইব, তোমরা আমার শাসন সকল রক্ষা করিবে ও পালন করিবে।*

প্রেরিত ১১:১৫-১৮ – *পরে আমি কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, যেমন প্রথমে আমাদের উপরে হইয়াছিল, তেমনি তাঁহাদের উপরেও পবিত্র আত্মা পতিত হইলেন। (১৬) তাহাতে প্রভুর কথা আমার স্মরণ হইল, যেমন তিনি বলিয়াছিলেন, যোহন জলে বাপ্তাইজ করিতেন, কিন্তু তোমরা পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হইবে। (১৭) অতএব, তাঁহারা প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাসী হইলে পর, যেমন আমাদিগকে, তেমনি যখন তাঁহাদিগকেও ঈশ্বর সমান বর দান করিলেন, তখন আমি কে যে ঈশ্বরকে নিবারণ করিতে পারি? (১৮) এই সকল কথা শুনিয়া তাঁহারা চুপ করিয়া রহিলেন, এবং ঈশ্বরের গৌরব করিলেন, বলিলেন, তবে তো ঈশ্বর পরজাতীয় লোকদিগকেও জীবনার্থক মনপরিবর্তন দান করিয়াছেন।*

২০. লূক ১৮:১৩-১৪ পড়ুন। আপনি কি পাপের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছেন?

লূক ১৮:১৩-১৪ – *কিন্তু করগ্রাহী দূরে দাঁড়াইয়া স্বর্গের দিকে চক্ষু তুলিতেও সাহস পাইল না, বরং সে বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে বলিল, হে ঈশ্বর, আমার প্রতি, এই পাপীর প্রতি দয়া করো। (১৪) আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, এই ব্যক্তি ধার্মিক গণিত হইয়া নিজ গৃহে নামিয়া গেল, ওই ব্যক্তি নয়; কেননা যে কেহ আপনাকে উচ্চ করে, তাহাকে নত করা যাইবে; কিন্তু যে আপনাকে নত করে, তাহাকে উচ্চ করা যাইবে।*

উত্তরের নমুনা

১. দানিয়েল ২:৪৪ পড়ুন।পুরাতন নিয়মে ভাববাদীরা ভাববাণী করতেন যে ভবিষ্যতে, সেই মশীহ (অথবা অভিষিক্ত জন) আসবেন এবং স্বর্গের ঈশ্বর এক রাজ্য স্থাপন করবেন যা :

ক। ১,০০০ বছর পর্যন্ত স্থায়ী হবে

খ। কখনো ধ্বংস হবে না

গ। অস্থায়ী হবে

খ। কখনো ধ্বংস হবে না

২. মথি ৪:১৭, ২৩ পড়ুন। যীশুর বার্তা কী ছিল?

মন ফিরাও, কেননা স্বর্গ-রাজ্য সন্নিকট

৩. মার্ক ১:১৪-১৫ পড়ুন।যীশু .... সুসমাচার প্রচার করেছিলেন।

ঈশ্বরের রাজ্যের

৪. লূক ৪:৪৩ পড়ুন। যে কারণে ঈশ্বর যীশুকে পাঠিয়েছিলেন তা হল .... করার জন্য।

ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার

৫. যোহন ৪:২৫ পড়ুন। ধর্মশাস্ত্রে, যীশু কখনো ইহুদিদের কাছে ব্যাখ্যা করেননি যে যখন তিনি রাজ্যের কথা বলতেন তখন তিনি কি বোঝাতে চেয়েছিলেন। এটি পুরাতন নিয়মের ধারণা ছিল যা তারা :

গ। ইতিমধ্যে খুঁজছিল

৬. লূক ৯:১-২ পড়ুন। কোন তিনটি বিষয় সেই বারো জন শিষ্য করেছিলেন?

ভূত তাড়ান, রোগ থেকে সুস্থ করেন এবং ঈশ্বরের রাজ্য প্রচার করেন

৭. লূক ১০:১-২, ৮-৯ পড়ুন। যীশু সেই সত্তর জনকে কী বার্তা ঘোষণা করতে বলেছিলেন?
ঈশ্বরের রাজ্য

৮. লূক ২৩:২ পড়ুন। ইহুদিদের নিজেদের বর্ণনা অনুযায়ী, ‘‘খ্রীষ্ট’’ শব্দটির অর্থ হল ....
রাজা

৯. প্রেরিত ১৭:৭ পড়ুন। রোমীয় বিধিকলাপের বিপরীতে, প্রেরিত পৌল শিক্ষা দিয়েছিলেন যে ইহুদিদের অন্য এক .... এক .... আছেন।
রাজা/যীশু

১০. প্রেরিত ১৯:৮-১০ পড়ুন। পৌল সাহসের সঙ্গে ইফিষে অন্যদের সঙ্গে বিতর্ক করছিলেন এবং বোঝাচ্ছিলেন .... সম্পর্কে।
ঈশ্বরের রাজ্য

১১. প্রেরিত ২৮:২৩-৩১ পড়ুন। ৩১ পদে, প্রেরিত পৌল কী বিষয় প্রচার করছিলেন?
ঈশ্বরের রাজ্য এবং সেই সকল বিষয় যা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের কথা বলে

১২. মথি ২৪:১৪ পড়ুন। কী সেই বার্তা যা সমগ্র পৃথিবীতে প্রচার করতে হবে?
রাজ্যের সুসমাচার

১৩. প্রেরিত ২০:২৪-২৫ পড়ুন। কখনও কখনও রাজ্যের সুসমাচারকে বলা হয় .... ।
ঈশ্বরের অনুগ্রহ

১৪. লূক ১৬:১৬ পড়ুন। রাজ্য সম্বন্ধ মৌলিক উপলব্ধি না থাকলে যীশুর শিক্ষা বুঝতে পারা অসম্ভব। রাজ্য হল যীশুর বার্তা যা তিনি বলেছিলেন এবং সেটিই একমাত্র বিষয় যা

তিনি তাঁর শিষ্যদের করার আদেশ দিয়েছিলেন :

ক। প্রচার

১৫. মথি ৬:১০ পড়ুন। মূলত, ঈশ্বরের রাজ্য হল ঈশ্বরের নিয়ম। সেটি এই পদে কেমন করে প্রকাশিত হয়েছে?

ঈশ্বরের ইচ্ছা যেমন স্বর্গে হয় তেমনি পৃথিবীতে হবে

১৬. কলসীয় ১:১৩-১৪ এবং রোমীয় ১৪:৯ পড়ুন। ''ঈশ্বরের রাজ্য'' এই শব্দগুচ্ছ একদল লোকের বিষয় ইঙ্গিত করে :

ক। যীশুকে তাদের হৃদয়ে আহ্বান করতে

খ। ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করা (শয়তানকে প্রত্যাখ্যান) এবং তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করা

গ। মণ্ডলীতে যোগ দিতে

খ। ঈশ্বরের শাসন গ্রহণ করা (শয়তানকে প্রত্যাখ্যান) এবং তাঁর ক্ষমা গ্রহণ করা

১৭. মথি ৪:১৭ পড়ুন। ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য, এটি ঈশ্বরের প্রতি মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন; এই হৃদয়ের পরিবর্তন বাইবেলে বলে :

গ। অনুতাপ

১৮. প্রেরিত ২৬:১৮ পড়ুন। আপনি কি .... থেকে আলোর প্রতি ফিরেছেন, শয়তানের .... থেকে .... প্রতি আপনার পাপের ক্ষমা গ্রহণ করেছেন।

অন্ধকার / শক্তি / ঈশ্বর

১৯. যিহিষ্কেল ৩৬:২৬-২৭ এবং প্রেরিত ১১:১৫-১৮ পড়ুন। আপনি কি নূতন হৃদয় এবং নূতন আত্মা পেয়েছেন যার দ্বারা আপনি ঈশ্বরের পথে চলতে পারছেন?

২০. লূক ১৮:১৩-১৪ পড়ুন। আপনি কি পাপের ক্ষমার জন্য ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছেন?

পাঠ ৭
পরিত্রাণযুক্ত বিশ্বাসের অভীষ্ট লক্ষ্য

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

কল্পনা করুন এক ব্যক্তি তার বিয়েতে যাজকের সমানে দাড়িয়ে আছে, হঠাৎ যাজক এই কথাগুলি বলা শুরু করলেন ঃ ‘‘তুমি কি এই মহিলাকে ব্যক্তিগত রাঁধুনি হিসাবে গ্রহণ করবে, তোমার বাড়ি পরিষ্কার করবে, তোমার বাসন পরিষ্কার করবে? আজ থেকে যতদিন তোমরা দুইজন জীবিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত কি তুমি বাড়ির মেঝে এবং আসবাবপত্র পরিষ্কার করার জন্য তাকে গ্রহণ করবে?’’ হঠাৎ তার হবু স্ত্রী বলবে, ‘‘থামুন! তুমি যদি আমাকে এমন ব্যক্তি হিসাবে চাও যে তোমার জন্য সব কিছু করবে, তুমি একজন দাসী ভাড়া করো। আমি চাই তুমি আমাকে ভালোবাসবে এবং আমি যেমন সেইভাবেই আমাকে গ্রহণ করবে। যদি তুমি আমি যেমন সেইভাবেই আমাকে গ্রহণ করো, আমি সেই কাজ তোমার জন্য করে দেবো, কিন্তু আমি চাই তুমি আমাকে গ্রহণ করো! আমাকে সম্পূর্ণরূপে! আমি চাই না যে তুমি কেবল আমার সমস্ত সুযোগ নাও এবং আমার ব্যক্তিসত্ত্বাকে নয়।’’

এ. ডাবলিউ টোজার এই কথা বলেছিলেন, ‘‘বর্তমানে, এটি অদ্ভুত বলে মনে হয় যে কিছু শিক্ষক কখনওই লক্ষ্য করেন না যে পরিত্রাণযুক্ত বিশ্বাসের আসল অভীষ্ট লক্ষ্য আর কেউ নন, কিন্তু স্বয়ং খ্রীষ্ট নিজে; খ্রীষ্টের মুক্তিদায়ী যাজকত্ব নয় কিংবা খ্রীষ্টের প্রভুত্ব নয়, কিন্তু খ্রীষ্ট নিজে। যে খ্রীষ্টের কোন একটি কার্যকারীতায় বিশ্বাস করে তাকে ঈশ্বর উদ্ধার করেন না, কিংবা খ্রীষ্টের কোন একটি কার্যকারীতাকে কখনও বিশ্বাসের একটি বিষয় হিসাবে উপস্থাপিত করা হয় না। আমাদের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাসে করা বা ক্রুশের উপর বিশ্বাস করা বা ত্রাণকর্তার যাজকত্বে বিশ্বাস করার জন্য উৎসাহিত করা হয় না। এই সকলই খ্রীষ্টের ব্যক্তিত্বে অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু এগুলি কখনও বিভক্ত নয় কিংবা একটি অন্যগুলি থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হয় না। খ্রীষ্টের একটি কার্যকারীতাকে গ্রহণ করা এবং অন্যগুলিকে প্রত্যাখ্যান করার অনুমতি আমাদের দেওয়া হয় না। এই ধারণা যে আমাদের অনুমতি দেওয়া হয়েছে হল এক আধুনিক-কালের ধর্মবিরোধিতা, আমি আবার বলছি, এবং সকল বিরোধিতাতে খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসীদের মধ্যে মন্দ পরিণতি হয়’’ (*দি রুট অফ্ দি রাইচাস্,*

পৃষ্ঠা ৮৪-৮৬)।

আপনি কি ব্যাপারটি বুঝতে পেরেছেন? কেন আমরা খ্রীষ্টের একটি অংশে (তাঁর উপকারগুলি), খ্রীষ্টের কার্যকারীতায় জোর দিই, কিন্তু খ্রীষ্টে নয়? এটি যেন বিবাহে একজন স্ত্রীকে গ্রহণ করা আপনার ব্যক্তিগত রান্নার জন্য, কিন্তু তাকে ব্যক্তি হিসাবে নয়।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যোহন ১:১২ পড়ুন। যতজন গ্রহণ করল :

ক। তাঁকে (প্রভু যীশু খ্রীষ্ট)
খ। যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে
গ। যীশুকে প্রভু হিসাবে
ঘ। যীশুকে যাজক হিসাবে

তাদের তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন

যোহন ১:১২ – *কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।*

২. প্রেরিত ১৬:৩১ পড়ুন। আমাদের কাকে বিশ্বাস করতে হবে (অর্থাৎ, আস্থা কিংবা গচ্ছিত রাখা)?

প্রেরিত ১৬:৩১ – *তাঁহারা বলিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে।*

৩. লূক ৬:৪৬ পড়ুন। ‘‘প্রভু’’ শব্দটি কী বোঝায়?

লূক ৬:৪৬ – *আর তোমরা কেন আমাকে হে প্রভু, হে প্রভু, বলিয়া ডাক, অথচ আমি যাহা যাহা বলি, তাহা করো না?*

৪. মথি ১:২১ পড়ুন। ‘‘যীশু’’ শব্দটি কী বোঝায়?

মথি ১:২১ – *আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, এবং তুমি তাঁহার নাম* যীশু *(ত্রাণকর্তা) রাখিবে; কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন।*

৫. লূক ২৩:২ পড়ুন। "খ্রীষ্ট" শব্দটি কী বোঝায়?

লূক ২৩:২ – *আর তাহারা তাঁহার উপরে দোষারোপ করিয়া বলিতে লাগিল, আমরা দেখিতে পাইলাম যে, এ ব্যক্তি আমাদের জাতিকে বিগড়িয়া দেয়, কৈসরকে রাজস্ব দিতে বারণ করে, আর বলে যে, আমিই খ্রীষ্ট রাজা।*

৬. রোমীয় ১:১৬ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, সুসমাচার অথবা ভালো সংবাদ হল .... ।

রোমীয় ১:১৬ – *আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমত ইহুদির পক্ষে, আর গ্রিকেরও পক্ষে।*

৭. রোমীয় ১:১-৩ পড়ুন। ঈশ্বরের সুসমাচারের মূল বিষয়, অথবা .... সম্পর্কিত।

তাঁর পুত্রের কিছু অংশ অথবা তাঁর পুত্রের সম্পূর্ণ?

রোমীয় ১:১-৩ – *পৌল, যীশু খ্রীষ্টের দাস, আহূত প্রেরিত, ঈশ্বরের সুসমাচারের জন্য পৃথক্কৃত— (২) যে সুসমাচার ঈশ্বর পবিত্র শাস্ত্রে আপন ভাববাদিগণের দ্বারা পূর্বে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন; (৩) তাহা তাঁহার পুত্র বিষয়ক, যিনি মাংসের সম্বন্ধে দাউদের বংশজাত।*

৮. যোহন ৬:৫৪ পড়ুন। আপনি যখন কিছু ভোজন করেন, সেটি কী বোঝায়?

যোহন ৬:৫৪ – *যে আমার মাংস ভোজন ও আমার রক্ত পান করে, সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে, এবং আমি তাহাকে শেষ দিনে উঠাইব।*

৯. গালাতীয় ৩:২৭ পড়ুন। একজন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হয়, সে ....
.... পরিধান করে।

খ্রীষ্টের কোন অংশ তারা পরিধান করে?

গালাতীয় ৩:২৭ – *কারণ তোমরা যত লোক খ্রীষ্টের উদ্দেশে বাপ্তাইজিত হইয়াছ, সকলে খ্রীষ্টকে পরিধান করিয়াছ।*

১০. প্রেরিত ৯:৫-৬ পড়ুন। শৌল যখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যীশুকে কোন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

প্রেরিত ৯:৫-৬ – *তিনি বলিলেন, প্রভু, আপনি কে? প্রভু বলিলেন, আমি যীশু, যাঁহাকে তুমি তাড়না করিতেছ; (৬) এবং তিনি ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভু, আপনি আমাকে নিয়ে কী করিবেন? আর যীশু তাঁকে বলিলেন, উঠ, নগরে প্রবেশ করো, তোমাকে কি করিতে হইবে, তাহা বলা যাইবে।*

১১. রোমীয় ৭:৪ পড়ুন। কার সঙ্গে আমাদের বিবাহ হয়েছে?

তাঁর কোন অংশের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হয়েছে?

রোমীয় ৭:৪ – *অতএব, হে আমার ভ্রাতৃগণ, খ্রীষ্টের দেহ দ্বারা ব্যবস্থার সম্বন্ধে তোমাদেরও মৃত্যু হইয়াছে, যেন তোমরা অন্যের হও, যিনি মৃতদের মধ্য হইতে উত্থাপিত হইয়াছেন, তাঁহারই হও; যেন আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে ফল উৎপন্ন করি।*

১২. খ্রীষ্টের সাথে আপনি কি একটি ভালো বিবাহ উপভোগ করছেন?

আপনি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, যোগাযোগ রাখেন, ভালোবাসেন এবং তাঁর আরাধনা করেন?

উত্তরের নমুনা

১. যোহন ১:১২ পড়ুন। যতজন গ্রহণ করল :

ক। তাঁকে (প্রভু যীশু খ্রীষ্ট)

খ। যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে

গ। যীশুকে প্রভু হিসাবে

ঘ। যীশুকে যাজক হিসাবে

তাদের তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন

ক। তাঁকে (প্রভু যীশু খ্রীষ্ট), তাদের তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন

২. প্রেরিত ১৬:৩১ পড়ুন। আমাদের কাকে বিশ্বাস করতে হবে (অর্থাৎ, আস্থা কিংবা গচ্ছিত রাখা)?

প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে

৩. লূক ৬:৪৬ পড়ুন। ‘‘প্রভু’’ শব্দটি কী বোঝায়?

মনিব, শাসক, ঊর্ধ্বতন কর্তা যাঁর আমাদের জীবন নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার আছে। এই শব্দটি ঈশ্বরকেও বোঝায়।

৪. মথি ১:২১ পড়ুন। ‘‘যীশু’’ শব্দটি কী বোঝায়?

যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসাবে

৫. লূক ২৩:২ পড়ুন। ‘‘খ্রীষ্ট’’ শব্দটি কী বোঝায়?

আমাদের রাজা এবং মশীহ্ হিসাবে যীশু

৬. রোমীয় ১:১৬ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, সুসমাচার অথবা ভালো সংবাদ হল .... ।

খ্রীষ্ট নিজে, যাতে তাঁর সকল উপকার অন্তর্ভুক্ত

৭. রোমীয় ১:১-৩ পড়ুন। ঈশ্বরের সুসমাচারের মূল বিষয়, অথবা ....
.... সম্পর্কিত।
ঈশ্বরের পুত্র, যীশু খ্রীষ্ট আমাদের প্রভু

তাঁর পুত্রের কিছু অংশ অথবা তাঁর পুত্রের সম্পূর্ণ?
তাঁর সবই

৮. যোহন ৬:৫৪ পড়ুন। আপনি যখন কিছু ভোজন করেন, সেটি কী বোঝায়?
আপনি তার সম্পূর্ণ ভোজন করেন। এক অর্থে, আপনি যা ভোজন করেন তা আপনার জীবন এবং আপনার শক্তি হয়

৯. গালাতীয় ৩:২৭ পড়ুন। একজন ব্যক্তি যখন খ্রীষ্টে বাপ্তাইজিত হয়, সে ....
পরিধান করে।
তাঁর সবই

১০. প্রেরিত ৯:৫-৬ পড়ুন। শৌল যখন খ্রীষ্টকে গ্রহণ করেছিলেন, তিনি যীশুকে কোন দুইটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেছিলেন?
আপনি কে, এবং আপনি আমাকে নিয়ে কী করবেন?

১১. রোমীয় ৭:৪ পড়ুন। কার সঙ্গে আমাদের বিবাহ হয়েছে?
প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সঙ্গে

তাঁর কোন অংশের সঙ্গে আমাদের বিবাহ হয়েছে?
তাঁর সবই

১২. খ্রীষ্টের সাথে আপনি কি একটি ভালো বিবাহ উপভোগ করছেন?

আপনি কি তাঁর সঙ্গে কথা বলেন, যোগাযোগ রাখেন, ভালোবাসেন এবং তাঁর আরাধনা

করেন?

পাঠ-৮
ঈশ্বরের নিয়মের সঠিক ব্যবহার

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

একদিন আমি এবং জো লেকের ধারে বিল এবং স্টিভের সঙ্গে কথা বলছিলাম। তখন প্রশ্ন উঠে এসেছিল, ‘‘যে মানুষেরা কখনও ঈশ্বরের কিংবা যীশু খ্রীষ্টের কথা শোনেনি তারা কীভাবে ঈশ্বরের সামনে দায়বদ্ধ হতে পারে?’’ আমি বললাম, ‘‘বিল, মনে করো তুমি স্টিভের সঙ্গে দেখা করতে তার বাড়িতে গিয়েছ, কিন্তু সে বাইরে গিয়েছে এবং তার স্ত্রী সেখানে আছে। তুমি যদি তার সঙ্গে কোনো ব্যভিচারে লিপ্ত হও, তুমি কি তোমার বন্ধুর স্ত্রী প্রতি অন্যায় কাজ করার জন্য নিজেকে দোষী মনে করবে? এমনকি তুমি যদি কখনও দশ আজ্ঞার বিষয় না শুনে থাকো কিংবা বাইবেল না পড়ে থাকো? অপরাধবোধ এবং দায়বদ্ধতার বোধ কোথা থেকে এলো?’’

বিধান এবং বিবেকের মাধ্যমে, ঈশ্বর প্রত্যেক মানুষকে সঠিক বোধ এবং ভুলের জন্য অপরাধবোধ অনুভব করার ক্ষমতা দিয়েছেন। বিধান এবং বিবেক হল স্ববিচারের কার্যাদি যা আমাদের আচরণের ক্ষেত্রে আমাদেরকে অভিযুক্ত অথবা ক্ষমা করে দেয় (রোমীয় ২:১৪-১৫)।

বিল আমাকে বলছিল সে কেমন ভালো মানুষ। তার সত্যিই কোন ত্রাণকর্তার প্রয়োজন নেই। আমি যাত্রাপুস্তক ২০ অধ্যায় খুললাম এবং বিল-এর কাছে দশ আজ্ঞা পড়তে শুরু করলাম। ‘‘বিল, তোমার জীবনে কি ঈশ্বর সর্বদা প্রথম স্থানে ছিলেন, এবং তুমি জগতের সব কিছুর থেকে সর্বদা তাঁকে বেশি ভালোবেসেছ? যদি তা না হয়, তুমি প্রথম আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ’’ (যাত্রাপুস্তক ২০:৪)। ‘‘তুমি কি কখনও যীশু খ্রীষ্টের নাম চার অক্ষরের কোন শব্দ হিসাবে ব্যবহার করেছ? তুমি তৃতীয় আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ’’ (যাত্রাপুস্তক ২০:৭)। ‘‘তুমি কি সর্বদা ঈশ্বরকে একদিন সম্মান করতে এবং তাঁর আরাধনা করার জন্য আলাদা করে রেখেছ? তুমি চতুর্থ আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ’’ (যাত্রাপুস্তক ২০:৮)। ‘‘তুমি কি তোমার যৌবনকালে সর্বদা তোমার বাবা ও মাকে সম্মান করেছ? তুমি পঞ্চম আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ’’ (যাত্রাপুস্তক ২০:১২)। ‘‘তুমি কি কখনও কোন ব্যক্তির উপর ভীষণ রাগ করেছ? তুমি

ষষ্ঠ আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৩ তুলনা করুন মথি ৫:২১-২২-এর সঙ্গে)। “তুমি কি কখনও কোন মহিলার দিকে তাকিয়েছ এবং তার প্রতি লালসা করেছ? তুমি সপ্তম আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৪ তুলনা করুন মথি ৫:২৭-২৮-এর সঙ্গে)। “তুমি কি কখনও কিছু নিয়েছ যা তোমার নয়? তুমি অষ্টম আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৫)। “তুমি কি সর্বদা সত্যি কথা বলো? যদি তা না হয়, তুমি নবম আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৬)। “তুমি কি কখনও অন্যের যা আছে তা পাওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেছ? তুমি দশম আজ্ঞা ভঙ্গ করেছ” (যাত্রাপুস্তক ২০:১৭)। “তুমি কি দেখতে পাচ্ছ কেন যীশু বলেছিলেন যে তিনি পাপীদের উদ্ধার করার জন্য এসেছিলেন?” (মার্ক ২:১৬-১৭)।

আমরা যথেষ্ট ভালো কিংবা স্বর্গে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো হওয়ার চেষ্টা করছি তা মনে করার সমস্যা হল এই সত্য যে আমরা দশ আজ্ঞার সবকটিই লঙ্ঘন করেছি। যাকোব ২:১০ পদ বলে যে কেউ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয় উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হয়েছে। ব্যবস্থা আপনাকে ধার্মিক করার উদ্দেশ্যে কখনো হয়নি কিন্তু কেবল আপনার পাপকে প্রকাশ করার জন্য (রোমীয় ৩:১৯-২০)।

আমাদের সকলেরই ত্রাণকর্তার প্রয়োজন! “ত্রাণকর্তা” শব্দটির এমন একটি ধারণা রয়েছে যিনি আপনাকে পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি দিতে পারেন। যারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হচ্ছে তাদের যীশু উদ্ধার করেন যেন তারা অনন্ত জীবন পায় (মথি ১:২১)।

স্বর্গে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট ভালো হওয়ার জন্য আমাদের এক ধার্মিকতার প্রয়োজন যা ঈশ্বরের সমতুল্য হবে (২ করিন্থীয় ৫:২১)। সুসমাচারের ভালো সংবাদ হল যে যীশু কেবল আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন না, কিন্তু তিনি — বিনামূল্যে— তাঁর নিজের ধার্মিকতা আমাদের উপহার হিসাবে দান করবেন (রোমীয় ৫:১৭ — *“কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে”)।*

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মার্ক ২:১৬-১৭ পড়ুন। যীশু কাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন?

মার্ক ২:১৬-১৭ – *কিন্তু তিনি পাপী ও করগ্রাহীদের সঙ্গে ভোজন করিতেছেন দেখিয়া ফরীশীদের অধ্যাপকেরা তাঁহার শিষ্যদিগকে বলিল, উনি করগ্রাহী ও পাপীদের সঙ্গে ভোজন পান করেন। (১৭) যীশু তাহা শুনিয়া তাহাদিগকে বলিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকে প্রয়োজন নাই, কিন্তু পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে; আমি ধার্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকেই ডাকিতে আসিয়াছি।*

২. রোমীয় ২:১ পড়ুন। আমরা যখন অন্যের বিচার করি, তখন আমরা নিজের জন্য কী করছি?

রোমীয় ২:১ – *অতএব, হে মনুষ্য, তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি যে কেহ হও, তোমার উত্তর দিবার পথ নাই; কারণ যে বিষয়ে তুমি পরের বিচার করিয়া থাক, সেই বিষয়ে আপনাকেই দোষী করিয়া থাক; কেননা তুমি যে বিচার করিতেছ, তুমি সেই মত আচরণ করিয়া থাক।*

৩. যাকোব ২:১০ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থার বেশিরভাগ পালন করি কিন্তু কিছু পালন করতে ব্যর্থ হই, আমরা তাহলে কিসের জন্য দোষী হবো?

যাকোব ২:১০ – *কারণ যে কেহ সমস্ত ব্যবস্থা পালন করে, কেবল একটি বিষয়ে উছোট খায়, সে সকলেরই দায়ী হইয়াছে।*

৪. গালাতীয় ৩:১০ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করে ধার্মিক হই, আমাদের কতখানি রাখতে হবে?

কত সময় ধরে আমাদের এই সকল আজ্ঞা পালন করতে হবে?

আপনি কি দেখছেন যে আমরা যথেষ্ট ভালো হওয়ার চেষ্টা করে উদ্ধার পেতে পারি না?

গালাতীয় ৩:১০ – *বাস্তবিক যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারা সকলে শাপের অধীন, কারণ লেখা আছে, "যে কেহ এই সকল পালন করে, সেই তাহাতে বাঁচিবে"।*

৫. গালাতীয় ২:১৬ পড়ুন। ন্যায্যতা হল ধার্মিকতার দান, ঈশ্বর দ্বারা সরবরাহ করা, সেটি একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক অবস্থায় এবং সম্পর্কে দাড় করায়। পাপীদের জন্য ন্যায্যতা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের দ্বারা পাওয়া যায় এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে এটি সম্পন্ন হয় (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪ এবং রোমীয় ৪:২৫)। একজন ব্যক্তি কেন ন্যায্যতা পায় না?

একজন ব্যক্তি কেমন করে উদ্ধার পেতে পারে?

কত মানুষ ব্যবস্থা দ্বারা ন্যায্য হতে পারে?

গালাতীয় ২:১৬ – *তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়, সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোন মর্ত ধার্মিক গণিত হইবে না।*

৬. রোমীয় ৬:১৪ পড়ুন। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আপনি :

ক। ব্যবস্থার অধীন

খ। অনুগ্রহের অধীন

রোমীয় ৬:১৪– *কেননা পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।*

৭. যিহিষ্কেল ১৮:২০ পড়ুন। আপনি যদি ব্যবস্থার অধীন হন, আপনার পাপের কী শাস্তি হবে?

যিহিষ্কেল ১৮:২০ – *যে প্রাণী পাপ করে, সেই মরিবে; পিতার অপরাধ পুত্র বহন করিবে না, ও পুত্রের অপরাধ পিতা বহন করিবে না; ধার্মিকের ধার্মিকতা তাহার উপরে বর্তিবে, ও দুষ্টের দুষ্টতা তাহার উপরে বর্তিবে।*

৮. রোমীয় ৪:৬-৮ পড়ুন। অনুগ্রহের অধীন, ঈশ্বর আপনার পাপের প্রতি কোন তিনটি বিষয় করেন?

রোমীয় ৪:৬-৮ – *এই প্রকারে দাউদও সেই ব্যক্তিকে ধন্য বলিয়া উল্লেখ করেন, যাহার পক্ষে ঈশ্বর কার্য ব্যতিরেকে ধার্মিকতা গণনা করেন, (৭) যথা, ধন্য তাহারা, যাহাদের অধর্ম ক্ষমা হইয়াছে, যাহাদের পাপ আচ্ছাদিত হইয়াছে; (৮) ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা করেন না।*

৯. রোমীয় ৫:১ পড়ুন। আমরা এখন যেহেতু ধার্মিক গণিত, কী সুবিধা আমরা উপভোগ করতে পারি?

রোমীয় ৫:১ – *অতএব বিশ্বাসহেতু ধার্মিক গণিত হওয়াতে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা আমরা ঈশ্বরের উদ্দেশে সন্ধি লাভ করিয়াছি।*

১০. রোমীয় ৫:৯ পড়ুন। আমরা এখন যেহেতু যীশুর রক্ত দ্বারা উদ্ধার পেয়েছি, আমরা কী থেকে রক্ষা পাবো?

রোমীয় ৫:৯ – *সুতরাং সম্প্রতি তাঁহার রক্তে যখন ধার্মিক গণিত হইয়াছি, তখন আমরা কত অধিক নিশ্চয় তাঁহা দ্বারা ঈশ্বরের ক্রোধ হইতে পরিত্রাণ পাইব।*

১১. রোমীয় ১০:৪ পড়ুন। ঈশ্বরের সম্মুখে .... দ্বারা খ্রীষ্ট ব্যবস্থা সমাপ্ত করেছিলেন।

রোমীয় ১০:৪ – *কেননা ধার্মিকতার নিমিত্ত, প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে, খ্রীষ্টই ব্যবস্থার পরিণাম।*

১২. ১ করিন্থীয় ১:৩০ পড়ুন। ...., ..., ... এবং .... হওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদের যীশু খ্রীষ্টকে দিয়েছিলেন।

১ করিন্থীয় ১:৩০ – *কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি।*

১৩. ফিলিপীয় ৩:৯ পড়ুন। আপনি যখন মোশির ব্যবস্থার অধীনে থাকেন, আপনি আপনার .... চেষ্টা করেন।

ফিলিপীয় ৩:৯ – *এবং তাঁহাতেই যেন আমাকে দেখিতে পাওয়া যায়; আমার নিজের ধার্মিকতা, যাহা ব্যবস্থা হইতে প্রাপ্য, তাহা যেন আমার না হয়, কিন্তু যে ধার্মিকতা খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা হয়, বিশ্বাসমূলক যে ধার্মিকতা ঈশ্বর হইতে পাওয়া যায়, তাহাই যেন আমার হয়।*

১৪. ১ করিন্থীয় ১১:১ পড়ুন। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আমরা খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অধীনে বাস করছি। খ্রীষ্টের ব্যবস্থা বাধ্য হওয়ার জন্য এক গুচ্ছ নিয়ম নয়; এটি কোনো ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে জীবনযাপন করা। সেই ব্যক্তি হলেন ....।

১ করিন্থীয় ১১:১ – *যেমন আমি খ্রীষ্টের অনুকারী, তোমরা তেমনি আমার অনুকারী হও।*

১৫. রোমীয় ৮:৩ পড়ুন। ব্যবস্থা আমাদের কখনো উদ্ধার করতে পারত না, এই নয় যে ব্যবস্থা ভুল ছিল, কিন্তু আমাদের .... দুর্বলতার কারণে, আমরা সেটি পালন করতে পারিনি।

রোমীয় ৮:৩ – *কারণ ব্যবস্থা মাংস দ্বারা দুর্বল হওয়াতে যাহা করিতে পারে নাই, ঈশ্বর তাহা করিয়াছেন, নিজ পুত্রকে পাপময় মাংসের সাদৃশ্যে এবং পাপার্থক বলিরূপে পাঠাইয়া দিয়া মাংসের পাপের দণ্ডাজ্ঞা করিয়াছেন।*

উত্তরের নমুনা

১. মার্ক ২:১৬-১৭ পড়ুন। যীশু কাকে উদ্ধার করতে এসেছিলেন?
পাপীদের

২. রোমীয় ২:১ পড়ুন। আমরা যখন অন্যের বিচার করি, তখন আমরা নিজের জন্য কী করছি?
নিজেদের দোষী করা; তা হল, নিজেদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষণা করা

৩. যাকোব ২:১০ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থার বেশিরভাগ পালন করি কিন্তু কিছু পালন করতে ব্যর্থ হই, আমরা তাহলে কিসের জন্য দোষী হবো?
আমরা সকলের জন্যই দায়ী হবো

৪. গালাতীয় ৩:১০ পড়ুন। আমরা যদি ঈশ্বরের ব্যবস্থা পালন করে ধার্মিক হই, আমাদের কতখানি রাখতে হবে?
সব

কত সময় ধরে আমাদের এই সকল আজ্ঞা পালন করতে হবে?
আমাদের সবর্দা তা করে যেতে হবে (কোন একটি বাদ নয়)

আপনি কি দেখছেন যে আমরা যথেষ্ট ভালো হওয়ার চেষ্টা করে উদ্ধার পেতে পারি না?
হ্যাঁ

৫. গালাতীয় ২:১৬ পড়ুন। ন্যায্যতা হল ধার্মিকতার দান, ঈশ্বর দ্বারা সরবরাহ করা, সেটি একজন ব্যক্তিকে ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক অবস্থায় এবং সম্পর্কে দাড় করায়। পাপীদের জন্য ন্যায্যতা যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাসের দ্বারা পাওয়া যায় এবং তাঁর মৃত্যু ও পুনরুত্থানে এটি সম্পন্ন হয় (১ করিন্থীয় ১৫:৩-৪ এবং রোমীয় ৪:২৫)। একজন ব্যক্তি কেন ন্যায্যতা পায় না?

তার নিজের কাজের কারণ; অর্থাৎ, ব্যবস্থা কাজ

একজন ব্যক্তি কেমন করে উদ্ধার পেতে পারে?

যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস (আস্থা) দ্বারা

কত মানুষ ব্যবস্থা দ্বারা ন্যায্য হতে পারে?

কেউ নয়

৬. রোমীয় ৬:১৪ পড়ুন। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আপনি :

ক। ব্যবস্থার অধীন

খ। অনুগ্রহের অধীন

খ। অনুগ্রহের অধীন

৭. যিহিষ্কেল ১৮:২০ পড়ুন। আপনি যদি ব্যবস্থার অধীন হন, আপনার পাপের কী শাস্তি হবে?

মৃত্যু

৮. রোমীয় ৪:৬-৮ পড়ুন। অনুগ্রহের অধীন, ঈশ্বর আপনার পাপের প্রতি কোন তিনটি বিষয় করেন?

সেগুলি ক্ষমা করেন, আচ্ছাদিত করেন এবং আপনার পক্ষে গণনা করেন না

৯. রোমীয় ৫:১ পড়ুন। আমরা এখন যেহেতু ধার্মিক গণিত, কী সুবিধা আমরা উপভোগ করতে পারি?

ঈশ্বরের সঙ্গে শান্তি (তিনি আমাদের নিয়ে বিরক্ত নন)

১০. রোমীয় ৫:৯ পড়ুন। আমরা এখন যেহেতু যীশুর রক্ত দ্বারা উদ্ধার পেয়েছি, আমরা কী থেকে রক্ষা পাবো?

ক্রোধ (আমাদের পাপের বিচার)

১১. রোমীয় ১০:৪ পড়ুন। ঈশ্বরের সম্মুখে .... দ্বারা খ্রীষ্ট ব্যবস্থা সমাপ্ত করেছিলেন।

ধার্মিকতা

১২. ১ করিন্থীয় ১:৩০ পড়ুন। ...., ..., ... এবং .... হওয়ার জন্য ঈশ্বর আমাদের যীশু খ্রীষ্টকে দিয়েছিলেন।

জ্ঞান, ধার্মিকতা, পবিত্রতা, মুক্ত

১৩. ফিলিপীয় ৩:৯ পড়ুন। আপনি যখন মোশির ব্যবস্থার অধীনে থাকেন, আপনি আপনার .... চেষ্টা করেন।

ধার্মিকতার

১৪. ১ করিন্থীয় ১১:১ পড়ুন। খ্রীষ্টিয়ান হিসাবে, আমরা খ্রীষ্টের ব্যবস্থার অধীনে বাস করছি। খ্রীষ্টের ব্যবস্থা বাধ্য হওয়ার জন্য এক গুচ্ছ নিয়ম নয়; এটি কোনো ব্যক্তির প্রতিক্রিয়া হিসাবে জীবনযাপন করা। সেই ব্যক্তি হলেন ....।

খ্রীষ্ট

১৫. রোমীয় ৮:৩ পড়ুন। ব্যবস্থা আমাদের কখনো উদ্ধার করতে পারত না, এই নয় যে ব্যবস্থা ভুল ছিল, কিন্তু আমাদের .... দুর্বলতার কারণে, আমরা সেটি পালন করতে পারিনি।

মাংসের

পাঠ ৯
ব্যবস্থার অধীন নয়, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আমি একজন মহিলাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম যে তার সকল ভুলের (তার পাপ) জন্য শাস্তি পাচ্ছিল। একজন পুরুষ তাকে অনুসরণ করছিল, এবং যখনই সে কোন ভুল করছিল, লোকটি বিরক্তিতে মাথা ঝাঁকাতো, তার বেল্ট খুলত এবং তাকে মারতো। সে যদি কোন ভুল শব্দ ব্যবহার করত কিংবা কোন ভুল করত, লোকটি তাকে শাস্তি দিত। সে মৃদু হাসি এবং ভালো মনোভাব নিয়ে খুড়িয়ে চলত, কিন্তু সে এমন কাজ করতে থাকত যেগুলি তাকে সমস্যায় ফেলত। সেগুলি বড় বিষয় ছিল না, কিন্তু প্রত্যেকটি ছোট বিষয় যা এই লোকটি দেখত যে সে ভুল করছে তার জন্য সে মার খেতো। এটি মনে হতো হতাশাজনক। যে ভুল বিষয়গুলি তাকে সমস্যায় ফেলত সেগুলি সে করা থেকে বিরত হতো না। আমার স্মরণে আছে তার জন্য আমি দুঃখিত হয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম সেই নিকৃষ্ট লোকটি যে তাকে মারত তার কাছ থেকে তাকে উদ্ধার করার জন্য সাহায্য করতে চেয়েছিলাম। তারপর আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহের কথা মনে করতে শুরু করলাম, অনর্জিত, অনুপযুক্ত অনুগ্রহ এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা। হৃদয় যখন অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আর আমাদের কাজ দ্বারা অথবা নিজের শক্তি ও ক্ষমতায় তাঁর ব্যবস্থা পালন করে ঈশ্বরের স্বীকৃতি অর্জন করতে চেষ্টা করি না। আমরা অবশেষে সেই প্রহার থেকে রক্ষা পাই যা আমরা ঈশ্বরের ব্যবস্থা ভঙ্গ করে অর্জন করেছিলাম। আমরা যীশু দ্বারা উদ্ধারপ্রাপ্ত।

অনুগ্রহের বিষয় চিন্তা করুন। এর অর্থ হল কারো অনুমোদন, সমর্থন অথবা আশীর্বাদ। আপনি যখন কারো অনুগ্রহ চান, আপনি কী করেন? আপনি এমন কিছু করেন ও বলেন যা তাদের সন্তুষ্ট করবে, এবং এমন কিছু নয় যা তাদের অসন্তুষ্ট করবে। সবর্দা সঠিক অভিনয় করা। এটা কি সত্যিই সম্ভব? এটি মহাকর্ষকে অস্বীকার করার মতন। আপনি কিছু সময় এই রকম করতে পারেন, কিন্তু শেষে, আপনি অকৃতকার্য হবেন। এটি আপনার থেকে শক্তিশালী।

আমি স্বপ্নের সেই মহিলার সঙ্গে তুলনা করলাম। আমার মনে হতে লাগল যে আমি যখন সব কিছু সঠিক করার আপ্রাণ চেষ্টা করছিলাম কিন্তু একটি ছোট বিষয় এড়িয়ে গিয়েছিলাম এবং অকৃতকার্য হয়েছিলাম। আমি চিন্তা করেছিলাম আমি যদি কেবল কোনো কিছু গড়মিল না করে সেই দিনটি কাটিয়ে দিতে পারি, আমি কিছু একটা করতে সক্ষম হবো। কিন্তু না, আমার দুর্বলতাগুলি আমাকে সবর্দা অসম্পূর্ণ করে তোলে। আমি চিন্তা করলাম যে আমি কেবল আমার স্বর্গীয় পিতাকে হতাশ করিনি, কিন্তু আমি নিজেকে দোষী করেছি এবং নিজেকে প্রহার করেছি। আমি স্ব-পরাজিত হয়েছিলাম। আমি নিজের ক্ষমতা এবং অক্ষমতার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলাম। সেই মান পর্যন্ত পৌঁছাতে কখনো পরিমাপ না করে, কখনো যথেষ্ট ভালো না হয়ে, আমাকে উদ্ধার করার জন্য আমার কাউকে প্রয়োজন ছিল!

ঈশ্বর তাঁর করুণায় আমাদের জন্য সাহায্য পাঠিয়েছিলেন; তাঁর নাম হল যীশু। ঈশ্বর তাঁকে পাঠিয়াছিলেন আমাদের নিজেদের থেকে এবং তাঁর ব্যবস্থা পূরণ করার আমাদের দুর্বল প্রচেষ্টা থেকে উদ্ধার করতে। আমরা যে ব্যবস্থা পালন করতে পারিনি তার শাস্তি যীশু তুলে নিয়েছিলেন, যেন আমাদের মরতে না হয়, কিন্তু স্বাধীন হতে পারি এবং তাঁর সঙ্গে অনন্ত জীবন পাই। যীশু আমাদের ধার্মিকতার দান দিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বর পিতার সম্মুখে ধার্মিক ও পবিত্র হতে পারি এবং ব্যবস্থার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের শান্তি স্থাপিত হয়েছে তাঁর মৃত্যু, কবর এবং পুনরুত্থানরে মাধ্যমে। ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা অনুগ্রহ লাভ করেছি, যা অনর্জিত এবং অনুপযুক্ত। সেটিই অনুগ্রহ।

এটি বিশ্বাস করে, আপনার হৃদয় কোনো সন্দেহ ছাড়া নিশ্চিত হবে, এই জেনে যে তিনি আপনাকে ভালোবাসেন বলে এই কাজ করেছেন। তাঁর অনুগ্রহে আপনার হৃদয় অভ্রান্ত, সুরক্ষিত, স্থিতিশীল এবং দৃঢ় করুন; অথাৎ, কোনো প্রশ্ন অথবা সন্দেহ ছাড়া নিশ্চিত হোন যে যীশুর মাধ্যমে তিনি আমাদের সমৃদ্ধ জীবনযাপনের জন্য আমাদের প্রয়োজনীয় সব কিছু দিয়েছেন।

আমরা যদি যীশু যিনি বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা তার পরিবর্তে আমাদের

দুর্বলতা, ভুল এবং পাপগুলি দেখি এবং সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে থাকি, তাহলে ঈশ্বরের কাছে থেকে আমরা যে কোনও কিছু পেতে পারি তা বিশ্বাস করতে আমাদের হৃদয় দুঃখিত এবং ক্ষমতাহীন হবে। হৃদয়ে আমরা বিশ্বাস করি এবং তাঁর ধার্মিকতা ও অনুগ্রহ লাভ করি। আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হতে হবে। তখনই আমরা পূর্ণ হবো এবং বিশ্রাম পাবো।

"সব কিছুর উপর, নিজের হৃদয় রক্ষা করো। কারণ এটি তোমার সমস্ত কিছু প্রভাবিত করে" (হিতোপদেশ ৪:২৩, দি লিভিং বাইবেল)।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. এই পাঠে ‘‘অনুগ্রহ’’ কেমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?

২. হৃদয় যখন অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আর আমাদের .... দ্বারা ঈশ্বরের স্বীকৃতি অর্জন করতে চেষ্টা করি না।

৩. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন।
ডন-এর দুর্বলতা সবর্দা তাকে ক্রুতিপূর্ণ করেছে।
এই পদ অনুসারে, আমাদের কেমন করে নিখুঁত করা হয়েছে?

ইব্রীয় ১০:১৪ – *কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন।*

৪. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। যীশু আমাদের ধার্মিকতার .... দিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বর পিতার সম্মুখে ধার্মিক ও পবিত্র হতে পারি এবং ব্যবস্থার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।

রোমীয় ৫:১৭ – *কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে।*

৫. যিশাইয় ২৬:৩ পড়ুন। আমরা যদি যীশু যিনি বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা তার পরিবর্তে আমাদের দুর্বলতা, ভুল এবং পাপগুলি দেখি এবং সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে থাকি, তাহলে ঈশ্বরের কাছে থেকে আমরা যে কোনও কিছু পেতে পারি তা বিশ্বাস করতে আমাদের হৃদয় দুঃখিত এবং ক্ষমতাহীন হবে। আমাদের মন আমরা কিসে স্থির রাখব?

যিশাইয় ২৬:৩ – *যাহার মন তোমাতে সুস্থির, তুমি তাহাকে শান্তিতে, শান্তিতেই রাখিবে, কেননা তোমাতেই তাহার নির্ভর।*

৬. ইফিষীয় ৩:১৭ পড়ুন।
আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হতে হবে। তখনই আমরা ....
..............................।

ইফিষীয় ৩:১৭ – *বিশ্বাস দ্বারা খ্রীষ্ট তোমাদের হৃদয়ে বাস করেন; যেন তোমরা প্রেমে বদ্ধমূল ও সংস্থাপিত হও।*

৭. রোমীয় ৪:৫ পড়ুন।
পরিত্রাণ কি একটি পুরস্কার যা অর্জন করতে হয় নাকি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এক বিনামূল্যে উপহার?

রোমীয় ৪:৫ – *কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য করে না—তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন—তাহার বিশ্বাসই ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হয়।*

৮. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। ধার্মিকতা (ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক অবস্থান) হল একটি দান। আপনাকে কি দান পাওয়ার জন্য কোনো কাজ করতে হবে?

আপনি কেমন করে এই দান পাবেন?

রোমীয় ৫:১৭ – *কারণ সেই একের অপরাধে যখন সেই একের দ্বারা মৃত্যু রাজত্ব করিল, তখন সেই আর এক ব্যক্তি দ্বারা, যীশু খ্রীষ্ট দ্বারা, যাহারা অনুগ্রহের ও ধার্মিকতাদানের উপচয় পায়, তাহারা কত অধিক নিশ্চয় জীবনে রাজত্ব করিবে।*

৯. রোমীয় ৬:২৩ পড়ুন। এই পদে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে দানটি কী?

রোমীয় ৬:২৩ – *কেননা পাপের বেতন মৃত্যু; কিন্তু ঈশ্বরের অনুগ্রহ-দান আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টেতে অনন্ত জীবন।*

১০. তীত ৩:৫ পড়ুন। আপনার কতগুলি সৎ কাজ এবং কৃতকর্ম আপনার পরিত্রাণে অবদান রাখে?

তীত ৩:৫ –*তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।*

১১. রোমীয় ৬:১৪ পড়ুন। অনুগ্রহের অধীন বলতে আপনি কী বোঝেন তা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।

রোমীয় ৬:১৪ – *কেননা পাপ তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিবে না; কারণ তোমরা ব্যবস্থার অধীন নহ, কিন্তু অনুগ্রহের অধীন।*

১২. রোমীয় ১১:৬ পড়ুন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যদি আমাদের অনুগ্রহ হিসাবে দেওয়া হয়, তা আমাদের .... জন্য নয়।

রোমীয় ১১:৬ – *তাহা যখন অনুগ্রহে হইয়া থাকে, তখন আর কার্যহেতু হয় নাই; নতুবা অনুগ্রহ আর অনুগ্রহই রহিল না।*

১৩. রোমীয় ৩:২৪ পড়ুন। এই পদের অর্থ নিজের কথায় ব্যাখ্যা করুন।

রোমীয় ৩:২৪ – *উহারা বিনামূল্যে তাঁহারই অনুগ্রহে, খ্রীষ্ট যীশুতে প্রাপ্য মুক্তি দ্বারা, ধার্মিক গণিত হয়।*

১৪. ইফিষীয় ১:৭ পড়ুন। আমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ধন অনুসারে।

ইফিষীয় ১:৭ – *যাঁহাতে আমরা তাঁহার রক্ত দ্বারা মুক্তি, অর্থাৎ অপরাধ সকলের মোচন পাইয়াছি; ইহা তাঁহার সেই অনুগ্রহ-ধন অনুসারে হইয়াছে।*

উত্তরের নমুনা

১. এই পাঠে ‘‘অনুগ্রহ’’ কেমনভাবে বর্ণনা করা হয়েছে?
অনর্জিত, অনুপযুক্ত অনুগ্রহ এবং ঈশ্বরের ক্ষমতা

২. হৃদয় যখন অনুগ্রহে প্রতিষ্ঠিত হয়, আমরা আর আমাদের .... দ্বারা ঈশ্বরের স্বীকৃতি অর্জন করতে চেষ্টা করি না।
কাজ

৩. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন।
ডন-এর দুর্বলতা সবর্দা তাকে ত্রুতিপূর্ণ করেছে।
এই পদ অনুসারে, আমাদের কেমন করে নিখুঁত করা হয়েছে?
যীশুর উৎসর্গের দ্বারা, তিনি আমাদের চিরকালের জন্য নিখুঁত করেছেন

৪. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। যীশু আমাদের ধার্মিকতার .... দিয়েছেন যেন আমরা ঈশ্বর পিতার সম্মুখে ধার্মিক ও পবিত্র হতে পারি এবং ব্যবস্থার সমস্ত প্রয়োজন পূরণ করতে পারি।
দান

৫. যিশাইয় ২৬:৩ পড়ুন। আমরা যদি যীশু যিনি বিশ্বাসের আদিকর্তা ও সিদ্ধিকর্তা তার পরিবর্তে আমাদের দুর্বলতা, ভুল এবং পাপগুলি দেখি এবং সেগুলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখতে থাকি, তাহলে ঈশ্বরের কাছে থেকে আমরা যে কোনও কিছু পেতে পারি তা বিশ্বাস করতে আমাদের হৃদয় দুঃখিত এবং ক্ষমতাহীন হবে। আমাদের মন আমরা কিসে স্থির রাখব?
আমাদের মন আমরা প্রভুতে স্থির রাখব

৬. ইফিষীয় ৩:১৭ পড়ুন।
আমাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে তাঁরই হতে হবে। তখনই আমরা ....
.... ।
পূর্ণ হবো এবং বিশ্রাম পাবো

৭. রোমীয় ৪:৫ পড়ুন।
পরিত্রাণ কি একটি পুরস্কার যা অর্জন করতে হয় নাকি ঈশ্বরের অনুগ্রহ এক বিনামূল্যে উপহার?
ঈশ্বরের অনুগ্রহ এক বিনামূল্যে উপহার

৮. রোমীয় ৫:১৭ পড়ুন। ধার্মিকতা (ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক অবস্থান) হল একটি দান। আপনাকে কি দান পাওয়ার জন্য কোনো কাজ করতে হবে?
না

আপনি কেমন করে এই দান পাবেন?
কেবল এগিয়ে সেটি গ্রহণ করতে হবে

৯. রোমীয় ৬:২৩ পড়ুন। এই পদে ঈশ্বরের অনুগ্রহে বিনামূল্যে দানটি কী?
অনন্ত জীবন (অনন্ত মৃত্যুর পরিবর্তে)

১০. তীত ৩:৫ পড়ুন। আপনার কতগুলি সৎ কাজ এবং কৃতকর্ম আপনার পরিত্রাণে অবদান রাখে?
একটিও না

১১. রোমীয় ৬:১৪ পড়ুন। অনুগ্রহের অধীন বলতে আপনি কী বোঝেন তা নিজের ভাষায় ব্যাখ্যা করুন।
আমাদের পাপের জন্য আমাদের যা পাওয়া উচিত তা আমরা পাচ্ছি না বরং ঈশ্বরের সর্বাধিক শ্রেষ্ঠ খ্রীষ্টের মাধ্যমে — ধার্মিকতা, গ্রহণযোগ্যতা, আমাদের

জন্য ক্ষমা (সকলই ঈশ্বরের করুণা হিসাবে আমাদের জন্য দান)

১২. রোমীয় ১১:৬ পড়ুন। ঈশ্বরের আশীর্বাদ যদি আমাদের অনুগ্রহ হিসাবে দেওয়া হয়, তা আমাদের .... জন্য নয়।

কাজের

১৩. রোমীয় ৩:২৪ পড়ুন। এই পদের অর্থ নিজের কথায় ব্যাখ্যা করুন।

ধার্মিকতা (ন্যায়সঙ্গতা) হল ঈশ্বরের অনুগ্রহের এক বিনামূল্যের দান, ক্রুশে খ্রীষ্টের মুক্তির কাজের মাধ্যমে, যা বিশ্বাসীদের দেওয়া হয়েছে

১৪. ইফিষীয় ১:৭ পড়ুন। আমাদের পাপের ক্ষমা হয়েছে .... অনুসারে।

ঈশ্বরের অনুগ্রহ-ধন

পাঠ ১০
আর পাপের চেতনা নয়

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

একদিন এক মাতাল গাড়িতে উঠে ভুল দিকে গাড়ি চালাতে লাগল। এর কারণে অন্য একটি গাড়ির সঙ্গে তার মুখোমুখি সংঘর্ষ হল। এই দুর্ঘটনায়, আঠারো বছরের একটি মেয়ের মৃত্যু হল। সেই মেয়েটির পরিবার লোকটির বিরুদ্ধে মামলা করল এবং ১.৫ মিলিয়ন ডলার ক্ষতিপূরণ জিতল।

সেই পরিমাণ অর্থ নেওয়ার পরিবর্তে পরিবারটি ৯৩৬ ডলারে নিষ্পত্তি করল। এর কারণ হল তারা চেয়েছিল যেন লোকটি এই অর্থ এক নির্দিষ্ট উপায়ে দেয়। তারা চেয়েছিল যেন সেই মাতাল লোকটি মনে রাখে যে সে কী করেছে। তাকে একটি চেক লিখতে হয়েছিল, সেই মেয়েটির নামে যাকে সে মেরেছিল, প্রত্যেক সপ্তাহে এক ডলার করে এবং সেটি তার পরিবারকে পাঠাতে হয়েছিল। অপনি ভাবতে পারেন যে ১.৫ মিলিয়ন ডলারের পরিবর্তে ৯৩৬ ডলারে নিষ্পত্তি একটি ভালো চুক্তি। প্রথমে সপ্তাহে এক ডলার দেওয়া খুব সহজ ছিল, কিন্তু কিছুকাল পরে, সেই মেয়েটি যাকে সে মেরেছিল তার নামে চেক লেখা সেই লোকটির চিন্তার উপর কর্তৃত্ব বিস্তার করতে লাগল। প্রত্যেক সপ্তাহে সে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিল, এই চিন্তা করে যে সে একটি মেয়েকে মেরে ফেলেছে।

এইভাবে বেশ কয়েক বছর পরে, সে অবশেষে অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দিলো। পরিবারটি তাকে আবার কোর্টে নিয়ে গেল এবং তাকে আদেশ দেওয়া হল যেন সে পুনরায় অর্থ দেওয়া শুরু করে। শেষ ছয় থেকে সাত বছরে, সে চার বা পাঁচ বার অর্থ দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। তবে, প্রত্যেকবার তাকে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পুনরায় সে অর্থ দেওয়া শুরু করে।

পরিবারটি বলেছিল তাদের আর রাগ নেই, কিন্তু তারা কেবল তাকে স্মরণ করাতে চায় যে সে কী করেছিল।

আপনি যদি এটি চিন্তা করেন, সেই পরিবারটি বন্দিদশাতে ছিল যেমন ছিল সেই লোকটি যাকে অর্থ দিতে হচ্ছিল। প্রত্যেক সপ্তাহে তারা যখন চেক পেত তাদের ক্ষতির কথা স্মরণ করাত, অতএব এক অর্থে, তারা তাদের মেয়ের মৃত্যুকে পিছনে ছেড়ে দিতে পারছিল না।

সেই লোকটি এখন পরিবারটির বিরুদ্ধে মামলা করেছে এই বলে যে এটি, ‘‘নিষ্ঠুর এবং অস্বাভাবিক শাস্তি’’। সে বলছে, ‘‘এটি আমাকে মেরে ফেলছে! এটি আমার জীবন ধ্বংস করছে! আমি কখনও আমার অতীতকে পিছনে ফেলে রাখতে পারছি না এবং আমার নিজের জীবনে চলতে পারছি না।’’

এই গল্পের পরিপ্রেক্ষিতে, আমার সঙ্গে অনেক খ্রীষ্টিয়ানের সাক্ষাৎ হয়েছে যারা মনে করে তারা এই ধরনের বিচারের অধীনে আছে। তাদের বলা হয়েছিল, ‘‘যীশু সম্পূর্ণ মূল্য দিয়েছেন,’’ কিন্তু তারা এখনও মনে করে যে তাদের সাপ্তাহিক ধর্মীয় দায়ীত্ব পালন করতে হচ্ছে, তা না হলে ঈশ্বর তাদের গ্রহণ করবেন না।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যখন এই রকম হচ্ছে তখন এই লোকটির সঙ্গে সেই পরিবারটির সম্পর্ক কেমন হতে পারে?

২. ইব্রীয় ১০:১ পড়ুন। ব্যবস্থা কী করতে পারে না?

ইব্রীয় ১০:১-২ — *কারণ ব্যবস্থা আগামী উত্তম উত্তম বিষয়ের ছায়াবিশিষ্ট, তাহা সেই সকল বিষয়ের অবিকল মূর্তি নহে; সুতরাং একরূপ যে সকল বার্ষিক যজ্ঞ নিয়ত উৎসর্গ করা যায়, তদ্দ্বারা, যাহারা নিকটে উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে ব্যবস্থা কখনও সিদ্ধ করিতে পারে না। (২) যদি পারিত, তবে ওই যজ্ঞ কি শেষ হইত না? কেননা আরাধনাকারীরা একবার শুচীকৃত হইলে তাহাদের কোন পাপ-সংবেদ আর থাকিত না।*

৩. ইব্রীয় ১০:১ পড়ুন। এই পদে কী ইঙ্গিত করে যে পুরাতন নিয়মের উৎসর্গগুলি আমাদের নিখুঁত করার জন্য যথেষ্ট ছিল না?

৪. ইব্রীয় ১০:২ পড়ুন। যদি কোনো উৎসর্গ হতো যা সত্যিই পাপের মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে তা আরাধনাকারীদের জন্য কী করবে?

৫. মাতাল চালককে কী করতে বাধ্য করা হয়েছিল?

৬. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর মানুষদের নিখুঁত করেন :

ক। সৎ কাজ দ্বারা
খ। মণ্ডলীতে গিয়ে
গ। দশ আজ্ঞা পালন করার দ্বারা
ঘ। যীশুর উৎসর্গ দ্বারা

ইব্রীয় ১০:১৪ — *কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য*

দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন।

৭. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। যীশুর উৎসর্গ (বিশ্বাসে গ্রহণ করে) বিশ্বাসীদের নিখুঁত করে :

ক। পরের বার সে পাপ করা পর্যন্ত

খ। অতীতের সকল পাপ থেকে

গ। চিরকালের জন্য

৮. আদিপুস্তক ২০:১-১৮ পড়ুন। এই গল্পে যে দুই জন ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তারা কারা?

আদিপুস্তক ২০:১-১৮ — *আর অব্রাহাম তথা হইতে দক্ষিণ দেশে যাত্রা করিয়া কাদেশ ও শূরের মধ্যস্থানে থাকিলেন, ও গরারে প্রবাস করিলেন। (২) আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে বলিলেন, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলক লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন। (৩) কিন্তু রাত্রিতে ঈশ্বর স্বপ্নযোগে অবীমেলকের নিকটে আসিয়া বলিলেন, দেখ, ওই যে নারীকে গ্রহণ করিয়াছ, তাহার জন্য তুমি মৃত্যুর পাত্র, কেননা সে এক ব্যক্তির স্ত্রী। (৪) তখন অবীমেলক তাঁহার কাছে যান নাই; তাই তিনি বলিলেন, হে প্রভো, সে জাতি নির্দোষ, তাহাকেও কি আপনি বধ করিবেন? (৫) সেই ব্যক্তি কি আমাকে বলে নাই, এ আমার ভগিনী? এবং সেই স্ত্রীও কি বলে নাই, এ আমার ভ্রাতা? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অন্তঃকরণের সরলতায় ও হস্তের নির্দোষিতায় করিয়াছি। (৬) তখন ঈশ্বর স্বপ্নযোগে তাঁহাকে বলিলেন, তুমি অন্তঃকরণের সরলতায় এ কর্ম করিয়াছ, তা আমি জানি, তাই আমার বিরুদ্ধে পাপ করিতে আমি তোমাকে বারণ করিলাম; এই জন্য তাহাকে স্পর্শ করিতে দিলাম না। (৭) অতএব সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া দাও, কেননা সে ভাববাদী; আর সে তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবে; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরাইয়া না দাও, তবে জানিও, তুমি ও তোমার সকলে নিশ্চয় মরিবে। (৮) পরে অবীমেলক প্রত্যূষে উঠিয়া আপনার সকল দাসকে ডাকিয়া ওই সমস্ত বৃত্তান্ত তাহাদের কর্ণগোচরে বলিলেন; তাহাতে তাহারা অতিশয় ভীত হইল। (৯) পরে অবীমেলক অব্রাহামকে ডাকাইয়া বলিলেন, আপনি আমাদের সহিত এ কি ব্যবহার করিলেন? আমি আপনার কাছে কি দোষ করিয়াছি যে, আপনি আমাকে ও আমার রাজ্যকে এমন মহাপাপগ্রস্ত করিলেন? আপনি আমার প্রতি অনুচিত কর্ম করিলেন। (১০) অবীমেলক অব্রাহামকে আরও বলিলেন, আপনি কি দেখিয়াছিলেন*

যে, এমন কর্ম করিলেন? (১১) তখন অব্রাহাম বলিলেন, আমি ভাবিয়াছিলাম, এই স্থানে আদ্‌বে ঈশ্বর-ভয় নাই, অতএব ইহারা আমার স্ত্রীর লোভে আমাকে বধ করিবে। (১২) আর সে আমার ভগিনী, ইহাও সত্য বটে; কেননা সে আমার পিতৃকন্যা, কিন্তু মাতৃকন্যা নহে, পরে আমার ভার্যা হইল। (১৩) আর যখন ঈশ্বর আমাকে পৈতৃক বাটী হইতে ভ্রমণ করাইয়াছিলেন, তখন আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম, আমার প্রতি তোমার এই দয়া করিতে হইবে, আমরা যে যে স্থানে যাইব, সেই সেই স্থানে তুমি আমার বিষয় বলিও, এ আমার ভ্রাতা। (১৪) তখন অবীমেলক মেষ, গরু ও দাস দাসী আনাইয়া অব্রাহামকে দান করিলেন, এবং তাঁহার স্ত্রী সারাকেও ফিরাইয়া দিলেন; (১৫) আর অবীমেলক বলিলেন, দেখুন, আমার দেশ আপনার সমক্ষে আছে আপনার যথা ইচ্ছা, বসতি করুন। (১৬) আর তিনি সারাকে বলিলেন, দেখুন, আমি আপনার ভ্রাতাকে সহস্র থান রৌপ্য দিলাম; দেখুন, আপনার সঙ্গী সকলের নিকটে তাহা আপনার চক্ষুর আবরণস্বরূপ; সকল বিষয়ে আপনার বিচার নিষ্পত্তি হইল। (১৭) পরে অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, আর ঈশ্বর অবীমেলককে ও তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার দাসীগণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা প্রসব করিল। (১৮) কেননা অব্রাহামের স্ত্রী সারার নিমিত্ত সদাপ্রভু অবীমেলকের গৃহে সমস্ত গর্ভ রোধ করিয়াছিলেন।

৯. আদিপুস্তক ২০:২ এবং ৫ পড়ুন। এই গল্পে কে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং অন্যজনকে প্রতারিত করেছিল?

আদিপুস্তক ২০:২ — *আর অব্রাহাম আপন স্ত্রী সারার বিষয়ে বলিলেন, এ আমার ভগিনী; তাহাতে গরারের রাজা অবীমেলক লোক পাঠাইয়া সারাকে গ্রহণ করিলেন।*

আদিপুস্তক ২০:৫ — *সেই ব্যক্তি কি আমাকে বলে নাই, এ আমার ভগিনী? এবং সেই স্ত্রীও কি বলে নাই, এ আমার ভ্রাতা? আমি যাহা করিয়াছি, তাহা অন্তঃকরণের সরলতায় ও হস্তের নির্দোষতায় করিয়াছি।*

১০. আদিপুস্তক ২০:৭ পড়ুন। আমি নিশ্চিত যে ঈশ্বর অব্রাহামের এই কাজ সমর্থন করেননি। কিন্তু ঈশ্বর কার পক্ষে গিয়েছিলেন, অব্রাহাম না অবীমেলক?

কেন? আদিপুস্তক ১৫:১, ১৮; এবং যাকোব ২:২৩।

আদিপুস্তক ২০:৭ — *অতএব সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া দাও, কেননা সে ভাববাদী; আর সে তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে,তাহাতে তুমি বাঁচিবে; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরাইয়া না দাও, তবে জানিও, তুমি ও তোমার সকলে নিশ্চয় মরিবে।*

আদিপুস্তক ১৫:১ — *ওই ঘটনার পরে দর্শনযোগে সদাপ্রভুর বাক্য অব্রামের নিকটে উপস্থিত হইল, তিনি বলিলেন, অব্রাম, ভয় করিও না, আমিই তোমার ঢাল ও তোমার পুরস্কার।*

আদিপুস্তক ১৫:১৮ — *সেই দিন সদাপ্রভু অব্রামের সহিত নিয়ম স্থির করিয়া বলিলেন, আমি মিসরের নদী অবধি মহানদী, ফরাৎ নদী পর্যন্ত এই দেশ তোমার বংশকে দিলাম।*

যাকোব ২:২৩ — *তাহাতে এই শাস্ত্রীয় বচন পূর্ণ হইল, ‘‘অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করিলেন, এবং তাহা তাঁহার পক্ষে ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হইল,’’ আর তিনি ‘‘ঈশ্বরের বন্ধু’’ এই নাম পাইলেন।*

১১. আদিপুস্তক ২০:৭ এবং ১৭-১৮ পড়ুন। অব্রাহাম যদিও ভুল ছিলেন, ঈশ্বর কাকে কার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন?

ক। অবীমেলকের জন্য অব্রাহামকে প্রার্থনা করতে

খ। অব্রাহামের জন্য অবীমেলককে প্রার্থনা করতে

গ। তারা একে অপরের জন্য প্রার্থনা করবেন

আদিপুস্তক ২০:৭ — *অতএব সেই ব্যক্তির স্ত্রী তাহাকে ফিরাইয়া দাও, কেননা সে ভাববাদী; আর সে তোমার জন্য প্রার্থনা করিবে, তাহাতে তুমি বাঁচিবে; কিন্তু যদি তাহাকে ফিরাইয়া না দাও, তবে জানিও, তুমি ও তোমার সকলে নিশ্চয় মরিবে।*

আদিপুস্তক ২০:১৭-১৮ — *পরে অব্রাহাম ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করিলেন, আর ঈশ্বর অবীমেলককে ও তাঁহার স্ত্রী ও তাঁহার দাসীগণকে সুস্থ করিলেন; তাহাতে তাহারা প্রসব করিল। (১৮) কেননা অব্রাহামের স্ত্রী সারার নিমিত্ত সদাপ্রভু অবীমেলকের গৃহে সমস্ত গর্ভ রোধ করিয়াছিলেন।*

১২. রোমীয় ৮:৩১ পড়ুন। আমরা যদিও কখনও কখনও অকৃতকার্য হই, কে আমাদের পক্ষে থাকেন?

রোমীয় ৮:৩১ — *এই সকল ধরিয়া আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন আমাদের বিপক্ষে কে?*

১৩. রোমীয় ৪:৮ পড়ুন। আমরা যদিও ভুল করি, ঈশ্বর কী বলেছেন যে তিনি করবেন না?

রোমীয় ৪:৮ — *ধন্য সেই ব্যক্তি, যাহার পক্ষে প্রভু পাপ গণনা করেন না।*

১৪. ইব্রীয় ৮:১২-১৩ পড়ুন। নূতন চুক্তি অনুসারে, ঈশ্বর কী প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি করবেন না?

ইব্রীয় ৮:১২-১৩ — *কেননা আমি তাহাদের অপরাধ সকল ক্ষমা করিব, এবং তাহাদের পাপ সকল আর কখনও স্মরণে আনিব না। 'নূতন' বলাতে তিনি প্রথমটি পুরাতন করিয়াছেন; কিন্তু যাহা পুরাতন ও জীর্ণ হইতেছে, তাহা অন্তর্হিত হইতে উদ্যত।*

১৫. ইফিষীয় ২:৫ এবং ৮-৯ পড়ুন। আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পাবো?

ইফিষীয় ২:৫ — *এমন কি, অপরাধে মৃত আমাদিগকে, খ্রীষ্টের সহিত জীবিত করিলেন—অনুগ্রহেই তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ।*

ইফিষীয় ২:৮-৯ — *কেননা অনুগ্রহেই, বিশ্বাস দ্বারা তোমরা পরিত্রাণ পাইয়াছ; এবং ইহা তোমাদের হইতে হয় নাই, ঈশ্বরেরই দান; (৯) তাহা কর্মের ফল নয়, যেন কেহ শ্লাঘা না করে।*

১৬. তীত ৩:৫ পড়ুন। আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পাই না?

আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পাবো?

তীত ৩:৫ — *তিনি আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু নয়, কিন্তু আপনার দয়ানুসারে, পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদিগকে পরিত্রাণ করিলেন।*

১৭. ইফিষীয় ১:৬ পড়ুন। আমরা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের প্রশংসা করব কেননা তিনি আমাদের তাঁর .... উদ্ধার করেছেন। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রিয়তমে (খ্রীষ্ট যীশুতে) .... করেছেন।

ইফিষীয় ১:৬ — *সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত*

করিয়াছেন।

উত্তরের নমুনা

১. যখন এই রকম হচ্ছে তখন এই লোকটির সঙ্গে সেই পরিবারটির সম্পর্ক কেমন হতে পারে?

ক্ষমা, তিক্ততা এবং কলহের সম্পর্ক

২. ইব্রীয় ১০:১ পড়ুন। ব্যবস্থা কী করতে পারে না?

নিখুঁত আরাধনা করাতে পারে না (কোনো ত্রুটি ছাড়া)

৩. ইব্রীয় ১০:১ পড়ুন। এই পদে কী ইঙ্গিত করে যে পুরাতন নিয়মের উৎসর্গগুলি আমাদের নিখুঁত করার জন্য যথেষ্ট ছিল না?

সেগুলি বারবার করা হতো — দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক। যেহেতু সেগুলি বারবার করা হতো তাতে এটি প্রমাণ করে যে পাপের সমস্যাগুলি চিরকালের জন্য সমাধান করা সম্ভব ছিল না

৪. ইব্রীয় ১০:২ পড়ুন। যদি কোনো উৎসর্গ হতো যা সত্যিই পাপের মোকাবিলা করতে পারে, তাহলে তা আরাধনাকারীদের জন্য কী করবে?

এটি তাদের আর পাপের সংবেদ থাকবে না (সবর্দা অকৃতকার্যতার দ্বারা পরাজিত)

৫. মাতাল চালককে কী করতে বাধ্য করা হয়েছিল?

তার পাপ সম্বন্ধে সবর্দা চিন্তা করতে

৬. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। ঈশ্বর তাঁর মানুষদের নিখুঁত করেন :

ঘ। যীশুর উৎসর্গ দ্বারা

৭. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। যীশুর উৎসর্গ (বিশ্বাসে গ্রহণ করে) বিশ্বাসীদের নিখুঁত করে :

গ। চিরকালের জন্য

৮. আদিপুস্তক ২০:১-১৮ পড়ুন। এই গল্পে যে দুই জন ব্যক্তির বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে তারা কারা?

অব্রাহাম এবং অবীমেলক

৯. আদিপুস্তক ২০:২ এবং ৫ পড়ুন। এই গল্পে কে মিথ্যা কথা বলেছিল এবং অন্যজনকে প্রতারিত করেছিল?

অব্রাহাম

১০. আদিপুস্তক ২০:৭ পড়ুন। আমি নিশ্চিত যে ঈশ্বর অব্রাহামের এই কাজ সমর্থন করেননি। কিন্তু ঈশ্বর কার পক্ষে গিয়েছিলেন, অব্রাহাম না অবীমেলক?

অব্রাহাম

কেন? আদিপুস্তক ১৫:১, ১৮; এবং যাকোব ২:২৩।

কেননা ঈশ্বরের সঙ্গে অব্রাহামের একটি নিয়ম স্থির করা ছিল এবং তিনি ঈশ্বরের বন্ধু ছিলেন

১১. আদিপুস্তক ২০:৭ এবং ১৭-১৮ পড়ুন। অব্রাহাম যদিও ভুল ছিলেন, ঈশ্বর কাকে কার জন্য প্রার্থনা করতে বলেছিলেন?

ক। অবীমেলকের জন্য অব্রাহামকে প্রার্থনা করতে

১২. রোমীয় ৮:৩১ পড়ুন। আমরা যদিও কখনও কখনও অকৃতকার্য হই, কে আমাদের পক্ষে থাকেন?

ঈশ্বর

১৩. রোমীয় ৪:৮ পড়ুন। আমরা যদিও ভুল করি, ঈশ্বর কী বলেছেন যে তিনি করবেন না?

আমাদের পাপের জন্য আমাদের অভিযুক্ত করবেন না; তার অর্থ, আমাদের পক্ষে পাপ গণনা করবেন না।

১৪. ইব্রীয় ৮:১২-১৩ পড়ুন। নূতন চুক্তি অনুসারে, ঈশ্বর কী প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি করবেন না?

ঈশ্বর আমাদের পাপ স্মরণে আনবেন না অথবা সেগুলি আমাদের বিরুদ্ধে ধরবেন না।

১৫. ইফিষীয় ২:৫ এবং ৮-৯ পড়ুন। আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পাবো?

তাঁর অনুগ্রহে; তার অর্থ, আমাদের প্রতি তাঁর অযাচিত অনুগ্রহ এবং দয়া

১৬. তীত ৩:৫ পড়ুন। আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পাই না?

আমাদের কৃত ধর্মকর্মহেতু

আমরা কেমন করে পরিত্রাণ পাবো?

তাঁর করুণা অনুসারে। পুনর্জন্মের স্নান ও পবিত্র আত্মার নূতনীকরণ দ্বারা আমাদের পরিত্রাণ করেছেন

১৭. ইফিষীয় ১:৬ পড়ুন। আমরা অনন্তকাল ধরে ঈশ্বরের প্রশংসা করব কেননা তিনি আমাদের তাঁর .... উদ্ধার করেছেন। কারণ তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন এবং সেই প্রিয়তমে (খ্রীষ্ট যীশুতে) .... করেছেন।

অনুগ্রহ / গ্রহণ

পাঠ ১১
আমাকে ভালোবাসে, আমি সুন্দর

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

একদিন মাইকেল তার এক সহপাঠির বিষয় গোপন তথ্য দিতে আমার অফিসে এলো। আমি যখন চ্যারিস বাইবেল কলেজে আমার সেশনে লেকচার দিচ্ছিলাম, মনে হয়েছিল যে প্যাটরিশীয়া তার নিজস্ব নোট প্যাডে লিখছিল। তার নোটে এই কথা লেখা ছিল : ‘‘আমাকে ভালোবাসে, আমি সুন্দর,’’ ইত্যাদি। প্যাটরিশীয়া এমন এক ব্যক্তি ছিল যে তার পোশাক দ্বারা অন্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করত। তার প্রকৃত কারণ হল যে প্যাটরিশীয়া এই কথাগুলি প্রকাশ করেছিল যার উদ্দেশ্য ছিল যে তার মনে হতো কেউ তাকে ভালোবাসে না বা সে সুন্দর নয়, কিন্তু সে নিজেকে প্রত্যাখ্যাত এবং প্রেমবিহীন মনে করত।

মানুষ হিসাবে, আমাদের সকলেরই একই মৌলিক চাহিদা আছে — ইচ্ছা যেন অপরে ভালোবাসে, গ্রহণ করে এবং মূল্য দেয়, এমনকি আত্ম-মূল্যের চেতনা এবং জানা যে আমরা ঈশ্বরের সঙ্গে সঠিক অবস্থানে রয়েছি। বর্তমানে অনেক ধর্ম আছে যেখানে আমাদের মনে হয় যেন আমরা প্রেমবিহীন, মূল্যহীন এবং গ্রহণযোগ্য নয়। শয়তানের একটি বৃহত্তম সুরক্ষিত স্থান যা সে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে তা হল দোষ এবং নিন্দা, যদিও আমাদের সেই বিষয়ে বেশ আত্মিক বোধ হয়।

এখানে প্রশ্ন হল : আপনারা যখন প্রথম যীশুর কাছে এসেছিলেন তখন আপনাদের মধ্যে কতজনকে বলা হয়েছিল যে তিনি কেবল আপনাকে ভালোবাসেন তা নয়, কিন্তু তাঁকে গ্রহণ করলে, তিনি আপনার নিখুঁত ধার্মিকতা হবেন? বাস্তবে, যে ধার্মিকতা তিনি দেবেন তা আপনার সমস্ত প্রয়োজনীয় ধার্মিকতা (১ করিন্থীয় ১:৩০ পদ বলে, ‘‘কিন্তু তাঁহা হইতে তোমরা সেই খ্রীষ্ট যীশুতে আছ, যিনি হইয়াছেন আমাদের জন্য ঈশ্বর হইতে জ্ঞান—ধার্মিকতা ও পবিত্রতা এবং মুক্তি’’)। এটি হল সুসমাচারের ভালো সংবাদ : ‘‘কেননা আমি সুসমাচার সম্বন্ধে লজ্জিত নহি; কারণ উহা প্রত্যেক বিশ্বাসীর পক্ষে পরিত্রাণার্থে ঈশ্বরের শক্তি; প্রথমত ইহুদির পক্ষে, আর গ্রিকেরও পক্ষে। কারণ ঈশ্বর-দেয় এক ধার্মিকতা সুসমাচারে প্রকাশিত হইতেছে, তাহা বিশ্বাসমূলক ও বিশ্বাসজনক, যেমন লেখা আছে,

কিন্তু ধার্মিক ব্যক্তি বিশ্বাস হেতু বাঁচিবে" (রোমীয় ১:১৬-১৭)। "কিন্তু যে ব্যক্তি কার্য করে না — তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে, যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন — তাহার বিশ্বাসই ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হয়" (রোমীয় ৪:৫)। ঈশ্বর আমাদের আহ্বান করেননি বিশ্বাসে বিশ্বাস রাখতে কিংবা কোন কিছুর জন্য বিশ্বাস রাখতে, কিন্তু তাঁর উপর আত্মবিশ্বাসী, প্রত্যয় এবং নির্ভরশীল বিশ্বাস রাখতে।

ঈশ্বর ইতিমধ্যে আমাদের যতখানি ভালোবাসেন তার থেকে আর বেশি ভালোবাসতে পারবেন না। তিনি প্রেম (১ যোহন ৪:৮)। কিন্তু আপনি আরো বেশি গ্রহণ করতে পারেন, আরো বেশি অনুভব করতে পারেন এবং আরও বেশি অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। এটি আপনি যত বেশি বিশ্বাস করবেন, তত দেখবেন যে আপনি ঈশ্বরকে ভালোবাসছেন। ধর্মশাস্ত্র বলে, "আমরা প্রেম করি, কারণ তিনিই প্রথমে আমাদিগকে প্রেম করিয়াছেন" (১ যোহন ৪:১৯)। এই বিষয় চিন্তা করুন, বিশ্বাস করুন এবং গ্রহণ করুন!

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ পড়ুন। প্রেরিত পৌল কি বিষয় প্ররোচিত হয়েছিলেন?

রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ – *কেননা আমি নিশ্চয় জানি, কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, (৩৯) কি ঊর্ধ্ব স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু, কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না।*

২. আমি যখন বাইবেল কলেজে ছিলাম, আমার একজন প্রফেসর ছিলেন যিনি কিছু নোট দিতেন যেখানে বলা হয়েছিল : "সমর্থন হল বিচার-সম্বন্ধীয় কাজ যার দ্বারা ঈশ্বর ঘোষণা করেন যে বিশ্বাস করে সে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়, সৎকর্ম করে না।" আমি যখন নিজে ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ন করলাম, আমি আরো নিশ্চিত হলাম যে সমর্থন হল ধার্মিকতার এক দান যা আপনাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে। রোমীয় ৫:১৯ পদ পড়ুন। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিশ্বাসে (ব্যবস্থা পালন করে এবং ক্রুশের মাধ্যমে গিয়ে), অনেকে

ক। ধার্মিক ঘোষিত হবে

খ। মনে হবে ধার্মিক

গ। ধার্মিক করা হবে

রোমীয় ৫:১৯ – *কারণ যেমন সেই এক মনুষ্যের অনাজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে পাপী বলিয়া ধরা হইল, তেমনি সেই আর এক ব্যক্তির আজ্ঞাবহতা দ্বারা অনেককে ধার্মিক বলিয়া ধরা হইবে।*

৩. ২ করিন্থীয় ৫:২১ পড়ুন। যিনি পাপ জানেন নাই (কখনো পাপ করেননি), তাঁহাকে (যীশু খ্রীষ্ট) তিনি (ঈশ্বর) আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা ....।

২ করিন্থীয় ৫:২১ – *যিনি পাপ জানেন নাই, তাঁহাকে তিনি আমাদের পক্ষে*

পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই।

৪. কলসীয় ১:২১-২২ পড়ুন। যীশু খ্রীষ্ট জগতে এসেছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন। এই কারণে, আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এমন মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারি যে পবিত্র, নিখুঁত এবং নির্দোষ :

ক। আপনার স্ত্রীর দৃষ্টিতে
খ। আপনার বন্ধুর দৃষ্টিতে
গ। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে

কলসীয় ১:২১-২২ – *আর পূর্বে চিত্তে দুষ্ক্রিয়াতে বহিঃস্থ ও শত্রু ছিলে যে তোমরা, (২২) তোমাদিগকে তিনি এখন খ্রীষ্টের মাংসময় দেহে মৃত্যু দ্বারা সম্মিলিত করিলেন, যেন পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও নির্দোষ করিয়া আপনার সাক্ষাতে উপস্থিত করেন।*

৫. ইফিষীয় ১:৬ পড়ুন। তাঁর অনুগ্রহের জন্য আমরা অনন্তকাল ধরে তাঁর প্রশংসা করব কেননা তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

ইফিষীয় ১:৬ – *সেই অনুগ্রহে তিনি আমাদিগকে সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন।*

৬. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। যীশুর এবং তাঁর ক্রুশে উৎসর্গ দ্বারা, আমরা কত সময় পর্যন্ত সিদ্ধ থাকব?

ক। যতক্ষণ না আপনি আবার পাপ করছেন
খ। যতক্ষণ না আপনি মণ্ডলীতে যাচ্ছেন
গ। চিরকাল

ইব্রীয় ১০:১৪-১৭ – *কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন। (১৫) আর পবিত্র আত্মাও আমাদের কাছে সাক্ষ্য দিতেছেন, কারণ অগ্রে তিনি বলেন, (১৬) "সেই কালের পর প্রভু বলেন, আমি তাহাদের সহিত এই নিয়ম স্থির করিব, আমি তাহাদের হৃদয়ে আমার ব্যবস্থা দিব, আর তাহাদের চিত্তে তাহা লিখিব," (১৭) তৎপরে তিনি বলেন, "এবং তাহাদের পাপ ও অধর্ম সকল আর কখনও স্মরণে আনিব না।"*

৭. ইব্রীয় ১০:১৫-১৭ পড়ুন। নূতন ব্যবস্থায়, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের পাপ স্মরণ করবেন :

ক। প্রত্যেকবার আমরা যখন পাপ করব
খ। আমরা যখন দশমাংশ দেবো না
গ। কখনও না

৮. রোমীয় ৬:১-২ পড়ুন। আমাদের পাপের থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মহান। আমরা কি পাপে জীবনযাপন করতে থাকব যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ মহান হিসাবে দৃশ্য হয়?

রোমীয় ৬:১-২ – *তবে কি বলিব? অনুগ্রহের বাহুল্য যেন হয় এই নিমিত্ত কি পাপে থাকিব? (২) তাহা দূরে থাকুক। আমরা তো পাপের সম্বন্ধে মরিয়াছি, আমরা কি প্রকারে আবার পাপে জীবনযাপন করিব?*

৯. ইব্রীয় ৯:১২ পড়ুন। কী ধরনের উদ্ধার (আমাদের পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি) যীশু আমাদের জন্য উপার্জন করেছেন?

ক। সাময়িক উদ্ধার
খ। আংশিক উদ্ধার
গ। অনন্তকালীন উদ্ধার

ইব্রীয় ৯:১২ – *সেই তাঁবু দিয়া — ছাগদের ও গোবৎসদের রক্তের গুণে নয়, কিন্তু নিজ রক্তের গুণে — একবারে পবিত্র স্থানে প্রবেশ করিয়াছেন, ও অনন্তকালীয় মুক্তি উপার্জন করিয়াছেন।*

১০. রোমীয় ৮:৩৩ পড়ুন। ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনতে পারে এমন কারও নাম বলুন?

রোমীয় ৮:৩৩ – *ঈশ্বরের মনোনীতদের বিপক্ষে কে অভিযোগ করিবে? ঈশ্বর ত তাহাদিগকে ধার্মিক করেন; কে দোষী করিবে?*

১১. রোমীয় ৮:৩৪ পড়ুন। ঈশ্বরের লোকদের দোষী করতে পারে (অর্থাৎ, বিচারের আওতায় আনতে পারে) এমন কারও নাম বলুন?

রোমীয় ৮:৩৪-৩৫ – *খ্রীষ্ট যীশু মরিলেন, বরং উত্থাপিতও হইলেন; আর তিনিই ঈশ্বরের দক্ষিণে আছেন, আবার আমাদের পক্ষে অনুরোধ করিতেছেন। (৩৫) খ্রীষ্টের প্রেম হইতে কে আমাদিগকে পৃথক করিবে? কি ক্লেশ? কি সঙ্কট? কি তাড়না? কি দুর্ভিক্ষ? কি উলঙ্গতা? কি প্রাণ-সংশয়? কি খড়্গ?*

১২. রোমীয় ৮:৩৫ পড়ুন। ঈশ্বরের প্রেম থেকে একজন খ্রীষ্টিয়ানকে আলাদা করতে পারে এমন কারও নাম বলুন?

১৩. রোমীয় ৮:৩১ পড়ুন। এই শিষ্যত্ব পাঠের উপসংহারটি কী?

রোমীয় ৮:৩১ – *এই সকল ধরিয়া আমরা কি বলিব? ঈশ্বর যখন আমাদের সপক্ষে, তখন আমাদের বিপক্ষে কে?*

উত্তরের নমুনা

১. রোমীয় ৮:৩৮-৩৯ পড়ুন। প্রেরি পৌল কি বিষয় প্ররোচিত হয়েছিলেন?
তিনি প্ররোচিত হয়েছিলেন যে কিছুই আমাদেরকে ঈশ্বরের প্রেম থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারবে না — কি মৃত্যু, কি জীবন, কি দূতগণ, কি আধিপত্য সকল, কি উপস্থিত বিষয় সকল, কি ভাবী বিষয় সকল, কি পরাক্রম সকল, কি উর্ধ্ব স্থান, কি গভীর স্থান, কি অন্য কোন সৃষ্ট বস্তু। কিছুই আমাদের প্রভু খ্রীষ্ট যীশুতে অবস্থিত ঈশ্বরের প্রেম হইতে আমাদিগকে পৃথক করিতে পারিবে না।

২. আমি যখন বাইবেল কলেজে ছিলাম, আমার একজন প্রফেসর ছিলেন যিনি কিছু নোট দিতেন যেখানে বলা হয়েছিল : "সমর্থন হল বিচার-সম্বন্ধীয় কাজ যার দ্বারা ঈশ্বর ঘোষণা করেন যে বিশ্বাস করে সে ধার্মিক প্রতিপন্ন হয়, সৎকর্ম করে না।" আমি যখন নিজে ধর্মশাস্ত্র অধ্যায়ন করলাম, আমি আরো নিশ্চিত হলাম যে সমর্থন হল ধার্মিকতার এক দান যা আপনাকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে ধার্মিক প্রতিপন্ন করে। রোমীয় ৫:১৯ পদ পড়ুন। যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে বিশ্বাসে (ব্যবস্থা পালন করে এবং ক্রুশের মাধ্যমে গিয়ে), অনেকে
গ। ধার্মিক করা হবে

৩. ২ করিন্থীয় ৫:২১ পড়ুন। যিনি পাপ জানেন নাই (কখনো পাপ করেননি), তাঁহাকে (যীশু খ্রীষ্ট) তিনি (ঈশ্বর) আমাদের পক্ষে পাপস্বরূপ করিলেন, যেন আমরা ....।
তাঁহাতে ঈশ্বরের ধার্মিকতা-স্বরূপ হই।

৪. কলসীয় ১:২১-২২ পড়ুন। যীশু খ্রীষ্ট জগতে এসেছিলেন এবং আমাদের পাপের জন্য মরেছিলেন। এই কারণে, আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতিতে এমন মানুষ হয়ে দাঁড়াতে পারি যে পবিত্র, নিখুঁত এবং নির্দোষ :
গ। ঈশ্বরের দৃষ্টিতে

৫. ইফিষীয় ১:৬ পড়ুন। তাঁর অনুগ্রহের জন্য আমরা অনন্তকাল ধরে তাঁর প্রশংসা করব কেননা তিনি আমাদের সেই প্রিয়তমে অনুগৃহীত করিয়াছেন।

সেই প্রিয়তমে অর্থাৎ খ্রীষ্টে) অনুগৃহীত করেছেন।

৬. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। যীশুর এবং তাঁর ক্রুশে উৎসর্গ দ্বারা, আমরা কত সময় পর্যন্ত সিদ্ধ থাকব?

গ। চিরকাল

৭. ইব্রীয় ১০:১৫-১৭ পড়ুন। নূতন ব্যবস্থায়, ঈশ্বর প্রতিজ্ঞা করেছেন আমাদের পাপ স্মরণ করবেন :

গ। কখনও না

৮. রোমীয় ৬:১-২ পড়ুন। আমাদের পাপের থেকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ মহান। আমরা কি পাপে জীবনযাপন করতে থাকব যেন ঈশ্বরের অনুগ্রহ মহান হিসাবে দৃশ্য হয়?

তা দূরে থাকুক। না!

৯. ইব্রীয় ৯:১২ পড়ুন। কী ধরনের উদ্ধার (আমাদের পাপের শাস্তি থেকে মুক্তি) যীশু আমাদের জন্য উপার্জন করেছেন?

গ। অনন্তকালীন উদ্ধার

১০. রোমীয় ৮:৩৩ পড়ুন। ঈশ্বরের মনোনীত ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনতে পারে এমন কারও নাম বলুন?

কেউ না

১১. রোমীয় ৮:৩৪ পড়ুন। ঈশ্বরের লোকদের দোষী করতে পারে (অর্থাৎ, বিচারের আওতায় আনতে পারে) এমন কারও নাম বলুন?

কেউ না

১২. রোমীয় ৮:৩৫ পড়ুন। ঈশ্বরের প্রেম থেকে একজন খ্রীষ্টিয়ানকে আলাদা করতে পারে এমন কারও নাম বলুন?

কেউ না

১৩. রোমীয় ৮:৩১ পড়ুন। এই শিষ্যত্ব পাঠের উপসংহারটি কী?

এই যে ঈশ্বর আমাদের সপক্ষে, এবং কেউ আমাদের বিপক্ষে থাকতে পারবে না

পাঠ ১২

পরিত্রাণের ফল - ১ম অংশ

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

এক-কালীন বিশ্বাসের কাজ কি ‘‘উদ্ধার’’ করতে পারে যদি এটি অব্যাহত না থাকে? এটি কি থামতে পারে এবং তখনও প্রতিশ্রুতি পেতে পারে? অব্রাহাম ঈশ্বরে বিশ্বাস করেছিলেন এবং এটি তাঁর পক্ষে ধার্মিকতা বলে গণনা করা হয়েছিল (আদিপুস্তক ১৫:৬)। অব্রাহামের বিশ্বাস যদি স্থগিত (থেমে) হয়ে যেত, ধার্মিকতা কি গণনা করা স্থগিত হয়ে যেত?

ধর্মশাস্ত্র থেকে, আমরা জানি যে ‘‘বিশ্বাস’’ শুরু হয় সম্পূর্ণ এক-কালীন কাজ দিয়ে কিন্তু খ্রীষ্টীয় জীবনে চলতে থাকে যেমন গ্রিক *বর্তমান কালে* প্রকাশ করে। আদেশ যা বর্তমান কালে দেওয়া হয় সেগুলি আশা করা হয় যে চলতে থাকবে, কিংবা পুনরাবৃত্তি, প্রয়োগ। *বর্তমান কাল* ব্যবহার করার সময়, আমরা যদি বাইবেলের পাঠকদের নিম্নলিখিত বাক্য অথবা বাক্যাংশ সরবারহ করি, তাহলে পাঠক বা পাঠিকার বাইবেলের অনুচ্ছেদ বুঝবার ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারব। এই শব্দগুলি হল : ***পুনঃপুন; অর্থাৎ, বার বার, প্রতিনিয়ত, ক্রমাগত, রীতিমত, অভ্যাস হিসাবে অথবা জীবনধারা, অথবা অবিচ্ছেদে।***

নিম্নলিখিত অনুচ্ছেদগুলি বিবেচনা করুন এবং দেখুন কেমন করে গ্রিক বর্তমান কাল সেগুলি প্রভাবিত করে :

যোহন ৩:১৬ — কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে (বর্তমান কাল : বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করতেই থাকবে), **সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।**

ইব্রীয় ১০:১৪ — কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন *(বর্তমান কাল : যাদের পৃথক করা হয়েছে এবং পৃথক থাকবে, সেই একই নৈবেদ্য চিরকালের জন্য সিদ্ধ হয়েছে।* নিউ কিং জেমস্ ভার্সন বলে *"পবিত্রীকৃত করা হচ্ছে"*। নিউ ইনটারন্যাশনাল ভার্সন বলে, *"পবিত্রীকৃত করা হচ্ছে")*।

১ যোহন ৩:৯ — যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না *(বর্তমান কাল : অর্থাৎ, সে আর তার জীবনধারা অনুযায়ী পাপ করতে থাকে না, অননুতপ্ত হৃদয় প্রকাশ করে না)*, **কারণ তাঁহার বীর্য তাহার অন্তরে থাকে** *(বর্তমান কাল : কারণ ঈশ্বরের বীজ আছে এবং অবিরত থাকবে)*; **এবং সে পাপ করিতে পারে না** *(বর্তমান কাল : তার জীবনধারা অনুযায়ী অথবা চলতেই থাকবে)*, **কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত।**

মার্ক ১:১৫ — কাল সম্পূর্ণ হইলে, ঈশ্বরের রাজ্য সন্নিকট হইল; তোমরা মন ফিরাও *(বর্তমান কাল : অর্থাৎ, মন ফিরানো এবং যখনই প্রয়োজন অথবা পরিস্থিতি দেখা দেবে)*, **ও সুসমাচারে বিশ্বাস করো** *(বর্তমান কাল : অর্থাৎ, বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করতে থাকে)*।

যোহন ৫:২৪ — সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে ব্যক্তি আমার বাক্য শুনে, ও যিনি আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহাকে বিশ্বাস করে *(বর্তমান কাল : এবং বিশ্বাস করতে থাকে)*, **সে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং বিচারে আনীত হয় না, কিন্তু সে মৃত্যু হইতে জীবনে পার হইয়া গিয়াছে।**

লূক ১৫:৭ — আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তদ্রূপ একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে *(বর্তমান কাল : এবং মন ফিরাতে থাকে)*; **যাহাদের মন ফিরান অনাবশ্যক, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না।**

প্রেরিত ১৭:৩০ — ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনপরিবর্তন করিতে *(বর্তমান কাল : এবং মন ফিরাতে থাকে)* **আজ্ঞা দিতেছেন** *(বর্তমান কাল : এবং আজ্ঞা দিয়ে চলেছেন)*।

যোহন ৬:৪৭ — সত্য, সত্য, আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, যে বিশ্বাস করে *(বর্তমান কাল : এবং বিশ্বাস করে চলেছে)*, **সে অনন্ত জীবন পাইয়াছে।**

রোমীয় ৪:৫ — কিন্তু যে কার্য করে না, তাঁহারই উপরে বিশ্বাস করে *(বর্তমান কাল : এবং বিশ্বাস করে চলেছে)*, **যিনি ভক্তিহীনকে ধার্মিক গণনা করেন, তাহার বিশ্বাসই ধার্মিকতা বলিয়া গণিত হয়।**

প্রেরিত ২৬:২০ -– কিন্তু প্রথমে দম্মেশকের লোকদের কাছে, পরে যিরূশালেমে ও যিহূদিয়ার সমস্ত জনপদে, এবং পরজাতিদের কাছে প্রচার করিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন ফিরায় *(বর্তমান কাল : এবং মন ফিরাতে থাকে)*, **ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে** *(বর্তমান কাল : এবং ফিরে আসতে থাকে)*, **মনপরিবর্তনের উপযোগী কার্য করে** *(বর্তমান কাল : এবং কাজ যা প্রমাণ করবে যে আপনি মন ফিরিয়েছেন)*।

উপসংহার : ধর্মশাস্ত্রে একশত বারের বেশি *বর্তমান কাল* ব্যবহার করা হয়েছে। আমার ইচ্ছা নয় যে ধর্মশাস্ত্র থেকে এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সমস্ত উদ্ধৃতি দেওয়া। জীবনদায়ী বিশ্বাসের সত্য হল যে এটি থেমে থাকে না এবং এটি আরমিনিয়াইসম ও ক্যালভিনিসম ধর্মতত্ত্ব উভয়ই শিক্ষা দেয়, যদিও তাদের দৃষ্টিকোণ ভিন্ন।

ক্যালভিনিসম, যা অনন্তকালীন নিরাপত্তা দাবী করে, শিক্ষা দেয় যে প্রকৃত বিশ্বাসীদের হয়ত পদস্খলন হতে পারে অথবা পড়ে যেতে পারে, কিন্তু তারা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাসে অটল থাকবে (১ করিন্থীয় ১:৮)। যারা অনন্তকালীন নিরাপত্তায় বিশ্বাস করে তারা আরও বিশ্বাস করে যে প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের পাপে মৃত্যুর অভিজ্ঞতা আছে এবং তারা পাপ করতে থাকবে না (রোমীয় ৬:১-৩)। যারা ভবিষ্যতে খ্রীষ্ট থেকে সম্পূর্ণ সরে যাবে প্রকাশ করে

যে তারা কখনওই নূতন জন্ম প্রাপ্ত হয়নি।

আর আরমিনিয়ান ধর্মতত্ত্ব শিক্ষা দেয় যে প্রকৃত বিশ্বাসীরা খ্রীষ্টীয় বিশ্বাস থেকে সরে যেতে পারে। তারা সাধারণত বিশ্বাস করে এবং শিক্ষা দেয় যে যারা পড়ে যায় তারা তাদের পরিত্রাণ হারায় অথবা তাদের কাছ থেকে তা নিয়ে নেওয়া হয়। তাদের পদ্ধতিতে নামধারী খ্রীষ্টিয়ানরা যারা ক্রমাগত বিদ্রোহ করে অথবা ইচ্ছাকৃত পাপ করে তাদের জীবনে মনপরিবর্তনের কোনো ফল প্রকাশ পায় না, তাদের কোনো স্থান নেই।

প্রেরিত যোহন বলেছেন, *"আমরা যদি বলি যে, আমাদের পাপ নাই, তবে আপনারা আপনাদিগকে ভুলাই"* (১ যোহন ১:৮), কিন্তু তিনি আরও বলেছেন, *"যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না"* (১ যোহন ৩:৯)। এখানে আমরা আপার্তবৈপরীতা দেখি, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রে কোনও অসঙ্গতি নেই। সকল খ্রীষ্টিয়ান পাপ করে (১ যোহন ১:৮), কিন্তু সকল খ্রীষ্টিয়ান বাধ্যও হয় (১ যোহন ২:৩)। খ্রীষ্টিয়ানদের মধ্যে পাপ এবং জাগতিকতা এখনও বর্তমান, কিন্তু পাপ তাদের প্রভু অথবা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হতে পারবে না (১ যোহন ৩:৯)। প্রকৃত মনপরিবর্তন এবং বিশ্বাসের জন্য প্রয়োজন মনের পরিবর্তন, হৃদয়ের পরিবর্তন, গতিপথের পরিবর্তন, যদিও এটি নিখুঁত নয় (প্রেরিত ২৬:১৮ এবং ১ যোহন ১:৮)। এখনও বিশ্বাসের বাস্তবতা এবং সত্যতার পরীক্ষা হল "ফল"। বিশ্বাস হল একটি দৃঢ় অতিপ্রাকৃতিক প্রত্যয় যা একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার কাজের ফল প্রকাশ করে। ইব্রীয় পুস্তকে ১১ অধ্যায়ে বিশ্বাসের উদাহরণ দ্বারা দেখানো হয়েছে, যা অনুরূপ কাজে প্রকাশিত হয়েছে। অর্থাৎ, আমরা যা করি তা হল আমরা যা বিশ্বাস করি তার ফলাফল। যাকোবের পুস্তকে ২:১৮ পদ বলে, *"তোমার কর্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।"*

প্রেরিতেরা যখন কাজ সম্বন্ধে নেতিবাচক কথা বলেন, তারা "ব্যবস্থার কাজ"-এর বিষয় ইঙ্গিত করেন; তা হল, যে কোন কাজ কেউ করে উপার্জন করতে অথবা তাদের পরিত্রাণের জন্য।

ধর্মশাস্ত্র পরিত্রাণের ফলের বিষয়ও বলে, যা হল ভালো কাজ, অথবা সৎ কাজ, যেগুলি মনপরিবর্তন এবং বিশ্বাসে নিয়ে যায় (প্রেরিত ২৬:২০, মথি ৩:৭-১০,

১থিষলনীকীয় ১:৩ এবং যাকোব ২:১৪-২৬), তারা পরিত্রাণের প্রমাণ প্রকাশ করে। মনপরিবর্তন এবং বিশ্বাস উভয়ই ঐক্য প্রকাশ করে, তাদের উভয়েরই একই ফল অথবা প্রমাণ আছে : সৎ কাজ। আমরা ভালো কাজ করার দ্বারা পরিত্রাণ পাইনি, কিন্তু আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি ভালো কাজ করার উদ্দেশ্যে (ইফিষীয় ২:৮-১০ দ্বারা এবং উদ্দেশ্যে পরিত্রাণ পাওয়ার পার্থক্যের জন্য)। কাজ হল বিশ্বাসের বাস্তবতার একটি পরীক্ষা, এবং অবশেষে যে অনুগ্রহ অপরের জীবন ও কর্মকে প্রভাবিত করে না তা ঈশ্বরের প্রকৃত অনুগ্রহ বলে বিবেচনা করা যায় না (তীত ২:১১-১২)। যীশু আমাদের শিক্ষা দেন যে ফল দ্বারা প্রকৃত বিশ্বাসীকে চেনা যাবে (মথি ৩:৮, ৭:১৬-২০, ২৫:৩৪-৪০; যোহন ১৩:৩৫, ১৪:২৩; প্রেরিত ২৬:২০; রোমীয় ২:৬-১১; যাকোব ২:১৪-১৮ এবং ১যোহন ৩:১০)।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. যে আজ্ঞাগুলি বর্তমান কালে দেওয়া হয়েছে সেগুলি আশা করা হয় .... হবে।

২. যোহন ৩:১৬ পড়ুন। গ্রিক ভাষায় বর্তমান কাল অনুসারে যোহন ৩:১৬ কী বলছে?

যোহন ৩:১৬ – *কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে, সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।*

৩. ১ যোহন ৩:৯ পড়ুন। যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না। এর অর্থ কী?

১ যোহন ৩:৯ — *যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না, কারণ তাঁহার বীর্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না, কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত।*

৪. লূক ১৫:৭ পড়ুন। একজন পাপী .... স্বর্গে আনন্দ হইবে।

লূক ১৫:৭ – *আমি তোমাদিগকে বলিতেছি, তদ্রূপ একজন পাপী মন ফিরাইলে স্বর্গে আনন্দ হইবে; যাহাদের মন ফিরান অনাবশ্যক, এমন নিরানব্বই জন ধার্মিকের বিষয়ে তত আনন্দ হইবে না।*

৫. প্রেরিত ১৭:৩০ পড়ুন। ঈশ্বর সর্বস্থানে সকল মানুষকে আজ্ঞা দিয়েছেন যেন তারা ....।

প্রেরিত ১৭:৩০ — *ঈশ্বর সেই অজ্ঞানতার কাল উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু*

এখন সর্বস্থানের সকল মনুষ্যকে মনপরিবর্তন করিতে আজ্ঞা দিতেছেন।

৬. প্রেরিত ২৬:২০ পড়ুন। এই পদটি কী বলছে?

প্রেরিত ২৬:২০ – *কিন্তু প্রথমে দম্মেশকের লোকদের কাছে, পরে যিরূশালেমে ও যিহূদিয়ার সমস্ত জনপদে, এবং পরজাতিদের কাছে প্রচার করিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন ফিরায়, ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, মনপরিবর্তনের উপযোগী কার্য করে।*

৭. ১ যোহন ২:৩ পড়ুন। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফল কী, অর্থাৎ, তাঁকে জানা?

১ যোহন ২:৩ – *আর আমরা ইহাতেই জানিতে পারি যে, তাঁহাকে জানি, যদি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি।*

৮. যাকোব ২:১৮ পড়ুন। যাকোব বলেন, "তোমার কর্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার .... হইতে বিশ্বাস দেখাইব।"

যাকোব ২:১৮ – *কিন্তু কেহ বলিবে, তোমার বিশ্বাস আছে, আর আমার কর্ম আছে; তোমার কর্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার কর্ম হইতে বিশ্বাস দেখাইব।*

৯. ১ থিষলনীকীয় ১:৩ পড়ুন। কাজ, অথবা সৎ কাজ, যা বিশ্বাস থেকে হয় তাকে বলা হয় ....।

১ থিষলনীকীয় ১:৩ – *আমরা তোমাদের বিশ্বাসের কার্য, প্রেমের পরিশ্রম ও আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্ট বিষয়ক প্রত্যাশার ধৈর্য আমাদের ঈশ্বর ও পিতার সাক্ষাতে অবিরত স্মরণ করিয়া থাকি।*

১০. গালাতীয় ২:১৬, ২১ পড়ুন। ব্যবস্থার কাজ হল সেই কাজ যা মানুষ করে পরিত্রাণ অথবা .... পাওয়ার চেষ্টায় (২১ পদ)। তারা পরিত্রাণ করতে পারে না, তাদের পরিত্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

গালাতীয় ২:১৬ – *তথাপি বুঝিয়াছি, ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কেবল যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস দ্বারা মনুষ্য ধার্মিক গণিত হয়, সেই জন্য আমরাও খ্রীষ্ট যীশুতে বিশ্বাসী হইয়াছি, যেন ব্যবস্থার কার্য হেতু নয়, কিন্তু খ্রীষ্টে বিশ্বাস হেতু ধার্মিক গণিত হই; কারণ ব্যবস্থার কার্য হেতু কোন মর্ত ধার্মিক গণিত হইবে না।*

গালাতীয় ২:২১ – *আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বিফল করি না; কারণ ব্যবস্থা দ্বারা যদি ধার্মিকতা হয়, তাহা হইলে সুতরাং খ্রীষ্ট অকারণে মরিলেন।*

১১. রোমীয় ২:৭-১০ পড়ুন। এই পদগুলি কোন দুই প্রকার মানুষের ফল বর্ণনা করছে?

রোমীয় ২:৭-১০ – *সৎক্রিয়ায় ধৈর্য সহযোগে যাহারা প্রতাপ, সমাদর ও অক্ষয়তার অন্বেষণ করে, তাহাদিগকে অনন্ত জীবন দিবেন; (৮) কিন্তু যাহারা প্রতিযোগী, এবং সত্যের অবাধ্য ও অধার্মিকতার বাধ্য, তাহাদের প্রতি ক্রোধ ও রোষ, ক্লেশ ও সঙ্কট বর্তিবে; (৯) প্রথমে ইহুদির, পরে গ্রিকেরও উপরে, কদাচারী মনুষ্যমাত্রের প্রাণের উপরে বর্তিবে। (১০) কিন্তু সদাচারী প্রত্যেক মনুয্যের প্রতি, প্রথমে ইহুদির, পরে গ্রিকেরও প্রতি প্রতাপ, সমাদর ও শান্তি বর্তিবে।*

উত্তরের নমুনা

১. যে আজ্ঞাগুলি বর্তমান কালে দেওয়া হয়েছে সেগুলি আশা করা হয় .... হবে।

ক্রমাগত, অথবা পুনঃপুন, ব্যবহার

যোহন ৩:১৬ পড়ুন। গ্রিক ভাষায় বর্তমান কাল অনুসারে যোহন ৩:১৬ কী বলছে?

যোহন ৩:১৬ – *কারণ ঈশ্বর জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একজাত পুত্রকে দান করিলেন, যেন, যে কেহ তাঁহাতে বিশ্বাস করে* *(বর্তমান কাল : বিশ্বাস করে এবং বিশ্বাস করতেই থাকবে),* ***সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়।***

৩. ১ যোহন ৩:৯ পড়ুন। যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না। এর অর্থ কী?

যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না *(বর্তমান কাল : অর্থাৎ, সে আর তার জীবনধারা অনুযায়ী পাপ করতে থাকে না, অননুতপ্ত হৃদয় প্রকাশ করে না)।*

৪. লূক ১৫:৭ পড়ুন। একজন পাপী .... স্বর্গে আনন্দ হইবে।

মন ফিরায় এবং মন ফিরাতে থাকে

৫. প্রেরিত ১৭:৩০ পড়ুন। ঈশ্বর সর্বস্থানে সকল মানুষকে আজ্ঞা দিয়েছেন যেন তারা ....।

মন ফিরায় এবং মন ফিরাতে থাকে

৬. প্রেরিত ২৬:২০ পড়ুন। এই পদটি কী বলছে?

কিন্তু প্রথমে দম্মেশকের লোকদের কাছে, পরে যিরূশালেমে ও যিহূদিয়ার সমস্ত জনপদে, এবং পরজাতিদের কাছে প্রচার করিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন ফিরায় *(বর্তমান কাল : এবং মন ফিরাতে থাকে)*, **ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে** *(বর্তমান কাল : এবং ফিরে আসতে থাকে)*, **মনপরিবর্তনের উপযোগী কার্য করে** *(বর্তমান কাল : এবং কাজ যা প্রমাণ করবে যে আপনি মন ফিরিয়েছেন)*।

৭. ১ যোহন ২:৩ পড়ুন। ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ফল কী, অর্থাৎ, তাঁকে জানা?

তিনি যা বলেন তা করা, তাঁর আজ্ঞা পালন করা

৮. যাকোব ২:১৮ পড়ুন। যাকোব বলেন, "তোমার কর্মবিহীন বিশ্বাস আমাকে দেখাও, আর আমি তোমাকে আমার .... হইতে বিশ্বাস দেখাইব।" আমরা পূর্ণ হই।

কর্ম, অথবা আমি যা করি তাহা

৯. ১ থিষলনীকীয় ১:৩ পড়ুন। কাজ, অথবা সৎ কাজ, যা বিশ্বাস থেকে হয় তাকে বলা হয় ....।

বিশ্বাসের কাজ

১০. গালাতীয় ২:১৬, ২১ পড়ুন। ব্যবস্থার কাজ হল সেই কাজ যা মানুষ করে পরিত্রাণ অথবা .... পাওয়ার চেষ্টায় (২১ পদ)। তারা পরিত্রাণ করতে পারে না, তাদের পরিত্রাণ দেওয়ার ক্ষমতা নেই।

ধার্মিকতা

১১. রোমীয় ২:৭-১০ পড়ুন। এই পদগুলি কোন দুই প্রকার মানুষের ফল বর্ণনা করছে?

বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী

পাঠ ১৩

পরিত্রাণের ফল - ২য় অংশ

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

এই ধর্মশাস্ত্রের অংশটি লক্ষ্য করুন : *"এভাবেই আমরা জানতে পারি, কারা ঈশ্বরের সন্তান, আর কারা দিয়াবলের সন্তান। যে ন্যায়সংগত আচরণ করে না, সে ঈশ্বরের সন্তান নয়; যে ভাইবোনকে ভালোবাসে না, সে-ও নয়" (১ যোহন ৩:১০, নিউ ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন)*। এটি বলেনি, "এভাবেই আমরা নিজেদের রক্ষা করতে পারি।" এটি বলে, "এভাবেই **আমরা জানতে পারি**, কারা ঈশ্বরের সন্তান।" (১ যোহন ৩:১০, আমার উদ্ব্যক্তি)।

যীশু এভাবে বলেছিলেন, *"তাদের ফল দ্বারাই **তোমরা তাদের চিনতে পারবে**"* (মথি ৭:২০, আমার উদ্ব্যক্তি)।

ধর্মশাস্ত্রে, ঈশ্বর পরিত্রাণের বিষয় দুইভাবে বলেন : (১) অনুগ্রহেই বিশ্বাস দ্বারা পরিত্রাণ পাওয়া যায় (ইফিষীয় ২:৮-৯) এবং (২) ভালো কাজের ক্ষেত্রে যা প্রত্যেক পরিত্রাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি সম্পাদন করবে (ইফিষীয় ২:৮-৯)। আমরা কেন বিশ্বাসীর ফলের কথা বলতে ভয় পাই? বাইবেল এরকম একটি বিষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় না। **আমরা কেমন করে জানতে পারব** যে আমরা ঈশ্বরের রাজ্যে এবং ঈশ্বরের শাসনের অধীন আছি তা এখানে দেওয়া হল :

১ যোহন ২:৩-৫ — *আমরা জানি* **যদি আমরা তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি। যে ব্যক্তি বলে, "আমি তাঁহাকে জানি," তথাপি তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন না করে, সে মিথ্যাবাদী এবং তাহার অন্তরে সত্য নাই। কিন্তু যে তাঁহার বাক্য পালন করে, তাহার অন্তরে সত্যই ঈশ্বরের প্রেম সিদ্ধ হইয়াছে।** *ইহাতেই আমরা জানতে পারি* **যে, তাঁহাতে আছি।**

যদি **আপনি জানেন** যে তিনি ধার্মিক, **আপনি জানেন** যে কেহ ধর্মাচরণ করে তাঁহা

হইতে জাত (১ যোহন ২:২৯)। (এটির কি কোন অর্থ হয় না? ঈশ্বর এবং খ্রীষ্টের স্বভাব হল ধার্মিকতা, এবং যে কেউ ধার্মিকতা অনুশীলন করে তাদের তাঁর স্বভাব প্রকাশ করার প্রমাণ দেয়, অথবা, যোহন যেমন বলেন, তাঁর থেকে জন্ম নেয়)।

১ যোহন ৩:৫-১০ — আর তোমরা জান, পাপভার লইয়া যাইবার নিমিত্ত তিনি প্রকাশিত হইলেন, এবং তাঁহাতে পাপ নাই। যে কেহ তাঁহাতে থাকে, সে পাপ করে না; *(গ্রিক ভাষায়, এটি হল বর্তমান কাল; এটি ধারাবাহিক অথবা অভ্যাসগত ক্রিয়া প্রকাশ করে। বাইবেলের পাঠক এই শব্দগুলি সরবরাহ করে তাদের ধারণাকে উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে পারে : ক্রমাগত, পুনঃপুন, বার বার, অবিচ্ছেদে, প্রতিনিয়ত, করতে থাকা, রীতিমত, অভ্যাসমত, জীবনধারা।)* **যে কেহ পাপ করে** *(বর্তমান কাল)*, **সে তাঁহাকে দেখে নাই এবং জানেও নাই। বৎসেরা, কেহ যেন তোমাদিগকে ভ্রান্ত না করে** *(বর্তমান কাল : পুনঃপুন, বার বার করে)*; **যে ধর্মাচরণ করে সে ধার্মিক, যেমন তিনি ধার্মিক। যে পাপাচরণ করে** *(বর্তমান কাল : অভ্যাসগত জীবনধারা কারণ এটি তাদের স্বভাব)*, **সে দিয়াবলের; কেননা দিয়াবল আদি হইতে পাপ করিতেছে, ঈশ্বরের পুত্র এই জন্যই প্রকাশিত হইলেন, যেন দিয়াবলের কার্য সকল লোপ করেন। যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপাচরণ করে না** *(বর্তমান কাল : অর্থাৎ, তাদের জীবনধারা অনুসারে, এক অননুতপ্ত হৃদয় প্রকাশ করে)*, **কারণ তাঁহার বীর্য তাহার অন্তরে থাকে; এবং সে পাপ করিতে পারে না** *(বর্তমান কাল : অবিচ্ছেদে)*, **কারণ সে ঈশ্বর হইতে জাত। ইহাতে ঈশ্বরের সন্তানগণ এবং দিয়াবলের সন্তানগণ প্রকাশ হইয়া পড়ে; যে কেহ ধর্মাচরণ না করে, এবং সে ব্যক্তি আপন ভ্রাতাকে প্রেম না করে** *(বর্তমান কাল)*, সে ঈশ্বরের লোক নয়। *(যোহন বলেন, "এভাবেই আমরা জানতে পারি কারা ঈশ্বরের সন্তান এবং কারা দিয়াবলের সন্তান।" যারা ধার্মিকতা এবং ভালোবাসা অনুশীলন করে না প্রকাশ করে যে তাদের মধ্যে পিতার স্বভাব নেই। নতুন জন্মের প্রমাণ কি গুরুত্বপূর্ণ নয়?)*

১ যোহন ৩:১৪ — আমরা জানি **যে, মৃত্যু হইতে জীবনে** উত্তীর্ণ হইয়াছি, **কারণ ভ্রাতৃগণকে প্রেম করি; যে কেহ প্রেম না করে, সে মৃত্যু মধ্যে থাকে।**

১ যোহন ৪:৬ — আমরা ঈশ্বর হইতে; ঈশ্বরকে যে জানে, সে আমাদের কথা শোনে (প্রেরিতদের); **যে ঈশ্বর হইতে নয়, সে আমাদের কথা শোনে না** (প্রেরিতদের)। **ইহাতেই** আমরা **সত্যের আত্মাকে ও ভ্রান্তির আত্মাকে** জানিতে পারি।

১ যোহন ৪:৮ — যে প্রেম করে না, সে ঈশ্বরকে জানে না, কারণ ঈশ্বর প্রেম। *(বিশ্বাসীর চিহ্ন হল প্রেম, কারণ ঈশ্বরের স্বভাব হল প্রেম।)*

১ যোহন ৫:২ — ইহাতে আমরা জানিতে পারি যে, ঈশ্বরের সন্তানগণকে প্রেম করি, যখন ঈশ্বরকে প্রেম করি *(বর্তমান কাল : এবং তাঁকে প্রেম করতে থাকি)* **ও তাঁহার আজ্ঞা সকল পালন করি** *(বর্তমান কাল : এবং পালন করতে থাকি)*।

১ যোহন ৫:১৮-১৯ — আমরা জানি, **যে কেহ ঈশ্বর হইতে জাত, সে পাপ করে না** *(বর্তমান কাল : অর্থাৎ, তাদের জীবনধারা অনুসারে, এক অননুতপ্ত হৃদয় প্রকাশ করে)*, **কিন্তু যে ঈশ্বর হইতে জাত, সে আপনাকে রক্ষা করে** (কিং জেমস্ ভার্সন - *নিজেকে রাখে, বর্তমান কাল : এবং নিজেকে রাখতে থাকে*), **এবং সেই পাপাত্মা তাহাকে স্পর্শ করে না।** (১৯) আমরা জানি যে, **আমরা ঈশ্বর হইতে; আর সমস্ত জগৎ সেই পাপাত্মার মধ্যে শুইয়া রহিয়াছে।**

প্রেরিত যোহন এই সকল বিষয় কেন আমাদের কাছে বললেন? আপনারা যারা ঈশ্বরের পুত্রের নামে বিশ্বাস করেন তাদের কাছে আমি লিখছি *যেন আপনারা জানতে পারেন* যে আপনারা অনন্ত জীবন পেয়েছেন (১ যোহন ৫:১৩)।

উপসংহার : ধার্মিকতা, পবিত্রতা, প্রেম, ঈশ্বরের আত্মার ফল হল নতুন জন্মের প্রমাণ। আপনার নিজের উপর আস্থা নেই যে আপনি তাঁর (ঈশ্বরের) যখন আপনি এক অধার্মিক জীবনধারা অনুশীলন করেন। বিবেক দোষী করে এবং ঈশ্বরের প্রতি কোন আস্থা নেই। প্রেরিত পিতর আপনাকে সর্তক করছেন যেন আপনি যে আহূত এবং মনোনীত সে বিষয় যত্ন নেন (২ পিতর ১:১০); অর্থাৎ, মহিমান্বিত সুসমাচার অনুসারে জীবনযাপন করে

আপনি যে সত্যিই তাঁর সেই বিষয় আপনার হৃদয়কে আশ্বস্ত করুন। আমি বলিনি, “এইভাবে আমরা পরিত্রাণ পেয়েছি”; আমি বলেছি, “*এভাবেই আমরা জানি* যে আমরা তাঁর।”

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. প্রেরিত ৮:১৩ এবং ১৮-২২ পড়ুন। প্রথমে যোহন একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর ‘‘ফল,’’ অথবা প্রমাণের বিষয় বলেছেন। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি হয় হৃদয় থেকে। যখন একজন বিশ্বাসীর হৃদয় দেখা যায় সঠিক নয় (যেমন শিমোনের), তারা কী করবে?

প্রেরিত ৮:১৩ — *আর শিমোন আপনিও বিশ্বাস করিল, এবং বাপ্তাইজিত হইয়া ফিলিপের সঙ্গে সঙ্গেই থাকিল; আর অনেক চিহ্ন-কার্য ও মহাপরাক্রমের কার্য সাধিত হইতেছে দেখিয়া চমৎকৃত হইল।*

প্রেরিত ৮:১৮-২২ — *আর শিমোন যখন দেখিল, প্রেরিতদের হস্তার্পণ দ্বারা পবিত্র আত্মা দত্ত হইতেছেন, তখন সে তাঁহাদের নিকটে টাকা আনিয়া বলিল, (১৯) আমাকেও এই ক্ষমতা দিন, যেন আমি যাহার উপরে হস্তার্পণ করিব, সে পবিত্র আত্মা পায়। (২০) কিন্তু পিতর তাহাকে বলিলেন, তোমার রৌপ্য তোমার সঙ্গে বিনষ্ট হোক, কেননা ঈশ্বরের দান তুমি টাকা দিয়া ক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছ। (২১) এই বিষয়ে তোমার অংশ কি অধিকার কিছুই নাই; কারণ তোমার হৃদয় ঈশ্বরের সাক্ষাতে সরল নয়। (২২) অতএব তোমার এই দুষ্টতা হইতে মন ফিরাও; এবং প্রভুর কাছে বিনতি করো, কি জানি, তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা হইলেও হইতে পারে।*

২. ২ পিতর ১:৫-১১ পড়ুন। একজন ব্যক্তিকে যে সত্যিই ঈশ্বর আহ্বান ও মনোনীত করেছেন তার প্রমাণ অথবা চিহ্ন কী?

২ পিতর ১:৫-১১ — *আর ইহারই জন্য তোমরা সম্পূর্ণ যত্ন প্রয়োগ করিয়া আপনাদের বিশ্বাসে সদ্‌গুণ, ও সদ্‌গুণে জ্ঞান, (৬) ও জ্ঞানে জিতেন্দ্রিয়তা, ও জিতেন্দ্রিয়তায় ধৈর্য, ও ধৈর্যে ভক্তি, (৭) ও ভক্তিতে ভ্রাতৃস্নেহ, ভ্রাতৃস্নেহে প্রেম যোগায়। (৮) কেননা এই সমস্ত যদি তোমাদিগেতে থাকে ও উপচিয়া পড়ে, তবে আমাদের প্রভু যীশু খ্রীষ্টের তত্ত্বজ্ঞান সম্বন্ধে তোমাদিগকে অলস কি ফলহীন থাকিতে দিবে না। (৯) কারণ এই সমস্ত যাহার নেই, সে অন্ধ, অদূরদর্শী, আপন পূর্বপাপসমূহের মার্জনা ভুলিয়া*

গিয়াছে। (১০) অতএব, হে ভ্রাতৃগণ, তোমরা যে আহূত ও মনোনীত, তাহা নিশ্চয় করিতে অধিক যত্ন করো, কেননা এ সকল করিলে তোমরা কখনও উছোট খাইবে না; (১১) কারণ এইরূপে আমাদের প্রভু ও ত্রাণকর্তা যীশু খ্রীষ্টের অনন্ত রাজ্যে প্রবেশ করিবার অধিকার প্রচুররূপে তোমাদিগকে দেওয়া যাইবে।

৩. মথি ২৫:৩৪-৪০ পড়ুন। এই পদগুলিতে বিশ্বাসীদের দ্বারা পদর্শিত গুণাবলি কী কী?

মথি ২৫:৩৪-৪০ — *তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ-পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। (৩৫) কেননা আমি ক্ষুধিত হইয়াছিলাম, আর তোমরা আমাকে আহার দিয়াছিলে; পিপাসিত হইয়াছিলাম, আর আমাকে পান করাইয়াছিলে; অতিথি হইয়াছিলাম, আর আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলে; (৩৬) বস্ত্রহীন হইয়াছিলাম, আর আমাকে বস্ত্র পরাইয়াছিলে; পীড়িত হইয়াছিলাম, আর আমার তত্ত্বাবধান করিয়াছিলে; কারাগারস্থ হইয়াছিলাম, আর আমার নিকটে আসিয়াছিলে। (৩৭) তখন ধার্মিকেরা উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিবে, প্রভু, কবে আপনাকে ক্ষুধিত দেখিয়া ভোজন করাইয়াছিলাম, কিংবা পিপাসিত দেখিয়া পান করাইয়াছিলাম? (৩৮) কবেই বা আপনাকে অতিথি দেখিয়া আশ্রয় দিয়াছিলাম, কিংবা বস্ত্রহীন দেখিয়া বস্ত্র পরাইয়াছিলাম? (৩৯) কবেই বা আপনাকে পীড়িত কিংবা কারাগারস্থ দেখিয়া আপনার নিকটে গিয়াছিলাম? (৪০) তখন রাজা উত্তর করিয়া তাহাদিগকে বলিবে, আমি তোমাদিগকে সত্য বলিতেছি, আমার এই ভ্রাতৃগণের—এই ক্ষুদ্রতমদিগের—মধ্যে এক জনের প্রতি যখন ইহা করিয়াছিলে, তখন আমারই প্রতি করিয়াছিলে।*

৪. যোহন ১৩:৩৫ পড়ুন। কিসে যীশুর শিষ্যদের চেনা যায়?

যোহন ১৩:৩৫ — *তোমরা যদি আপনাদের মধ্যে পরস্পর প্রেম রাখ, তবে তাহাতেই সকলে জানিবে যে, তোমরা আমার শিষ্য।*

৫. মথি ৭:২১-২৩ পড়ুন। এই ব্যক্তিদের কেন ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল?

মথি ৭:২১-২৩ — *যাহারা অনেকে হে প্রভু, হে প্রভু বলে, তাহারা সকলেই যে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করিতে পাইবে, এমন নয়, কিন্তু যে ব্যক্তি আমার স্বর্গস্থ পিতার ইচ্ছা পালন করে, সেই পাইবে। (২২) সেই দিন অনেকে আমাকে বলিবে, হে প্রভু, হে প্রভু, আপনার নামেই আমরা কি ভাববাণী বলি নাই? আপনার নামেই কি ভূত ছাড়াই নাই? আপনার নামেই কি অনেক পরাক্রম কার্য করি নাই? (২৩) তখন আমি বলিব, আমি কখনও তোমাদিগকে জানি নাই; হে অধর্মাচারীরা, আমার নিকট হইতে দূর হও।*

৬. যোহন ১৪:২৩ পড়ুন। একজন ব্যক্তি যদি যীশুকে ভালোবাসে, সে কী করবে?

যোহন ১৪:২৩ — *যীশু উত্তর করিয়া তাঁহাকে বলিলেন, কেহ যদি আমাকে প্রেম করে, তবে সে আমার বাক্য পালন করিবে; আর আমার পিতা তাহাকে প্রেম করিবেন এবং আমরা তাহার নিকটে আসিব ও তাহার সহিত বাস করিব।*

৭. প্রেরিত ২৬:২০ পড়ুন। এই পদটি কী বলছে?

প্রেরিত ২৬:২০ –*কিন্তু প্রথমে দম্মেশকের লোকদের কাছে, পরে যিরূশালেমে ও যিহূদিয়ার সমস্ত জনপদে, এবং পরজাতির কাছে প্রচার করিতে লাগিলাম যে, তাহারা যেন মন ফিরায়, ও ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়া আইসে, মনপরিবর্তনের উপযোগী কার্য করে।*

৮. যাকোব ২:১৭ পড়ুন। ভালো কাজ বা কর্ম যদি আপনার বিশ্বাসকে অনুসরণ না করে, তাহলে এটি কী ধরনের বিশ্বাস?

যাকোব ২:১৭ –*তদ্রূপ বিশ্বাসও কর্মবিহীন হইলে আপনি একা বলিয়া তাহা মৃত।*

উত্তরের নমুনা

১. প্রেরিত ৮:১৩ এবং ১৮-২২ পড়ুন। প্রথমে যোহন একজন প্রকৃত বিশ্বাসীর "ফল," অথবা প্রমাণের বিষয় বলেছেন। এই সকল বিষয়ের উৎপত্তি হয় হৃদয় থেকে। যখন একজন বিশ্বাসীর হৃদয় দেখা যায় সঠিক নয় (যেমন শিমোনের), তারা কী করবে?
তোমার পাপ (দুষ্টতা) হইতে মন ফিরাও এবং প্রভুর কাছে বিনতি করো যেন তোমার হৃদয়ের কল্পনার ক্ষমা হয়

২. ২ পিতর ১:৫-১১ পড়ুন। একজন ব্যক্তিকে যে সত্যিই ঈশ্বর আহ্বান ও মনোনীত করেছেন তার প্রমাণ অথবা চিহ্ন কী?
তারা তাদের বিশ্বাসের সাথে আত্মার সমস্ত গুণ যুক্ত করে, তাদের নতুন স্বভাবের গুণাবলি।

৩. মথি ২৫:৩৪-৪০ পড়ুন। এই পদগুলিতে বিশ্বাসীদের দ্বারা পদর্শিত গুণাবলি কী কী?
ব্যবহারিক কাজ যা বিশ্বাস থেকে হয় — যেমন ক্ষুধিতদের আহার দেওয়া, অন্যদের আতিথেয়তা করা, দুস্থদের কাপড় দেওয়া, অসুস্থদের প্রতি যত্ন নেওয়া, কারাগারে যারা আছে তাদের কাছে যাওয়া, ইত্যাদি।

৪. যোহন ১৩:৩৫ পড়ুন। কিসে যীশুর শিষ্যদের চেনা যায়?
তারা পরস্পরের মধ্যে প্রেম প্রদর্শন করে

৫. মথি ৭:২১-২৩ পড়ুন। এই ব্যক্তিদের কেন ঈশ্বরের রাজ্য থেকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল?
তারা অন্যায় কাজ করত। গ্রিক ভাষায়, বর্তমান কাল ব্যবহার করা হয়েছে, যা ঈঙ্গিত করে যে অন্যায় ছিল তাদের জীবনধারা, তাদের প্রকৃতি। যীশু বলেছিলেন তিনি তাদের কখনও জানতেন না। তারা ছিল হারিয়ে যাওয়া ধর্মীয় মানুষ যাদের হৃদয় কখনও পরিবর্তিত হয়নি, মনের পরিবর্তন যা তাদের ঈশ্বরের প্রতি ফিরিয়েছিল।

৬. যোহন ১৪:২৩ পড়ুন। একজন ব্যক্তি যদি যীশুকে ভালোবাসে, সে কী করবে?
তাঁর বাক্য অনুসারে চলবে, অথবা তাঁর কথা অনুসারে কাজ করবে

৭. প্রেরিত ২৬:২০ পড়ুন। এই পদটি কী বলছে?
আপনি যা করেন তা দ্বারা আপনার মনপরিবর্তন প্রমাণ করুন

৮. যাকোব ২:১৭ পড়ুন। ভালো কাজ বা কর্ম যদি আপনার বিশ্বাসকে অনুসরণ না করে, তাহলে এটি কী ধরনের বিশ্বাস?
মৃত বিশ্বাস, যে বিশ্বাস পরিত্রাণ করতে পারে না (যাকোব ২:১৪)

পাঠ ১৪
শিষ্যত্বের আহবান

অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক দ্বারা লিখিত

আজ আমরা শিষ্য হওয়া এবং কেমন করে অন্যদের শিষ্য করতে হয় সেই বিষয় আলোচনা করব। আমি আপনাকে স্মরণ করাতে চাই যে প্রভু আমাদের আজ্ঞা দিয়েছিলেন যেন আমরা ধর্মান্তকরণ না করি, কেবল মানুষকে স্বীকার করানো না যে যীশু তাদের প্রভু এবং পাপের ক্ষমা পাওয়া, কিন্তু তাদের শিষ্য করা। যদিও প্রথম দুইটি গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমি সেটি একেবারেই ছোট করছি না, প্রকৃত উদ্দশ্য হল নতুন জন্মের ঊর্ধ্বে ওঠা এবং পরিপক্কতা পাওয়া। একজন খ্রীষ্টিয়ান, যে শিষ্য, তার উদ্দেশ্য হল যাওয়া এবং অন্যদের শিষ্য করা।

যীশু আমাদের বলেছেন যেতে এবং শিষ্য করতে, মানুষকে পরিপক্কায় নিয়ে যেতে, এবং বৃদ্ধি করতে সক্ষম হতে। আজ আমাদের জগতের মণ্ডলী এই কাজ করেনি। আমরা যাজক এবং পরিচর্যাকারীদের মানুষকে নতুন জন্ম দেওয়ার জন্য দায়িত্ব দিয়েছি। আমাদের প্রচারক আছেন যারা চারিদিকে ভ্রমণ করেন, বড় ধর্ম-সভা করেন, এবং আমরা দেখি হাজার হাজার মানুষ প্রভুর জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। যদিও তাদের মধ্যে কিছু প্রকৃত নতুন জন্ম প্রাপ্ত হয় না কিন্তু কেবল আবেগের অভিজ্ঞতা লাভ করে। আমি নিশ্চিত যে মানুষ আছে যারা প্রকৃত নতুন জন্ম প্রাপ্ত হয়েছে এবং প্রভুর সঙ্গে তাদের সম্পর্ক রয়েছে। অনেক সময়, যদিও, এগিয়ে এসে শিষ্য হওয়ার জন্য গুরুত্ব দেওয়া হয় না এবং এই রকম ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়।

আমি এটিকে তুলনা করতে চাই এমন ব্যক্তির সঙ্গে যে শিশুদের ভালোবাসে। শিশুটি নিয়ে উচ্ছসিত হবে, কিন্তু কেবল তাকে জন্মাতে দেখতে তাহলে সন্তান হওয়া একেবারেই দায়িত্বজ্ঞানহীন হবে। আপনার যখন একটি সন্তান হয়, সেই শিশুকে প্রশিক্ষণ দিতে এবং বড় করতে আপনাকে দায়িত্ব নিতে হবে। আমরা মানুষকে বলি, ‘‘আসল বিষয় হল পুনর্জন্ম লাভ করা, যীশুকে প্রভু বলে স্বীকার করা।’’ সেটি যখন হয়, আমরা তাদের পিঠ চাপড়াই এবং বলি, ‘‘আপনি এখন খ্রীষ্টিয়ান হয়েছেন। ঈশ্বরকে বিশ্বাস করুন, বাইবেল

অধ্যায়ন করুন এবং সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে।” এটিতে প্রভু জোর দেন না।

সেই কারণে, আমরা মানুষ তৈরি করেছি, যাদের মধ্যে অনেকে প্রভুর প্রতি আন্তরিক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে, কিন্তু কোন পরিপক্কতা হয়নি। তারা তাদের বিশ্বাসের পুনরুৎপাদন করতে অক্ষম কারণ তাদের সহায়তার কোনও উপাদান নেই। যীশুর জন্য ইতিবাচক সাক্ষ্য হওয়ার পরিবর্তে, তারা আসলে নেতিবাচক সাক্ষি হয়ে যায়। তিনি চান আমরা বাইরে যাই এবং মানুষের কাছে পৌঁছাই যেন তারা পুরাদস্তুর শিষ্য হয় এবং অন্যদের কাছে তাদের বিশ্বাস পুনরুৎপাদন করে।

আপনি যদি প্রত্যেক ছয় মাসে একজন মানুষকে প্রভুর কাছে নিয়ে আসেন, নিজেকে পৃথক করে তাদের এমন পর্যায়ে শিষ্য করেন যেন তারা পরিপক্ক বিশ্বাসী হয় যারা তাদের বিশ্বাস পুনরুৎপাদন করতে পারে, তাহলে ছয় মাসের শেষে কেবল দুই জন বিশ্বাসী হবে। তারপর, যদি আপনারা প্রত্যেকে একজন মানুষকে প্রভুর কাছে নিয়ে আসেন, নিজেকে পৃথক করে তাদের ছয় মাস ধরে শিষ্য করেন, তাহলে এক বছরের শেষে চার জন বিশ্বাসী হবে। এটি এমন ব্যক্তির সঙ্গে তুলনামূলক বলে মনে হয় না যিনি বড় ধর্ম-সভার মাধ্যমে হাজার মানুষকে প্রভুর কাছে নিয়ে আসেন এবং তাদের দিয়ে যীশুকে স্বীকার করান। বেশিরভাগ মানুষ বলবে, “বেশ, এই শিষ্যত্বের পদ্ধতি এক বছরে কেবল চার জনকে পরিবর্তিত করতে পারে, যেখানে অন্য পদ্ধতি এক হাজার মানুষকে প্রভুর দিকে পরিচালিত করে যারা ৩৫,০০০ মানুষকে পরিচালিত করত। সেটি ভালো, এবং কেউ এটির সমালোচনা করবে না; তবে বিশ্বের জনসংখ্যার তুলনায় এটি বালতিতে মাত্র একটি ফোটা। মূলত, মণ্ডলী এভাবেই কাজ করে চলেছে।

আমরা যদি শিষ্যত্বের উপর গুরুত্ব দিই, যে ব্যক্তি ছয় মাসে একজনকে প্রভুর দিকে পরিচালিত করে এবং সেই দুই জন প্রত্যেক মাসে একই কাজ করে, সাড়ে বারো বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে তারা পৃথিবীর জনসংখ্যার বেশি মানুষের কাছে প্রচার করবে। কিছু মানুষ মনে করে *সেটি হতে পারে না,* কিন্তু চ্যালেঞ্জ করছি আপনি চেষ্টা করুন। আমি এটি গুণ করেছি, সাড়ে বারো বছরের কিছু বেশি সময়ের মধ্যে, একজন ব্যক্তি অন্য ব্যক্তিকে প্রত্যেক ছয় মাসে শিষ্য করবে, তাদের দিয়ে খ্রীষ্টের দেহে একজন পুনরুৎপাদন-কারী সদস্যকে তৈরি করবে, যারা সাড়ে পাঁচ বিলিয়ন মানুষ বনাম সাড়ে বারো হাজার মানুষের কাছে অন্য পদ্ধতিতে সুসমাচার প্রচার করতে পারবে।

আমরা যদি আপনাকে এমন জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি যেখানে আপনি কেবল জয় এবং পরিপক্কতার অভিজ্ঞতা লাভ করবেন না কিন্তু আপনার ইচ্ছা হবে বাইরে যেতে এবং অন্যদের কাছে সেটি পুনরুৎপাদন করতে। আপনি যদি প্রশিক্ষণার্থীর পরিবর্তে প্রশিক্ষক হন, এখানে কিছু বিষয় আছে যা ঘটতে পারে যদি কেবল একজন ব্যক্তি এই ধারণাটি গ্রহণ করে, প্রভুকে অনুসরণ করে পরিপক্কতার স্থানে পৌঁছায় এবং আরেকজন ব্যক্তিকে শিষ্য করা শুরু করে। আপনি যদি এই কাজ বছরে একজনের প্রতি করে থাকেন, এক বছরের শেষে, সেখানে আপনি এবং সেই ব্যক্তি থাকবেন — দুই জন। দুই বছরের শেষে, চার জন হবে। কিন্তু, আপনি যদি এই পদ্ধতি অনুসরণ করতে থাকেন, দশ বছর পরে ১,০২৪ মানুষ শিষ্য হবে এবং খ্রীষ্টের দেহের পুনরুৎপাদনকারী সদস্য হবে। আপনি যদি চালিয়ে যান, প্রাথমিক স্তরে একজন ব্যক্তি এটি গ্রহণ করা থেকে, কুড়ি বছরের শেষে দশলক্ষ মানুষের বেশি হবে। সেটি অসাধারণ। এই গুণনের পদ্ধতি প্রভু স্থাপন করেছেন — যাওয়া এবং শিষ্য করা, যাওয়া এবং পরিবর্তন করা নয়। মানুষের কাছে পৌঁছে রাজ্য বিস্তারের জন্য এটি হল সব চেয়ে ভালো উপায়, কিন্তু আমাদের মানসিকতা দ্রুত সমাধানের সন্ধান করে।

কতজন মানুষ বড় ধর্ম-সভায় যায়, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়, খ্রীষ্টিয়ান হবে বলে ঘোষণা করে, তবুও ক্রোধ, তিক্ততা ও হিংসা থাকে এবং নেতিবাচক সাক্ষি হয়? আপনি যদি পরিসংখ্যা গণনা করতে চান, কতজন মানুষ প্রকৃত সুসমাচার থেকে সরে গিয়েছে কারণ তারা দেখেছে একজন যে খ্রীষ্টধর্ম ঘোষণা করেছিল এবং মনে করেছিল, *যারা মণ্ডলীতে আছে আমি তাদের মতই ভণ্ড। আমার এটির প্রয়োজন নেই।*

পুরো বিষয়টি হল যে ঈশ্বর শিষ্যত্বের এই পদ্ধতিটি সমগ্র জগতে প্রচার করার জন্য স্থাপন করেছেন। সত্য আপনাকে স্বাধীন করতে পারে না যতক্ষণ না আপনি বাক্যে স্থির থাকেন (যোহন ৮:৩১-৩২)। এটিই প্রত্যেক জনের জন্য ঈশ্বর চান যেন তারা তাঁর পূর্ণতার অভিজ্ঞাতা লাভ করে, আবার এটিও প্রচারের পদ্ধতি যেটি ঈশ্বর স্থাপন করেছেন। যে কেউ সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে এটি করার উপায় নয় তার জন্য তারা অন্য কোনও পদ্ধতি সেটির পরিবর্তে ব্যবহার করেছে যা কাজ করেনি।

আমি প্রার্থনা করছি যেন ঈশ্বর আপনার হৃদয়ে কথা বলেন আপনাকে শিষ্যত্বের মূল্য দেখাতে ।আমি আপনাকে এগিয়ে যেতে এবং নিজে শিষ্য হতে ও অন্য লোকদের শিষ্য করতে উৎসাহিত করতে চাই।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. আপনি হয়ত আশ্চর্য হবেন শুনে যে যীশু কখনও কাউকে ‘‘খ্রীষ্টিয়ান’’ হওয়ার জন্য আহ্বান করেননি, পরিবর্তে মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল ‘‘শিষ্য’’ হওয়ার জন্য। সুসমাচারগুলি দেখুন (মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন), এবং একটি আলাদা পৃষ্ঠায়, আপনি যতটা সম্ভব ধর্মশাস্ত্র থেকে খুঁজে তালিকা করুন যেখানে শিষ্যত্বের জন্য যীশুর আহ্বান ছিল।

২. প্রেরিতের পুস্তকে, মানুষকে ‘‘খ্রীষ্টিয়ান’’ হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়নি, পরিবর্তে তাদের আহ্বান ছিল ‘‘শিষ্য’’ হওয়ার জন্য। প্রেরিতের পুস্তক দেখুন, এবং একটি আলাদা পৃষ্ঠায়, আপনি যতটা সম্ভব ধর্মশাস্ত্র থেকে খুঁজে তালিকা করুন যেখানে শিষ্যত্বের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল।

৩. ধর্মশাস্ত্রে ‘‘শিষ্য(রা)’’ কথাটি সর্বমোট ২৭৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র বাইবেলে, ‘‘খ্রীষ্টিয়ান(রা)’’ তিন বার ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র থেকে খুঁজে একটি আলাদা পৃষ্ঠায় লিখুন সেই তিন বার যেখানে ‘‘খ্রীষ্টিয়ান(রা)’’ ব্যবহার করা হয়েছে।

৪. মথি ১০:২৫ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, শিষ্য কে?

মথি ১০:২৫ — *শিষ্য আপন গুরুর তুল্য ও দাস আপন কর্তার তুল্য হইলেই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। তাহারা যখন গৃহের কর্তাকে বেল্‌সবূল বলিয়াছে, তখন তাঁহার পরিজনকে আরও কি না বলিবে?*

৫. লূক ১৪:২৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : যীশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ হল অন্যের জীবনের জন্য নিজের সম্পূর্ণ জীবনের নিঃশর্ত ত্যাগ।

লূক ১৪:২৬ — *যদি কেহ আমার নিকটে আইসে, আর আপন পিতা, মাতা, স্ত্রী-সন্তানসন্ততি, ভ্রাতৃগণ ও ভগিনীগণকে এমন কি, নিজ প্রাণকেও অপ্রিয় জ্ঞান না করে,*

তবে সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।
৬. লূক ১৪:৩৩ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : কমপক্ষে কিছু ক্ষেত্রে, যীশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ হল আক্ষরিক বিসর্জন, যীশুর দাবিকে প্রথম স্থান দেওয়া।

লূক ১৪:৩৩ — *ভালো, তদ্রূপ তোমাদের মধ্যে যে কেহ আপনার সর্বস্ব ত্যাগ না করে, সে আমার শিষ্য হইতে পারে না।*

৭. মথি ১৯:২৯ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : যতজন তার বাড়ি, কিংবা ভাই, কিংবা বোন, কিংবা বাবা, কিংবা মা, কিংবা সন্তান, কিংবা জায়গাজমি যীশুর জন্য ছেড়ে দিয়েছে, তারা শত গুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনে অধিকারী হবে।

মথি ১৯:২৯ — *আর যে কোন ব্যক্তি আমার নামের জন্য বাটী, কি ভ্রাতা, কি ভগিনী, কি পিতা, কি মাতা, কি সন্তান, কি ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়াছে, সে তাহার শত গুণ পাইবে এবং অনন্ত জীবনের অধিকারী হইবে।*

৮. প্রেরিত ১৪:২২ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : শিষ্যদের বিশ্বাসে চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

প্রেরিত ১৪:২২ — *যাইতে যাইতে তাঁহারা শিষ্যদের মন সুস্থির করিলেন, এবং তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে লাগিলেন, যেন তাহারা বিশ্বাসে স্থির থাকে, আর বলিলেন, অনেক ক্লেশের মধ্য দিয়া আমাদিগকে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে হইবে।*

৯. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : কারও কারও ধর্মশাস্ত্রে যে আসল আপত্তি তা হল শিষ্যত্বের উপর জোর দেয় যে ''খ্রীষ্টিয়ান'' হওয়ার জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন নেই, কিন্তু ''শিষ্য'' হতে গেলে প্রকৃত ত্যাগ এবং প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন। সত্য হল যে খ্রীষ্টের মুক্তির জন্য আমাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রচেষ্টার দরকার ছিল না; এটি নিখুঁত এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ জীবনের জন্য খ্রীষ্টের আহ্বান সর্বদা ছিল।

ইব্রীয় ১০:১৪ — *কারণ যাহারা পবিত্রীকৃত হয়, তাহাদিগকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন।*

১০. প্রেরিত ১১:২৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : খ্রীষ্টের আহ্বান দুই ধরনের বিশ্বাসীর জন্য ছিল না, কিছু খ্রীষ্টিয়ান হবে যারা জাগতিক এবং কিছু শিষ্য হবে। বাস্তবে, খ্রীষ্টিয়ান এবং শিষ্যকে এক রকমই হওয়া উচিত।

প্রেরিত ১১:২৬ — *আর তাঁহারা সম্পূর্ণ এক বৎসর কাল মণ্ডলীতে একত্র হইতেন, এবং অনেক লোককে উপদেশ দিতেন; আর প্রথমে আন্তিয়খিয়াতেই শিষ্যেরা 'খ্রীষ্টিয়ান' নামে আখ্যাত হইল।*

১১. মথি ২৮:১৯ পড়ুন। যীশু বিশ্বাসীদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা যায় এবং করে :

ক। শিষ্য

খ। সকল জাতিকে পরিবর্তন

মথি ২৮:১৯-২০ — *অতএব তোমরা গিয়া সমূদয় জাতিকে শিষ্য করো, পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ করো; (২০) আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সকল পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দাও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।*

১২. মথি ২৮:২০ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : অন্যদের কাছে বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা যীশুর সকল আজ্ঞা পালন করে।

১৩. যোহন ১:১২ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : যীশু তাঁর সুবিধাগুলি দিয়েছিলেন (ক্ষমা, সমর্থন, ইত্যাদি), কিন্তু যতক্ষণ না তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়।

যোহন ১:১২ — *কিন্তু যত লোক তাঁহাকে গ্রহণ করিল, সেই সকলকে, যাহারা তাঁহার নামে বিশ্বাস করে তাহাদিগকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হইবার ক্ষমতা দিলেন।*

উত্তরের নমুনা

১. আপনি হয়ত আশ্চর্য হবেন শুনে যে যীশু কখনও কাউকে ‘‘খ্রীষ্টিয়ান’’ হওয়ার জন্য আহ্বান করেননি, পরিবর্তে মানুষের প্রতি তাঁর আহ্বান ছিল ‘‘শিষ্য’’ হওয়ার জন্য। সুসমাচারগুলি দেখুন (মথি, মার্ক, লূক এবং যোহন), এবং একটি আলাদা পৃষ্ঠায়, আপনি যতটা সম্ভব ধর্মশাস্ত্র থেকে খুঁজে তালিকা করুন যেখানে শিষ্যত্বের জন্য যীশুর আহ্বান ছিল।

২. প্রেরিতের পুস্তকে, মানুষকে ‘‘খ্রীষ্টিয়ান’’ হওয়ার জন্য আহ্বান করা হয়নি, পরিবর্তে তাদের আহ্বান ছিল ‘‘শিষ্য’’ হওয়ার জন্য। প্রেরিতের পুস্তক দেখুন, এবং একটি আলাদা পৃষ্ঠায়, আপনি যতটা সম্ভব ধর্মশাস্ত্র থেকে খুঁজে তালিকা করুন যেখানে শিষ্যত্বের জন্য আহ্বান করা হয়েছিল।

৩. ধর্মশাস্ত্রে ‘‘শিষ্য(রা)’’ কথাটি সর্বমোট ২৭৩ বার ব্যবহার করা হয়েছে। সমগ্র বাইবেলে, ‘‘খ্রীষ্টিয়ান(রা)’’ তিন বার ব্যবহার করা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্র থেকে খুঁজে একটি আলাদা পৃষ্ঠায় লিখুন সেই তিন বার যেখানে ‘‘খ্রীষ্টিয়ান(রা)’’ ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রেরিত ১১:২৬, ২৬:২৮ এবং ১ পিতর ৪:১৬

৪. মথি ১০:২৫ পড়ুন। এই পদ অনুসারে, শিষ্য কে?
শিষ্য হল এমন একজন যে তার শিক্ষক অথবা গুরুর মতন হয়

৫. লূক ১৪:২৬ পড়ুন। যীশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ হল অন্যের জীবনের জন্য নিজের সম্পূর্ণ জীবনের নিঃশর্ত ত্যাগ।
সত্যি

৬. লূক ১৪:৩৩ পড়ুন। কমপক্ষে কিছু ক্ষেত্রে, যীশুর শিষ্য হওয়ার অর্থ হল আক্ষরিক বিসর্জন, যীশুর দাবিকে প্রথম স্থান দেওয়া।
সত্যি

৭. মথি ১৯:২৯ পড়ুন। যতজন তার বাড়ি, কিংবা ভাই, কিংবা বোন, কিংবা বাবা, কিংবা মা, কিংবা সন্তান, কিংবা জায়গাজমি যীশুর জন্য ছেড়ে দিয়েছে, তারা শত গুণ পাবে এবং অনন্ত জীবনে অধিকারী হবে।

সত্যি

৮. প্রেরিত ১৪:২২ পড়ুন। শিষ্যদের বিশ্বাসে চালিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।

সত্যি

৯. ইব্রীয় ১০:১৪ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : কারও কারও ধর্মশাস্ত্রে যে আসল আপত্তি তা হল শিষ্যত্বের উপর জোর দেয় যে "খ্রীষ্টিয়ান" হওয়ার জন্য কোনও প্রয়াসের প্রয়োজন নেই, কিন্তু "শিষ্য" হতে গেলে প্রকৃত ত্যাগ এবং প্রতিশ্রুতির প্রয়োজন। সত্য হল যে খ্রীষ্টের মুক্তির জন্য আমাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রচেষ্টার দরকার ছিল না; এটি নিখুঁত এবং আমাদের পক্ষ থেকে কোনও প্রচেষ্টার প্রয়োজন নেই, কিন্তু আমাদের সম্পূর্ণ জীবনের জন্য খ্রীষ্টের আহ্বান সর্বদা ছিল।

সত্যি

১০. প্রেরিত ১১:২৬ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : খ্রীষ্টের আহ্বান দুই ধরনের বিশ্বাসীর জন্য ছিল না, কিছু খ্রীষ্টিয়ান হবে যারা জাগতিক এবং কিছু শিষ্য হবে। বাস্তবে, খ্রীষ্টিয়ান এবং শিষ্যকে এক রকমই হওয়া উচিত।

সত্যি

১১. মথি ২৮:১৯ পড়ুন। যীশু বিশ্বাসীদের আদেশ দিয়েছিলেন যেন তারা যায় এবং করে :

ক। শিষ্য

১২. মথি ২৮:২০ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : অন্যদের কাছে বিশ্বাসীদের শিক্ষা দিতে হবে যেন তারা যীশুর সকল আজ্ঞা পালন করে।

সত্যি

১৩. যোহন ১:১২ পড়ুন। সত্যি অথবা মিথ্যা : যীশু তাঁর সুবিধাগুলি দিয়েছিলেন (ক্ষমা, সমর্থন, ইত্যাদি), কিন্তু যতক্ষণ না তাঁকে ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করা হয়।
সত্যি

পাঠ ১৫

আপনার সাক্ষ্য কেমন করে ব্যবহার করবেন

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য কেমন করে ব্যবহার করবেন সেই বিষয় আজ আমি আপনার সঙ্গে কথা বলব। প্রেরিত ৫:৪২ পদ বলে, ‘‘আর তাঁহারা প্রতিদিন ধর্মধামে ও বাড়িতে উপদেশ দিতেন, এবং যীশুই যে খ্রীষ্ট, এই সুসমাচার প্রচার করিতেন, ক্ষান্ত হইতেন না (নিউ অ্যামেরিকান স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন)। লক্ষ্য করুন প্রাচীন মণ্ডলীতে শিষ্যেরা প্রতিদিন ধর্মধামে মিলিত হতেন, এবং বাড়ি থেকে বাড়িতে, তাঁরা সঠিক উপদেশ দিতেন এবং প্রচার করতেন যে যীশু হলেন খ্রীষ্ট। অনেক মানুষ মনে করে যে বাড়িতে-বাড়িতে অথবা দরজায়-দরজায় যাওয়ার পদ্ধতি অবাস্তব কিংবা অস্বস্তিকর। আসলে বাইরে গিয়ে আমরা কিছু বিষয় শিখেছি যা আমি জানাতে চাই, যেখানে শিষ্যত্ব গ্রহণ করার জন্য দরজা খোলে এবং দেখা যায় মানুষ পরিবর্তিত হয় ও যীশু খ্রীষ্টের প্রতি ফেরে।

আপনাকে যেমন বলা হয়েছিল এটি তেমন কঠিন নয়, এবং আমি ধর্মশাস্ত্রে একটি বিষয় লক্ষ্য করেছি যে প্রেরিত পৌল যখন কোনও অপরিবর্তিত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলছিলেন, তিনি তিন বার তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ব্যবহার করেছিলেন। প্রেরিত ৯, ২২ এবং ২৬ অধ্যায়ে, তিনি তাঁর সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, তাঁর অভিজ্ঞতা জানিয়েছিলেন এবং তিনি যখন অবিশ্বাসীদের সঙ্গে কথা বলেছিলেন তখন তাঁর কী হয়েছিল। যীশু খ্রীষ্টের বার্তা অন্যদের বলার জন্য সেরা পদ্ধতি যা আমরা পেয়েছি তাকে আমরা বলি ‘‘প্রার্থনা করতে করতে হাঁটা।’’ আমরা একটি দরজায় যাই, তাতে কড়া নাড়ি এবং তাদের বলি, ‘‘আমরা এই অঞ্চলে কেবল মানুষের জন্য প্রার্থনা করছি। আমরা বিশ্বাস করি ঈশ্বর আমাদের প্রার্থনা শোনেন এবং তার উত্তর দেন, এবং আমরা ভাবছিলাম আপনার পরিবারে যদি কোনো সমস্যা থাকে —স্বাস্থ্য কিংবা অন্য সমস্যা — এবং চান আমরা যেন আপনার জন্য প্রার্থনা করি।’’ কখনও কখনও তারা বলে, ‘‘বেশ, হ্যাঁ, আমার একটি সমস্যা আছে’’ এবং চায় যেন আমরা প্রার্থনা করি; অন্য সময় তারা একটু অস্বস্তি কিংবা বিব্রত বোধ করে এবং বলে, ‘‘না, এখন আমাদের কোনো প্রার্থনার অনুরোধ নেই।’’ তারপর আমরা তাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সাক্ষ্য বলা শুরু করি।

আমি বলি, ‘‘অমি লক্ষ্য করছি আপনার সন্তান আছে। আমার নিজের তিন জন সন্তান আছে। ১৯৮১ সালের ১৪ই ডিসেম্বর, আমার দুই জন যমজ মেয়ে জন্মেছিল। পরের যমজ আর জন্মাতে পারেনি।’’ তারা উত্তরে বলে, ‘‘ওহ্, আমি এটি শুনে দুঃখিত।’’ তারপর আমি বলি, ‘‘দুঃখিত হবেন না। আমি বলি কী হয়েছিল।’’ আমি আমার গল্প বলতে শুরু করি। দ্বিতীয় যমজ সন্তান জন্মাবার সময় একটি পা বেরিয়েছিল। সেই সময় কিছুক্ষণের জন্য অক্সিজেন বন্ধ করা হয়েছিল। সে তখনও জন্মায়নি; অর্থাৎ, সে মৃত অবস্থায় জন্মেছিল।

ধাত্রী তাকে তুলে নিয়েছিল, তাকে চড় মেরেছিল (যত জোরে সম্ভব তাকে মেরেছিল), তার ফুস ফুসে ফুঁ দিয়েছিল যদি তার মধ্যে জলীয় কিছু ভরে থাকে, তার যা কিছু করার সবই করেছিল, এবং অবশেষে হাল ছেড়ে দিয়েছিল। যে কোনও বাবার মতন আমার অবস্থা হয়েছিল — আমি কী করব? সেই মুহূর্তে, আমি দরজায় দাড়ানো সেই ব্যক্তিকে বলি, ‘‘আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, আপনি কি যথেষ্ট বাইবেল পড়েছেন?’’ তারা বলে, ‘‘বেশ, আমি কিছুটা পড়েছি’’ অথবা কখনও কখনও ‘‘না, আসলে তা নয়।’’ আমি ব্যাখ্যা করি, ‘‘যে কারণে আমি জিজ্ঞাসা করছি তা হল বাইবেলের বই প্রেরিত ১০:৩৮ পদ বলে যে যীশু বিভিন্ন স্থানে ভালো কাজ করে বেড়াতেন ও দিয়াবলের ক্ষমতাধীন ব্যক্তিদের নিরাময় করতেন, কারণ ঈশ্বর তাঁর সহবর্তী ছিলেন। আমি কেবল আপনাকে বলতে চাইছি কী হয়েছিল। আপনার ক্ষেত্রে এটির অর্থ যা হতে পারে সেই অনুসারে আপনি তা গ্রহণ করতে পারেন কিংবা অগ্রাহ্য করতে পারেন, কিন্তু আমার শিশু সন্তানটি মারা গিয়েছিল, এবং আমি কিছু দিন যাবৎ সে বিষয় চিন্তা করছিলাম, আমরা তাকে কবর দেবো। আমি নিজে চিন্তা করছিলাম, আমি কেবল তাকে একটু কোলে নিতে চাই। আমি যখন তাকে তুলতে গেলাম, তার উপর এক মন্দ উপস্থিতি ছিল, যাকে বাইবেল বলে দুষ্ট আত্মা। এটি আমাকে শারীরিক ভাবে আক্রমণ করেছিল এবং কিছুক্ষণের জন্য আমাকে অবশ করে দিয়েছিল। যখন এরকম হল তৎক্ষণাৎ আমি বললাম, ‘যীশুর নামে, আমি তোমাকে আদেশ দিচ্ছি, অপবিত্র আত্মা, এই শিশুটির মধ্যে থেকে বের হয়ে যাও, এবং আমি যীশুর নামে এই শিশুটির মধ্যে জীবন আসতে আদেশ দিচ্ছি।’ সেই শিশুটি, যে কখনও নিশবাস নেয়নি, শ্বাস নিল, একবার নিশ্বাস নিল এবং তারপর নিশ্বাস নেওয়া বন্ধ হয়ে গেল। আমি আবার বললাম, ‘‘যীশুর নামে, তুমি অপবিত্র আত্মা, আমি

তোমাকে আদেশ দিচ্ছি এই শিশুটির মধ্যে থেকে এখনই বের হয়ে যাও, এবং তার মধ্যে জীবন এসো!' এইবার সে কয়েকবার নিশ্বাস নিল এবং নিশ্বাস নিতে লাগল।"

যে ব্যক্তিটির সঙ্গে আমি কথা বলছিলাম তাকে নাম ধরে ডেকে আমি বলি, ''আপনি জানেন, প্রায় তিন মিনিট পরে, একজন ব্যক্তি যার মস্তিষ্কে অক্সিজেন থাকে না তার মস্তিষ্ক ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আমার মেয়ে সব দিক থেকে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। আমরা তার নাম দিয়েছিলাম ভিটা, যার লাতিন অর্থ হল 'জীবন', কেননা ঈশ্বর তার জন্য যা করেছেন সেই গল্প আমরা অন্যদের বলতে চাই। তিনি তার মধ্যে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সেই সময় থেকে, আমি যথেষ্ট পরিমাণে বাইবেল অধ্যায়ন করতে থাকি এবং এটি আমি আবিষ্কার করেছিলাম : আমি শিশুটির উপরে যেমন সেই অপবিত্র আত্মা ছিল, সে রকম একটা অন্ধকারের রাজ্য আছে, শয়তানের আধিপত্য এবং শাসন, এবং ঈশ্বরের প্রিয় পুত্রের একটি রাজ্য আছে।

''যীশু যখন পৃথিবীতে এসেছিলেন, তিনি মানুষকে অন্ধকারের রাজ্য থেকে তাঁর রাজ্যে মনপরিবর্তন এবং তাঁর উপর বিশ্বাসের মাধ্যমে আসার আহ্বান করা শুরু করেছিলেন — পাপের ক্ষমা পাওয়া এবং তাঁর প্রতি ফেরা। আমি জানি না আপনি কী বিশ্বাস করেন, কিন্তু আমি কেবল আপনাকে বলতে চাই যে আমার পরিবারে এবং আমার জীবনে কী হয়েছিল। আমরা কেন আপনার দরজায় এসেছি তার প্রকৃত কারণ আপনাকে বলতে চাই। যীশু আমাদের বলেছেন যেতে এবং শিষ্য করতে। আমি উপলব্ধি করেছি যে অনেক মানুষ ব্যস্ত এবং মণ্ডলীতে যেতে পারে না অথবা যেতে চায় না। আপনার যদি সেখানে কোনও প্রশ্ন থাকে, আপনি হাত তুলে বলতে পারবেন না, ''পালক মহাশয়, আপনি এখনই যা বললেন তার অর্থ কী? অতএব, এই জন্য আমরা আপনার দরজায় এসেছি। দশ মিনিটে, ঈশ্বরের বাক্য থেকে আমাদের এক গভীর শিক্ষা হয়। তারপর আমরা ধর্মশাস্ত্র অনুসরণ করি এবং আমরা সকলে বুঝেছি তা নিশ্চিত হওয়ার জন্য কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করি। এটি সত্যিই একটি সংলাপ যা চলতে থাকে। আমরা প্রচার করছি না অথবা তাদের বলছি না যে বাইবেল কী বলে, কিন্তু কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে এটি কী বলছে তা আবিষ্কার করতে তাদের সহায়তা করার চেষ্টা করি।

''তাতে কি আপনি আগ্রহী? আপনার সুবিধা অনুসারে আমরা এটি সময় ঠিক করব,

আপনার বাড়িতে আসব, এবং কেবল আপনার সঙ্গে কথা বলব ও আপনাকে পাঠ দেবো। আপনি যদি প্রথম পাঠে কিছু বুঝতে না পারেন, এটি যদি কোনও সাহায্যে না আসে, উৎসাহিত না করে এবং আপনাকে গড়ে না তোলে, আপনি আর আমাদের মুখ দেখবেন না। আপনাকে বিরক্ত করতে, কোনও মণ্ডলী অথবা সংস্থাতে যোগদান করাতে কিংবা সেরকম কিছু করতে আমরা আসিনি। আমরা এসেছি কেবল আপনাকে বলতে যে যীশু খ্রীষ্ট ব্যক্তিগতভাবে আপনার জন্য কী করেছেন এবং আপনাকে সাহায্য করতে যেন আপনি নিজে ঈশ্বরের বাক্য বুঝতে পারেন। বাইবেলে আরও অনেক কিছু আছে যা আমরা জানি না অথবা সম্পূর্ণরূপে বুঝতে পারি না, কিন্তু আমরা এসেছি আপনার জন্য এক সংক্ষিপ্ত অধ্যায়ন করতে। আপনি কি এতে আগ্রহী হবেন?" অনেক মানুষ বলেছে, "হ্যাঁ, আমি আগ্রহী," অতএব তাদের বাড়িতে গিয়ে এই শিষ্যত্বের পাঠ শুরু কারার জন্য আমরা একটি সময় নির্দিষ্ট করি। আমি যাকে "মাক্রোওয়েভ প্রচার" বলি আমরা সেখানে সেইজন্য যাইনি, তাদের বাধ্য করা একটি ছোট প্রার্থনা করতে যখন তারা জানেই না তারা কী করছে। আমরা শিষ্যত্বের পাঠ অনুসরণ করি এবং তাদের সাহায্য করি যেন তারা খ্রীষ্টকে এবং তাঁকে ক্রুশে দেওয়া বুঝতে পারে।

আমি একজন পালককে আমাদের শিষ্যত্বের পাঠের বিষয় বলেছিলাম, এবং তিনি বলেছিলেন, "ডন, প্রথম পাঠের পরে কী হয়?" প্রথম পাঠের পর, একজন ব্যক্তি বুঝতে পারে যীশুর আহ্বানে সাড়া দেওয়ার জন্য এবং তাঁর করুণা ও ক্ষমা যা তিনি দেন তার জন্য তাকে কী করতে হবে। আমরা উন্নত বিক্রেতা নই। এটি আমাদের পদ্ধতি নয়, কিন্তু প্রথম পাঠের মাধ্যমে, তারা উপলব্ধি করবে যে তাদের হৃদয় দিয়ে কী করা প্রয়োজন। তারপর তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, "বেশ, ১৫তম পাঠের পর কী হয়?" আমি বলেছিলাম, "১৫তম পাঠের পর, যদি কোনও ব্যক্তি আমাদের সঙ্গে থাকে, তারা তাদের পাপের জন্য অনুতপ্ত হবে এবং জলে ও পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হবে। আমরা দেখছি সেইরকম ঘটনা ঘটছে, ১৫তম পাঠের পর নয়, কিন্তু ৬ নং পাঠের পরেও।"

মথি ২৮ অধ্যায়ে, যীশু বলেছিলেন সমুদয় জাতির মধ্যে যেতে এবং শিষ্য করতে, আর এই প্রক্রিয়াতে, তাদের পিতা, পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত করতে। শিষ্যত্ব করার মধ্যে, অবিশ্বাসীর কাছে আমরা খ্রীষ্টকে এবং তাঁকে ক্রুশে দেওয়া বুঝাই। সপ্তাহের পর সপ্তাহ এই বুঝানোতে, আমরা তাদের সঙ্গে এক বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে

তুলি। তারা আমাদের ভালোবাসতে এবং বিশ্বাস করতে শুরু করে। আমরা তাদের কাছে ঈশ্বরের বাক্য নিয়ে আসছি, তাদের কাছে প্রচার করার জন্য আসছি না। আমরা ধর্মশাস্ত্র পড়ছি, তাদের দিয়ে পড়াচ্ছি, এবং তাদের এমনভাবে প্রশ্ন করছি যেন তারা নিজেরা ঈশ্বরের বাক্য থেকে উত্তর খুঁজে পায়। সপ্তাহের পর সপ্তাহ, আমরা দেখি মানুষ এক জায়গায় মিলিত হয় যেখানে তারা খোলাখুলিভাবে খ্রীষ্টকে স্বীকার করে কারণ তারা জানে তাঁকে গ্রহণ করা, অনুসরণ করা এবং তাঁর কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার অর্থ কী। এটি আজকের বহু সুসমাচার প্রচারের পদ্ধতি থেকে অনেক আলাদা।

হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছাতে আমরা প্রথমে ব্যক্তিগত সাক্ষ্য ব্যবহার করি, এবং প্রত্যেকের ভিন্ন ব্যক্তিগত সাক্ষ্য আছে। অনেক সময় আমরা নিজেরা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখি। আমি একটি লিখেছিলাম যার নাম ছিল ‘‘আমার কন্যার ম্যত্যু,’’ যেটি আমি অনেক সময় দরজার বাইরে রেখে দিই। আমাদের শিষ্যত্বের প্রচার দলের অন্যেরা ক্ষুদ্র পুস্তিকা লিখেছে, যেমন জো রোজ্-এর লেখা ‘‘এক ক্রীতদাস মুক্ত হল,’’ যে মদ ও ড্রাগ দ্বারা আবদ্ধ ছিল এবং রকি ফরি-র লেখা ‘‘এক নেশাখোরের মৃত্যু,’’ যে তার পনেরো বছর বয়স থেকে ড্রাগের অধীনে ছিল এবং এখন যীশু তাকে মুক্ত করেছেন। আমরা এই সকল সাক্ষ্য মানুষের দরজায় বলি।

কিছু মানুষ বলে, ‘‘কিন্তু আমার কোনও শক্তিশালী সাক্ষ্য নেই। আমি আট মিনিটে আমার মেয়েকে মৃত্যু থেকে উঠতে দেখিনি।’’ আমি উপলব্ধি করি যে অনেক মানুষের সেই রকম সাক্ষ্য নেই। আপনার অ্যান্ড্রু ওয়মম্যাক-এর মতন যাঁর জীবন ঈশ্বরের শক্তিতে বজায় ছিল, যা তাঁর শিশুকাল থেকে তাঁকে পাপ, নোংরা এবং অধার্মিকতা দূরে রেখেছিল যেমন বেশিরভাগ মানুষকে তার মোকাবিলা করতে হয়। আমাদের প্রত্যেকের সাক্ষ্য আছে, এবং আপনি যদি মনে করেন আপনারটি যথেষ্ট শক্তিশালী নয়, আমারটি ব্যবহার করুন। আমরা যখন প্রথমে আমাদের শিষ্যত্বের প্রচারের দল শুরু করলাম এবং মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে আরম্ভ করলাম, জো রোজ্ আমার সাক্ষ্য ব্যবহার করেছিল। কিছু কাল পরে, সে আমার থেকে ভালো করে সেটি বলতে পারত। তখন আমি কেবল বলতাম, ‘‘এই জো, এগিয়ে যাও এবং তাদের বলো আমার কী হয়েছিল।’’

হারিয়ে যাওয়া মানুষদের কাছর পৌঁছাতে প্রেরিত পৌল তাঁর ব্যক্তিগত সাক্ষ্য নূতন

নিয়মে তিন বার ব্যবহার করেছিলেন, আপনিও এটি করতে পারেন। আমাদের আজ কম্পিউটার আছে যেখানে বিভিন্ন প্রোগ্রাম আছে : ওয়ার্ড পারফেক্ট, মাইক্রোসফ্ট ওয়ার্ড, অথবা যা কিছু। আপনার নিজের ব্যাক্তিগত সাক্ষ্য দিয়ে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা করা খুব সহজ। এটি আরও বেশি কার্যকর বলতে, ‘‘এটি এমন কিছু নয় যা আমি বাইবেলের বইয়ের দোকান থেকে কিনেছি। আমি আপনাকে যা বলছি তা আমার ক্ষেত্রে ঘটেছিল।

আমি চাই আপনি বসুন এবং আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য লেখা শুরু করুন — আপনার কী হয়েছিল — আপনি কেমন করে যীশুর কাছে এসেছিলেন। তারপর আপনার সাক্ষ্য কাউকে বলুন যেন আপনি কারো বাড়ির দরজায় বলছেন।

এই বিষয়ে আপনার যদি আরও তথ্যের প্রয়োজন হয়, আমার ওয়াবসাইটে যান : ডাবলিউডাবলিডডাবলিড.ক্রেট্র্যাক্টস.কম এবং এই তথ্য দেখুন ‘‘আপনার বিশ্বাস বলার জন্য পরামর্শ।’’ আপনার ব্যক্তিগত সাক্ষ্য লিখুন, অনুশীলন করুন, উপস্থাপন করুন এবং ‘‘আপনার বিশ্বাস বলার জন্য পরামর্শ’’ অধ্যায়ন করুন। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ যেন আপনি এটি অধ্যায়ন করেন — কেবল এটি পড়া নয় — আপনি যখন বাইরে যাবেন এবং সমুদয় জাতির কাছে প্রচার করবেন, একবার একজনকে। ঈশ্বর আপনাকে আশীর্বাদ করুন।

শিষ্যত্বের প্রশ্নবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. মার্ক ১৬:১৫ পড়ুন। সুসমাচার কার কাছে প্রচার করতে হবে?

মার্ক ১৬:১৫ – *আর তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, তোমরা সমুদয় জগতে যাও, সমস্ত সৃষ্টির নিকটে সুসমাচার প্রচার করো।*

২. মথি ২৮:১৯-২০ পড়ুন। কাদের শিষ্য করা উচিত?

মথি ২৮:১৯-২০ – *অতএব তোমরা গিয়া সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো; পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজিত করো; (২০) আমি তোমাদিগকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিয়াছি, সে সমস্ত পালন করিতে তাহাদিগকে শিক্ষা দিও। আর দেখ, আমিই যুগান্ত পর্যন্ত প্রতিদিন তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছি।*

৩. প্রেরিত ৮:৫, ২৬; ১৬:১৩-১৫, ২৩; এবং ২০:২০-২১ পড়ুন। কোথায় প্রচার হয়েছিল?

প্রেরিত ৮:৫ — *আর ফিলিপ শমরিয়ার নগরে গিয়া লোকদের কাছে খ্রীষ্টকে প্রচার করিতে লাগিলেন।*

প্রেরিত ৮:২৬ — *পরে প্রভুর এক দূত ফিলিপকে এই কথা বলিলেন, উঠ, দক্ষিণ দিকে, যে পথ যিরূশালেম হইতে ঘসার দিকে নামিয়া গিয়াছে, সেই পথে যাও; সেই স্থান প্রান্তর।*

প্রেরিত ১৬:১৩-১৫ — *আর বিশ্রামবারে নগরদ্বারের বাহিরের নদীতীরে গেলাম, মনে করিলাম, সেখানে প্রার্থনাস্থান আছে; আর আমরা বসিয়া সমাগত স্ত্রীলোকদের কাছে কথা বলিতে লাগিলাম। (১৪) আর থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী একটি ঈশ্বর-ভক্ত স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেন, আমাদের কথা শুনিতেছিলেন; আর প্রভু তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ করেন। (১৫) তিনি ও তাঁহার পরিবার বাপ্তাইজিত হইলে পর তিনি বিনতি করিয়া বলিলেন, আপনারা যদি আমাকে প্রভুতে বিশ্বাসিনী বলিয়া বিবেচনা করিয়া থাকেন, তবে আমার গৃহে আসিয়া অবস্থিতি করুন। আর তিনি আমাদিগকে সাধ্যসাধনা করিয়া লইয়া গেলেন।*

প্রেরিত ১৬:২৩ — *এবং তাঁহাদিগকে বিস্তর প্রহার করাইলে পর কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন, এবং সাবধানে রক্ষা করিতে কারারক্ষককে আজ্ঞা দিলেন।*

প্রেরিত ২০:২০-২১ — *কোন হিতকথা গোপন না করিয়া তোমাদিগকে সকলই জানাইতে, এবং সাধারণ্যে ও ঘরে ঘরে শিক্ষা দিতে, সঙ্কুচিত হই নাই; (২১) ঈশ্বরের প্রতি মনপরিবর্তন এবং আমাদের প্রভু যীশুর প্রতি বিশ্বাস বিষয়ে ইহুদি ও গ্রিকদের নিকটে সাক্ষ্য দিয়া আসিতেছি। (২২) আর এখন দেখ, আমি আত্মাতে বদ্ধ হইয়া যিরূশালেমে গমন করিতেছি; সে স্থানে আমার প্রতি কি কি ঘটিবে, তাহা জানি না।*

৪. মার্ক ৪:১১-১২ পড়ুন। প্রকৃতরূপে যীশুকে গ্রহণ করার আগে, একজন ব্যক্তিকে :

ক। দেখতে হবে

খ। অনুভব করতে হবে

গ। শুনতে হবে

ঘ। বুঝতে হবে

ঙ। উপরের সবই

মার্ক ৪:১১-১২ – *তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, ঈশ্বরের রাজ্যের নিগূঢ় তত্ত্ব তোমাদিগকে দত্ত হইয়াছে; কিন্তু ওই বাহিরের লোকদের নিকটে সকলই দৃষ্টান্ত দ্বারা বলা হইয়া থাকে; (১২) যেন তাহারা দেখিয়া দেখে, কিন্তু টের না পায়, এবং শুনিয়া শুনে, কিন্তু না বুঝে, পাছে তাহারা ফিরিয়া আইসে, ও তাহাদিগকে ক্ষমা করা যায়।*

৫. প্রেরিত ২৮:২৩-২৪ পড়ুন। পৌল যখন সুসমাচার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন এবং সাক্ষ্য দেন, মানুষকে যীশুর বিষয় নিশ্চিত বিশ্বাস করাতে তিনি কত সময় পর্যন্ত এই কাজ করেছিলেন।

প্রেরিত ২৮:২৩-২৪ – *পরে তাঁহারা একটি দিন নিরূপণ করিয়া সেই দিন অনেকে তাঁহার বাসায় তাঁহার কাছে আসিলেন; তাঁহাদের কাছে তিনি প্রাতঃকাল অবধি সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাখ্যা করিয়া ঈশ্বরের রাজ্যের বিষয়ে সাক্ষ্য দিলেন, এবং মোশির ব্যবস্থা ও ভাববাদিগণের গ্রন্থ লইয়া যীশুর বিষয়ে তাঁহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন। (২৪) তাহাতে কেহ কেহ তাঁহার কথায় প্রত্যয় করিলেন, আর কেহ কেহ অবিশ্বাস করিলেন।*

৬. প্রেরিত ১৬:১৪ পড়ুন। কেউ যখন খ্রীষ্টের প্রতি ফেরে, কী খুলে যায়?

প্রেরিত ১৬:১৪ – *আর থুয়াতীরা নগরের লুদিয়া নাম্নী একটি ঈশ্বর-ভক্ত স্ত্রীলোক, যিনি বেগুনিয়া কাপড় বিক্রয় করিতেন, আমাদের কথা শুনিতেছিলেন; আর প্রভু তাঁহার হৃদয় খুলিয়া দিলেন, যেন তিনি পৌলের কথায় মনোযোগ করেন।*

৭. প্রেরিত ২:৩৭ পড়ুন। কী হয় যখন কোন ব্যক্তির হৃদয় খুলে যায় এবং সে নিজেকে অপরাধী বোধ করে?

প্রেরিত ২:৩৭ – *এই কথা শুনিয়া তাহাদের হৃদয়ে যেন শেল-বিদ্ধ হইল, এবং তাহারা পিতরকে ও অন্য প্রেরিতদিগকে বলিতে লাগিল, ভ্রাতৃগণ, আমরা কী করিব?*

৮. প্রেরিত ১৬:৩১ এবং ২:৩৮ পড়ুন। একজন ব্যক্তিকে কী করতে হবে?

প্রেরিত ১৬:৩১ – *তাঁহারা বলিলেন, তুমি ও তোমার পরিবার প্রভু যীশুতে বিশ্বাস করো, তাহাতে পরিত্রাণ পাইবে।*

প্রেরিত ২:৩৮ – *তখন পিতর তাহাদিগকে বলিলেন, মন ফিরাও, এবং তোমরা প্রত্যেক জন তোমাদের পাপমোচনের নিমিত্ত যীশু খ্রীষ্টের নামে বাপ্তাইজিত হও; তাহা হইলে পবিত্র আত্মারূপ দান প্রাপ্ত হইবে।*

৯. প্রেরিত ২:৪২ এবং যোহন ৮:৩১-৩২ পড়ুন। তারপর সেই ব্যক্তিকে কী করতে হবে?

প্রেরিত ২:৪২ – *আর তাহারা প্রেরিতদের শিক্ষায় ও সহভাগিতায়, রুটি ভাঙ্গায় ও প্রার্থনায় নিবিষ্ট থাকিল।*

যোহন ৮:৩১-৩২ – *অতএব যে ইহুদিরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিল, তাহাদিগকে যীশু বলিলেন, তোমরা যদি আমার বাক্যে স্থির থাক, তাহা হইলে সত্যই তোমরা আমার শিষ্য; (৩২) আর তোমরা সেই সত্য জানিবে এবং সেই সত্য তোমাদিগকে স্বাধীন করিবে।*

১০. রোমীয় ১০:১৪-১৫ পড়ুন। বিপরীত ক্রমে (এই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে), একজন ব্যক্তি কেমন করে খ্রীষ্টের কাছে আসবে?

রোমীয় ১০:১৪-১৫ – *তবে তাহারা যাঁহাতে বিশ্বাস করে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাকে ডাকিবে? আর যাঁহার কথা শুনে নাই, কেমন করিয়া তাঁহাতে বিশ্বাস করিবে? আর প্রচারক না থাকিলে কেমন করিয়া শুনিবে? (১৫) আর প্রেরিত না হইলে কেমন করিয়া প্রচার করিবে? যেমন লিখিত আছে, "যাহারা মঙ্গলের সুসমাচার প্রচার করে, তাহাদের চরণ কেমন শোভা পায়।"*

উত্তরের নমুনা

১. মার্ক ১৬:১৫ পড়ুন। সুসমাচার কার কাছে প্রচার করতে হবে?
সমস্ত সৃষ্টি, প্রত্যেককে

২. মথি ২৮:১৯-২০ পড়ুন। কাদের শিষ্য করা উচিত?
সমুদয় জাতিকে

৩. প্রেরিত ৮:৫, ২৬; ১৬:১৩-১৫, ২৩; এবং ২০:২০-২১ পড়ুন। কোথায় প্রচার হয়েছিল?
শহরে, মরুভূমি, নদীর পাড়ে, কারাগারে, সাধারণের জায়গায় এবং বাড়িতে -বাড়িতে

৪. মার্ক ৪:১১-১২ পড়ুন। প্রকৃতরূপে যীশুকে গ্রহণ করার আগে, একজন ব্যক্তিকে :
ঙ। উপরের সবই

৫. প্রেরিত ২৮:২৩-২৪ পড়ুন। পৌল যখন সুসমাচার সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেন এবং সাক্ষ্য দেন, মানুষকে যীশুর বিষয় নিশ্চিত বিশ্বাস করাতে তিনি কত সময় পর্যন্ত এই কাজ করেছিলেন।
সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত, সম্ভবত প্রায় ছয় থেকে আট ঘন্টা

৬. প্রেরিত ১৬:১৪ পড়ুন। কেউ যখন খ্রীষ্টের প্রতি ফেরে, কী খুলে যায়?
হৃদয়, মানুষের সর্বাধিক কেন্দ্রীয় অংশ

৭. প্রেরিত ২:৩৭ পড়ুন। কী হয় যখন কোন ব্যক্তির হৃদয় খুলে যায় এবং সে নিজেকে অপরাধী বোধ করে?
সে যদি সঠিকভাবে সাড়া দেয়, সে জিজ্ঞাসা করবে, “আমি কী করব?”

৮. প্রেরিত ১৬:৩১ এবং ২:৩৮ পড়ুন। একজন ব্যক্তিকে কী করতে হবে?

মন ফিরাতে হবে, প্রভু যীশু খ্রীষ্টে বিশ্বাস করতে হবে এবং বাপ্তাইজিত হতে হবে

৯. প্রেরিত ২:৪২ এবং যোহন ৮:৩১-৩২ পড়ুন। তারপর সেই ব্যক্তিকে কী করতে হবে?

প্রেরিতদের উপদেশাবলিতে (শিক্ষায়) নিবিষ্ট থাকতে হবে। যীশুর বাক্য শিখতে এবং অনুশীলন করতে হবে

১০. রোমীয় ১০:১৪-১৫ পড়ুন। বিপরীত ক্রমে (এই ধর্মশাস্ত্রগুলিতে), একজন ব্যক্তি কেমন করে খ্রীষ্টের কাছে আসবে?

কাউকে পাঠানো হয়। কারো কাছে প্রচার, অথবা ঘোষণা, করা হয়। তারা যেহেতু খ্রীষ্টের বার্তা শোনে, তারা বিশ্বাস করতে পারে। যেহেতু তারা বিশ্বাস করে, তারা পরিত্রাণের জন্য প্রভুর নামে ডাকে।

পাঠ ১৬

শিষ্য করার জন্য প্রত্যেকের উপহার ব্যবহার

ডন ক্রো দ্বারা লিখিত

সকলের দানই শিষ্য করার জন্য ব্যবহার করা যায়। আমরা এই শিষ্যত্বের কার্যক্রম অনেক বছর ধরে সাফল্যের সঙ্গে করছি, দেখছি মানুষের জীবন পরিবর্তন হতে যখন তারা নতুন জন্ম লাভ করছে, পবিত্র আত্মায় বাপ্তাইজিত হয়ে, এবং জলে বাপ্তিস্ম গ্রহণ করে। এক দিন আমি আমার এক বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলাম এবং তাকে বললাম, “আমরা কিছু বিষয় হারাচ্ছি — সেগুলি ফাটলের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।” সে বলল, “আমি মনে করছিলাম সব কিছু খুব ভালোভাবে কাজ করছে। তুমি কী বলতে চাইছ?”

আমি আপনাকে জানাবো কেমন করে অভ্যন্তরীণ মণ্ডলীকে — যেখানে মানুষ কেবল বসে থাকে, যাজকের কথা শোনে এবং বাড়ি চলে যায় — বাহ্যিক মণ্ডলীতে পরিণত করা যাবে যেখানে তারা গির্জার চার দেওয়ালের বাইরে পৌঁছাবে। এগুলি হল বাস্তব পরিসংখ্যান : ৯৫ শতাংশ খ্রীষ্টিয়ান কখনও কাউকে প্রভুর দিকে পরিচালিত করেনি এবং ৯০ শতাংশ প্রচার খ্রীষ্টিয়ানদের উদ্দেশ্যে হয়। মণ্ডলীর বিল্ডিং হল পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে বেশি প্রচারের ক্ষেত্র। আমরা সান্ডে-স্কুলে সুসমাচার প্রচার করি, আমরা গির্জায় সুসমাচার প্রচার করি। আমরা যেভাবে বিল্ডিং-এর কাছে সুসমাচার প্রচার করি, আমাদের মনে হয় যেন বিল্ডিং-এর পরিবর্তনের প্রয়োজন।

কনস্ট্যানটাইনের অধীনে তৃতীয় শতাব্দির পর্যন্ত গির্জার ভবনগুলি তৈরি হয়নি। সেই সময় থেকে, হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছানোর পরিবর্তে, মণ্ডলী অভ্যন্তরে গির্জার দেওয়ালের মধ্যে লুকিয়ে ছিল। আমরা সেই দেওয়ালের বাইরে পৌঁছাতে চাই যেন অভ্যন্তরীণ মণ্ডলী থেকে বাহ্যিক মণ্ডলীতে পরিণত করতে পারি। পরিসংখ্যান অনুসারে, কেবল ০.৫ শতাংশ (এক শতাংশের নীচে) কার্যক্রম আমাদের বিল্ডিং-এর বাইরে পৌঁছায়। এর থেকে বোঝা যায় যে বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কোনো মূখ্য গোষ্ঠি নেই যাদের পরিকল্পনা আছে হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে সত্যি করে পৌঁছানোর। খ্রীষ্ট ধর্মের একটি অংশ হল মণ্ডলীর বাইরে মানুষের কাছে পৌঁছানো এবং তাদের শিষ্য করা। এটিকে

নতুন করে আবিষ্কার করা প্রয়োজন।

সংস্কারের মাধ্যমে মার্টিন লুথার বিশ্বাসের মাধ্যমে ন্যায্যতার প্রকাশকে মণ্ডলীর নজরে এনেছিলেন। ১৮০০ এক দশকে, জন ওয়েসলির মাধ্যমে গণ প্রচার এসেছিল। তবে মনে হয় প্রেরিতদের পরে ব্যক্তিগত এক থেকে এক শিষ্যত্ব এবং সুসমাচার প্রচার নতুনভাবে আবিষ্কার করা হয়নি। আপনি বলতে পারেন, ‘‘আমি জানি না কেমন করে।’’ এই কার্যক্রমের মাধ্যমে, আমরা নিশ্চয়ই আপনাকে দেখাব কেমন করে — এটি খুব সহজ। আপনার সাক্ষ্য ব্যবহারের মাধ্যমে লোকের সাথে কাজ করা এবং দরজার নতুন লোকের সঙ্গে দেখা করা কত সহজ তা আমরা আপনাকে দেখাব। আমি এখন এটির উপর মনসংযোগ করতে চাই। এটি হল সেই শুভ সংবাদ।

আপনি যা করতে চান তা কেমন করে করতে চান, অন্য কেউ যা চান তা নয় (যা আপনি সত্যিই করতে চান না), কিন্তু আপনি ঠিক যা করতে চান? এই বিষয়টি নিয়ে আমরা কথা বলছি। আমি যখন মানুষকে দেখাই কেমন করে শিষ্যত্বের প্রচার কাজ করে, এই বলে, ‘‘দেখুন, আমরা এটিই করছি : আমরা মানুষের জীবন স্পর্শ করছি। তারা পরিত্রাণ পেয়েছে, নতুন জন্ম লাভ করেছে, পবিত্র আত্মায় পূর্ণ হয়েছে এবং জলে বাপ্তাইজিত হয়েছে।’’ লোকে বলে, ‘‘এটি দারুণ!’’ কিন্তু আমি যদি বলি, ‘‘এখন, আপনাদের মধ্যে কত জন আমার সঙ্গে যেতে চান,’’ সেখানে হয়ত এশো জনের মধ্যে তিন জন হবেন, কেননা বাকিরা ভীত অথবা জানেন না তা কেমন করে করতে হবে। অথবা, আমি যদি বলতাম, ‘‘এখন, এটি ভুলে যান। এটির বিষয় চিন্তা করবেন না; আপনাকে ভীত হতে হবে না। আমরা বাইরে যাবো এবং বাইবেল অধ্যায়ন করব আর আপনার জন্য শিষ্যত্বের পাঠ ঠিক করব।’’ কতজন শিক্ষা দিতে চাইবেন? তখন আরও থাকবে — প্রায় দশ কিংবা বারো জন — যারা বলবে, ‘‘হ্যাঁ, আমি শিক্ষা দিতে চাই।’’ কিন্তু এটি তার থেকে বেশি কিছু হবে না।

আমরা যা করতে চাই তা হল আপনাকে দেখানো যে কেমন করে খ্রীষ্টের দেহের প্রত্যেক দান হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছানোর জন্য, তাদের ভালোবাসার জন্য এবং তাদের শিষ্য করার জন্য ব্যবহার করা যাবে। এটি প্রত্যেক দান ব্যবহার করবে, এবং সেই সকল দানগুলি খ্রীষ্টের দেহে পাওয়া যাবে, স্থানীয় মণ্ডলীতে। আপনাদের মধ্যে কয়েকজন বলবেন, ‘‘আমি পবিত্র আত্মার বাপ্তিস্ম, সুস্থতা এবং সেই রকম বিষয়গুলির

জন্য প্রার্থনা করতে চাই।” ঠিক আছে, আমাদের শিষ্যত্বের একটি সময় আছে যখন আমরা আপনাকে কেবল সেই উদ্দেশ্যেই আনতে পারি। অন্যেরা বলবে, “আমি তাতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না,” কিন্তু আপনি কি মাংস ভরা পিঠে সেঁকতে পারেন? আপনি কি কার্ড পাঠাতে পারেন? আপনি কি একটি ফোন করতে পারেন? আপনি কি বেড়া রং করতে পারেন? আমরা যে একা মায়ের পরিচর্যা করছি তার বাচ্চার যত্ন নিতে পারেন যেন সে এক ঘন্টায় তার বাড়ি গুছিয়ে বাইরে বেরোতে পারে? আপনি কি ব্যবহারিক কাজগুলি করতে পারেন? অনুরোধ সম্পর্কে কী? আপনাদের কয়েকজনকে অনুরোধের জন্য আহ্বান করা হয়েছে, প্রার্থনা করা জন্য। আপনাদের সেই সকল মানুষদের দেখাব যাদের আমরা পরিচর্যা করছি, তাদের নাম আপনাদের দেব এবং আপনারা তাদের জন্য প্রার্থনা করবেন ও অনুরোধ করবেন, একা অথবা দল হিসাবে, তাদের এবং শিষ্যত্বের প্রচার দলের জন্য যারা প্রতি সপ্তাহে বাইরে যায়।

শিষ্য করার জন্য অন্যদের কাছে পৌঁছানোর সুযোগ প্রত্যেকের আছে। আমাদের একটি কার্যক্রম আছে যেখানে প্রত্যেক দান ব্যবহার করা যায়। আমরা একজন শিক্ষক এবং একজন শিক্ষকের সহযোগীর দল তৈরি করছি যারা বাইরে গিয়ে শিষ্যত্বের ক্ষমতা নিয়ে পরিচর্যা করবে। তারপর দুই জন পরিচর্যার সাহায্যকারী তাদের সহায়তা করে ব্যবহারিক কাজ করার জন্য, যেমন খাবার দেওয়া, মাংস ভরা পিঠে সেঁকা কিংবা ফোন করে জানতে চাওয়া কেমন কাজ হচ্ছে। আমাদের লোক আছে যারা আমাদের এবং আমরা যাদের পরিচর্যা করছি তাদের জন্য অনুরোধ করছে।

আপনি কি জানেন আমরা কী দেখছি? আমরা দেখছি ঈশ্বর মানুষের জীবন পরিবর্তন করছেন কারণ তাদের কাছে বলা এবং যত্ন নেওয়া হয়েছিল, কেননা তাঁর ভালোবাসা তাদের দেখানো হয়েছিল। আর আপনি কি জানেন পরিচর্যা ক্ষেত্রে কারা কাজ করছে? যারা এটি করবেন বলে মনে করেন তারাই এটি করেন — সেই লোকেরা। ইফিষীয় ৪:১১ বলে প্রেরিত, ভাববাদী, সুসমাচার প্রচারক, পালক এবং শিক্ষককে তিনি দান করেছেন যেন তাঁরা পবিত্রগণকে পরিপক্ক করে যাতে পরিচর্যা কাজ সাধিত হয়। মণ্ডলী পরিচর্যার কাজ করছে, কেবল সেই সামনের ব্যক্তি নয় যাকে “পালক” বলা হয়। পালক যখন শিক্ষা দান করেন এবং মণ্ডলীকে পরিচর্যা কাজের জন্য সজ্জিত করেন এবং তারা গিয়ে সেই কাজ করে, সেটিই প্রকৃত সাফল্য।

আমাকে ব্যাখ্যা করতে দিন। আমরা যদি অন্য একটি জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি এবং আমাদের রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘‘যুদ্ধে আমরা অনেক লোক হারাই, অতএব আমি সৈন্য পাঠাব না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, কেবল আমাদের সেনাধ্যক্ষরা সেখানে যুদ্ধ করতে যাবে।’’ অবশিষ্ট পৃথিবী আমাদের দেখে হাসবে, এবং সত্যিই সেরকম হচ্ছে। শয়তান আমাদের দেখে হাসছে কারণ আমরা সেনাধ্যক্ষদের পাঠিয়েছি, পাঁচ ধরণের মানুষের দ্বারা পরিচর্যা, সব কিছু করতে। ‘‘তারা সব কিছু করুক — এটি করার জন্য আমরা তাদের অর্থ দিচ্ছি।’’ আমরা সেনাবাহিনী তৈরি করতে অকৃতকার্য হয়েছি। ঈশ্বর সেই সেনাবাহিনী তৈরি করতে চান, এবং আমাদের প্রত্যেকটি দান শিষ্যত্বের প্রচারের জন্য ব্যবহার করা যাবে।

আমরা সেনাবাহিনী তৈরিতে সহায়তা করতে চাই, যারা শিষ্য করার জন্য শক্তিশালী পন্থা দ্বারা সজ্জিত হবে — কেবল এখানে এই শহরে নয় — কিন্তু পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছাবে। সেটি করা যাবে সেই সকল পন্থা দ্বারা যেগুলি আমরা তৈরি করেছি, শিষ্যত্বের পাঠ এবং সমস্ত কৌশল যা ঈশ্বর আমাদের দিয়েছেন। ঈশ্বর আপনাদের আশীর্বাদ করুন যখন আপনারা একত্র হয়ে আপনাদের দানগুলি হারিয়ে যাওয়া মানুষদের, নতুন বিশ্বাসীদের পরিচর্যার জন্য ব্যবহার করবেন এবং যীশুর আজ্ঞা পালন করবেন যে যাও এবং সমুদয় জাতিকে শিষ্য করো।

শিষ্যত্বের প্রশ্নাবলী এবং এই প্রশ্নগুলির জন্য শাস্ত্রের ব্যবহার

১. দলগুলি একত্র করে কেমনভাবে তারা প্রচার করবে, শিষ্য করবে এবং হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল। আপনার মণ্ডলী এই দলগুলির মধ্যে যেকোনও একটিতে যোগ দিতে পারে। আপনি যদি আপনার পরিচর্যার সমস্ত দানগুলি ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে থাকেন, আপনি তাকে সেই রাজ্যে এবং পরিপক্কতায় দ্রুত নিয়ে আসতে পারবেন। আপনার মণ্ডলীর সদস্যদের নিম্নলিখিত প্রশ্নমালা দিতে পারেন। তারপর অগ্রাধিকার দিতে দল সংগঠিত করবেন।

আমি এটি করতে আগ্রহী : (এক বা একাধিক পরীক্ষা করুন)
— নতুন মানুষদের সঙ্গে তাদের দরজায় যোগাযোগ করা
— মধ্যস্থতা : হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং শিষ্যত্বের প্রচারের দলের জন্য প্রার্থনা করা
— যে সকল পরিবারের প্রয়োজন তাদের খাবার এবং অন্যান্য জিনিস দেওয়া
— কাছে গিয়ে অথবা ফোনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা
— উদারতার প্রচার : অন্যদের জন্য খাবার রান্না করা, একটি কার্ড পাঠানো, আপনি যেমন করে পারেন সাহায্য করা
— যারা একা মা এবং তাদের সন্তানদের সঙ্গে কাজ করা
— মণ্ডলীতে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা
— অন্যান্য : আমি চাই .... করতে

২. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। নীচে একটি শিষ্যত্বের অগ্রাধিকারের ফর্ম-এর নমুনা দেওয়া হল যা শিষ্যত্বের পাঠের শিক্ষা দেওয়ার পরে ব্যবহার করতে হবে। এই ফর্ম পালককে অথবা যাঁরা কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে প্রকাশ করবে যে কয়টি পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক পাঠের ফলাফল।

শিষ্যত্বের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলাফলের ফর্ম

সাক্ষাতের/পাঠের তারিখ :

ব্যক্তি(রা) পাঠের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের নাম :

যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে/শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তিদের নাম :

উপস্থাপনার স্থান :

পাঠের বিষয় :

এই অধ্যায়ন কেমন হয়েছে?

৩. যাকোব ১:২২ পড়ুন। আমরা যদি এখনই ঈশ্বরের বাক্য শুনে থাকি কিন্তু তা বাস্তবে কখনও প্রয়োগ না করি, আমরা তাহলে কী করেছি?
আমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি

যাকোব ১:২২ – *আর বাক্যের কার্যকারী হও, আপনাদিগকে ভুলাইয়া শ্রোতামাত্র হইও না।*

৪. মথি ৭:২৪-২৭ পড়ুন। বুদ্ধিমান লোক হওয়ার জন্য, আমরা যেন কেবল যীশুর কথা শুনি, কিন্তু আমাদের অবশ্যই কী করা উচিত?

মথি ৭:২৪-২৭ — *অতএব যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন করে, তাহাকে এমন এক জন বুদ্ধিমান লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে পাষাণের উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করিল। (২৫) পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে লাগিল, তথাপি তাহা পড়িল না, কারণ পাষাণের উপরে তাহার ভিত্তিমূল স্থাপিত হইয়াছিল। (২৬) আর যে কেহ আমার এই সকল বাক্য শুনিয়া পালন না করে, তাহাকে এমন এক জন নির্বোধ লোকের তুল্য বলিতে হইবে, যে বালুকার উপরে আপন গৃহ নির্মাণ করিল। (২৭) পরে বৃষ্টি নামিল, বন্যা আসিল, বায়ু বহিল, এবং সেই গৃহে আঘাত করিল, তাহাতে তাহা পড়িয়া গেল, ও তাহার পতন ঘোরতর হইল।*

৫. ইফিষীয় ৪:১১-১২ পড়ুন। পরিচর্যার কাজ কে করবে?

ইফিষীয় ৪:১১-১২ — *আর তিনিই কয়েক জনকে প্রেরিত, কয়েক জনকে ভাববাদী, কয়েক জনকে সুসমাচার প্রচারক ও কয়েক জনকে পালক ও শিক্ষাগুরু করিয়া দান করিয়াছেন, (১২) পবিত্রগণকে পরিপক্ক করিবার নিমিত্ত করিয়াছেন, যেন পরিচর্যা-কার্য সাধিত হয়, যেন খ্রীষ্টের দেহকে গাঁথিয়া তোলা হয়।*

৬. প্রেরিত ৮:১ এবং ৪ পড়ুন। সর্বত্র প্রচার করতে কারা গিয়েছিল?

প্রেরিত ৮:১ — *সেই দিন যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর প্রতি বড়ই তাড়না উপস্থিত হইল, তাহাতে প্রেরিতবর্গ ছাড়া অন্য সকলে যিহূদিয়ার ও শমরিয়ার জনপদে ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িল।*

৭. প্রেরিত ৮:১ এবং ৪ পড়ুন। কারা চারিদিকে বাক্য প্রচার করতে যায়নি?

প্রেরিত ৮:4 — *তখন যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়াছিল, তাহারা চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া*

সুসমাচারের বাক্য প্রচার করিল।

৮. প্রেরিত ১১:১৯-২২ পড়ুন। প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে, বিশ্বাসীরা পরিচর্যার কাজ করত, এবং সেটি প্রেরিতেরা নেতৃত্ব ও নির্দেশ দ্বারা তাদের খবরাখবর রাখতেন।

প্রেরিত ১১:১৯-২২ — *ইতিমধ্যে স্তিফানের উপলক্ষে যে ক্লেশ ঘটিয়াছিল, তৎপ্রযুক্ত যাহারা ছিন্নভিন্ন হইয়া গিয়াছিল, তাহারা ফৈনীকিয়া, কুপ্রে ও আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া কেবল ইহুদিদেরই নিকটে বাক্য প্রচার করিতে লাগিল। (২০) কিন্তু তাহাদের মধ্যে কয়েক জন কুপ্রীয় ও কুরীণীয় লোক ছিল; ইহারা আন্তিয়খিয়াতে আসিয়া গ্রিকদের নিকটেও কথা বলিল, প্রভু যীশুর বিষয়ে সুসমাচার প্রচার করিল। (২১) আর প্রভুর হস্ত তাহাদের সহবর্তী ছিল, এবং বহুসংখ্যক লোক বিশ্বাস করিয়া প্রভুর প্রতি ফিরিল। (২২) পরে তাহাদের বিষয়ে যিরূশালেমস্থ মণ্ডলীর কর্ণগোচর হইল; তাহাতে ইহাঁরা আন্তিয়খিয়া পর্যন্ত বার্ণবাকে প্রেরণ করিলেন।*

৯. ১ করিন্থীয় ১২:১৪-১৮ পড়ুন। খ্রীষ্টের দেহের প্রত্যেক অংশ প্রয়োজনীয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। বরং, খ্রীষ্টের প্রতি পূর্ণ আস্থা সব কিছু করা নয় কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে যা করার জন্য সজ্জিত করেছেন। এই পাঠে যে তথ্য পেয়েছেন তা দিয়ে আপনি কী করবেন?

১ করিন্থীয় ১২:১৪-১৮ — *আর বাস্তবিক দেহ একটি অঙ্গ নয়, অনেক। (১৫) পা যদি বলে, আমি ত হাত নই, তজ্জন্য দেহের অংশ নই, তবে তাহা যে দেহের অংশ নহে, এমন নয়। (১৬) আর কর্ণ যদি বলে, আমি ত চক্ষু নই, তজ্জন্য দেহের অংশ নই, তবে তাহা যে দেহের অংশ নহে, এমন নয়। (১৭) সমস্ত দেহ যদি চক্ষু হইত, তবে শ্রবণ কোথায় থাকিত? এবং সমস্তই যদি শ্রবণ হইত, তবে ঘ্রাণ কোথায় থাকিত? (১৮) কিন্তু এখন ঈশ্বর অঙ্গ সকল এক এক করিয়া দেহের মধ্যে যেমন ইচ্ছা করিয়াছেন, সেইরূপ বসাইয়াছেন।*

উত্তরের নমুনা

১. দলগুলি একত্র করে কেমনভাবে তারা প্রচার করবে, শিষ্য করবে এবং হারিয়ে যাওয়া মানুষের কাছে পৌঁছাবে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল। আপনার মণ্ডলী এই দলগুলির মধ্যে যেকোনও একটিতে যোগ দিতে পারে। আপনি যদি আপনার পরিচর্যার সমস্ত দানগুলি ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে থাকেন, আপনি তাকে সেই রাজ্যে এবং পরিপক্কতায় দ্রুত নিয়ে আসতে পারবেন। আপনার মণ্ডলীর সদস্যদের নিম্নলিখিত প্রশ্নমালা দিতে পারেন। তারপর অগ্রাধিকার দিতে দল সংগঠিত করবেন।

আমি এটি করতে আগ্রহী : (এক বা একাধিক পরীক্ষা করুন)
— নতুন মানুষদের সঙ্গে তাদের দরজায় যোগাযোগ করা
— মধ্যস্থতা : হারিয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের এবং শিষ্যত্বের প্রচারের দলের জন্য প্রার্থনা করা
— যে সকল পরিবারের প্রয়োজন তাদের খাবার এবং অন্যান্য জিনিস দেওয়া
— কাছে গিয়ে অথবা ফোনে অন্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করা
— উদারতার প্রচার : অন্যদের জন্য খাবার রান্না করা, একটি কার্ড পাঠানো, আপনি যেমন করে পারেন সাহায্য করা
— যারা একা মা এবং তাদের সন্তানদের সঙ্গে কাজ করা
— মণ্ডলীতে আসার জন্য গাড়ির ব্যবস্থা করা
— অন্যান্য : আমি চাই .... করতে

২. প্রেরিত ২:৪ পড়ুন। নীচে একটি শিষ্যত্বের অগ্রাধিকারের ফর্ম-এর নমুনা দেওয়া হল যা শিষ্যত্বের পাঠের শিক্ষা দেওয়ার পরে ব্যবহার করতে হবে। এই ফর্ম পালককে অথবা যাঁরা কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাছে প্রকাশ করবে যে কয়টি পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে এবং প্রত্যেক পাঠের ফলাফল।

শিষ্যত্বের অগ্রাধিকার দেওয়ার ফলাফলের ফর্ম

সাক্ষাতের/পাঠের তারিখ :

ব্যক্তি(রা) পাঠের শিক্ষা দিচ্ছেন তাদের নাম :

যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে/শিক্ষা দেওয়া হয়েছে সেই ব্যক্তিদের নাম :

উপস্থাপনার স্থান :

পাঠের বিষয় :

এই অধ্যায়ন কেমন হয়েছে?

৩. যাকোব ১:২২ পড়ুন। আমরা যদি এখনই ঈশ্বরের বাক্য শুনে থাকি কিন্তু তা বাস্তবে কখনও প্রয়োগ না করি, আমরা তাহলে কী করেছি?
আমরা নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করেছি

৪. মথি ৭:২৪-২৭ পড়ুন। বুদ্ধিমান লোক হওয়ার জন্য, আমরা যেন কেবল যীশুর কথা শুনি, কিন্তু আমাদের অবশ্যই কী করা উচিত?
আমাদের সেগুলি করতে হবে

৫. ইফিষীয় ৪:১১-১২ পড়ুন। পরিচর্যার কাজ কে করবে?

পবিত্রগণ, এক নির্দিষ্ট শ্রেণির লোককে যাজক হিসাবে উল্লেখ করা হয়নি

৬. প্রেরিত ৮:১ এবং ৪ পড়ুন। সর্বত্র প্রচার করতে কারা গিয়েছিল?

বিশ্বাসীরা যারা বিভিন্ন দেশে ছিন্নভিন্ন হয়ে পড়েছিল

৭. প্রেরিত ৮:১ এবং ৪ পড়ুন। কারা চারিদিকে বাক্য প্রচার করতে যায়নি?

প্রেরিতবর্গ। আমরা প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে দেখি তারাই শিষ্যত্ব এবং প্রচারের জন্য দায়িত্বে ছিল।

৮. প্রেরিত ১১:১৯-২২ পড়ুন। প্রাচীন নূতন নিয়মের মণ্ডলীতে, বিশ্বাসীরা পরিচর্যার কাজ করত, এবং সেটি প্রেরিতেরা নেতৃত্ব ও নির্দেশ দ্বারা তাদের খবরাখবর রাখতেন।

মণ্ডলী নতুন বিশ্বাসীদের দ্বারা যীশুকে গ্রহণ সম্বন্ধে শুনেছিল এবং তারা বার্ণবাকে তাদেরকে সাহায্য করার জন্য পাঠালো।

৯. ১ করিন্থীয় ১২:১৪-১৮ পড়ুন। খ্রীষ্টের দেহের প্রত্যেক অংশ প্রয়োজনীয়। আমাদের নিজেদের মধ্যে তুলনা করা উচিত নয়। বরং, খ্রীষ্টের প্রতি পূর্ণ আস্থা সব কিছু করা নয় কিন্তু ঈশ্বর আপনাকে যা করার জন্য সজ্জিত করেছেন। এই পাঠে যে তথ্য পেয়েছেন তা দিয়ে আপনি কী করবেন?

আশা করি, অন্যদের সহায়তা কারার জন্য বেরিয়ে পড়া এবং আমার দানগুলি ব্যবহার করার জন্য অনুশীলন করা

Contact Details
www.awmindia.net info@awmindia.net
Locations:

Hyderabad
42/343/1/188, Near Flora Hotel, Maruthi Nagar
A S Rao Nagar, Hyderabad - 500 040, India.
Ph: (040) 4028 0718

Chennai
72-D, Nandhini Mahal, I Floor, Velachery Main Road
Velachery, Chennai - 600 042, India.
Ph: (044) 4202 1820

Mumbai
Bethel, Plot No 305/E, Mith Chowky, Near Girdhar Park
Malad (W), Mumbai - 400 064, india.
Ph: +91 8976549515

Delhi
Ph: +91 9560591787

USA
Andrew Wommack Ministries Inc.
P O Box 3333, Colorado Springs, CO 80934-3333
www.awmi.net
UK
Andrew Wommack Ministries - Europe
P O Box 4392, Walsall, WS1 9AR, England
www.awme.net